INDEX

PROCEEDINGS OF TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Wednesday, the 9th February, 1983 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Samar Choudhury, Speaker Protem in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 9 Ministers and 46 Members.

ELECTION OF THE SPEAKER

Shri Samar Choudhury (Speaker Protem) :—মাননীয় সদস্যগণ, আজ ত্রিপুরার পঞ্চম বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের প্রথম সভা। আজকের এই সভায় আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই বিধান সভার অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করা। এই বিষয়ে সদস্যগনকে ইতিপূর্ব্বেই অবহিত করা হয়েছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে অধ্যক্ষ পদের জন্য একটি মাত্র বৈধ মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়েছে। এই মনোনয়ন পত্রে অধ্যক্ষ পদে জন্য মাননীয় সদস্য শ্রী অমরেন্দ্র শর্মার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবক বিধান সভার নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহোদয় এবং সমর্থক শ্রী দীনেশ দেববর্মা, পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়। যেহেতু, একটি মাত্র বৈধ মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়াছে এবং অপর কোন প্রার্থী নেই অতএব আমি ঘোষণা করিতেছি যে মাননীয় সদস্য শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা মহোদয় ত্রিপুরা বিধান সভার অধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

(সভার নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী, কংগ্রেস পরিষদিয় দলের নেতা শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য এবং ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি দলের পরিষদীয় নেতা শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নব নির্বাচিত অধ্যক্ষ মহোদয়কে অধ্যক্ষের আসণে বসার জন্য আগাইয়া দিয়া আসেন)।

(অধ্যক্ষের আসন গ্রহনের পর)

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা (অধ্যক্ষ) :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আজ আপনারা সর্ব্বসম্মতভাবে যে আমাকে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করায় আপনাদের সবাইকে আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সংগে সংগে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি ত্রিপুরার সর্ব্বস্তরের গনতন্ত্রপ্রিয় জনগনকে যারা ৬০ সদস্যের এই বিধানসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন। আজ আমার উপর আপনারা যে গুরু দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন সেই সম্পর্কে আমি সচেতন। গত দুইটি বিধান-সভার কার্য্যকালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে সামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয়েরর মধ্যে দিয়ে

এটুকু আমার কাছে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়েছে যে মাননীয় সদস্যদের আন্তরিক সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা ব্যাতিরেকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয় না আমি সর্বান্তকরণে ভরসা রাখি যে আপনাদের অকুণ্ঠভাবে সাহায্য, অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সার্বিক সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হব না। আমি আরও আশা রাখি যে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে এবং সংসদীয় রীতিনীতি বজায় রেখে সভার কার্য্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে এবং এই বিধান সভার অতীত গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়। নমস্কার।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমেই আপনাকে অভিনন্দিত করছি। আমরা বামফ্রন্ট সরকারের একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনগনের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে এই সভায় এসেছি। পরিষদীয় গনতন্ত্র যাতে সুরক্ষিত হয় এবং গনতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করে সব অংশের জনগনের সহযোগিতায় আমরা যাতে জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচী রূপায়িত করতে পারি সেই দিক থেকে আপনার সহযোগিতা, সমর্থন এবং এই হাউসের সব অংশের সদস্যদের সমর্থন আমরা চাচ্ছি। আমি আশা করব যে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন স্বার্থে, এই যে নূতন আমাদের যাত্রা সুরু হলো তার প্রারম্ভে আমরা ত্রিপুরার মানুষকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে তাদের যে সমস্ত সমাস্যা রয়েছে সেগুলির সমাধানে আমরা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। ত্রিপুরা একটা ক্ষুদ্র রাজ্য হলেও তার অনেক সমস্যা রয়েছে যার সমাধানে সব অংশের মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। সেই দিক থেকে মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আশা করব যে আপনার সাহায্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারব।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :--মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করব যে বিরোধী দলের যারা এই বিধান সভায় এসেছেন তাঁরা যাতে সঠিকভাবে ভূমিকা পালন করতে পারেন তার জন্য আপনি নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে সেই ভূমিকা পালনে সহায়তা করবেন এবং আমাদের দলের তরফ থেকেও বলতে পারি যে সভার পরিচালনার বিষয়ে এবং সংসদীয় রীতিনীতি মেনে আমরা আপনাকে সাহায্য করব এবং আমরাও আশা করব আপনার তরফ থেকে যাতে আপনিও সেই সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আইনগত প্রতিষ্ঠীত যে অনুশাসন সেই অনুশাসন মেনে নিয়ে বিরোধী দলকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে ত্রিপুরাতে একটা সুষ্ঠু বিরোধী দলের ভূমিকা পালনে সহায়তা করবেন। ধন্যবাদ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :--মিঃ স্পীকার স্যার, এটা একটা ইতিহাস যে একটা বিরাট সংখ্যার বিরোধী দল থাকা সত্বেও আজকে স্পীকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন। আমরা আশা করি সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য স্পীকারের উপর যে দায়িত্ব সেটা তিনি নিরপেক্ষভাবে পালন করবেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিধানসভা হচ্ছে সার্ব্বভৌম এবং এই বিধানসভার অধিকার রক্ষা করার একমাত্র আধিকারিক হলেন স্পীকার। কাজেই তাঁর কর্তব্য অত্যন্ত পবিত্র। আমরা যারা এখানে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছি, আমরা জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। জনগণের সুখ সুবিধা, দুঃখ বেদনার কথা বলার জন্য এবং সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমরা নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছি। কাজেই আমাদের এই অধিকার আমরা যাতে প্রয়োগ

করতে পারি এটা আমরা নব নির্বাচিত স্পীকারের কাছে অবশ্যই আশা করব এবং এটা আশা করব যে প্রতিটি সদস্য যাতে বিধানসভার সমস্ত কাজকর্মে সর্ব্বশ্রেণীর কর্মচারীদের সহায়তা পাই এবং আমাদের অধিকার যাতে কোন রকমে লঙ্ঘিত না হয় সেই দিকটাও তিনি লক্ষ্য রাখবেন এবং এটাও আশা করব বিধান সভার যারা কর্মী তাদের প্রতিও তিনি সুবিচার করবেন গণ চরিত্রে সংবিধান হচ্ছে মূল কথা। এই সংবিধানের ভিত্তিতে স্পীকার হলেন এখানে সর্ব্বোচ্চ স্থানে। কাজেই স্পীকারের কাছে আমরা এটা আশা করব যে সর্ব্বরকমের সাহায্য সহায়তা আমরা পাব এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে আমরা সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করব।

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, সর্বপ্রথম আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ, এখানে আপনি এই হাউসে সব অংশের কনফিডেন্স অর্জন করেছেন। কারণ আপনি ইলেকটেড হয়েছেন আনকনটেস্টেড। আপনি এই হাউসের কাস্টডিয়ান। সমস্ত সদস্যের গণতন্ত্র সমস্ত, সংসদীয় সমস্ত কাজকর্ম করার অধিকার রক্ষা করতে আপনি সহায়ক হবেন। সরকার পক্ষেরই হোক, আর বিরোধী পক্ষেরই হোক প্রতিটি সদস্য, জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁর অধিকার আছে এই হাউসে জনগণের বিষয় তুলে ধরার। তাদের সেই সুযোগ সুবিধা দেখার দায়িত্ব আপনার উপর। আমরা আশা করব সংসদীয় রীতিনীতি আপনার তত্বাবধানে যাতে সুরক্ষিত হয় এবং সব সদস্যরা নিজেদের দায়িত্ব যাতে পালন করতে পারেন সেটা নিশ্চয়ই আপনি সযত্নে দেখবেন এবং আপনার পরিচালনায় এই বিধানসভার কাজ কর্ম যাতে ভাল ভাবে চলতে পারে এই আশা রেখে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :--মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনাদের বক্তব্যে আমি নিজেকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে করছি, বিশেষ করে সরকার এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যেভাবে আমার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন আমি সর্বপ্রযত্নে অবশ্যই চেষ্টা করব যাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষিত হয় এবং যাতে অধ্যক্ষের নিরপেক্ষতা এই হাউসে নিশ্চিন্ত ভাবেই বজায় থাকে। এর মধ্যে দিয়ে আমরা চলতে পারব। সার্বিক সহযোগিতা যেমন সদস্যদের কাছ থেকে আসবে তেমনি অধ্যক্ষের পক্ষ থেকে আইন অনুযায়ী যে সহযোগিতা তাঁদের প্রয়োজন নিশ্চিতই আমার পক্ষ থেকে সেটা থাকবে। এই কথা আমি আপনাদের কাছে উল্লেখ করছি। আমার ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন আবার আপনাদের জানাচ্ছি।

আমাদের পরবর্তী যে কার্য্যসূচীগুলি আছে, আমরা এর পরে সেগুলি গ্রহণ করছি। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় অল্প ১২-১৫ মিনিটে বিধান সভার অধিবেশন উদ্বোধন করবেন। আমরা সেই সময়ে সবাই এক সঙ্গে আবার মিলিত হব এবং তাঁর ভাষণ শুনবো এবং আমাদের পরবর্তী কাজকর্ম চালাবো।

এখন আমাদের সভা মুলতুবী থাকছে।

(The House met again at 12 Noon)

PRESENT

The Hon'ble Speaker Shri Amarendra Sarma in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 9 Ministers and 46 Members.

GOVERNOR'S ADDRESS

At 12-15 P. M. the Governor addressed the Members of the Assembly as follows :—

Mr. Speaker and Honourable Members,

I have great pleasure in welcoming you to this first session of the Legislative Assembly after the recent General Elections. I congratulate all the Members on their election to the Assembly and I am confident that their endeavous in the coming years for the welfare of the people of Tripura will be fruitful and rewarding.

2. The recent polls have reaffirmed the mandate given and the faith reposed by the people of Tripura in the programmes and policies of the Left Front Government. My Government will strive its utmost to live up to this confidence and make determined efforts to secure all round socio-economic development of the people of the State. It will be the foremost duty of the Government to secure the fulfilment of the aspirations of the people of Tripura in a larger measure in the years to come.

3. The process of development of the State and securing qualitative improvement in the life of the people are not easy tasks. This may need some radical changes in the Centre-State relations. In the background of a deepening economic crisis, with inadequate natural and monetary resources and with insufficient infrastructure, the development of the State is a continuous struggle and this sruggle is bound to be long. It is only the growth of active democratic institutions at all levels and the conscious and enthusiastic participation of the masses that can speed up quantitative and qualitative changes. Government will continue to place immense faith on the people and in the crucial role of the institutions of people at every level.

4. It is in this context that the setting up of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Councial early in 1982 is a matter of unique significance. As an institution of self-government for tribal compact areas and as an instrument for the harmonious development of all the people, this new institution has been widely welcomed and it will constitute the major institutional device to transform the conditions of life of the people. Government has been providing all necessary support of men and material to the Autonomous District Council and steps for further strengthening this institution will be undertaken in the coming years. The Plan provision and the budgetary support to the Autonomous District Council are being significantly stepped up to enable them to perform a wider and significant role.

5. The administrative structure of the Council has been built up steadily during the year to enable the Council to function effectively The functions of allotment of land and settlement of jhumias in the Autonomous District Council Area have been fully entrusted to the Council. Council launched a special scheme during the year 1982-83 to

assist the distressed jhumias for jhum cultivation and about 10,000 families of jhumias in acute distress were provided with assistance. The Council has also initiated a number of employment-oriented schemes. The establishment of a number of Growth Centres has been planned by the Council and the setting up of the first Growth Centre at Sikaribari in Kamalpur Sub-Division is in good progress. The total financial outlay of the Council during the year 1982-83 is expected to exceed Rs. 1.00 crore. For the year 1983-84, the Council has already formulated programmes for Rs. 10.00 crores, of which, Rs. 8.27 crores have been earmarked for implementation of various development schemes in the Autonomous District Council Area.

6. The creation of employment opportunities in the rural as well as urban sector will constitute one of the important tasks of the Government. Unemployment and underemployment in rural areas have been mitigated to some extent by the implementation of the State Rural Employment Programmes (SREP) introduced last year. In the year 1982-83, 50 lakh mandays were created under SREP. Similarly under the National Rural Employment Programme, 16 lakh mandays were created. It is proposed to intensify the implementation of both SREP and NREP, in order to provide larger volume of employment and at the same time create useful and productive assets for the village community. The plan resources available in all sectors of development will be pooled together to generate maximum employment. In the field of urban educated unemployed, it is proposed to take up self-employment programmes of different categories to provide fruitful avenues of employment and livelihood. Government will also be pusuing with the Government of India the establishment of units of Central Enterprise in the State to widen the scope of employment for local people.

7. Members of the House will be happy to learn that the Gas-based Thermal Power Generation Project has been finally approved by the Government of India and the Planning Commission. The Project envisages the generation of 10 Megawatts (MW) by utilising 40,000 cubic metres of gas per day from the Barmura structure. The estimated cost of the scheme is Rs. 4.63 crores. Action has already been taken for inviting tenders for the equipments and initiating other preliminary steps for commencing work on the Project. The implementation of this Project will be a landmark in the utilisation of the natural gas potential of the State.

8. It is also expected that substantial quantities of gas may become available not only in Barmura structure, but also in Rokhia and Gojalia structures. Government are maintaining close coordinatoion with the O.N.G.C. for securing the utilisation of the natural gas for the development of industries in the State.

9. During the year 1982-83, it is expected that the State Plan outlay of Rs. 50.00 crores will be exceeded. In particular, the investment under Education, Roads and Welfare of Scheduled Tribes will be higher than the original Plan outlays. In financial terms, the actual achievement is likely to be around Rs. 55.00 crores against the original outlay of Rs. 50.00 crores.

10. The dicussions with the Planning Commission on the Annual Plan of 1983-84 have also been completed recently and the size of the State Plan has been finally placed at Rs. 58.00 crores. This will include a small provision for the requirements of the Gas-based Thermal Project also. An amount of Rs. 150.00 lakhs has been provided in this Plan for grant-in-aid to the Autonomous District Council. Though the overall increase allowed by the Planning Commission in the Plan for 1983-84 is only modest, State Government will make efforts to ensure additional investments in priority sectors of the Plan.

11. The rising prices have been causing concern and immense hardship to the working people. Aware of the deteriorating conditions, Government have kept the wage levels under close review. The minimum wages for agriculture have been increased from Rs. 7/- to Rs. 8/- per day from August, 1982. The wage rates in construction and building industry were increased in December, 1982. The minimum wage for tea workers has been increased from Rs. 5/- to Rs. 6/- per day from August, 1982. The minimum wage for bidi workers has been increased from Rs. 5/- to Rs. 6.35 from May, 1982. The wages under SREP and NREP have been raised to the level of agricultural minimum wage of Rs. 8/- per day. Government are aware that these increases are only marginal considering the widespread hardship of the toiling people ; but it is their hope that this will at least bring some relief to them.

12. The increasing prices and the high cost of living adversely affect the largest category of fixed income groups, the government employees of Tripura. A number of steps have been taken by Government to improve their conditions. The longstanding demand of the State Government employees for granting Central rates of Dearness Allowance was finally met in December, 1982. The implementation of the recommendations of Second Pay Commission has also brought considerable benefit to almost all major sections of the government employees. Taken together, these should mark significant forward steps in the history of the State Government employees. Government have no doubt that employees at all levels will involve themselves deeply in the implementation of the programmes for the welfare of the people of the State.

13. The law and order situation in the State remaind well under control in the year 1982 and the General Elections held early in January, 1983 passed off peacefully. Indeed, it was creditable that on the day of the poll there was not a single untoward incident, which would only reaffirm the desire of the large masses of the people of the State to live in peace and harmony. The sporadic incidents of violence committed by armed extremist groups are, however, matters of concern. Government would like to assure that effective steps will be taken to put down the extremist elements firmly in the coming year. Government will also take devisive steps against antinational, communal, secessionist and divisive forces.

14. A variety of steps have been taken to modernise and re-organise the State Police. It has also been decided to raise a third battalion of the Tripura Armed Police. In order to inprove the capabilities of the existing Armed Battalions, separate Training Companies have been sanctioned in each of the existing battalions. The construction of houses for police

personnel has also speeded up. A 25-bedded Police Hospital has started functioning in the South District and another similar hospital is under construction in the North District. The welfare of the police personnel will always be one of the foremost reponsibilities of the Government.

15. During the year 1982, Agricultural production received a set back due to unprecedented heavy rainfall in the first week of August. However, for overcoming the effect of this heavy rainfall, a number of steps including free supply of paddy seeds and seedlings and also increasing the production under Rabi crop were taken up successfully.

16. The agricultural development programmes will be further stepped up during the year with the objective of reaching the target of self-sufficency in production of foodgrains. In line with this target, production of foodgrains will be increased to 4.68 lakh tonnes in 1983-84. Emphasis has also been placed on increasing the area and production of pulses and oil seeds. A large scale programme for distribution of minikits, seeds and pesticides and also demonstration of improved varieties of crops has been introduced. Research activities on horticultural crops with reference to agro-climatic conditions of Tripura have been undertaken in the Horticultural Research Complex at Nagicherra.

17. With the assistance of the North Eastern Council, integrated development of watershed areas is being planned and Project Reports for this purpose are under prepaiation.

18. The Forest Department has created more than 72,000 hectares plantations by the end of 1981-82. During 1982-83 season, another 5,800 hectares of plantations have been raised. Social Forestry schemes have also been undertaken in lands owned by small and marginal farmers as well as in Panchayat lands. During the year 1982-83, about 600 hectares of Social Forestry plantations have been raised benefiting about 1,200 families. Government have decided that the Forest Department programmes should be implementated in tune with the needs of tribal development and tribal welfare. With this objective in view, it has been laid down that in the case of constitution of any new Reserve Forest or allotment of forest land, the needs of the tribals living in the forests should be fully taken into account and the local tribal people as well as the Autonomous District Council should be consulted. The re-settlement of the traditional jhumia families within the Reserve Forests will also be undertaken by the Forest Department with the help of the two Forest Divisions created exclusively for this purpose.

19. The Tripura Forest Development and Plantation Corporation has raised more than 3,300 hectares of rubber plantation of which about 350 hectares are presently under tapping. The Corporation has also prepared Project Reports for setting up of a Latex Centrifuging Factory in the South District and a Crumb Rubber Factory in the North District. These Projects will be executed with financial assistance from the National Bank for Agriculture and Rural Development.

20. The increase in irrigation potential in the Sate has been accorded a very high priority in the development programmes. The construction of deep tube wells, shallow tube wells and other schemes during 1982-83 will

increase the permanent irrigation potential of the State by 2,000 hectares. The construction of barrage on the Gumti River at Maharani is in good progress and on its completion, an irrigation potential of about 4,500 hectares will be created. Preliminary works on the barrage on Khowai river at Chakmaghat have already been started and the construction of barrage in the river bed will be taken up in November, 1983. The preparatory work on the consideration of the barrage on Manu river at Nalkata in North District has also been undertaken.

21. The Plan outlay for the construction of roads has been significantly stepped up during the year. Apart from increasing the Plan provision to Rs. 7.60 crores during 1982-83, Government have also been utilising the funds under the strategic roads programme and the funds from North Eastern Council. A large number of link roads in interior tribal areas have been constructed during the year.

22. The construction of railway line from Dharmanagar to Kumarghat is in progress. Government have been continuing its efforts to secure the approval of the Government of India for the extension of railway line from Kumarghat to Agartala. It is hoped that the efforts would be fruitful in the near future.

23. In order to bring about a diversification in the economy, the efforts towards rapid industrialisation of the State are being continued by the Government. In addition to the stepping up of the rate of production of the Tripura Jute Mills, Government envisage the establishment of a seconod Jute Mill in order to utilise the raw material available in the State and ensure remunerative prices to the growers. The setting up of a Paper Mill and also a Spinning Mill is being pursued vigorously with the Government of India. The North Eastern Council has accorded sanction for the setting up of a Pozzolona Cement Unit at Kumarghat in North Tripura. This Unit will utilise the lime stone of Jampui hills and the clay deposits of Bisramganj and Charilam in West Tripura and will produce 12 tonnes a day of Pozzolona Cement.

24. The Tripura Tea Development Corporation has drawn up a plan to establish a modern Tea Processing Factory in the State. A detailed Project Report for this purpose is being drawn up by a Consultancy Firm. An area of 2,800 acres has been selected for the purpose of plantation and the work on Tea Nurseries and plantations is in progress.

25. The Tripura Industrial Development Corporation has taken up the development of Industrial Estates and Industrial Areas. Fortyfive acres of land have been taken up for development at Dukli near Agartala So far 10 small scale units have been allotted land in this industrial area. A total investment of Rs. 400 crores is expected in this industrial area in the next five years.

26. The Cooperative Credit Institutions have been re-organised during the year. 54 LAMPS have been set up in the Tribal Sub Plan area and 205 PACS have been organised outside the Sub Plan areas. It is expected that a total amount of Rs. 5.00 crores will be disbursed under short-term, medium-term and long-term loans during 1982-83. Steps are being taken to create a suitable climate for recovery of overdues. The

Cooperatives in collaboration with the Jute Corporation of India have taken up the purchase of raw jute and mesta offering remunerative prices to the growers. Suport prices have also been offered for other principal crops including jute, cotton and potato as well as fruits like pine-apples and oranges. Government have adopted the policy of progressively replacing the private trade by Cooperatives in regard to distribution of essential commodities.

27. The financial outlay for Tribal Sub Plan and Special Component Plan have been stepped up from year to year. In the year 1982-83, the allocation for the Tribal Sub Plan is Rs. 16.61 crores and the allotment for Special Component Plan for Schedule Castes is Rs. 5.17 crores. These amounts will be further increased during 1983-84. The financial Corporations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has drawn up action plans for providing credit to the extent of Rs. 1.00 crore for Scheduled Castes and Rs. 1.30 crores for Scheduled Tribes. In order to pay exclusive attention to the problems of Scheduled Castes and provide for the undivided attention to the problems of Scheduled Tribes as well, a separate Directorate for Welfare of Scheduled Castes has been set up by Government.

28. The system of Primary Health Care Services in the rural areas is being strengthened by provision of additional Sub-Centres and Dispensaries to the Primary Health Centres and Rural Hospitals. Efforts are being made to ensure that each Primary Health Centre has atleast three Medical Officers so that preventive and promotional aspects of health care are given due attention in addition to curative aspects. In the location of health institutions, highest priority is given to the needs of hilly and tribal areas. The supportive programmes for the training of multipurpose workers and health guides are also being continued.

29. A steady increase in the number of schools; number of teachers and enrolment of students in the primary stage was maintained during 1982-83. The total number of primary schools at the end of 1982-83 will be more than 2,000. The enrolment in the primary stage is expected to reach 3.12 lakhs by the end of this financial year. The coverage of students under Midday Meal Scheme has also been increased to 2.14 lakhs.

30. In the field of education, special attention is being paid to Tribal Sub-Plan areas and areas predominantly inhabited by Scheduled Caste population. The rate of Boarding House stipends for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students has been increased from Rs. 4/- to Rs. 5/- per day. Construction of two new Ashram Schools have been completed and classes have been started. Two more Residential Schools for Scheduled Tribe boys will be taken up next year.

31. To overcome the chronic shortage of teachers in the tribal areas, 1,076 posts of teachers at primary and middle levels were created specifically for meeting the needs of schools in the areas covered by Tribal Sub-Plan and Autonomous District Council. This is expected to result in a distinct improvement in the facilities for education in the tribal compact areas. A special drive has been launched for repair and reconstruction of school buildings all over the State, particularly in tribal areas, with a special allotment of Rs. 50.00 lakhs.

32. In the field of sports, Tripura maintained its high reputation in gymnastics. A Russian Gymnastic team visited Agartala. A number of young gymnasts of Tripura found place in the national team for Commonweath as well as Asian Games. Government is taking various steps to provide coaching in games and sports and extend facilities for sports to the rural areas.

33. An amount of Rs. 160.00 lakhs under the Minimum Needs Programme and Rs. 60.00 lakhs under accelerated rural water supply programme will be utilised to extend drinking water facilities to a large number of villages during 1982-83. Additional special allocation of Rs. 1.00 lakh per block is also being made to improve the position in problem villages. It is proposed to accord high priority to the drinking water schemes in the rural areas and for this purpose the provisions under Rural Water Supply Schemes will be stepped up further in 1983-84.

34. The programmes under Integrated Child Development Services (ICDS) have been further expanded with the assistance from the Government of India. Two new ICDS Projects have been started during the year 1982-83 at Satchand and Rajnagar Blocks. Four more Projects are likley to be opened in 1983-84, thus bringing eleven out of the seventeen blocks in the State under the coverage of ICDS by 1983-84.

35. Government also propose to take up housing programmes for the homeless in the rural areas on a larger scale. Apart from increasing the Plan provision, efforts will be made to secure finances from Life Insurance Corporation, Housing and Urban Development Corporation and other Agencies of the Government of India.

36. Government will continue to give highest priority to the speedy implementation of land reforms and allotment of khas lands to landless persons. Out of 1,600 acres of surplus land taken over under the Land Ceiling Legislation, 1,235 acres have been distributed to 1,075 landless persons including 169 Scheduled Tribe families and 285 Scheduled Caste families. The measures to restore alienated land to tribals have also been intensified and restoration of land to 2,345 tribal families has been completed. As a result of the efforts to register Bargadars, 4,670 persons have been recorded as Bargadars. The revision of record of rights has been taken up in a phased manner and so far 432 villages in 12 revenue circles have been covered by revisional operations.

37. Government propose to review the existing legislation relating to Panchayats in Tripura. As the Members are aware, the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 was adopted in Tripura years ago and many changes have taken place since then. Government, therefore, propose to bring forward a new Bill incorporating comprehensive changes. In the meanwhile, the term of the existing Panchayats will be extended by one year.

38. A Bill will also be introduced during the session for suitable amendments to the Salaries, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Act, 1972 to replace the Ordinance under which the period of eligibility for pension was reduced to 4 years. The Bill will also incorporate suitable provisions to enable Members of the Legislature who are also Freedom Fighters to secure their pensions under the Freedom Fighters' Pension scheme.

39. I have outlined above some of the main features of the activities of the Government and the programmes and prospects for the coming year. I hope that you will have very useful dicussions during this session and this will be of benefit to the people of the State. I wish you all success in your deliberations.

JAI HIND.

(After the Governor's Address, the House reassembled at 2 P. M.)

Questions & Answers.

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—কোয়েশ্চান নং ১০

শ্রী খগেন দাস :—কোয়েশ্চান নং ১০

প্রশ্ন

১। আগরতলা কৃষ্ণ নগরস্থিত টি. আর. টি. সি. অফিস ভবন ও ষ্ট্যাণ্ড সম্প্রসারনের উদ্দেশ্যে অধিকৃত জমির মালিকদের মধ্যে যে সাতজনকে ভূমি এলটমেণ্ট আইন অনুযায়ী নজর নিয়ে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল তাদের নাম ও ঠিকানা ?

উত্তর

বন্দোবস্তকৃত ব্যাক্তিদের নাম ঠিকানা :–

১) শ্রীসুশীল রঞ্জন ঘোষ, পিতা শ্রীললিত মোহন ঘোষ কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

২) শ্রীসহদেব দেববর্মা, পিতা শ্রীরবি চন্দ্র দেববর্মা, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

৩) শ্রীপ্রবীর কুমার দেববর্মা, পিতা রবি চন্দ্র দেববর্মা, কৃষ্ণনগর আগরতলা।

৪) শ্রীমতি মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা, স্বামী দশরথ দেববর্মা, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

৫) শ্রীজগন্নাথ রায়, পিতা শান্তি কুমার রায়, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

৬) শ্রীভবানী প্রসাদ রায়, পিতা শ্রীশান্তি কুমার রায়, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

৭) শ্রীমাধব রায়, পিতা শ্রীশান্তি কুমার রায়, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

২। তাদের প্রত্যেকের বন্দোবস্তকৃত ভূমির পরিমান বন্দোবস্তকৃত ভূমির পরিমান ?

১।	শ্রীসুশীল রঞ্জন ঘোষ	০·০৪০ একর
২।	শ্রীসহদেব দেববর্মা	০·০৫৯ ,,

৩।	শ্রীপ্রবীর কুমার দেববর্মা	০·০৫৯ একর
৪।	শ্রীমতি মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা	০·২০২ একর
৫।	শ্রীজগন্নাথ রায়	
	শ্রীভবানীপ্রসাদ রায়	০·২০০ একর সমান অংশ
৭।	শ্রীমাধব রায়	

প্রশ্ন

৩। তারা সকলে ভূমিহীন কি না ?

উত্তর

শহরাঞ্চলে ভূমিহীনের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যারে এই ল্যাণ্ড এলটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে তাদের উচ্ছেদ করার সময় ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীখগেন দাস : —মাননীয় স্পীকার স্যার, উচ্ছেদ আইন অনুসারে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা, স্বামী শ্রীদশরথ দেববর্মা, উনি কি আমাদের মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী দশরথ দেববর্মা কি না ?

শ্রীখগেন দাস :—হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—কোয়েশ্চান নং ১৪।

শ্রীখগেন দাস :—কোয়েশ্চান নং ১৪।

প্রশ্ন

১। গত ৪ঠা জানুয়ারী উত্তর ত্রিপুরা চুলুবাড়ী বাজারের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার-দের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে কি ?

২। না হইলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। বিগত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত চুলুবাড়ী বাজারের ৫১টি পরিবারকে মোট ২,১৭৫ টাকা সাহায্য বাবত দেওয়া হইয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অগ্নিকাণ্ডে যে সব দোকান পুড়েছে তাতে মোট ক্ষতির পরিমাণ কত ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্ষতির পরিমাণ কত সেই তথ্য এখন আমার কাছে নাই তবে আমার দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী দোকান ঘর পুড়ে যাওয়ার পর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ম্যাকসিমাম আমরা ২০০ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি। এবং আমার কাছে ইনফরমেশান আছে যে এস. ডি ও., কমলপুর এই ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের জি. সি. আই শিট দেওয়ার জন্য চিঠি লিখেছিলেন ইলেকশানের পরিপ্রেক্ষিতে তখন দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এখন এটা প্রসেসিংয়ে আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ২০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়ার সরকারী রেট আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বাজারে যে সব দোকানী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের সেই ক্ষতির পরিমাণ এসেস করে সেই অনুসারে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করবের কি না ?

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারি।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সাহায্য ২০০ টাকা করেই দেওয়া হয় না কাউকে ১৫০ টাকা কাউকে ১০০ টাকা কাউকে ৫০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয় ?

শ্রীখগেন দাস – মাননীয় স্পীকার স্যার, অমরা গড়ে ২০০ টাকা করে সাহায্য দিয়ে থাকি।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তৈদু বাজারের দোকানদারদের কাউকে ১৫০ টাকা কাউকে ১০০ টাকা কাউকে ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার —মাননীয় সদস্য এটা প্রশ্নের সংগে সংশ্লিষ্ট নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নং ২১

শ্রীখগেন দাস—কোয়েশ্চান নং ২১

প্রশ্ন

১। অমরপুর ছেছুয়া বাজারে সরকারী ডিসপেনসারী খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। অমরপুর ব্লকের অধীন ছেছুয়া বাজারে বর্তমান আর্থিক বছরে (১৯৮২-৮৩) কোন ডিসপেনসারী খোলার পরিকল্পনা নাই।

অমরপুর ব্লকের অধীন বর্তমান বছরে মোট ৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে)। যথা :—(১) পাহাড়পুর (পঞ্চায়েত অফিসের নিকট) (২) রামপুর (রামপুর বাজার সংলগ্ন) (৩) পশ্চিম সারবং (সুরেন্দ্র দেববর্মা পাড়া) (৪) পূর্ব তৈছলং (কদম চন্দ্র পাড়া) (৫) কুরমাছড়া (কুরমা বাজার)। স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা (বি. ডি. সি.) ও সরকারী স্থান নির্ণয় কমিটির উক্ত স্থানের জন্য কোন সুপারিশ ছিল না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানেন কিনা যে গত বছর এই ছেছুয়া এলাকায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় ১০০ লোক মারা গিয়াছে শুধু চিকিৎসার অভাবে। এই কথা চিন্তা করে সরকার সেই এলাকায় এলাকায় সরকারী ডিসপেনসারী খোলার বিষয়টি বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার. মাননীয় সদস্য-এর প্রথম প্রশ্নটির সম্পর্কে আমি বলছি যে এটা আমার জানা নাই—ম্যালেরিয়া-এর ব্যাপারে আমরা আলাদা ভাবে চিন্তা করছি। ম্যালেরিয়া দমনের ব্যাপারে আমাদের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। আগামী মার্চ মাসের ২২ তারিখ থেকে এই ব্যাপারে কাজ শুরু হবে। আর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যাপারে যে কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেই ব্যাপারে আমরা নিশ্চয় উদ্যোগ নেব—এবং ডিস-পেনসারী খোলার ব্যাপারে এখনই কোন পরিকল্পনা নাই কারন এইগুলির জন্য স্থান নির্বাচন করেন বি. ডি. সি. এবং তারপর আসে সরকার স্থান নির্ণয় কমিটির কাছে তাদের সুপারিশ অনুসারেই এইগুলি খোলা হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে রামপুরে একটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হচ্ছে কিন্তু তার পাশাপাশি নলবাড়ী.ত একটা ডিসপেনসারী আছে। অথচ ছেছুয় --একটা বিস্তীর্ণ এলাকা যেখানকার জনসাধারন উপযুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছেন না—এই কথা বিবেচনা করে সরকার এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেটা বি, ডি, সি,র সুপারিশের পর সরকার স্থান নির্ণয় কমিটি স্থান নির্ণয় করার পরই সরকারী পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে ৫টি স্থানের কথা এখানে বলা হয়েছে সেই স্থানগুলি অমরপুর ব্লকের বি, ডি, সি, ঠিক করেছেন কি না ?

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :—পার্লামেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে বিভিন্ন প্রাথমিক কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার নাই ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই ?

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩১ হেল্থ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) অমরপুর মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লকের রইস্যাবাড়ীর ডিসপেনসারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ কেন্দ্রে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং	১) বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।
২) না থাকিলে তার কারণ কি ?	২) পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্য অনুযায়ী ৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থান নির্বাচনের কাজ শেষ হইয়া গিয়েছে। সেই হেতু বর্তমান পরিকল্পনা বর্ষে (১৯৮০-৮৫) রইস্যাবাড়ী ডিসপেনসারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র উন্নীত করার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রইস্যাবাড়ী একটা দুর্গত এলাকা। ডেম সাইড থেকে যেতে ৩/৪ ঘণ্টা সময় লাগে নৌকায় এবং যতনবাড়ী থেকে গেলে ৫/৬ ঘণ্টা সময় লাগে এবং গাড়ীতে গেলে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে কাজেই এখানে ডিসপেনসারীর প্রয়োজন আছে। এটা সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা সত্যি। কিন্তু আমাদেরকে পরিকল্পনা কমিশন অনুযায়ী টাকা বরাদ্দ হলে কোথায় প্রাথমিক সেণ্টার হবে এবং কোথায় ডিস্পেন্সারী হবে সেটা ঠিক করতে হয়। তাই মাননীয় সদস্যরা যদি আমাদের সংগে সহযোগিতা করেন এবং আমরা যদি আরও বেশী টাকা কমিশন থকে আনতে পারি তাহলে এটা তাড়াতাড়ি করা সম্ভব।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রইস্যাবাড়ীতে যে ডিস্পেন্সারী আছে সেখানে কম্পাউণ্ডার এবং অন্যান্য স্টাফকে টি, ইউ, জে, এস-এর কর্মীরা ধমকাচ্ছেন যার জন্য ডিস্পেন্সারীটা ঠিক মত চলছে না।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রইস্যাবাড়ী সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব লেগে আছে। কাজেই এই উপজাতী এলাকার ডিস্পেন্সীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ? সেখানে সাধারণ রোগীর কোন চিকিৎসা হয় না, ঔষধ ইত্যাদি পাচার হয়ে যায় আগরতলাতে। সেখানে সরকারের সমন্বয় কর্মীরা অফিসে যায় না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা না হলে এই ডিসপেন্সারী ঠিকমত চলবে না।

শ্রীসুধীর মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তাহলে কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে চান যে দেশে আইন শৃঙ্খলা নেই ?

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৭ রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৭

প্রশ্ন

১) বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী থেকে কতজন জরীপকারকের (সার্ভেয়ার) পদোন্নতি করা হয়েছে (জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১) ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী থেকে এখন পর্যন্ত ১১জন জরীপকারককে কাননগো পদে উন্নীত করা হয়েছে। সার্ভেয়ার পদ হতে কাননগো পদে রাজ্য ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হয়। জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক প্রোমোশন দেওয়া হয় না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৯। রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৯।

প্রশ্ন

১। গত ৫ বৎসরে সারা ত্রিপুরায় কত পরিবার জুমিয়া ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বাসভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। বিগত ৫ বছরে নিম্নলিখিত ভাবে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে ঃ—

মহকুমা	ভূমিহীন	গৃহহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
সদর	২৮১৩	২৪২৭	২১২৭
খোয়াই	১২৭৮	৪৫৩	১০২১
সোনামুড়া	১২৯৩	১৮৬	৬৮৮
কৈলাশহর	২৫১১	৬৫১	১৩৮৮
কমলপুর	৭৭৩	২১৯	৬১৬
ধর্ম্মনগর	৩২২৫	৫১৪	২৪৫০
উদয়পুর	১০০১	৩০৫	৪০৯
অমরপুর	৪৬৩	১১২৯	১১২২
বিলোনীয়া	২৫৮৪	১১৫৬	১৯৫৭
সাব্রুম	৯৪৯	৩২০	১৯৪১
	১৬,৯৩০	৭,২৬০	১৫,৭১৬

২। বন্দোবস্তপ্রাপ্ত কত পরিবারকে উক্ত ভূমিতে পুনর্ব্বাসনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে (জুমিয়া, ভূমিহীন ও গৃহহীন পৃথক পৃথক হিসাব।)

উত্তর

২। মোট ৪৮০১টি জুমিয়া পরিবারকে পরিবার পিছু ৬৫১০ টাকা হারে বাসগৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। ইহা কি সত্য যে ভূমি জরীপের কাজ ও এলটমেন্টের কাজ অগ্রগতি না হওয়ায় শত শত জুমিয়া, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্ব্বাসনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন

উত্তর

৩। না

প্রশ্ন

৪। যদি সত্য হয়, তবে জরীপের কাজে অগ্রগতি ঘটানোর জন্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন ?

উত্তর

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন এর মধ্যে আমরা দেখেছি, ভূমিহীন পুনর্ব্বাসনে ত্রিপুরায় এ রকম বহু চা বাগান আছে যেখানে মালিক পক্ষ যা রেকর্ড করে রেখেছেন তার থেকে অনেক বেশী জমি তাদের দখলে আছে। খোয়াই-কমলপুরের চা বাগানের মালিকগণ যে জায়গা রেকর্ড করেছেন তার থেকে অনেক বেশী খাস জমি তাদের দখলে অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে। ঐ সব জায়গাগুলি সরকার নিয়ে স্থানীয় ভূমিহীনদের জন্য পুনর্ব্বাসন করার কোন পরিকল্পনা সরকার করেছেন কিনা ত জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, এই রকম বহু জায়গা ত্রিপুরার চা বাগানে আছে যেখানে উৎপাদন করা হচ্ছে না কিংবা চা গাছ নেই অথচ খাস জমি পড়ে আছে। মাননীয় সদস্য অবশ্য নির্দিষ্ট ভাবে সেই সব জায়গাগুলির উল্লেখ করলে আমরা সেই জমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীনদের এলটমেণ্ট দিতে পারি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্নটি এখানে এসেছে তার জবাবে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই, যেসব চা বাগানে অতিরিক্ত জমি আছে সেই সব জায়গায় এখনও আমরা ফাইন্যাল কোন সিদ্ধান্তে আসিনি যে কতটুকু জমি মালিকরা রাখতে পারবেন এবং আমরা কতটুকু গ্রহণ করতে পারব। আমি এখানে বিশেষ করে বলতে চাই, খোয়াই চা বাগানে অনেক জমি আছে। এই জমি গৃহহীন ভূমিহীন ও প্রাক্তন শ্রমিকরা তার দখলে রয়েছে। যাদের দখলে রয়েছে তাদের সেইসব জমির ব্যাপারে আমরা শীঘ্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করব যাতে সেই জমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের দেওয়া যায়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৮০ ফরেষ্ট কনজারভেশন এক্ট চালু করে ভূমি এলটমেণ্টের কাজ বিঘ্নিত করা হয়েছে যার ফলে যে সব জমি ভূমিহীনরা দীর্ঘদিন যাবৎ আবাদ করে আসছে তাতে এলটমেণ্ট পাচ্ছে না এ কথা সত্য কি ?

শ্রীখগেন দাস :- হাঁ, এটা সত্য।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :- সাপ্লমেণ্টারী স্যার, ভূমিহীন হিসাবে যারা সরকারী এলটমেণ্ট পেয়েছে অথচ অনুদান পায়নি এমন কোন তথ্য সরকারের কাছে আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :- এই রকম তথ্য আমার জানা নেই। তবে মাননীয় সদস্য এই রকম কোন নির্দিষ্ট তথ্য আমাদের দিলে আমরা তা খতিয়ে দেখব।

শ্রী নকুল দাস :- সাপ্লমেণ্টারী স্যার, বিশেষ করে এলটমেণ্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি

রিজার্ভ ফরেষ্টের ভেতর এমন অনেক জায়গা আছে সেখানে কোন গাছ নেই অথচ লোক বসে আছে। সেই সব জায়গা রিজার্ভ মুক্ত করে বিলি করার সম্পর্কে সরকারী কোনে চিন্তা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আপনার কাছে বলতে চাই, একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের এখানে দু, ধরনের ফরেষ্ট আছে। এক হচ্ছে রিজার্ভড ফরেষ্ট এবং দুই হচ্ছে প্রটেক্‌টেড্ ফরেষ্ট। রিজার্ভ ফরেষ্টে যে সব জমি আছে সেই সব জমিতে বাইরের লোক বন্দোবস্ত পাক সেটা চাই না। রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসাবেই তা থাকবে। ঐ সব জমিতে যে সব জুমিয়া পরিবার আছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য ফরেষ্ট দপ্তরকে পত্র দেওয়া হয়েছে এবং দায়িত্ব ও দেওয়া হচ্ছে। তারা এ ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু প্রটেকটেড ফরেষ্ট নোটিফিকেশান প্রত্যাহার করেছি। যে সব জায়গায় গাছ নেই সেই সব জায়গায় লোকদের এবং ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দরকার। সেই কাজ ত্বরান্বিত করব। আর প্রটেক্‌টেড এরিয়ার যে সব জমিতে গাছ আছে তা আমরা নষ্ট করবনা। যদি গাছ না থাকে তাহলে সে সব জমি বণ্টন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—এলটমেণ্টের ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি, যে সমস্ত এলাকার সার্ভে চলছে সেই এলাকার দুই বছর যাবৎ সার্ভে চলার পরেও ঐ সমস্ত এলাকার ভূমিহীন পরিবার এলটমেণ্ট পাচ্ছে না কিংবা পেতে দেরী হচ্ছে। আমার তেলিয়ামুড়া এলাকার কৃষ্ণপুর তহশীল, মোহরছড়া তহশীল, কল্যাণপুর তহশীল, তেলিয়ামুড়া তহশীল ভূমিহীন পরিবারদের এলটমেণ্ট পেতে দেরী হচ্ছে। যার ফলে নতুন নতুন এলাকায় যেখানে সেটেলমেণ্ট চলছে সে সব এলটমেণ্ট করতে গিয়ে দেখা যায় মহকুমার এস, ডি, ও, যারা করান সেখানে করান হচ্ছে না। এই দুই ব্যবধানে ফাঁক রয়েছে। এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার কিছু ভাবছেন কিনা ?

শ্রীখগেন দাস ;—রিভিশান সার্ভে যেখানে হয় সেখানে বিভিন্ন ষ্টেজের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়। একের পর এক পদ্ধতির ভেতর দিয়ে চলতে হয়। যার জন্য দেরী হচ্ছে। আমাদের নজরে এসেছে ফাইন্যাল রিভিশান হয়ে গেলে পর এস, ডি, ও, অফিসে যায় তখন ঐ দুইটি জায়গায় গ্যাপ হয়ে যায়। আমরা ঐ গ্যাপ কাটিয়ে উঠার জন্য উদ্যোগ নেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২।

শ্রীখগেন দাস ;—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নম্বোর ৬২।

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত গোপীনগর গাঁও সভায় কোন ডিসপেনসারী স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত গোপীনগর গাঁও সভার সিপাইজলাতে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে, ডিসপেনসারী নহে।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—বামফ্রন্ট সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কত পপুলেশন হলে পরে ডিসপেন্সারী করা হয় ?

শ্রীখগেন দাস :— বামফ্রন্ট সরকারের পরিকল্পনা নয় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রাইবেল ৩ হাজার এবং নন ট্রাইবেল ৫ হাজার হলে পরে ডিসপেন্সারী খোলা হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩।

শ্রীবীরেন দত্ত :— ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ ইং সন হইতে ১৯৭৭ ইং সন পর্য্যন্ত উদয়পুর মহকুমার মৎস্য চাষে সরকারের কত টাকা আয় হয়েছিল ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৩ ইং সনে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ২৮১ টাকা
১৯৭৩-৭৪ ইং সনে ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৬৩ টাকা
১৯৭৪-৭৫ ইং সনে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৮১ টাকা
১৯৭৫-৭৬ ইং সনে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪৬ টাকা
১৯৭৬-৭৭ ইং সনে ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৩০ টাকা

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮২ ইং সাল পর্যন্ত মৎস্য চাষে উদয়পুরে কত টাকা বাৎসরিক আয় হচ্ছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

২। ১৯৭৭-৭৮ ইং সনে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৪১ টাকা
১৯৭৮-৭৯ ইং সনে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৩৭ টাকা
১৯৭৯-৮০ ইং সনে ২ লক্ষ ১৩ হাজার ২৮৩ টাকা
১৯৮০-৮১ ইং সনে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৩১৬ টাকা
১৯৮১-৮২ ইং সনে ১৩ হাজার ৯৭৮ টাকা
১৯৮২-৮৩ ইং সনে ৮৫ হাজার ৮৯৯ টাকা

(১৯৮২ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত)

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে আয়ের হিসাব দেখিয়েছেন এটা কি নীট প্রফিট ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— এটা গ্রস ইনকাম।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমপর্য্যায়ের আয় কমে গেছে। এই কমে যাওয়ার কারণ কি এবং উদয়পুরে সমস্ত জলাশয়ে এখন ফিসারী দপ্তরের হাতে আছে কিনা। যদি না থাকে কত পরিমাণ দপ্তরের হাতছাড়া হয়েছে ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মৎস্য সমবায় সমিতির হাতে আছে এবং এটার জন্য তথ্য চাওয়া হলে পরে জানাব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীজহর সাহা।

শ্রীজহর সাহা :— কোয়েশ্চান নং ৬৪ স্যার।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটি কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে জড়িত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় পরে জানাবেন কেননা এই প্রশ্নটি কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে জড়িত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই কোয়েশ্চানে দেওয়া আছে ফিসারী ডিপার্টমেন্ট-এর এবং এই ভাবেই এটা এডমিটেড হয়ে এসেছে এবং আপনারা জ্ঞাত ভাবেই এটা হয়েছে এবং আপনি এটা এ্যাকসেপ্টও করেছেন। কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর এখন না দেওয়ার কারণ কি?

শ্রীবীরেন দত্ত :— তথ্যটা কারেকট পেতে হলে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে পেতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—কোয়েশ্চান নং ৩৩ স্যার।

শ্রীখগেন দাস :—কোয়েশ্চান নং ৩৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার ধুমাছড়ার ডিসপেন্সারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। না থাকিলে, তার কারণ?

৩। উক্ত ডিসপেন্সারীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে কি?

উত্তর

১। এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে নেই।

২। মন্থ (উত্তর) স্বাস্থ্য কেন্দ্রট উহার খুব নিকটে অবস্থিত (দেড় থেকে দুই মাইল)

৩। এখন নেই, তবে ইনটারনেল ওয়ারিং এর জন্য পি, ডাব্লিউ, ডি, এটা টেকআপ করেছে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন বিদ্যুৎ সরবরাহ কবে নাগাদ করা হবে?

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, পি, ডাব্লিউ. ডি, এটা টেক আপ করে নিয়েছেন এবং আমরা চেষ্টা করছি এটা কত তাড়াতাড়ি করা যায়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নং ৫৭ স্যার।

শ্রীবীরেন দত্ত :—কোয়েশ্চান নং ৫৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত ডম্বুর জলাশয়ে উৎপাদিত মৎস্যের পরিমাণ কত (বছর ভিত্তিক হিসাব); এবং

২। ঐ মৎস্য বিক্রি বাবত উক্ত সময়ে সরকারী আয়ের পরিমাণ কত (বছর ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১) ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে—১৬৯ মেট্রিক টন।
১৯৭৯-৮০ ইং সনে—১৯১ মেট্রিক টন।
১৯৮০-৮১ ইং সনে—১৯৩ মেট্রিক টন।
১৯৮১-৮২ ইং সনে—১৪৬ মেট্রিক টন।

২) ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে - ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।
১৯৭৯-৮০ ইং সনে—৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা।
১৯৮০-৮১ ইং সনে—৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।
১৯৮১-৮২ ইং সনে—৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন এটা আমি বুঝতে পারছিনা। প্রশ্ন আছে "উৎপাদিত মৎস্যের পরিমাণ কত" মাছ তো জলের নীচে থাকে, কাজেই উৎপাদনের পরিমাণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ভাবে নিরূপণ করবেন? আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে হিসাব দিয়েছেন এটা ধৃত মৎস্যের হবে।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে যে হিসাব দিয়েছি সেগুলি ধৃত মৎস্যের হিসাব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জলাশয় কত একর পরিমাণ জায়গা নিয়ে করা হয়েছিল এবং কত পরিমাণ মাছের পোণা ফেলা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এখানে যে যে বছর গুলিতে আয়ের হিসাব দেখিয়েছেন, সেই সেই বছর গুলিতে এই মাছের চাষের জন্য কত টাকা ব্যয়িত হয়েছিল?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় সদস্য মহোদয়ের এই প্রশ্ন প্রশ্নের ভিতর থাকলে জানাতাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রিজার্ভয়ের এরিয়ার পূর্বদিকে যে সব উপজাতি এবং অ-উপজাতিদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, সেই উচ্ছেদকৃতদের প্রায়রিটি দিয়ে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য এটা পৃথক প্রশ্ন, এই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই জলাশয়ে যে মাছ উৎপাদন হচ্ছে, সেই উৎপাদিত মৎস্য সরকার প্রতি কেজি কত টাকা দিয়ে কিনছেন এবং বাজারে প্রতি কেজি কত টাকা দরে বিক্রি করছেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এই মাছের মূল্য বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন হয়। সুতরাং সময় ভিত্তিক চাওয়া হলে জানাব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২।

শ্রী খগেন দাস :—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কিল্লা এলাকাতে হাসপাতাল নির্মান করার জন্য স্থান নির্দ্ধারণ করা হয়েছে, এবং

২। যদি হয়ে থাকে তা কোথায় এবং কবে নাগাদ হাসপাতালের নির্মানের কাজ আরম্ভ করা হবে ?

উত্তর

১। কিল্লাতে হাসপাতাল নির্মান করার জন্য স্থান নির্ব্বাচন করা হয় নাই। কিন্তু তথায় ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে এবং স্থান নির্দ্ধারনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

২। প্রাথমিকভাবে কিল্লাতেই একটি স্থান নির্বাচন করা হইয়াছিল। কিন্তু নির্মাণ কার্য্যের জন্য স্থানটি যথোপযুক্ত না হওয়ায়, আর একটি স্থান নির্বাচনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মি. স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫।

প্রশ্ন

১। অমরপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি পুনর্গঠন করা হইয়াছে কি ?

২। না হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না কারণ বর্ত্তমান কমিটির কার্য্যকাল ১৮.৭.৮৫ইং বলবৎ আছে।

শ্রী নকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে বিধানসভার নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রী শ্যামল সাহা পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে তাঁর বাড়ীতে কতিপয় কংগ্রেসের লোক গিয়ে বলেছেন যে আপনি এখন আর চেয়ারম্যান নয়, সুতরাং আপনার পদটা ছেড়ে দিন।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এমন কোন তথ্য আমার জানা নাই, তবে সংবাদপত্রে এই রকম তথ্য বেড়িয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

শ্রী খগেন দাস :—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে ডম্বুর নগর ব্লকের গণ্ডাছড়ারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আসন সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। না থাকিলে তার কারণ, এবং

৩। উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে গণ্ডাছড়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আসন সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই। বর্ত্তমানে শয্যা সংখ্যা ১০টি।

২। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন না থাকায় এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

৩। বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা নেওয়া হইয়াছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ডম্বুর নগর ব্লকে যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে এটা খুবই ছোট স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সেই জন্যই বলছি জনসাধারণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আসন সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকার নেবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো বলেছি সেখানে এখন ১০টি শয্যা আছে। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন না থাকায় শয্যা সংখ্যা বাড়াতে পারি নি। শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেটা আমরা চেয়েছি, যদি পাই তাহলে বাড়ানো হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি গণ্ডাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে দেখেছি সেখানে ১০টি শয্যার মধ্যে তার চেয়েও অনেক বেশী রোগী আছেন যারা ফ্লোরে এবং বারান্দায় দিন কাটাচ্ছেন। অম্পি নগরেও একই অবস্থা দেখেছি। সমস্ত গ্রামাঞ্চলেই একই রকম অবস্থা চলেছে। সে জন্যই বলছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জনগণের কল্যানের কথা চিন্তা করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শয্যা সংখ্যা বাড়াবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :—মি :—স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকারের ক্ষমতা সীমিত কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী বাঙ্গালীদের যাতে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় তার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কাছে আমরা আমাদের দাবী-দাওয়া পেশ করেছি। আমি আশা করবো মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও যেন আমাদের সাহায্য করেন অর্থাৎ তাঁরাও যেন অর্থের জন্য দাবী জানান। নিশ্চই আমরা চেষ্টা করবো যাতে অনুদান পেয়ে শয্যা সংখ্যা বাড়াতে পারি

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি গণ্ডাছড়া এবং অম্পি নগরে কিছু সমন্বয়ভুক্ত নার্স, কম্পাউণ্ডার রয়েছে যারা সেখানে কোন রোগীর স্বার্থে কাজ করেন না। রোগীর ঔষধ এবং খাবার পাচার হয়ে যায় কাজেই এই সমস্ত যে অব্যবস্থা চলেছে সেগুলি নিরসনে সরকার ব্যবস্থা নেবেন কিন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের উপর আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি এই দুটি অঞ্চলে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কথা নিশ্চই সরকার চিন্তা করবে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। যারা এই সমস্ত দুর্গম এলাকায় নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কাজ করেছেন আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। তাঁরা দেশের মানুষকে কতখানি ভালোবাসেন সেই পরীক্ষাই আজকে তাঁরা দিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া : —মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নং—৪১।

শ্রী খগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার—৪১।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার বাগমা ও আঠার মুড়াস্থিত ৬ আসেন বিশিষ্ট হাসপতালটি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে, এবং

২। উক্ত দুইটি হাসপাতাল উন্নিত করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি

৩। এবং উক্ত দুইটি হাসপাতাল কোন্ কোন্ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে

উত্তর

১। উদয়পুর মহকুমার বাগমা ও আঠারবোলাতে ডিসপেন্সারী চালু আছে এবং উক্ত স্থানগুলিতে ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হওয়ার বর্ত্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বাগমাতে ডাক্তার শ্রীপ্রদীপ কুমার ঘোষ এবং আহারবোলাতে কোন ডাক্তার নাই, ফার্মাশিষ্ট দ্বারা আঠারবোলা ডিসপেন্সারীটি পরিচালিত।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আঠারবোলাতে ৬ শয্যা বিশিষ্ট যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে তা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা নাই। বর্ত্তমানে সেখানে সি. আর. পি. রেখে হাসপাতালটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে সেখানকার জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। এই সি. আর. পি. দের সরিয়ে এবং ডাক্তার পাঠিয়ে সেখানকার হাসপাতালটিকে আবার চালু করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, সেখানে এখন আর কোন সি. আর. পি. নেই।

শ্রী খগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সি. আর. পি. যদি সেখানে থাকে তবে তা হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে আলোচনা করে যাতে সি. আর. পি. দের সরিয়ে সেখানে হাসপাতালটি চালু করা যায় তার ব্যবস্থা অবশ্যই কর হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার কয়টি স্কুলে সি. আর. পি. রেখে যে স্কুলগুলিকে বন্ধ রাখা হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :—এটা, আপ্রসাঙ্গিক। সুতরাং এই প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্তবৃন্দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এখন কোশ্চেন আওয়ার শেষ হয়েছে। একটি মাত্র তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নটির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। ANNEXURE—"A"

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

মিঃ স্পীকার :—হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে নিম্নে উল্লিখিত দুইটি বিলে প্রথমটিতে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় এবং দ্বিতীয়টিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাদের সম্মতি দিয়েছেন। বিল দুটির নামের পার্শ্বেই আমি মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ পর্য্যায়ক্রমে জানাচ্ছি।

বিলের নাম	তারিখ
১। "দি রেজিষ্ট্রেশান (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৭ অব্ ১৯৮২)	রাষ্ট্রপতি ১১.১০.৮২ ইং
২। "দি ব্যঙ্গেল মিউনিসিপাল (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৮ অব ১৯৮২)"	রাজ্যপাল ১৫.১০.৮২ ইং

CALLING ATTENTON

মিঃ স্পীকার নিম্ন লিখিত সদস্যগণের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি।

১। ভানুলাল সাহা।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

"বিগত নির্ব্বাচনের আগের দিন ৪ঠা জানুয়ারী বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়ার জৈনক অভিনাশ দাশের বাসগৃহে কংগ্রেস (ই) দুস্কৃতকারীদের হামলায় অজিত দেবনাথ ওরফে জিতু, সুরবালা দাশ এবং সাধন ঘোষের খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্ব-রাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারী বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—আমি নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি

১। শ্রীসমীর দেব সরকার।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—

"বিগত ১৬ই জানুয়ারী ১৯৮৩ইং তারিখে উপজাতি যুব সমিতির কিছু সংখ্যক খুনি ঘাতকদের দ্বারা অমরপুর বিভাগের হরিপুর গাঁওসভার প্রধান ও ভারতের মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টীর অমরপুর বিভাগীয় কমিটির সদস্য ভীম দেববর্মা এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতা ও ভারতের মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টীর অমরপুর বিভাগীয় কমিটির সদস্য সুরমনী কলই এর নৃসংশভাবে নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার কর্তৃক আনিত নোটিশটির উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিবেন।

আমি নিম্নলিখিত সদস্য এর নিটক থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি।

১। শ্রীনকুল দাস।

নোটিশের বিষয় বস্তু হলো :—

"গত ৭ই জানুয়ারী বিলোনীয়ার বল্লামুখী এলাকায় কতিপয় কংগ্রেস (ই) দুবৃত্ত কর্তৃক গ্রাম প্রধান ননী গোপাল সেন সহ আরো বিশ জনকে গুরুতর আহত করার সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে আমি এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ তারিখে এই নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং তারিখে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দিবেন।

LAYING OF GOVELNOR'S ADDRESS

মিঃ স্পীকার :— আমি এই সভাকে জানাচ্ছি যে, আজ বেলা ১২-১৫ টায় মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই সভায় যে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন এই ভাষণের প্রতিলিপি বিধান সভায় পেশ করতে আমি বিধান সভার সচিবকে অনুরোধ করছি।

মিঃ সচিব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় আজ বেলা ১২-১৫ টায় বিধান সভায় যে ভাষণ দিয়েছেন তার একটি প্রতিলিপি এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য বৃন্দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের প্রতিলিপি আপনারা আমাদের নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবেন এবং মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর যে কোন সদস্য অপর একজন সদস্য কর্তৃক সমর্থিত ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব আনতে পারেন এবং মাননীয় সদস্যরা উক্ত প্রস্তাবের পরিপেক্ষিতে রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা করতে পারেন। ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাবও আনা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— সভায় পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"Laying of copy of massage received from the Secretary General, Rajya Sabha, regarding notifications of Amendments to the Constitution proposed to be made by "The Constitution (Forty Sixth Amendment) Bill, 1982."

আমি এখন সচিবকে অনুরোধ করছি যে, রাজ্য সভায় সেক্রেটারী জেনারেল নিকট থেকে প্রস্ত সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত (৪৬ তম সংশোধনী) বিলের অনুসমর্থক প্রস্তাব এই সভায় সামনে উপস্থাপিত করতে।

Mr. Secretary : The Hon'ble Speaker Sir, I beg to lay before the House "A copy of the Massage Received from the Secretary General, Rajya Sabha, Regarding Notification of Amendments to the Constitution proposed to be made by "The Constitution (Forty six Amendment) Bill, 1982."

Mr. Speaker :

"Laying a Copy of the salary, Allowances and Pension of Member of the Legislative Assembly (Tripura) (Third Amendment) Ordinance, 1982 promulgated by the Governor on August, 28, 1982, as required under clause 2 of Article 213 of the Constitution of India."

আমি মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি অর্ডিনান্সটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Sri Nripen Chakráborty :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House "A copy of the Salary, Allowance and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Third Amendment) Ordinance, 1982, promulgated by the Governor on August 28, 1982 as required under Clause (2) of Article 213 of the Costitution ot India.'

MOTION OF THANKS TO THE GOVERNOR'S ADDRESS

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ-সূচক প্রস্তাব উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়কে আহ্বান করছি তাঁর ধন্যবাদ সূচকপ্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ প্রদান করেছেন তারজন্য ত্রিপুরার বিধানসভার সদস্যবৃন্দ গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল এই হাউজের সামনে যে ভাষণ রেখেছেন সেই ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ-সূচক প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যবৃন্দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে—এই ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর যদি কোন সদস্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চান তাহলে আগামী বৃহস্পতিবার, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ সকাল ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিধানসভার সচিবালয়ে তাঁরা জমা দিতে পারবেন।

PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—১৯৮২-৮৩ ইং সনের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবি হাউজে উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, I rise to present the Supplementary grants for 1982-83. Additional amount over the budget grants is necessary due to be sanction of revised scales of pay sanction of additional D. A. to the State Government employees and increase of plan outlay for 1982-83 etc, Reasons for supplementary grants having explained in the supplementary Demands Book.

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি ওনারা যেন নোটিশ অফিস থেকে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেন।

আমি এখন মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে-এই সাপ্লিমেণ্টারি ব্যয়-বরাদ্দের উপর যদি ছাঁটাই প্রস্তাব বা কাট মোশন কেউ আনতে চান তাহলে আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং বেলা ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিধানসভার সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

MOTION FOR VOTE ON ACCOUNT

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল ১৯৮৩-৮৪ইং সনের ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী সাপেক্ষ গত আর্থিক বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য অগ্রিম অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে ১৯৮৩-৮৪ সনের ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী সাপেক্ষে গত আর্থিক বৎসরের আংশিক সময়ের অগ্রিম ব্যয় মঞ্জুরী প্রস্তাব উত্থা-পনের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, I rise to present the Vote on Account for 6 months of 1983-84. For the present, the Assembly is being requested in pursuuance of article 206 of the Constitution of India for vote fund to meet the requirement for the administration for first 6 months of the year 1983-84.

The budget estimates for the year 1983-84 will be placed before the House later with full details. The amount to be shown for the budget estimates for the year 1983-84 will take into account the amount shown in the vote on account.

The schedule below shows the sums likely to be incurred as also the revenue and other receipts likely to be realised during the period of 6 months April, may, June, July, August and September 1983 on approximate basis.

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই যে ভোট অন একাউন্ট হাউসের সামনে উপস্থাপিত করেছি, সেটা এখন মোভ করছি :—

On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 84,63,75,000/- excluding the Charged Expenditure of Rs. 9,17,85,000/-, be granted on account for or towards defraying charges for the following Services and purposes for the Part of the financial year ending 31st March, 1984, namely :—

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	SUMS NOT EXCEEDING
1	2	3
		Rs.
1.	211—Parliament, State/Union Territory Legislature.	16,65,000
	288—Social Security & Welfare.	1,00,000
	Total :—Demand No. 1	17,65,000
2.	213—Council of Ministers.	4,00,000
3.	214—Administration of Justice.	32,00,000
	215—Election.	12,00,000
	265—Other Administrative Services.	1,50,000
	Total :—Demand No. 3	45,50,000
4.	220—Collection of Taxes on Income	75,000
	229—Land Revenue.	67,00,000
	230—Stamps & Registration.	6,50,000
	240—Sale Tax.	6,50,000
	Total :— Demand No.4	80,75,000
5.	239—State Excise.	3,50,000
6.	241—Taxes on Vehicles.	4,00,000
	344—Other Transport & Communication Services.	1,00,000
	Total :— Demand No. 6	5,00,000
7.	254—Treasury Accounts.	12,00,000

1	2	3
		Rs.
9.	252—Secretariat General Services.	62,00,000
	265—Other Admn. Services (Vigilance).	5,00,000
	265—Other Administrative Services (Guest House, Govt. Hostel etc.)	6,00,000
	295.—Other Social & Community Services (Re-Public Day).	30,000
	Total :— Demand No. 9.	73,30,000
10.	253—District Administration.	60,50,000
11.	255—Police.	4,75,00,000
	260—Fire Protection & Control.	42,00,000
	265—Other Administrative Services (Civil Defence).	2,40,000
	265—Other Administrative Services (Home Guards)	67,00,000
	344—Other Transport and Communication Services (Wirless).	30,00,000
	TOTAL :—Demand No. 11.	6,16,40,000
12.	265—Jails.	19,50,000
	296—Secretariat Economic Services (Evalation).	2,00,000
	304—Other General Economic Services (Statistics).	13,00,000
	TOTAL :—Demand No. 12.	34,50,000
13.	247—Other Fiscal Services (Small Saving).	1,00,000
	258—Stationery and Printing.	42,00,000
	265—Other Administrative Services (State Lottery Establishment charges).	60,000
	266—Pension & Other retirement benifits.	52,50,000
	268—Misc. General Services (State Lottery).	1,00,00,000
	TOTAL :—Demand No. 13.	1,96,10,000
14.	259—Public Works.	4,69,50,000
	277—Education.	1,50,000
	278—Arts & Culture,	20,000
	280—Medical.	50,000
	281—Family Welfare.	20,000
	282—Public Health, Sanitation, Water Supply.	25,00,000

1	2	3
		Rs.
	287—Labour & Employment.	25,000
	288—Social Security & Welfare.	30,000
	299—Special & Backward Areas (N. E. C.).	3,00,000
	305—Agriculture.	1,60,000
	310—Animal Husbandry.	20,000
	313—Forest.	35,000
	TOTAL :—Demand No. 14.	5,02,50,000
15.	259—Public Works (Collection of Housing & Building Statistics).	50,000
	284—Urban Development (Assistance to Municipalities, Corpn. etc.).	60,00,000
	287—Labour & Employment.	14,00,000
	338—Roads and Water Transport Services.	50,000
	TOTAL :—Demand No. 15.	75,00,000
16.	265—Other Administrative Services.	45,000
	277—Education.	12,00.00,000
	278—Arts & Culture.	8,00,000
	299—Special & Backward Areas.	1,10,000
	309—Food.	55,00,000
	TOTAL :—Demand No. 16.	12,64,55,000
17.	277—Education.	1,05,00,000
	278—Arts & Culture.	6,75,000
	288—Social Security & Welfare.	1,00,00,000
	TOTAL :—Demand No. 17.	2,11,75,000
18.	265—Other Administrative Services. (Vital Statistics).	1,50,000
	280—Medical.	2,55,00,000
	282—Public Health, Sanitation, Water Supply.	75,00,000
	295—Other Social & Community Services.	1,000
	299—Special & Backward Areas,	1,49,000
	TOTAL :—Demand No. 18.	3,33,00,000

1	2	3
		Rs.
19.	281—Family Welfare.	24,00,000
20.	283—Housing (Govt. Residential Building).	24,00,000
	284—Urban Dev. (Town & Regional Planning).	2,00,000
	337—Roads & Bridges,	1,50,00,000
	TOTAL :—Demand No. 20.	1,76,00,000
21.	285—Information & Publicity.	33,00,000
	339—Tourism.	3,00,000
	TOTAL :—Demand No. 21.	36,00,000
22.	283—Housing (House sight-minimum need Programme).	11,00,000
	288—Social Security & Welfare (Wakf Board).	90,000
	288—Social Security & Welfare (Rajya Sainik Board) (Freedom Fighter).	2,80,000
	288—Social Security & Welfare (Re-settlement of Agri. Labour).	3,30,000
	TGTAL :—Demand No. 22.	18,00,000
23.	276—Secretariat Social & Community Services (Tribal Research).	1,50,000
	288—Social Security & Welfare (Welfare of Sch. Tribes, & Castes and other Backward Classes).	4,00,00,000
	309—Food (Special Nutrition Programme).	25,00,000
	TOTAL :—Demand No. 23.	4,26,50,000
24.	288-Social Security & Welfare (Civil Supply).	4,25,000
	309-Food (Food Supply).	30,75,000
	Total :— Demand No. 24.	35,00,000
25,	268-Misc. General Services (Payment of allowances to the Families & dependent of Ex-Rulers).	1,25,000
	288-Social Security & Welfare (Relief & Rehab. of displaced persons).	3,00,000
	Total .—Demand No. 25.	4,25,000

1	2	3
		Rs.
26.	289-Relief on account of natural calamities.	9,00,000
	295-Other Social & Community Services (Upkeep of Shrines, Temples etc.).	1,70,000
	304-Other General Economic Services (Land ceiling and land Reforms).	30,30,000
	Total :—Demand No. 26.	41.00,000
27.	298-Co-operation.	65,00,000
	314-Community Development (Panchayat).	1,12,50,000
	Total :— Demand No. 27	1,77,50,000
28.	287-Labour and Employment (Training of Craftsman).	8,00,000
	304-Other General Economic Services. (Regulation of Weights & Measures).	4,80,000
	314-Community Dev.(State Planing Machinery).	4,20,000
	Total :— Demand No. 28.	17,00,000
29.	299-Special & Backward Areas (N.E.C. Schemes).	17,25,000
	305-Agriculture.	3,00,00,000
	307-Soil and Water Conservation (Agri.)	50,25,000
	314-Community Development (Agri.).	36,00,000
	312-Fisheries.	54,00,000
	Total :— Demand No. 29.	4,57,50,000
30.	299-Spectal & Backward Areas (N.E.C. Scheme)	11,00,000
	310-Animal Husbandry.	1,10,00,000
	311-Dairy Development.	33,00,000
	Total :— Demand No. 30.	1,54,00,000
31.	299-Special & Backward Areas (N.E.C. Scheme)	9,00,000
	307-Soil and Water Conservation(Forest).	38,00,000
	313-Forest.	1,87,00,000
	Total :— Demand No. 31.	2,34,00,000
32.	314—Community Development.	1,50,00,000
33.	314—Community Dev. (Water Supply & Sanitation).	1,25,00,000

1	2	3
		Rs.
34.	299—Special & Bankward Areas (N.E.C. Scheme)	33,00,000
	320—Industries.	4,50,000
	321—Village & Small Industries.	1,25,00,000
	Total :—Demand No. 34.	1,62,50,000
35.	245—Other Taxes & Duties on Commdities & Services.	1,60,000
	306—Minor Irrigation.	22,40,000
	333—Irrigation, Navigation, Drainage & Flood Control Project.	22,00,000
	334—Power Project.	1,32,00,000
36.	459—Capital Outlay on Public Works.	35,00,000,
	477—Capital Outlay on Edueation, Arts & Culture.	17,00,000
	480—Capital outlay on Medical.	17,00,000
	481—Capital outlay on Family Welfare.	30,000
	482—Capital outlay on Public health, Sanitation and water Supply.	70,00,000
	488—Capital outlay on Social Security and Welfare.	1,00,000
	510—Capital outlay on Animal Husbandary.	4,00,000
	511—Capital outlay on Dairy Development.	1,60.000
	512—Capital outlay on Fishery.	5,000
	521—Capital outlay on Village & Small Industries.	9,05,000
	Total :—Demand No. 36.	1,55,00,000
37.	482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply (L.S.G. Doptt.).	21,00,000
	500—Investment in General Financial & Trading Institution.	1,00,000
	Total :—Demand No. 37.	22,00,000
38.	483—Capital outlay on Housing (Subsidiesed Housing Schemes).	3,50,000
	500—Investment in General Financial & Trading Institution.	3,50,000
	Total :—Demand No. 38.	7,00,000
39.	483—Capital outlay on Housing.	45,00,000
	499—Capital outlay on Special & Bankward Areas (N.E.C. Schemes for Roads & Bridges.	90,00,000
	537—Capital outlay on Roads & Bridges.	3,50,00,000
	Total :—Demand No. 39.	4,85,00,000

1	2	3
		Rs.
40.	498—Capital outlay on Co-operation.	33,00,000
	698—Loans for Co-operative Societies.	27,00,000
41.	Capital outlay on Agriculture-505.	95,00,000
42.	509—Capital outlay on Food.	7,50,00,000
	538—Capital outlay on Road & Water Transport Services.	30,00,000
	Total :—Demand No. 42.	7,30,00,000
43.	506—Capital outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation & Area Dev.	1,40,00,000
	533—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Drainage & Flood Control Project.	2,30,00,000
	534—Capital outlay on Power Project.	3,40,00,000
	Total :—Demand No. 43	7,10,00,000
44.	526—Capital outlay on Consumers Industries (Jute Mill, Paper Mill & Tea Industries).	45,00,000
	530—Investment in Industrial Financial Institution	4,00,000
	Total :Demand No. 44	49,00,000
45.	683—Loans for Housing.	6,00,000
46.	695—Loans for other Spl. Community Services.	... ...
47.	498—Capital outlay on Co-operation.	3,50,000
	698—Loans to Co-operative Societies (Industries)	5,00,000
	721—Loans for Village & Small Industries.	6,00,000
	Total :—Demand No. 47	14,50,000
48.	500—Investment in General Financial & Trading Institution (for A. F. C.).	3,00,000
	766—Loans to Government Servants.	1,25,00,000
	Total :—Demand No. 48.	1,28,00,000

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ভোট অন্ একাউণ্ট মোশনটা বিবেচনার এবং পাশ করার জন্য আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ ইং তারিখ সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এই সভা আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ ইং বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Unstarred Question No. 4

By—Shri Rati Mohan Jamatia.
Shri Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় কতজন বেকার আছেন। (১৯৮৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। তাদের মধ্যে কতজন উপজাতি, কতজন তপশীলি জাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কতজন এবং

৩। তাদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা কিরূপ ; এবং

৪। তাদের মধ্যে কে কত সাল হইতে বেকার রয়েছেন ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ঐ

৪। ঐ

—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Thursday, the 10th February, 1983 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Shaıma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 10 Ministers and Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr Speaker—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা—কোয়েশ্চান নাম্বার ২ (টু) স্যার।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২ (টু)।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রধানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে কিনা ?

২) পাওয়া গেলে তাহা সংখ্যায় কত ?

৩) ঐসব অভিযোগের ভিত্তিতে কোনরূপ তদন্ত হইয়াছে কি ?

৪) এবং হইয়া থাকিলে তদন্তে দোষী প্রমাণিত কতজন প্রধানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) কতিপয় গাঁওপ্রধানের বিরুদ্ধে পাওয়া গিয়াছে।

২) ৪৯টি

৩) ১১টি অভিযোগের তদন্ত হইয়াছে। ৩৮টি অভিযোগ তদন্তাধীন আছে।

৪) যে অভিযোগ সমূহের তদন্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহাতে ৬ জন প্রধানকে দোষী বলিয়া মনে হইয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, যে অভিযোগসমূহের তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে তাতে যে ৬ জন দোষী বলে মনে করেছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা এবং তারা কোন্ এলাকার এবং তাদের নাম কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—যে ৬ জনকে আমরা দোষী বলে মনে করছি তারা হচ্ছে, টিলাগাঁও গাঁওসভা, রাজনগর গাঁওসভা, বুরাখা গাঁওসভা, তেজসিং গাঁওসভা, পশ্চিম তেজসিং গাঁওসভা এবং গোলকপুর গাঁওসভা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এই সমস্ত প্রধানদের মধ্যে কতজন কোন্ দলের ভুক্ত আছে ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—এইভাবে প্রশ্ন হয় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—যে ৬ জন দোষী প্রমাণিত হয়েছে তারা সি, পি, এম সমর্থক এবং আরও বাকী যারা রয়েছে ৪৯ জনের মধ্যে তারাও সি, পি, এম সমর্থক এবং যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে—

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনার অপিনিয়ন না দিয়ে স্পেসিফিক প্রশ্ন করুন।

শ্রীদশরথ দেব—প্রশ্ন কর্তা যদি তাঁর অপিনিয়ন রাখতে চান তাহলে আরও অনেক সুযোগ রয়ে গেছে। তিনি সেখানে তা রাখতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—অম্পি এবং তৈদু গাঁওসভার দুইজন সি, পি এম প্রধানের বিরুদ্ধে প্রায় ১২ ম্যানডেজ গায়েব করা হয়েছে বলে অভিযোগ আপনার প্রার্থীভুক্ত হয়েছে কিনা ?

(উত্তর নেই)

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা—তুইসাম গাঁওসভার প্রধানের—বিনন্দ রিয়াংয়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া গেছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার—এই প্রশ্ন আপনি পরবর্তী সময়ে আনতে পারেন। মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মিঃ স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার যে যে অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব রয়েছে সেই সেই অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে, ২য় বামফ্রন্ট সরকার কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ;

২) বামফ্রন্ট সরকার গত পাঁচ বৎসরে সারা ত্রিপুরায় প্রতিটি ব্লকে যে টিউবওয়েল রিং ওয়েল ও ম্যাসনারী ওয়েল দিয়েছেন তাহা পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত রিংওয়েল, টিউব ওয়েল ইত্যাদি থেকে গড় পড়তা হারে কত গুণ বেশী ;

৩) ইহাও কি সত্য যে সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে প্রতিটি ব্লকের অধিকাংশ টিউব-ওয়েলগুলি নষ্ট হয়ে আছে ;

৪) যদি সত্য হয়, তবে তাহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরার যে যে অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব রয়েছে সেইসব অঞ্চলে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার মধ্যেই ২য় বামফ্রন্ট সরকার নিম্নলিখিত গ্রামীণ জল সরবরাহ পরিকল্পার মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ক) গভীর নলকূপ খনন করিয়া পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা। (যে সমস্ত গ্রামে লোকসংখ্যা ৩০০০ বা ততোধিক সেই সমস্ত গ্রামে এই প্রকল্প এম, আই, এফ, সি, ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে রূপায়িত হবে)।

খ) ছোট ছোট গ্রাম বা পাড়াতে টিউবওয়েল রিংওয়েল ইত্যাদির মারফত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

গ) যে সমস্ত ছোট গ্রামে জলের স্তর অনেক নীচে থাকায় টিউবওয়েল থেকে রিং-ওয়েলের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ সম্ভব নহে সেই সমস্ত গ্রামে ইউনিসেফের ডিজাইন অনুযায়ী টিউবওয়েল তৈরী করিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

ঘ) ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রামে যেখানে টিউবওয়েল অথবা রিংওয়েল করা সম্ভব নহে, সেইসব এলাকায় বৃষ্টির অথবা ঝর্ণার জল ধরে রাখিয়া পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা—যেমন জম্পুই পাহাড় এলাকায় এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩) হ্যাঁ, ইহা আংশিক সত্য। কোন কোন ক্ষেত্রে জলের স্তর নীচে নামিয়া যাওয়ার ফলে অনেক সময় জল পাওয়া যায় না। কিন্তু সরকারের এইগুলিকে যথা সম্ভব রিপ্লেসমেন্ট/রি-সিংকিং ও রিপেয়ার করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া আছে। মেরামতের যন্ত্রাংশও ব্লকের মাধ্যমে গাঁওসভাগুলিতে দেওয়া আছে।

৪) এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী—এই যে দুর্গম অঞ্চলে জল সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছে সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি গভীর নলকূপ করতে হলে রিগ মেশিন চালাতে গিয়ে ইলেক্ট্রিসিটি দরকার হয়। যেমন বাতাবাড়ী, ওয়ারেনটো, মগরা, এই সমস্ত এলাকাতে গভীর নলকূপ করতে হলে প্রয়োজনীয় রিগ সেখানে কাজ করতে পারছে না। সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান সরকার কি ভাবে করবেন জানাবেন কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইগুলি আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে এটা পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনীয়ারিং (পি ডব্লিউ, ডি'র)-এর ব্যাপার।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে উপজাতি উপদ্রুত এলাকায় কতজন পানীয় জলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কর্মী খুন হয়েছে এই তথ্য জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা মূল প্রশ্নের সংগে সংশ্লিষ্ট নয়। এটার জন্য আপনি আলাদা প্রশ্ন করতে পারেন।

শ্রীগোপাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি (ইন্টারাপশান) টিউব-ওয়েল রিসিংকিং করা যাচ্ছে না—অনেকগুলি বিভিন্ন ব্লকে অকেজো হয়ে পরে আছে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অনেকাংশে সত্য আমরা সব সময় সঠিক ভাবে টাকা পাচ্ছি না সেজন্য প্রতিটি ডিস্ট্রিক মেজিস্ট্রেটের কাছে রিসিংকিং, রিপ্লেসমেন্ট-এর জন্য টাকা দিয়ে থাকি।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দেখা গিয়েছে ত্রিপুরার ট্রাইবেল জনসাধারণ টিউব ওয়েলের চেয়ে রিং ওয়েলের জল বেশী পছন্দ করে এবং টিউব ওয়েলের জল তারা ব্যবহার করতেই চায় না। সেজন্য সরকার ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে টিউব ওয়েল না বসিয়ে রিং ওয়েল বা মেসিনারী ওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা আছে বিশেষ করে পাহাড় এলাকায় রিং ওয়েল এবং মেসিনারী ওয়েল বসানোর জন্য এবং সেজন্য বেশী টাকা বরাদ্দ করার জন্য সুপারিশ আছে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বিগত ৩০ বছরের তুলনায় বামফ্রন্ট সরকার ৫ বছরে টিউব ওয়েল ইত্যাদির সংখ্যা প্রায় দেড়গুণ বেশী বসিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে এইসব টিউব ওয়েল যারা বসান তারা জলের ফার্ষ্ট লেয়ারেই টিউব ওয়েলগুলি বসিয়ে দেন। আমি তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি--- তারা বলেছেন যে আমরা যদি জলে সেকেণ্ড লেয়ার বা থার্ড লেয়ারের জন্য নীচে যাই এবং নীচে গিয়ে ভাল জল না পাই তাহলে আমাদের সেই বোরিংয়ের খরচা কে দেবে এইসব অসুবিধার কথা তারা বলেন---এর ফলে দেখা গিয়েছে যে টিউব ওয়েলগুলি আকজো হয়ে যায়। সেজন্য আমি অনুরোধ করছি যে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে সেকেণ্ড লেয়ার বা থার্ড লেয়ারে বোরিং করা হয় সেই ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের নির্দেশ দেওয়া আছে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক ভাবে জল না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বোরিং করার জন্য।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে বিরাট সংখ্যক টিউব ওয়েল, মেসিনারী ওয়েল রয়েছে কিন্তু সেই সংখ্যার তুলনার মিকানিকের সংখ্যা খুবট কম। এই কথা বিবেচনা করে সরকার আরও মেকানিক নিয়োগ করার জন্য ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখন ৮৫ জন্য মেকানিক আছে কিন্তু আমাদের টিউব ওয়েলের সংখ্যার অনুপাতে এই সংখ্যা খুবই কম। মেকানিকের সংখ্যা যাতে আরও বাড়ান যায় সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীতরনী মোহন সিংহ ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী মহায়য়, বতমানে গ্রামাঞ্চলে টিউব ওয়েলগুলিতে যে ফিল্টার ব্যবহার করা হয় এইগুলি খুব অল্প দিনেই নষ্ট হয়ে যায় এটা জানা আছে কি না ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ফিল্‌টারগুলি ত্রিপুরার সয়েলে স্যুট করবে কিনা এটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসে যে তথ্য পেশ করেছেন তাতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতকগুলি টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল এবং মেসিমারী ওয়েল হয়েছে এবং তার মধ্যে কতগুলি অকেজো হয়ে পড়ে আছে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দেব।

শ্রীজওহর সাহা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বি, ডি, সি থেকে জানা গিয়েছে যে সব টিউব ওয়েল নষ্ট হয় সেগুলি ঠিক করার জন্য পঞ্চায়েতের হাতে যন্ত্রাংশ থাকবে এবং পঞ্চায়েত সেগুলি ঠিক করবেন কিন্তু পঞ্চায়েতের হাতে এখনও সেই সব জিনিষ পেঁাছায় নাই।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই সিদ্ধান্ত আছে যে যে সব টিউব ওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে সেগুলি রিপেয়ার করার জন্য ব্লকের মাধ্যমে গাঁও সভাগুলির দ্বারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের সঙ্গে আমি আর একটু জুড়ে দিতে চাই যে সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও অমরপুর ব্লকের বি, ডি, সি, গ্রামাঞ্চলের টিউব ওয়েলগুলি মেরামত করার জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছেন না যার ফলে সেই সব এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে —এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাইছি যে এটা আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত যে কিছু স্থানীয় ছেলেদের ট্রেনিং দিয়ে তাদের দিয়েই এই সব টিউব ওয়েলগুলি মেরামত করান। এবং তার জন্য আমরা কিছু স্থানীয় ছেলেদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছি। আমাদের ইচ্ছা আছে যে এই ট্রেনিং শেষ হলে পঞ্চায়েতের হাতে কিছু যন্ত্রাংশ দেওয়া হবে এবং তারা নিজেরাই সেগুলি মেরামত করে পানীয় জলের ব্যবস্থা চালু রাখবে এবং তার মাধ্যমে কিছু স্থানীয় ছেলে পয়সা উপার্জন করতে পারবে। টিউব ওয়েলের সংখ্যা এত বিরাট যে—যে কোন রাজ্যেই একটা সংখ্যা অকেজো হয়ে থাকবে এবং কোন মেকানিক দ্বারা সেগুলি চালু রাখা সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নাই। কারণ ৫ মিনিট ১০ মিনিটের একটা কাজ তার জন্য কোন স্থায়ী স্টাফ রাখার কোন যুক্তি নাই। সেজন্য আমরা সিদ্ধান্তনিয়েছি যে স্থানীয় ছেলেদের ট্রেনিং দিয়ে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেগুলি মেরামতের জন্য ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীজওহর সাহা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কোথায় এই ট্রেনিং হচ্ছে এবং কখন এই ট্রেনিং শেষ হবে ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব।

শ্রীজহরলাল সাহা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা আমরা অনেক দিন শুনে আসছি যে বি. ডি, সি, কিছু লোককে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬, ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে হাউসে অনুপস্থিত থাকায় আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। প্রশ্ন নং ৬।

প্রশ্ন

১। ১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত আগরতলা জুট মিলে নিয়মিত, অনিয়মিত কর্মচারী, দক্ষ শ্রমিক ও সাধারণ শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

২। তাদের মধ্যে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতির সংখ্যা কত ?

উত্তর

১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা— ১৬৩৫ জন।

অনিয়মিত	"	"	১৫১ জন।
তপশিলী জাতি	"	"	২২৩ জন।
তপশিলী উপজাতি	"	"	২৮৫ জন।
দক্ষ উপজাতি শ্রমিক	"	"	১৯৯ জন।
দক্ষ তপশিলী জাতি	"	"	১৫৬ জন।

মিঃ স্পীকার ঃ—- শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪। ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪ ।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোথায় রিগ্‌নাই (পাছরা) তৈরীর কারখান চালু আছে ?

২। এতে কতজন উপজাতি মহিলা শিল্পী নিয়োজিত আছেন এবং

৩। তাদের মাসিক আয়ের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে রিগনাই তৈরীর কোন কারখানা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না ।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা ত্রুটিপূর্ণ তথাপি এই সম্পর্কে হাউসের সামনে কিছু তথ্য আমি উপস্থাপিত করতে চাই। সেই তথ্য হচ্ছে এই যে ত্রিপুরার উপজাতি মা-বোনেরা তারা বাড়ীতে বাড়ীতে এই পাছরা তৈরী করছে ১৯৮১ সালের জুলাই মাস থেকে। ত্রিপুরার হস্তশিল্প নিগম ঐ তারিখ থেকেই চালু হয়েছে। ত্রিপুরার হস্তশিল্প নিগম দপ্তরের অফিসারদের মাধ্যমে উপজাতি মা-বোনেরা কাজ পাচ্ছে, সুতো পাচ্ছে। প্রতিটি পাছরার দাম ১০ টাকা ২০ পয়সা। একজন প্রতি মাসে ৬ খানা পাছরা তৈরী করতে পারে এবং তাতে ৬০ টাকা থেকে ১৬৫ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন। এর মধ্যে সুতো বিলি হয়েছে মোট হিসাব ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৫০টি। টাকার হিসাবে ৯ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯৫০ টাকা। এছাড়া উপজাতি মা-বোনদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরণের কাজ দিয়ে থাকি এই প্রকল্পটি উপজাতি উপজাতি মা-বোনদেরকে খুব সাহায্য করেছে। তারা পাছরা এবং বিভিন্ন ধরণের পোষাক তৈরীর ক্ষেত্রে উন্নত ধরণের ডিজাইন তৈরী করছেন যেগুলি ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে সমাদর পেয়েছে। আমরা এই ব্যাপারে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি যাতে এই শিল্পটা আরও উন্নত হয়।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে পাছরার কথা বলেছেন সেটা বাঙ্গালী ভাষায় পাছরা বলে কিন্তু ট্রাইবেল ভাষায় সেটাকে

রিগনাই বলে। রিগনাই যেটা সেটা বেড কাভার থেকে প্ল্যান বেডিং কালারের নানা ধরণের কাপড় তৈরী হয়। কাজেই কোনটা উন্নত করার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রাইবেল মা-বোনদেরকে কাজ দেওয়া। এই শিল্পের বড় অসুবিধা হল বাজার। উন্নত ধরণের ডিজাইন তৈরী করতে পারেন এবং বাজার পেতে পারেন তার চেষ্টা আমরা করছি। দিল্লীতেও যাতে তারা তাদের কাপড় বিক্রী করতে পারে তার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রকল্পে যারা কাজ করছেন তারা যাতে সুতো সরকার থেকে না নেন তার জন্য উপজাতি যুবসমিতি উপজাতি মা-বোন-দেরকে প্ররোচনা করে আসছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এটা আমার জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি যেমন নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুর সেখানেও ট্রাইবেল মেয়েরা পাছরা তৈরী করেন। সেটা সারা ভারতবর্ষে মার্কেট সৃষ্টি করেছে। ওখানকার মেয়েরা যে রকম বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে উন্নত ধরণের পাছরা তৈরী করছেন সেই রকম এখানেও করা হবে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—পার্শ্ববর্তী রাজ্যে কি রকম স্কীম আছে সেটা মাননীয় সদস্য যদি জানান তাহলে আমরা সেগুলি বিবেচনা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মৌখিক প্রশ্ন উত্তর শেষ। আমরা এখন পরবর্তী কার্যক্রমে যাচ্ছি।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ। আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীকালীকুমার দেববর্মা মহোদয়ের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

"১৯৮২ ইং সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের নির্বাচনী প্রাক্ মুহূর্তে তেলিয়ামুড়া অন্তর্গত কোঃ অপারেটিভ (রাংখল) বাজার নিবাসী ডি. ওয়াই. এফ. কর্ম্মী হারাধন মালাকারকে উগ্রপন্থী কর্ত্তৃক হত্যা করা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকালীকুমার দেববর্মা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, আমি এই সম্পর্কে ১৫ই ফেব্রুয়ারী এই হাউসের সামনে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—১৫ই ফেব্রুয়ারী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রিপ্লাই দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ--আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা মহোদয়ের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ--

"গত ১৮ই এবং ২২শে ডিসেম্বর আমবাসা থানার অন্তর্গত জামিরছড়া ও বলরাম সি. পি. আই, এম, নেতা ও বামফ্রন্টের উপজাতি উন্নয়ন ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদশরথ দেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক দুষ্কৃতিকারী উগ্রপন্থীগণ কর্তৃক পুলিশের গাড়ীতে শক্তিশালী হ্যাণ্ড গ্রেনেড্ নিক্ষেপ, গুলি বর্ষণ এবং সি. আর. পি. কর্মী ও গাড়ী চালক সহ কয়েকজন নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কেও ১৫ই ফেব্রুয়ারী হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ--১৫ই ফেব্রুয়ারী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস মহোদয়ের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"গত ১৭ই জানুয়ারী উদয়পুর বিভাগের গকুলপুর জহর ব্রিজ সংলগ্ন কংগ্রেস (ই) অফিসের সামনে বেলা প্রায় ১টার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে বামফ্রন্টের কর্ম্মী আশুতোষ সরকারকে কং (ই) সমর্থক ও গুণ্ডা বাহিনী কর্ত্তৃক কুপিয়ে হত্যা করা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, আমি এই সম্পর্কে ১৬ই ফেব্রুয়ারী এই হাউসের সামনে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো,

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---আমরা কয়েকটি কলিং এটেনশান নোটিশ গত কালও দিয়েছি এবং আজও কিছু দিয়েছি। কিন্তু এ ব্যাপারে এখানে কিছু বলা হয় নি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনার কলিং এটেনশান নোটিশগুলি কন্সিডারেশানে আছে। ৩টার বেশী একদিনে করা যায় না। যার ফলে দেওয়া যায় নি। পরবর্ত্তী সময়ে আপনাকে জানাব।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিস্‌লেশান)
সরকারী বিল উত্থাপন

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ---"Introduction of the Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Third Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 3 of 1983)".

আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি উপস্থাপন করার জন্য।

Shri Nripen Chakrabarty ঃ---Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Third Amendment) Bill, 1983 (Tripara Bill No. 3 of 1983)"

Mr. Speaker ঃ---আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশনটি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হলো ঃ---"The Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Third Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 3 of 1983) এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(মোশনটি সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়) ।

ডিসকাশান অন গভর্ণরস্‌ এড্‌ড্রেস

মিঃ স্পীকার----সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এসেছে তাঁর উপর আলোচনা।" ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় এবং সমর্থন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয় প্রস্তাবটি হলো ঃ "নিম্নলিখিত মর্মে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপালের নিকট সভার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা হউক যে, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল এই সভায় যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তার জন্য ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্যবৃন্দ গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।"

মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে, ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আমি কয়েকটি সংশোধনী নোটিশ পেয়েছি। সংশোধনীগুলির তালিকা মাননীয় সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত তালিকাভুক্ত সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করা হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। আলোচনা শুরু হবার পূর্বে প্রত্যেক দলের হুইপদের আমি অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মূল প্রস্তাবটি এবং সংশোধনী প্রস্তাবের উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রী সমর চৌধুরী----মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় গতকাল যে ভাষণ আমাদের সদস্যদের সামনে উপস্থিত করেছেন এই ভাষণের মধ্যে সমস্ত বক্তব্যের বিষয় সঠিকভাবে এবং ত্রিপুরার সমগ্র চিত্র গত এক বছরে যা করা হয়েছে তা তুলে ধরা

হয়েছে। শুধু গত এক বছরই নয় এর আগের বছরেও যে সমস্ত কাজ বামফ্রন্ট সরকার করেছেন তার পটভূমি, তার পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই ভাষণে। স্যার, আমি প্রথমে উল্লেখ করতে চাই, গত এক বছরে আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে তা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য বামফ্রন্ট ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছেন। গত এক বছরে তা আরো বেশীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে, বিভিন্ন ধরণের খুন, সন্ত্রাস এবং আক্রমণ কিছুর সামনে থেকে মোকাবিলা করে এই সরকার সমস্ত কাজ করে গেছেন। গত বিধান সভার সাধারণনির্বাচনে শতকরা ৫০ভাগ লোক তারা বিপুল সংখ্যক, আমি শুনেছি, শতকরা ৮০ ভাগ ভোট পরেছে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে। এই শতকরা ৮০ শতাংশ ভোটের মধ্যে আস্থা ভোট, সঠিক ভোট, পজেটিভ ভোট ৫০ শতাংশ নিয়ে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন। তার কাজও হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, 'ব্যাঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি একট' এটা সংশোধন করে বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের আরবান এরীয়ার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সাধারণ মানুষ যাতে প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায় এবং উন্নতি অগ্রগতিতে ভূমিকা নিতে পারেন সে জন্য সংশোধনী এনে তার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। অটোনমাস ডিষ্ট্রিকট্ কাউন্সিল গঠন করে ত্রিপরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার এক ঐতিহাসিক কাজ করেছেন। উপজাতি জনগণ, সংখ্যা লঘু জনগণ, পশ্চাতপদ জনগণের উপকারের জন্য যখন এই বিল আনা হয়েছিল তখন কংগ্রেস (ই) সরকার এইগুলি দমন করার জন্য হত্যা করেছেন, গুলি চালিয়েছে কত অসংখ্য রক্ত ঝরিয়েছে, কত লোককে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করেন।

এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করে বামফ্রন্ট সরকার সারা ভারতবর্ষে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন যে সংবিধানে বর্ণিত ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদ গঠন করা হোক। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেকথায় কর্ণপাত করেন নি। তাই বামফ্রন্ট সরকার নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী বিধানসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করে আইন তৈরী করে ৭ম তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদ গঠন করে, সেই পরিষদের হাতে উপজাতিদের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। এইভাবে শুধু ক্ষমতার বিকেন্দ্রকরণই নয়, অবহেলিত ও অনুন্নত জনসাধারণকে যে স্বীকৃতি দেন সেটাও তার মধ্যে দিয়ে সত্যিকারে রূপ পেল। স্যার, জরুরী অবস্থার সময়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচী এবং তাঁর পুত্র প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর ৫ দফা কর্মসূচীর অনেক প্রতিশ্রুতি আমরা শুনেছি। কিন্তু কোন দিন তা বাস্তবে রূপ পেতে দেখিনি। কিন্তু ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন করে এবং তার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। এর জন্য আমরা আনন্দিত। মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের অভিভাষণে দেখতে পাচ্ছি যে জেলা পরিষদ ১০ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তুত করেছেন এবং রাজ্য সরকার উপজাতিদের উন্নয়ন কল্পে পরিকল্পনার

সমস্ত বরাদ্দগুলি জেলা পরিষদের তুলে দিয়েছেন। আমি আশা করি বামফ্রন্ট সরকারের এই প্রয়াসে ত্রিপুরার জনগণের বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি আরও আস্থা বাড়বে এবং ত্রিপুরার সমগ্র অংশের জন হাতে হাত মিলিয়ে নূতন ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্রতী হবেন। স্যার, আমরা গত ৫ বছরে দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কিভাবে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করেছেন। কিভাবে আড়াই লক্ষ বা তিন লক্ষ টাকা গ্রামের গরীব মানুষ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাদের নিজেদের উন্নয়নে খরচ করতে পেরেছেন এবং তারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমরাও খরচ করতে পারি, আমরাও হিসাব করতে পারি এবং হিসাব নিতে ও দিতে পারি। বামফ্রন্ট সরকারের এই গৌরবময় ভূমিকার জন্য আমি অত্যন্ত গৌরব বোধ করছি। বিগত ৫ বছরে গ্রামের উন্নতির জন্য পঞ্চায়েতের হাতে কত টাকা বরাদ্দ ছিল, কত টাকা খরচ হয়েছে, কি উন্নতি গ্রামের হয়েছে, বিভিন্ন গাঁও-সভার সদস্যগণ সে তথ্য উপস্থিত করেছেন প্রতি বছর। শুধু তাই নয় গ্রামের পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে কোথায় জলসেচ করতে হবে, কোথায় জমিকে উন্নত করতে হবে, কি চাষ করতে হবে, সয়েল কনজারবেশানের মাধ্যমে কিভাবে এক ফসলী জমিকে ২।৩ ফসলে জমি করা যায়, যে সমস্ত জমি অনাবাদযোগ্য, সেগুলিকে কি করে আবাদ-যোগ্য করা যায় সে সমস্ত কাজগুলি গ্রামের মানুষ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করছেন। এবং বিগত পাঁচ বৎসরে তারা এই সমস্তকাজে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। স্যার, বিগত ৩০ বৎসর ধরে আমরা দেখেছিলাম যে গ্রামের যারা কৃষি মজুর ছিল, যারা শ্রম বিক্রি করত তাদের বাঁচার কোন পথ ছিল না। দিনের পর দিন তারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকত। প্রতি বছর অনাহার ক্লিষ্ট কৃশকায় লোকদের মিছিল আমাদের গোচরীভুত হত শহরের রাস্তায় রাস্তায় এবং অফিসে অফিসে, তাদের উপর চলত কংগ্রেসের নির্মম শাসকদের গুলি। এই বিধান সভায়ও ভুখাদের মিছিল উপস্থিত করেছেন বিভিন্ন বিরোধী দলের সদস্যরা। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিগত পাঁচ বছরে ধরে এই ধরনের চিত্র আর কোথাও দেখা যায় না। বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ দিয়ে তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সমস্ত সোর্সকে ব্যাবহার করে, ফিনান্সিয়াস রিক্সোর্সকে ব্যাবহার করে অর্থনীতির বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং ধনতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী যারা নির্বাচিত হয়ে পঞ্চায়েতে এসেছেন, তারা গ্রামের সমস্ত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একটি লিষ্ট তৈরী করেছেন যে গ্রামে কারা সত্যিকারের গরীব মানুষ, কৃষি মুজুর, কারা উপজাতি, কার অউপজাতি। এই ভাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একটা লিষ্ট তৈরী করে, সেই লিষ্ট অনুযায়ী নিদ্দিষ্ট ভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদেরকে কাজ দেওয়া হয়। বামফ্রন্ট সরকার কৃষি শ্রমিকদের কার্ড বিলি করার ব্যবস্থা করেছেন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। গ্রামের পঞ্চায়েতই আইডেনটিফাই করেন কারা গ্রামের কৃষি শ্রমিক এবং তাদের হাতে এই কার্ড গুলি পৌঁছে দেন। স্যার, বিগত তিন দশক ধরে ত্রিপুরাতে মহাজনী শোষন ব্যাবস্থা যে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং যে মহাজনী শোষন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গ্রামের গরীব মানুষ একযোগে লড়াই করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের গরীব মানুষদের মহাজনী শোষনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যাংক, ল্যাম্পস, প্যাকস ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করেছেন,, যার মাধ্যমে তারা একটা আয়ের পথ সুগম করতে পেরেছেন। এবং মহজনী শোষন ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছেন।

স্যার, বামফ্রন্ট সরকার একদিকে এই উন্নয়ন মূলক কাজ গুলি করে চলেছেন, অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্য সরকারের প্রতি বৈষম্য মূলক আচারণ শুরু করেছেন যাতে বামফ্রন্ট সরকার কোন কাজ করতে না পারেন। যে ফুড ফর ওয়ার্ক, এন, আর, ই, পির মাধ্যমে গ্রামের গরীব মানুষের অন্ন সংস্থান হত, সেই এন, আর, ই, পি কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে এমন ভাবে কমিয়ে দিয়েছেন যা এই রাজ্যের গরীব মানুষকে একটা চরম অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছে। ১৯৮১-৮২ ইং সালে এই ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা ১ কোটি শ্রম দিবসের কাজ করেছিলাম, সে জায়গায় ১৯৮২-৮৩ ইং সালে ২০।২৫ হাজার শ্রম দিবসও কাজ করতে পারি নি। আমাদের কর্মোদ্যোগকে বাধা দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এটা ষড়যন্ত্র। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার কত বেশী এবং বিভিন্ন কায়দার গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করতে পারেন তার জন্য বি. ডি, সির মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করছেন এবং সেই কাজ ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যে রূপায়িত হচ্ছে কিনা জনপ্রতিনিধিগণ তা দেখাশুনা করতে পারবেন এবং সমস্ত ক্ষমতা তাদের হাতে দেওয়া হয়েছে। তারা পরিকল্পনা গ্রহণে অংশ গ্রহন করতে পারবেন, রিকমণ্ডেশান করতে পারবেন বি, ডি, সির মেম্বারকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের হাতে কত বেশী ক্ষমতা দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, অপর দিকে আমরা লক্ষ্য করেছি কেন্দ্রীয় সরকার এই পঞ্চায়েতের যে গণতন্ত্র সম্প্রসারণের নীতি তার বিরুদ্ধে একটা নীতি গ্রহণ করে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতাকে কত সংকুচিত করা যায় তার জন্য তারা সচেষ্ট ছিলেন এবং তার জন্য বার বার চাপ সৃষ্টি করেছেন। স্যার, গ্রামে শুধু মাত্র আমি ফুড ফর ওয়ার্কের কথা বলেছি। শুধু কি তাই জল সেচের মাধ্যমে যখন একটা জমিতে সেচ হলো তিন ফসলী জমিতে সেচ হলো তখন সেখানে লক্ষ্য করেছি তিন ফসলী জমিতে কাজের সংস্থান হয়ে গেল এবং কৃষি জমিতে উন্নয়নের ফলে কাজের সংস্থান হয়ে গেল। নূতন নূতন জমি অবাদা করে যখন নাকি কৃষকদের হাতে ফসল তুলে দেওয়া হয় তখন তার ফলে ব্যাপকভাবে কাজের সংস্থান হয়ে যায়। যারা জুমিয়া অঞ্চলগুলিতে জুম চাষ করে তাদের বাচার কোন অবস্থাই ছিল না অতীতে সেই কংগ্রেস সরকারের আমলে। তারা সেই জুম চাষের এলাকাগুলিতে জুম চাষ সম্পূর্ণ জোর করে বন্ধ করে দিয়ে বিকল্প কোন ব্যবস্থা সৃষ্টি না করে এমন একটা ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে তাদের বাচার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার একটা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এই জুম চাষের এলাকাগুলিতে এক একটা রিজার্ভকে রক্ষা করে, এক একটা বনকে রক্ষা করে জুম চাষের ব্যবস্থা করেছেন। এই দুটোকে চালু রেখে গত কয়েক বছরে যেমন একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। স্যার, একটু আগে প্রশ্নের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি কিভাবে ৫টা স্কীমের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সমস্ত উপজাতি মা বোনদের কাজের সংস্থান করা হয়েছে। কুটির শিল্পকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। লক্ষাধিক সমস্ত তাঁতী দেবনাথ এবং অন্যান্য যে সমস্ত পরিবার তাঁত শিল্পের সংগে যুক্ত এই সমস্ত পরিবারদের বাচার একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাঁত শিল্পকে পুনর্জীবন-এর যে ব্যবস্থা নিয়েছেন গত এক বছরে তা অনেক বেশী সমৃদ্ধ এবং কার্যকর হয়েছে। এখন আমরা আগরতলা শহরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কুটির শিল্পের মাধ্যমে, তাত শিল্পের মাধ্যমে নূতন জাগরণের

সৃষ্টি হয়েছে। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তার মধ্য দিয়ে তারা একটু ক্রয়ের জায়গা তৈরী করেছেন এবং সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই মাল পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছেন। শুধু তাই নয় তাঁত শিল্প এবং কুটির শিল্প ব্যাপকভাবে প্রসার করে লাভ করেছে। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে অনেকগুলি প্যারা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে প্রত্যেকটি প্যারায় বিভিন্ন বিষয়গুলি নির্দিষ্ট অংশে কি ধরনের উন্নয়ন হবে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং আগামী বছরে কি দৃষ্টি ভঙ্গিতে কাজ হবে সেটা বলা হয়েছে। স্যার, কি পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে এটাও বুঝতে হবে। সার্বিক সাফল্যের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ টাকা আমাদের দরকার তার কথা ভাবতে হবে। সারা ভারতবর্ষের অর্থনীতির কথাই বলছি শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের কথা নয়। তাই আমাদের টাকার দরকার। ইন্টার ন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ড এই ফাণ্ড থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে সমগ্র ভারতবর্ষকে নীলামে তুলে দেওয়ার মত অবস্থা হয়েছে। ভারত সরকার ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থনীতিকে এই অবস্থার মধ্যে নিয়েছেন তাই তার থেকে ত্রিপুরা আলাদা থাকতে পারে না। ভারতবর্ষের অর্থনীতির মধ্যেই ত্রিপুরার জনগণ বাস করেন। ভারতবর্ষের সমগ্র অর্থনীতিকে যে অবস্থার মধ্যে ফেলেছেন তার থেকে ত্রিপুরা আলাদা থাকতে পারে না। ত্রিপুরার প্রত্যেকটা মানুষ ভারতবর্ষের সঙ্গে সমস্ত সংকটের সঙ্গে ধুকছিলে এবং সেই সংকটের মধ্যে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই সময় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই সামগ্রিক সংকটের মধ্যে ত্রিপুরার জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়ে জনগণকে রক্ষা করেছেন। কংগ্রেস আমলে জমিদার, পুজিপতিদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের ফুলে ফেপে উঠার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আজকে এই সমস্ত পুজিপতিরা গরীব কৃষক এবং মেহনতী মানুষের সর্বনাশা অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। তা থেকে ত্রিপুরার মানুষ মুক্ত থাকতে পারে না, মুক্ত নয়। কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট তৈরী করেছেন সেটা ঘাটতি বাজেট এবং সেই ঘাটতি বাজেট-এ ট্যাক্‌শ চাপিয়ে সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছ থেকে আদায় করা হবে। জিনিষ পত্রের দামের উপর আমরা লক্ষ্য করছি। এখানে একটা মোশান অব থ্যাংকস্ রাজ্যপালের ভাষণের উপর একটা অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। অ্যামেণ্ডমেন্টটা হচ্ছে —

The failure of Govt. to check the rising of prices of the necessary commodities due to indulgence of black marketeering.

আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই ডিজেল, পেট্রলের দাম কতবার বাড়ানো হয়েছে শ্রীমতী গান্ধী এসেছেন তিন বছরে, এই তিন বছরে? সেই দাম বাড়িয়ে সমস্ত পরিবহনের খরচ, সমস্ত জিনিষপত্রের খরচ এইগুলি কত সাংঘাতিকভাবে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। আজকে কৃষক প্রয়োজনীয় জল সেচের জন্য পাম্প মেসিন পাচ্ছে না কেননা পাম্প মেশিন চালাতে খরচ বেড়ে যাবে। শুধু পাম্প মেশিন নয় সারের দাম সেটাও ঠিক মতো পাওয়া যায় না। ইন্টারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের সঙ্গে ঋণ নিয়ে একটা চুক্তি অনুযায়ী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ভর্তুকি দিয়ে ঋণ নিচ্ছেন। জিনিষপত্রের দাম দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, কি অবস্থাই না হয়েছে। তাই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কমরেড শ্রীজ্যোতি বসু এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী এই দুই জন মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী

করেছেন যে ১৪।১৫টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সারা ভারতবর্ষে নায্য মূল্যের দোকানে সস্তা দরে সবাই যাতে যেতে পারেন তার জন্য যেন টাকার বরাদ্দ করেন কিন্তু কেন্দ্রী সরকার তাতে কর্ণপাত করেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার বা তার দলের যে লোকেরা আছে তারা সেটা গোপন করে রাখছেন চেপে রাখছেন। তারাই আবার সারা রাজ্যের জনসাধারণের সামনে চীৎকার করে বলছেন রাজ্য সরকারই জিনিষপত্রের দাম বাড়াচ্ছে। মিথ্যে কথা তারা বলেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এই সমস্ত কথা বলেন। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে কংগ্রেস (ই) দল সেটা আজকে সকলে দেখতে পাচ্ছে। এই ত্রিপরা রাজ্যেও সে পরিস্থিতির চেষ্টা তারা করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্ত অশুভ শক্তিগুলির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। সেই অশুভ শক্তি-গুলিকে কোণঠাসা করে বামফ্রন্ট সরকার আজ জনগণের স্বার্থে তার নীতিকে কাজে লাগাচ্ছেন। আর তাতে ঐ অশুভ শক্তিগুলি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ১৯৮৩ পর্যন্ত কি অমরপুর, কি উদয়পুর, কি মোহনপুর কি সোনামুড়া সমস্ত জায়গায় কোথায় কতজন লোক কিভাবে খুন হয়েছে তার প্রিন্টেড বই আছে। সেই হিসাবে সরকারের পুলিশ দপ্তর থেকে কেইস চলছে। সেই বই সকল কিছুর প্রমাণ দিচ্ছে। মাননীয় রাজ্যপালও তার ভাষণের মধ্যে বলেছেন। যে সমস্ত রকমের চক্রান্ত ও গোলমাল বামফ্রন্ট সরকার মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছে। আজকে আমরা লক্ষ্য করলে দেখি যে আসামের পরিস্থিতি কত করুণ। হাজার হাজার লোক আজকে সেখানে খুন হচ্ছে তবুও কংগ্রেস (ই) দল একটি কথাও বলছে না। সেখানে নির্বাচনী ইস্তাহারের মধ্যে ঐ গণ-সংগ্রাম ও আসুর আন্দোলনের কোন কথা নাই। কংগ্রেস-ই দল সমস্ত রকম মদত দিয়ে চলেছে। ধর্মনগরে একজন কেন্দ্রীয় এম, পি, পর্যন্ত ৪টা রাইফেল নিয়ে নির্বাচন মুহূর্তে ত্রিপুরায় এসেছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ- মাননীয় স্পীকার পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্যকে ওনার বক্তব্যের উপর তথ্য দিতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই ঐ এম, পি, কিসের জন্য রাইফেল নিয়ে এসেছেন। এখানে যারা এম, এল, এ, আছেন, যাঁরা মন্ত্রী আছেন তাঁরা-ত রাইফেল নিয়ে ঘুরেন না।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেন ত্রিপুরার স্বার্থে আলোচনা করেন।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় জঙ্গলের রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন বলেই এখানে বন্দুক ছাড়া কেউ চলতে সাহস পায় না।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে সারা ভারতবর্ষে কি অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একটা সুস্থ কেবিনেট পর্যন্ত কেন্দ্রে তারা গঠন করতে পারছে না। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরায় কেমন একটা স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের টাকা পয়সা, এমনকি রাজ্য সরকারের আয়ের ব্যবস্থাগুলিও সংকোচিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও সীমান্তবর্তী অঞ্চল মিজোরামের দোহাই দিয়ে ত্রিপুরাতেও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য কেন্দ্র রাজ্য

সরকারকে না জানিয়ে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকার সেখানকার শান্তিপ্রিয় মানুষের কথা চিন্তা করে এবং শান্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এই ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য বলেছে। উপদ্রুতঅঞ্চল ঘোষণা করার অর্থ ঐ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে মদত দেওয়া। এটা লজ্জার কথা যে স্বয়ং ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত এই শক্তিগুলিকে মদত দিচ্ছেন। পাহাড়ী অঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই কংগ্রেস-ই কর্মীরা বিলোনীয়াতে, বাইকোরাতে এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার গত ১ বছরে সমস্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে। উন্নয়নমূলক কাজগুলিকেও চালিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। এই সকল কাজের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এই হাউসের কাছে উপস্থাপিত করেছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে আমি সেটাকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করি।

আমি বুঝতে পারছি না মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এই মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ পড়ে এটা বুঝতে পারছেন কি না যে, এই ভাষণের মধ্যে উল্লেখিত রয়েছে যে ত্রিপুরায় গণতন্ত্র কিভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, তারমধ্যে রয়েছে ত্রিপুরার আইন-শৃংখলাকে কিভাবে রাজ্য তাঁর নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন, তারমধ্যে রয়েছে বিগত ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের ত্রিপরার ভগ্নপ্রায় অর্থনীতি ছিল বামফ্রন্ট সরকার সে অর্থ ব্যবস্থাকে বামফ্রন্ট সরকার নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। এবং আগামী দিনে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরো উন্নত করা হবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে মাননীয় রাজপালের ভাষণের মধ্যে।

আমরা দেখেছি ত্রিপুরার ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের সময় ত্রিপুরায় ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারগুলি তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন কিন্তু সেই তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীনবাবু এবং শ্রীসুখময় বাবুরা এই ভূমিহীন জুমিয়া পরিবার-গুলিকে পুনর্বাসন দেওয়া তো দূরের কথা তাদের পুলিশের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন সারা ত্রিপুরায়। এটা ত্রিপুরার প্রতিটি লোকেরই জানা রয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাত্র পাঁচ বছরে এই সকল ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখেছি গোটা ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের কংগ্রেসী, অ-কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সহ ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রীরা সকলেই আজ কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করার উপর জোর দিয়েছেন। প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই কংগ্রেসী কি অকংগ্রেসী সকলেই আজ রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেবার দাবী জানিয়েছেন। দীর্ঘ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর হয় ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আজকেও সারা ভারতবর্ষের জাতি উপজাতি সকল অংশের লোকেদেরই কেন্দ্রীয় সরকারে নিয়ন্ত্রণে থাকতে হচ্ছে। আজকে কেন্দ্র শাসন ব্যবস্থার ও রাজস্ব ব্যবস্থার এক সিংহভাগ রেখেছে নিজের হাতে। তাই আজ সারা ভারতবর্ষের প্রতি রাজ্য থেকে দাবী উঠেছে যে রাজ্যের হাতে আরো অধিক ক্ষমতা দিতে হবে এবং রাজ্যগুলির হাতে আরো

অধিক আর্থিক সুযোগ সুধিধা দিতে হবে তা না হলে বিভিন্ন রাজ্যের যে সমস্যা রয়েছে তার সমাধান করা সম্ভব নয়। কাজেই বহু বিতর্কিত এই প্রসঙ্গটি মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন।

আজ সারা ভারতবর্ষের সামনে এক ভয়ানক বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে যেটা জানিনা মাননীয় বিরুধী দলের সদস্যরা জানেন কিনা। আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার চর সিয়ার সাহায্যপুষ্ট হয়ে সারা ভারতবর্ষকে টুকরা টুকরা করতে চাইছে। আমরা এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখতে পাচ্ছি আসামে, মিজোরামে, নাগাল্যাণ্ডে, মণিপুরে এবং ত্রিপুরায়। এরা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। আজকে আসামে বিচ্ছিন্নতা-বাদীরা নির্বাচন য়ানচাল করবার জন্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চালিয়েছে। আজকে এই সকল রিচ্ছিন্নতাবাদীরা সারা ভারতবর্ষের সংহতিকে ভেঙ্গে দিতে চাইছে। এটা যদি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বুঝতে পারতেন তবে আর তারা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর কাট মোশান আনতেন না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আরো দেখছি---কি উত্তর প্রদেশ, কি বিহার পাঞ্জাব সর্বত্র চলেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। আমাদের ত্রিপুরাকেও স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ে তুলার জন্য উপজাতি যুব সমিতি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি সেই তৈদুতে উপজাতি যুব সমিতির যে সম্মেলন হয়ে গেল, সেখানে স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ে তুলার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই তৈদু সম্মেলনে কে প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এটা আমি মাননীয় কংগ্রেস (আই) আন্তাত করেছিল সেই উপজাতি যুব সমিতি কি তার সেই স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন থেকে সরে এসেছে?

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশববাবু এখানে যা বলেছেন তার এক্সপ্লেনেসন চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য, এটার উপর এখানে পয়েন্ট অব অডার হয় না। বসুন।

(নয়েজ)

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য, আপনারা চুপ করুন, আমাকে সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে দিন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে পত্রিকা আমার কাছে আমি এর প্রমাণ দিতে পারি। মাননীয় সদস্য যদি প্রমাণ চান তবে আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

(নয়েজ)

সুতরাং মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে এই প্রসঙ্গটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যখন এইভাবে চলেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরায় একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক দল উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে-ছেন। আমি এটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না যেখানে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকতে বলেছেন সেখানে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক দল, যাদের শ্লোগান হলো স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ার সেই দলের সঙ্গে তাঁর হাত মিলালেন। সুতরাং এটা আমাদের বুঝতে হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন সমস্যাদির উল্লেখ রয়েছে। সেই সথস্যাগুলি হলো পানীয় জলের সমস্যা। ত্রিপুরার প্রায় অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল।
এর তো কোন শিল্প ভিত্তি নেই। এর তো কোন আর বাড়াবার মত ব্যবস্থা নেই। সমস্ত মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং এই কৃষির উপর নির্ভরশীলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি গত দুই বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে হঠাৎ করে বন্যা এসে গেছে, খরা হয়েছে দুবার। সেজন্য যে সব নদীতে বন্যা হয় তাদের সংযত করার জন্য আমরা সেগুলিতে ব্যারেজ সৃষ্টি করছি। এরকম প্রচেষ্টা আমরা ত্রিপুরাতে এর আগে কখনও তো দেখি নি। মহারাণীতে ব্যারেজ হচ্ছে, খোয়াই মহকুমাতে ব্যারেজ হচ্ছে খোয়াই নদীতে। মনু নদীতে হবে। তার ফলে কয়েক হাজার জমিতে জলসেচ হবে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, ওরা বরছেন যে, যখন মাননীয় সদস্য সমর বাবু বক্তৃতা করছিলেন, ওরা বলছেন 'চীনের দালাল'। আমরা দালালী করার সময় পাই নি। আমরা জানি পৃথিবীর বাইরে ভারতবর্ষ নয়। ভারতবর্ষের বাইরে ত্রিপুরা নয়। ওরা বলছেন চীনের দালাল। আমরা জানি চীনে সবচাইতে বড় দালাল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

পনীয় জলের সমস্যাকে সমাধান করবার জন্য সুন্দর একটা রূপরেখা মাননীয় রাজ্যপাল দিয়েছেন তাঁর ভাষণে। মাসনীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা, তাতে এখানকার মানুষের শতকরা ৮০ ভাগ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। গত ৫ বছর বামফ্রন্ট দারিদ্র দূর করার চেষ্টা করেছে। জুমিয়া, ভূমিহীন, ক্ষেত মজুর, দিন মজুর যারা আছে তাদের উন্নতির জন্য যখন বামফ্রন্ট সরকার ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ দিতে লাগলেন তখন এখানকার কংগ্রেস আই দল দিল্লীতে দরবার করলেন যে 'মা গোন ফুড ফর ওয়ার্ক বন্ধ করো। ত্রিপুরার মানুষকে এমনিতে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে নিতে না পেরে তাদের ভাতে মারার চেষ্টা করলো। ফুড ফর ওয়ার্ক বন্ধ হলো। একটা দায়িত্বশীল সরকার যতক্ষণ আছে এবং বামফ্রন্ট সরকার যতক্ষণ থকাবে, না খেতে পেয়ে মানুষকে মরতে দেবে না। যখন বামফ্রন্ট সরকার ল্যাম্পস্ প্যাকস্ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করলো তখন ওরা চীৎকার করছে, সর্বনাশ হয়ে গেল। রাজ্যপালের ভাষণে এটা আছে যে গত পাঁচ বছরে চা শ্রমিকদের মজুরী বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বামফ্রন্ট সরকার জনকল্যাণের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করছেন মাননীয় রাজ্যপাল সেটাই তাঁর ভাষণে রেখেছেন। সেজন্য আমি মাননীয় সমর চৌধুরী মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষনের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি পুরাপুরি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী গতকালের মাননীয় রাজ্যপালের যে ভাষণ হাউসে রেখেছেন তার উপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব রেখেছেন এবং মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার যে সমর্থন সূচক প্রস্তাব

রেখেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করতে পারি না। কারণ গতকালের ভাষণে ত্রিপুরার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার সঙ্গে আসল ত্রিপুরার চেহারার সঙ্গে আদৌ মিল নাই। কারণ বিগত ৫ বছরে এই বামফ্রন্ট সরকারের যে ইতিহাস সেটা শুধু ব্যর্থতারই ইতিহাস, খুন সন্ত্রাসের ইতিহাস। আমার একটু আগে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন আমি তার সেই সব কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারব। যদি আমরা গত ৫ বছর আগে ত্রিপুরার অবস্থা কি ছিল এবং ৫ বছর-এ ত্রিপুরার চেহারা কি হয়েছে সেটা যদি আমি ব্যাখ্যা করি তাহলেই সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। গত ৫ বছর আগে ত্রিপুরার জাতি এবং উপজাতির যে সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল সেটা অনির্দিষ্ট কাল থেকে চলে আসছিল গত ৩০ বছরই নয় ত্রিপুরার মহারাজের আমল থেকেই এই সম্প্রীতি চলে আসছিল সেটাই আমরা দেখে আসছি। কোন রকম বিভেদ ছিল না কিন্তু এই ৫ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের শাসনের ফলে আমরা কি দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরার যে জাতি এবং উপজাতির মধ্যে যে সম্প্রীতি, যে ভ্রাতৃত্ব যে সংহতি ছিল সেটাকে এই বামফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে ত্রিপুরার জাতি এবং উপজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দাঙ্গার সৃষ্টি করে যে হত্যাকাণ্ড করেছে এমন হত্যাকাণ্ড গত ২য় মহাযুদ্ধে ও এই রকম ঘটনা ঘটে নাই। সেজন্য (ইন্টারাপশান) রাজ্যপালের ভাষণে এটা দেখছি না। এই যে ঘটনা মান্দাইয়ের মত ঘটল যেখানে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ লোককে গৃহহীন করা হয়েছে, হাজার হাজার ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করা হয়েছে সেই সব ঘটনার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নাই। এমন কি সেই সব দাঙ্গায় যে সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য যে মন্ত্রীরা ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করেন নাই সেই সব কথাও মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই এই ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবকে আমি আদৌ সমর্থন করতে পারি না। কারণ এই ভাষণে যে সব ঘটনার কথা উল্লেখ আছে বাস্তবের সঙ্গে তার কোন মিল নাই--শুধু গত দাঙ্গাই নয় গত ৫ বছরে আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গত '৭৭ সালের নির্বাচনের সময় সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নাই সেটা আমরা দেখতে পাই গত ৫ বছরএর ইতিহাস যদি আমরা দেখি। কারণ গত ৫ বছরে আমরা ৫টি দিনও খুঁজে পাব না ত্রিপুরার কোথাও না কোথাও ১৪৪ ধারা জারী করা ছিল না। এবং সেই সব কথাও মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পাচ্ছি না। তারপর আসে তাদের প্রতি জনসমর্থনের কথা--এই জনসমর্থনের বিষয়টি গত নির্বাচনের সময়ই দেখা গিয়াছে। কারণ গত নির্বাচনে যদি তারা তাদের পেটোয়া সংগঠন সমন্বয়ী কর্মীদের দ্বারা রিগিং, করাপশান ইত্যাদি না করাতেন (ইন্টারাপশান) সেটা আমি প্রমাণ করতে পারি। (ইন্টারাপশান) আপনারা সেই সব খুনের কোনরূপ জুডিশীয়েল ইনকোয়ারী করান নাই কেন। কংগ্রেস বলেছে জুডিশীয়েল ইনকোয়ারী করাবার জন্য কিন্তু আপনারা রাজী হন নাই। কারণ (ইন্টারাপশান) শাস্তি দিতে না পারেন সেটাই হল আপনাদের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার ইতিহাস---তার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নাই। কাজেই আমি এই হাউসের কাছে হাউস যেন এই ভাষণকে সমর্থন না করেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি সেটা সমর্থন করতে পারি না। সমর্থন করতে পারি না এই জন্য যে--ত্রিপুরার যে বাস্তব চিত্র এই ভাষণে সেই চিত্রকে সঠিক ভাবে তুলে ধরা হয় নাই। কতগুলি ভাসা ভাসা প্রতিশ্রুতি এবং কাজ কর্মের বিবরণ দেওয়া বা সত্যিকারের জনগণের উন্নতি এবং তাদের কল্যাণের জন্য নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যে তারা জনগণের জন্য অনেক কিছুই করবেন এবং এর সমর্থনে বলা হয়েছে যে গত ৫ বছরে অনেক কিছুই কাজ করেছেন এবং আগামী দিনেও তাঁরা জনগণের জন্য অনেক কিছু করবেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং এর ফলে আজকে এই পঞ্চায়েতগুলি এক একটা দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সেইসব গাঁওসভাগুলিতে এন, আর, ই' পি এবং এস, আর, ই, পি'র যে সমস্ত টাকা পয়সা দেওয়া হয় সেইসব টাকা সত্যিকারের জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হয় না। সেইসব টাকা তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যয় করা হয়---মন্ত্রীদের মিটিংয়ে লোক আনার জন্য সেইসব টাকা খরচ করা হয়। এবং এই নিয়ে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই। এই ধরনের একটা ঘটনা আমি এখানে তুলে ধরছি---ছামনু টি, ডি, ব্লকের প্রধান রঞ্জিত সাহা তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সি, সি, এম থেকে বহিস্কার করা হয়---(ধ্বনি---লজ্জার কথা) এই ধরনের আরও ঘটনা আমার জানা আজে। আমি সেগুলি তুলে ধরছি---কাঞ্চনপুর ব্লকের তুইসামা গাঁওসভার প্রধান শ্রীবিনন্দ রিয়াং---সে গত ৫ বছরের মধ্যে ৫টি পুকুর এবং একটি দালান করেছে (ইন্টারাপশান---ধ্বনি---যে এখানে নাই তার নাম এখানে উল্লেখ করা চলে না) (ইন্টারাপশান)।

শ্রীসমর চৌধুরী---কোন স্পেসিফিক অভিযোগ এখানে আনা হয় নাই (ইন্টারাপশান)

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা---উত্থাপন করেছিলেন আমি জানি না কতটকু কার্যকরী করা হয়েছে এবং শাস্তি দেওয়া হয়েছে। শুধু এটা জানি যে এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। এবং দুর্নীতি ঢালাওভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পার্মিশান দেওয়া হয়েছে। কাজেই এটাই যদি বামফ্রন্ট সরকারের জনগণের কল্যাণের নমুনা হয় তাহলে এই ভাষণকে সমথন করা যায় না। এবং আমরা আরও দেখতে পাই যে এস, আর, ই, পি-র আগে "ফুড ফর ওয়ার্ক" চালু ছিল। এই ফুড ফর ওয়ার্কস এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্রকল্প। অথচ বামফ্রন্ট সরকার প্রচার করে আসছে যে এটা আমরা ক্ষমতায় এসে চালু করেছি। ভারতের জন্য কোন জায়গায় এরকম প্রকল্প নেই। এখন এন, আর, ই, পি যেটা চালু আছে সেটাকে এই বামফ্রন্ট সরকার শুধু দলীয় কাজে ব্যবহার করছে এবং বলে বেড়াচ্ছে যে আমরা যদি ক্ষমতায় না থাকি তাহলে এই প্রকল্প আর করা হবে না। এই যে এন, আর, ই, পি এটা শুধু এখানে নয় সারা ভারতবর্ষেই চালু আছে। বামফ্রন্ট জেলা পরিষদ করে বলছে যে আমরা উগ্রপন্থী-

দের জন্য সাংঘাতিক একটা কিছু করেছি। কিন্তু তাদের এই দাবী কতটুকু যুক্তিসঙ্গত আমরা সেটা বুঝতে পারি না। কারণ উপজাতি যুব সমিতি দাবী করে আসছে বলেই তারা সংবিধানের ৭ম তপশিলের ৫ম ধারায় এটা দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এটা তারাই প্রথম করেছেন এবং ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই এ দাবী তাদের মানতে পারি না। কারণ আমরা জানি যে এই ধরণের আছে ২৪৪ সংবিধানের ৩৭১ ধারায় (সি) উপধারায় অন্যান্য জায়গায় জেলা পরিষদ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়েছে ১৯৮২ সালের ৩রা জানুয়ারী, এক বছর। এই এক বছর জেলা পরিষদ কি করেছে ? এই পরিষদকে যে ক্ষমতা দেওয়ার কথা, তা দেওয়া হয় নি এবং কাজকর্ম যা চলছে তাতে জনস্বার্থে লাগছে না। স্বাভাবিক ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শুধু বেতন পাচ্ছেন আর কিছুই হচ্ছে না। এই জেলা পরিষদের নিজস্ব কোন কর্মসূচী নেই, ব্যয়বরাদ্দ নেই এটা বামফ্রন্ট সরকারের খেয়ালখুশি অনুযায়ী চলছে। বামফ্রন্ট সরকার এসে অনেক-গুলি স্কুল দিয়েছেন, অনেক চাকুরী হয়েছে এটা তাদের দাবী। অনেকগুলি স্কুলকে আপগ্রেডেশন করেছেন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই। আপগ্রেডেড স্কুলগুলিতে কাজকর্ম হয় না কারণ শিক্ষক অপ্রতুল। রইস্যাবাড়ী এবং আরেকটা হচ্ছে দেবীছড়া সেখানে জুনিয়র বেসিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে পরিণত করা হয়েছে কিন্তু শিক্ষক দেওয়া হয় নি। শহরে শিক্ষক বছরের পর বছর থেকে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে যে সুষ্ঠ বদলি নীতি থাকার কথা ছিল সেটা নেই। সেইজন্য গ্রামের স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় গ্রামের ছাত্ররা শহরমুখী হচ্ছে কিন্তু শহরে ছাত্র বেশী থাকার জন্য তারা ভর্তি হতে পারছে না। এইভাবে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি আপনার অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি সম্পর্কে এক সংগে বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ---আমি রাজ্যপালের ভাষনের উপর আনীত এই ধন্যবাদ প্রস্তাবকে সমর্থন করি না। কারণ রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আইন শৃংখলা সম্পর্কে কোন কথার উল্লেখ করা হয় নাই। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্বিতীয়বার আসার পরও দেখছি আইন শৃংখলা বলতে কোন কিছু নেই। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সি, পি, আই (এম) কর্মী দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় দেখছি বিরোধী দলের কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে। যেমন পশুরাম দেববর্মা তাকে গুলি করেছে এবং এখন সে জি, বি, হাসপাতালে আছে। এই রকম বহু ঘটনা ঘটছে। অথচ পুলিশ দুষ্কৃত-কারীদেরকে ধরছে না। দুষ্কৃতকারী সে যে দলের হোক তাকে ধরলে সেটা সমাজের পক্ষে মংগলজনক হত। উগ্রপন্থী যে দলের লোক তাকে ধরে শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সমস্ত ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে। উগ্রপন্থী যারা তাদেরকে যদি দমন করা হত তাহলে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হত কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ইচ্ছা করে এটাকে জিইয়ে রাখছে রাজনৈতিক ফয়দা লুঠার জন্য। কারা উগ্রপন্থীর নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেটা ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায়। একজন উগ্রপন্থীকে কি রকম সাহায্য দেওয়া হয়েছিল সরকার থেকে সেটা আমরা পত্রপত্রিকায় জানতে পারি। কাজেই আমার মনে হয়, এই আইন শৃংখলার ব্যাপারে বিরাট অবনতি ঘটেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এবং এইসব

ঘটনার সঙ্গে দায়ী ব্যক্তিদেরকে পুলিশ অনেক সময়ই এড়িয়ে যাচ্ছে। এই রকম একটি ঘটনা গত ২৩শে জানুয়ারী হরিপুর বিলনীয়া মহকুমার

(এট দিস্ স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—আমাকে একটু সময় দিন।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী ঃ---সরকার পক্ষের তরফ থেকে যখন বক্তব্য রাখা হয় তখন তো লাল বাতি জ্বলে না। আর এখানে যেই উপজাতির থেকে শ্যামাচরণ বাবু তার বক্তব্য রাখতে উঠলেন তখনই লাল বাতি জ্বালানো হলো। আমরা কতটুকু সময় পাব তা জানালে ভাল হয়।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার পক্ষ থেকে যখন বক্তব্য রাখা হয়, তখন সময় সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এই দেখে, আমাদের ধারণা হয়েছে যে, আমাদের বক্তব্যে যা বলার আছে তা বলার সুযোগ আমরা পাব আলোচনার সময়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যখন বক্তব্য রাখা হয় তখন শাসক দলের পক্ষ থেকে ইন্টারফিয়ার করা হয়। এটা খুবই লজ্জার বিষয়। লজ্জার বিষয় এই কারণে যে, তারা মুখে বলে থাকেন তারা গণতন্ত্র রক্ষা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তা নেই। গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে বিরোধীদের বলার সুযোগ তাদের দিতে হবে। কারণ, আমরা জানি, বিগত পাঁচ বৎসরে তারা যা বলেছেন তাই হয়েছে। কাজেই আমাদের সময় সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে রুলিং চাইছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---সময় আছে ২৭০ মিনিটের মত মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর আলোচনার জন্য। আজ ও কালকের জন্য এই সময় নির্দিষ্ট। ১৮০ মিনিট সরকার পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট এবং ৯০ মিনিট বিরোধী পক্ষের জন্য। টি, ইউ, জে, এস, পাবে ৩০ মিনিট এবং কংগ্রেস (ই) পাবে ৬০ মিনিট। আপনারা যে লিস্ট দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, উপজাতি যুব সমিতির ৩ জন সদস্য আলোচনার সুযোগ পাবেন। কাজেই তাঁরা ১০ মিনিট করে সময় পাবে। অবশ্য শ্যামাচরণ বাবু যদি দুই মিনিট সময় চান, তাহলে দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমার মনে হয় শ্যামাচরণ বাবু তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। কাজেই আমি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকারকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীহরিচরণ সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন সেই ভাষণের উপরে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এবং শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক সমর্থন জ্ঞাপন যে প্রস্তাব এসেছে আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি একথা বলতে চাই, মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন সেই ভাষণ অত্যন্ত বাস্তব সম্মত ভাষণ। বিগত দিনের এই স্থিতিশীল বামফ্রন্ট সরকার, গরীবের সরকার গরীব মানুষের পক্ষে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও এই সরকার গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করে গেছেন। প্রথমেই আমি এই বলতে চাই, বিগত পাঁচ বৎসরের শাসনে এই সরকার যারা এতদিন অবহেলিত

ছিল, ৩০ বছরের কংগ্রেসী সরকার যাদের জন্য কোন কাজ করেননি যারা শুধু অবহেলা, বঞ্চনা পেয়েছে সেই পাহাড়ী এবং অনুন্নত মানুষের জন্য যে সরকার কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতির দিয়েছিলেন সেই বামফ্রন্ট সরকার তা করেছেন। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, গতকাল কংগ্রেসের বিধায়ক গোষ্ঠী যারা আছেন তাঁরা এখানকার আইন শৃঙ্খলার অবনতি প্রশ্ন তুলে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণ বয়কট করেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি, নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্তে তাদের মধ্যে কোন আইন শৃঙ্খলা ছিল না।

(ভয়েসেস্ ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ ঃ---এটা আপনার বক্তব্যের বিষয় নয়)

কাজেই যাদের নিজেদের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা নেই, তারা ত্রিপুরা রাজ্যের আইন নেই এই বলে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ বয়কট করা ঠিক নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার। একটু আগে কংগ্রেস থেকে সময় সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে শাসক দলের ইন্টারফেয়ারের কথা বলা হয়েছে। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, যারা কংগ্রেস (আই)এর চেয়ার দখল করে আছেন তাঁরা গণ্ডগোল করছেন। এই ভাবে হাউস চলে না, চলতে পারে না। স্পেসিফিকভাবে একজন এই রকম করছেন। কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য রিসেসের পর রাখতে পারবেন। আমি এখানে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি অাপনারা "Introduction of the Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Third Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 3 of 983)" বইটি নোটিশ অফিস হেকে সংগ্রহ করে নেবেন।

সভার কার্য্যসূচী বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

(AFFER RECESS AT 2 P.M.)

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়কে উনার অসমাপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীহরিচরণ সরকার ঃ--মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় যে অভিভাষণ এখানে রেখেছিলেন সে অভিভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের যে বাস্তব সমস্ত কার্য্যকলাপ গরীব মানুষের স্বার্থে যে যে বলিষ্ট ভূমিকা গ্রহন করেছেন এবং কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে যে বলিষ্ট ভূমিকা গ্রহন করেছেন এবং আগামী দিনেও করবেন তার একটা বাস্তব চিত্র তাঁর এই ভাষণে তুলে ধরেছেন। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় এখানে উল্লেখ করেছেন যে স্বশাসিত জেলা পরিষদকে ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। কিন্তু মাননীয় রাজ্য পাল মহোদয়-এর ভাষণে পরিষ্কার ভাবে এটা উল্লেখ আছে যে জেলা পরিষদকে ১৯৮২-৮৩ইং সালের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বিশেষ উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮·২০ কোটি টাকা। উনি যদি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের এই অভিভাষণ

পড়তেন এবং উনার যদি বাস্তব দৃষ্টিভংগী থাকত তাহলে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় রাজ্যপালের ভাষণের সমর্থনে যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন তার বিরোধিতা করতেন না। স্বশাসিত জেলা পরিষদ ত্রিপুরা বাসীদের দীর্ঘদিনের একটা দাবী। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের যে চারটি দাবী ছিল, এই স্বশাবিত জেলা পরিষদ তার মধ্যে একটি। ১৯৮০ ইং সালে জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য আমরা তারিখ ঘোষণা করেছিলাম তখন এই টি, ইউ, জে, এস বাজার বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন। তারা যদি উপজাতি ভাইদের বন্ধু হতেন, তারা যদি পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের স্বার্থের দিকটাই দেখতেন তাহলে এইভাবে বাজার বন্ধের ডাক দিতেন না। এই ভাবে বাজার বয়কটের ডাক দিয়ে ত্রিপুরার গরীব মানুষের অর্থনীতির উপর আঘাত হানতেন না। তারপর কংগ্রেস (আই) দিল ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করার জন্য প্রথম থেকেই দাবী জানিয়ে আসছিল। বিশেষ করে এই জেলা পরিষদ গঠন করার জন্য যখন বিধান সভায় বিল আনা হয়েছিল এবং অনুমোদনও আমরা পেয়েছিলাম। যখন আমরা জেলা পরিষদ গঠন করার ঘোষণা করেছিলাম তখন তারা আইনের আশ্রয় নিয়ে এই জেলা পরিষদ বিলকে বাতিল করার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু আনন্দের বিষয় তাদের এই প্রচেষ্টা স্বার্থক হয় নি। স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় কতগুলি বাস্তব দৃষ্টিভংগীর মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য এখানে প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত অর্থনীতির ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে যখন দ্রব্যমূল্য ক্রমউর্দ্ধমুখী, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন বামফ্রন্ট সরকার কৃষি শ্রমিকদের মজুরী দৈনিক ৭।৮ টাকা নির্দ্ধারন করে দিয়েছেন, চা শ্রমিকদের ৫।৬ টাকা, বিড়ি শ্রমিকদের ৫।৬ টাকা মুজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে যা মাননীয় রাজ্য পাল মহোদয়-এর অভিভাষণে উল্লেখ আছে। ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে বর্ত্তমানে যার নাম এন, আর, ই, পি, সেই এন, আর, ই, পির মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রামের গরীব মানুষদের বামফ্রন্ট সরকার খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন তেমনি অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটেরও প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই এন, আর, ই, পি বা এস, আর, ই, পির মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের ব্যাপক হারে কাজ দিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেস আমলে দেখেছি টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে দৈনিক ২ টাকা মুজুরীতে তাদের কাজ দিতেন। যা দিয়ে তাদের অভাব কোনদিন ঘুচত না। আজকে আমি এই কথা বলতে পারি যে বামফ্রন্ট সরকারে অসার পর গ্রামের গরীব মানুষদের একটা মযাদা দিয়েছেন। আজকে তারা দাঙ্গার কথা বলছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মধ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে যে দীর্ঘদিনের ভাতৃবন্ধনের মহামিলন ছিল যা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আরও দৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্য কলাপের মধ্য দিয়ে সে ভাতৃবন্ধনে বিভেদ ঘটানোর জন্য সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী ত্রিপুরা রাজ্যে চালিয়েছেন, যাতে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে কোন উন্নয়ন মুলক পরিকল্পনা গ্রহন করতে না পারে তাতে বাধা দেবার জন্য কায়েমী স্বার্থন্বেষীরা এই ভাতৃঘাতী দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল। তারা বিভাগীয় তদন্তের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা যখন বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করলাম তখন তারা এর বিরোধীতা করতে আরম্ভ করে। ও আটক বন্দীদের বিনা বিচারে মুক্তি দেবার জন্য দাবী তুলে। তারা যদি এই দাঙ্গা

দোষী হত তাহলে আজকে আমরা যেমন মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়-এর অভিভাষণকে স্বাগত জানাচ্ছি, তেমনি তারাও স্বাগত জানাতেন। কিন্তু তা তারা করেননি। তাছাড়া কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবী কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দান রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য আমরা বার বার দাবী জানাচ্ছি। যদি ত্রিপুরা রাজ্যে রেলপথ সম্প্রসারণ না হয় তাহলে ত্রিপুরা তথা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল কোন দিনই উন্নত হবে না। যদি ত্রিপুরাকে উন্নত করতে হয়, গরীব মানুষের স্বার্থে কিছু পরিকল্পনা গ্রহন করতে হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে রেলপথ সম্প্রসারণ করতে হবে। কিন্তু এই রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য কোন রকম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী বা দাবী বিরোধী সদস্যরা করছেন না। যদি তাদের কোন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থাকত তাহলে তারা রাজ্যপাল মহোদয়ের এই অভিভাষণের বিরোধীতা করতেন না। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সমাজ বিরোধীরা ডাক্তার, কন্ট্রাকটারদের নানাভাবে হয়রানি করছেন যারা ঐ দুর্গম অঞ্চলে কাজ করছেন। এমনকি তাদেরকে হত্যারও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কাজেই আজকে তারা কি করে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন তোলেন? মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের অভিভাষণকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার এমেণ্ডমেন্টগুলি এক সংগে মুভ করুন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছিলেন এবং যেটাকে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব বাবু সমর্থন করেছিলেন সেই ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং সেইসঙ্গে কতগুলি এমেণ্ডমেন্ট আমি এনেছি সেগুলি আমি পড়ে শুনাচ্ছি।

I beg to move the following amendments on motion of thanks in the House on 9.2.83 in connection with the speechs delivered by the Governor in the House.

"at the end of the motion the following should be added"

1. That there in no mention of rigging in last Assembly Election.

2. That gradual deterioration of law & order condition of the State.

আমি ২৬টি এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর বাবু বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার-এর রাজত্বে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে। হ্যা গণতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে? তবে গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা আমরা শুনেছি এবং গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা আমরা দেখেছি সেটা হলো—গভর্ণমেন্ট অব দি পিপল, গভর্ণমেন্ট বাই দি পিপল এবং গভর্ণমেন্ট ফর দি

পিপল সেটা গত ৫ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে আমরা দেখতে পাই নি। গভর্ণমেন্ট অব দি পিপল, গভর্ণমেন্ট বাই দি পিপল, গভর্ণমেন্ট ফ্রম দি পিপল আমার মনে হয়, সি, পি, এম গণতন্ত্র সম্পর্কে এই ত্রিপুরা রাজ্যে নুতন একটা সংজ্ঞা সৃষ্টি করেছেন। সেই এই গণতন্ত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে বিরোধী দলের সদস্যরা নমিনেশ্যান সাবমিট করতে পারে না। শুধু তাই নয় আমরা গত ৫ বছরের সঙ্গে যদি তুলনা করি, বিগত দিনের যদি তুলনা করি তাহ ল দেখি যে' আমরা যে এই এ্যাসেম্বলী হাউসে এখানে বসে আছি, কথা বলছি, এটা তাদেরই সৃষ্টি। বিদ্যুৎ, জুট মিল, রাস্তাঘাট সমস্তই নাকি তাদের (বামফ্রন্টের) সৃষ্টি, তারজন্য তারা বড় বড় কথা বলছেন রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে কতগুলি জায়গায় এম্পটি ভ্যাসেল সাউণ্ড ম্যাচ আছে। গত নির্বাচনে যে রিগিং হয়েছে, ভোটার লিষ্ট থেকে শুরু করে একেবারে ভোট গণনা পর্যন্ত যে রিগিং এই সরকার করেছে সেটাতে জনগণের সমথন নেই। তাই আমি বলছি যে রিগিং হয়েছে, সুতরাং জন সমর্থন যে নেই, এটা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে একটা মন্ত্রী সভায় দেড় ডজন হয়েছে আরও কত মন্ত্রী হবে এটা বলা যায় না। এই হচ্ছে তাদের গণতন্ত্র, এই হচ্ছে তাদের জনসাধারণের সেবা করার নমুনা। গত ৫ বছরের শাসনকালের এই হচ্ছে তাদের গণতন্ত্র। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের যে জনসমর্থন নেই সেটা বুঝা যাচ্ছে, পঞ্চায়েত নির্বাচন যে এক বছর পিছিয়ে নিয়েছে তা থেকেই। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের যাতে ভরাডুবি না হয় তারজন্য নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় আমরা দেখেছি গত ১৯৭৭-৭৮ সালে নির্বাচনে ত্রিপুরার জনসাধারণ একেবারে উজার করে তাদের সমর্থ করেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ৫৬টি আসন নিয়ে তারা এসেছিলেন। এত জনসমর্থন পেয়ে, এত রিগিং করে ১৭টি আসন থেকে তাদের সরে যেতে হয়েছে এটা হচ্ছে নাকি তাদের বিপুল জনসমর্থন?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই. মাননীয় সদস্যের এটা বিধান সভার প্রথম বক্তব্য। সুতরাং তাঁর বক্তব্যে বাধা দেওয়া ঠিক নয়।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ---আমরা দেখেছি বি, ডি সির চেয়ারম্যান যেখানে হেরে গেছেন, যারা অন্য দল থেকে পাশ করেছে সেই জন্য বি, ডি, সির মিটিং করে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া বন্ধ করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে পে কমিশন করেছেন এ, কে, দের কমিশন কিন্তু সেখানে আমরা যেটা দেখতে পেলাম এ, কে, দে কমিশন কিছুই করেন নি। শুধু তাই নয় সপ্তম অর্থ কমিশন কেন্দ্রীয়হারে ডি, এ দেওয়ার কথা সেটা না দিয়ে আজকে একটা ভাওতা কমিশন বসিয়ে জনগণের ভোট আদায় করার জন্য কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ দিয়েছেন, এটা অবশ্য নগদে নয়। কারন আমরা জানি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ বাড়ানো হয় যাতে মানুষের জীবন যাত্রার মান বজায় থাকে।

কর্মচারীদের সমর্থন আদায় করার জন্য কেন্দ্রীয় ডি, এ, দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমরা জানি কর্মচারীরা যাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গতি রাখতে পারে তার জন্য। এই ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৫ বছরে সরকারী অর্থ দিয়ে ক্যেডার পোষার জন্য, দল-বাজী করার জন্য সরকারী অর্থগুলিকে বিভিন্ন দিকে ডাইভার্ট করা হয়েছে। শিক্ষার

দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে পরে দেখি যে এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পূর্বে যেসব স্কুলে টেবিল ছিল, চেয়ার ছিল, বেঞ্চ ছিল আজকে সেইসব স্কুলকে---শুধু জুনিয়ার থেকে সিনিয়রে আবার সিনিয়র থেকে হাই স্কুলে পরিণত করা হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিল বেঞ্চ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। আমরা দেখেছি যে ঐসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকে বাড়ী থেকে বস্তা নিয়ে বসতে হয়। বিভিন্ন জায়গার যেসব ঘরগুলিকে পূবে দেওয়া হয়েছে সেসব জায়গার ঘরগুলি মেরামত বা নতুন করে করার কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আমার আরও দেখেছি যে টি, আর, টি, সি, এবং জুট মিলের মত লাভ-লোকসানের প্রতিষ্ঠানে যেসব লোক নেওয়া হয়েছে শুধু কেডার পোষা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে জুট মিলে ২ হাজার লোক নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু বলেছেন কি যে সেখানে লাভ হচ্ছে কিনা। আমরা জানি যে লাভ হচ্ছে না লোক-সানই শুধু হচ্ছে। জুনের যে দাঙ্গা হয়ে গেল সেখানে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আমরা বাঙ্গালী, টি, ইউ, জে, এস, কংগ্রেসই এই দাঙ্গা করেছে কিন্তু বলেছি যে এবং এখনও বলতে চাই তারজন্য একটা জুডিশিয়েল এনকোয়ারী করা হউক। কিনতু ওনারা সেটা করছেন না কারণ ওনাদের সেটা করার কোন সাহস নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পাহাড়ে, গ্রামে সি. পি, এম, কর্মী, সি, পি, এম, এম, এল, এ, এবং অন্যান্য সদস্য নিহত হয়েছে। আমাদেরও ৪১০ জন কর্মী নিহত হয়েছে। তাই আমরা বলছি যে যারা নিহত হয়েছে তারা সি, পি, এম-এর হউক, কংগ্রেস-ই এর হউক, টি, ইউ, জে, এসের হউক আর আমরা বাঙ্গালীর হউক তাদের খুনীদের ধরে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হউক কিন্তু তাদের খুনীদের ধরার কোন চেষ্টা হচ্ছে না। বিশালগড়ের এম, এল, এ, গৌতম দত্তের কেইস উইদড্র করা হল কেন? দয়াময় দত্তের কেইস উইদড্র করা হল কেন? প্রিয়লাল সাহা যে গ্রেপ্তার হয়েছে তার রাজনৈতিক পরিচয় কি? আমরা জানি সেখানে তাদের দলীয় গণ্ডগোল ছিল। আমরা আরও জানি যে তাদের দলের বিরোধীতা করার অর্থ মৃত্যু বরণ করা। এই অপদার্থ সরকার যে সরকার খুনের সুরাহা করতে পারে না সে সরকার থেকে আমরা কি আশা করতে পারি। আর কংগ্রেসই যারা খুন হয়েছে তাদের কি করে খুনের সুরাহা হবে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বাম-ফ্রন্টের ৫ বছর শাসনকালে দেখতে পেয়েছি এই সকল খুন সন্ত্রাসের রাজত্ব। আমরা আরও দেখতে পেয়েছি দুর্নীতী ও কালোবাজারীর খেলা। মাননীয় সরকার পক্ষের সদস্যরা ও বিরোধীদলের সদস্যরা দেখেছেন যে কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া চাল কালোবাজারীদের দারা বিক্রী হচ্ছে। এই বামফ্রন্ট সরকার যেবার প্রথম ক্ষমতায় আসলেন সেবার আমরা দেখেছি যে ৫ টাকাও কেরোসীন, লবন প্রভৃতি পাওয়া যাই নাই। অবশ্য তখন কেন্দ্রে তাদের বন্ধু সরকার জনতা সরকার ছিল। আজকে সে বন্ধু সরকার তার নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী. এম, এল, এ-এর থেকে ৫।৬ জনের মন্ত্রী বা এম, এল, এ হওযার আগে এবং পরের সম্পত্তির হিসাব নিন তাহলে দেখতে পাবেন তাদের বর্তমান অবস্থা কি। এই ২ টার ব্যাবধান দেখলে সহজে বুঝতে পারবেন গত ৫ বছরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা, যে টাকা কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরার গরীব জনগণের জন্য দেওয়া হয়েছিল সে টাকা কিভাবে লোপাট হয়ে গেছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরার গরীব মানুষের কথা বিবেচনা করে দিয়েছেন সে টাকা কি ভাবে নস্ট হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার,

এছাড়াও যদি আমরা প্রশাসনের দিকে তাকাই তাহলে পরে কি দেখি, আমরা দেখি প্রশাসনের উপরতলায় যারা আছেন তাদের কাছে যদি কোন সমস্যার কথা লইয়া যাই তাহলে পরে তারা বলেন আমরা অক্ষম। তাদেরকে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার কথা যদি বলি তখন তারা বলেন আমরা হেলপলেস, সমন্বয়ভুক্ত কর্মচারীর কাছে ডাইরেকটারের কথা কর্য্যকরী হয়না। আবার পুলিশ অফিসারের কাছে যদি আমরা যাই তারাও বলেন যে ওনারাও হেলপ্লেস। যদি কোন খুনী প্রকাশ্য দিবা-লোকে চলাফেরা করে, আর আমরা যদি বলি ধরার কথা তখনও তারা বলেন হেলপলেস। এই সকল কথা যদি আমরা পুরোপুরি ভাবে তুলে ধরি তাহলে পরে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। এই কথাগুলি রাজ্য পালের ভাষণের মধ্যে নাই তাই এই ভাষণকে আমি সমর্থন করতে পারি না। তারপরে গ্রামের যারা গরীব মানুষ, যারা না খেয়ে আছে তাদের জন্য ফুট ফর ওয়ার্কে টাকা দেওয়া হয় কিন্তু সেখানেও আমরা দেখেছি যারা বামফ্রন্টের মিছিল মিটিং-এ যায় তাদেরকে শুধু কাজ দেওয়া হয় আর যারা যায় না তাদেরকে কোন কাজ দেওয়া হয় না। এই টাকা ত সি, পি, এমের মন্ত্রীর মিটিং-এ মিছিলে যাওয়ার জন্য দেওয়া হয়নি। আমরা অনেক অভিযোগ করেছি কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়নি। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের চিত্র। আজকে ঘরে ঘরে দেখছি হাহাকার।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি আপনারা বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসচক প্রস্তাব এসেছে সেটা এই সকল কারণে আমি সমর্থন করতে পারি না। আমি আশা করব আমার এই অভিযোগগুলি হাউস সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্যা শ্রমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন এবং সেই ভাষণের উপর ধন্যবাদ জানিয়ে যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী এনেছেন যাহা মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। কারন আমি দেখেছি মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষনের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে যে তাঁর জনকল্যানমূলক কর্মসূচীগুলিকে বাস্তবে রূপায়ন করেছেন এবং ত্রিপুরাকে আরো সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য যে সকল কর্মসূচী বামফ্রন্ট সরকার গ্রহন করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। মানুষের মত মর্য্যাদায় নিয়ে আসতে বামফ্রন্ট সরকার বিগত পাঁচ বৎসর ধরে যে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছেন তারই উল্লেখ রয়েছে এই ভাষনের মধ্যে। এটা আজকে ত্রিপুরার জনগন তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছেন তাই তাঁরা আবার দ্বিতীয়-বারের মত বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমরা জানি বিরোধীরা যতই চিৎকার করুন না কেন তারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুন না কেন তারা কিছুই করতে পারবেন না। কারন ত্রিপুরার

মানুষ আজকে তাদের চিনতে পেরেছে যে এরা বামফ্রন্ট সরকারের জনকল্যানমূলক কর্ম-সূচীগুলিকে প্রতিহত করবার জন্য চক্রান্ত করছে।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় সদস্য এখানে "মিথ্যা কথা" এইরূপ শব্দ উল্লেখ করেছেন যেটা আন-পার্লামেন্টারী এবং এটা সংবিধানে নেই। সুতরাং এটা তাঁকে সংশোধন করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ এরূপ কোন কথা সংবিধানে নেই।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ--আজকে যারা বামফ্রন্ট সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়নে বাঁধার সৃষ্টি করছে তারা ত্রিপুরার মানুষের এত সমস্যার কথা কোন দিনই ভাবে নি। এবং তারা এটা ভাবতেও পারেন না। আজকে আমরা দেখেছি বিগত ত্রিশ বছরে কংগ্রেসী শাসনের সময় ত্রিপুরায় সাধারণ মানুষ তাদের রুটি রোজগারের কোন উপায় পেত না। সেখানে বামফ্রন্ট সরকার ফুট ফর ওয়ার্ক এর কর্মসূচী চালু করে হাজার হাজার বেকার লোককে কাজের সংস্থান করে দিয়েছেন। আগে যেমন অভাবের তাড়নায় মা মেয়েকে অন্যের কাছে বিক্রি করেছেন শুধু এক মুঠো খাবারের আশায় সেখানে আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের আর খাবারের জন্য মা তার মেয়ের ইজ্জত অন্যের কাছে বিক্রি করতে যান না। সুতরাং আজকে যারা এখানে বিরুধিতা করছেন তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামে গঞ্জে রাস্তা ঘাট তৈরী করছেন, গ্রামবাসীদের আরো অধিক সংখ্যার শিক্ষিত করে তোলবার জন্য বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে স্কুল নির্মাণ করেছেন। যেখানে মা সন্তানকে খাবার খাইয়ে দিয়ে তাকে স্কুলে পাটাত পারত না সেখানে বামফ্রন্ট সরকার স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করেছেন। আজকে সন্তানের খাবারের জন্য মাকে চিন্তা করতে হয় না। সুতরাং আমরা বলব যে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার তাঁর জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী-গুলিকে বাস্তবে রূপায়ণ করে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আর সেই সরকারের জনপ্রিয়তা দেখে বিরোধীরা সেই সরকারের পতন ঘটাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্ত আজকে তাদের সেই চক্রান্ত সাধারণ মানুষের নিকট ফোকাস হয়ে গেছে। এই নির্বাচনই তার প্রমাণ। সুতরাং আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করব যে বামফ্রন্ট সরকার যাতে সুষ্ঠু ভাবে তাঁর জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন তার জন্য তারাও যেন বামফ্রন্ট সরকারকে সহযোগীতা করেন।

আমরা দেখেছি যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী জনগণের কল্যাণের জন্য ২০ দফা কর্মসচী চালু করেছেন। কিন্তু আমাদের অবাক লাগে যে বামফ্রন্ট সরকার আগেই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন আজকে সে সকল কর্মসূচীরই কিছু নিয়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ২০ দফা কর্মসূচী চালু করেছেন। যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যেটা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কারণ যেখানে ত্রিপুরায় নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রবাই বাইরে থেকেই আনতে হয় সেখানে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার সেই দ্রবামুল্য বৃদ্ধিকে রোধ করতে পারেন। সুতরাং আমি মাননীয় বিরোধীদের প্রতি আহবান রাখব যাতে তারা

অসভ্য ও অশ্লীল বক্তব্য না রেখে বামফ্রন্ট সরকারকে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী রূপায়ণে সহযোগীতা করেন। এই বলে আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই বিধান সভায় যে ভাষণ দিয়েছেন এই ভাষণের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী একটি ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন এবং মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শ্রীচৌধুরীর এই ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবটিকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। মাননীর রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে গত পাঁচ বছরে সি, পি, এম দল তাদের দলীয় ক্যাডারদের দ্বারা যে খুন সন্ত্রাস এবং সমাজ বিরোধী কাজ করেছে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন উল্লেখ নেই। উগ্রপন্থী দমনের নামে অনেক উপজাতি এবং বাঙালীদের 'আমরা বাঙালী' নাম করে এবং 'উপজাতি যব সমিতির' নাম করে বিভিন্ন ভাবে তাদের হয়রানি, গ্রেপ্তার ইত্যাদি করা হয়েছে। এইগুলি রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণে ছিল না। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের দলবাজী মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে স্থান পায় নি। এস. আর, পি, এন, আর, পি, এই কাজগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে আছে যার ফলে গ্রামের দরিদ্র মানুষ খেতে পাচ্ছে না। আজকে পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামে গ্রামে খাদ্যের জন্য হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে এই ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই। গ্রাম প্রধানদের বিরুদ্ধে যে সকল দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে এবং আমরা দেখছি প্রায় প্রতি নিয়ত বিভিন্ন গ্রাম প্রধানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কিংবা আদৌ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় রাজপালের ভাষণে তার কোন উল্লেখ নেই। বর্তমানে যে পঞ্চায়েতগুলি আছে তার কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এক বছর এই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হবে। অথচ গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে সেই পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচন হওয়া উচিত ছিল। তাহলে যে সকল প্রধান দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে জনসাধারণ তাদের বিচার করতে পারতেন। নোটিফায়েড এরিয়া বলে যে সকল ছোট ছোট শহরগুলিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সেগুলির ইলেকশান করা হচ্ছে না। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে এই বিষয়ের কোন উল্লেখ বা ইংগিত আমরা পাই নি। ফলে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক বা তাদের ভোটাধিকারের কথা যে বলা হচ্ছে আমি জানি না সেটা কতটুকু বাস্তবে পর্যবসিত হবে। আমি আশা করি সরকার এই বিষয়ে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা নেবেন। গত জুন মাসে, ১৯৮০ সালে উপজাতি যুব সমিতি এবং আমরা বাঙালীকে দায়ী করেছে শাসক দল দাঙ্গার জন্য। আমি বলছি দাঙ্গা যদি করে থাকে তা হলে সি পি এম বা বামফ্রন্ট করেছে। আসুন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত করুন, তা হলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাঁরা বলছেন, "আমরা বিশেষ আদালতের ব্যবস্থা করেছি"। কিন্তু সেটা তো বিচার বিভাগীয় তদন্তেও উদ্ঘাটিত হতে পারত।

আমাদের কর্মচারীদের বেলায় কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ, দেওয়ার ব্যাপারে যে তালবাহানা চলছে সেই ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে।

গ্রামে গ্রামে যে শাসক দল দলবাজী চালাচ্ছে সেই ব্যাপারেও নীরব। তাঁর ভাষণে সাধারণ কৃষকদের জলসেচের ব্যাপারে সরকারের নীরব ভূমিকার কোন সমালোচনা নেই। বেকারদের ভাতা দেওয়ার ব্যাপারটারও উল্লেখ নেই। গ্রামাঞ্চলে অনেক স্কুল আছে যেখানে শিক্ষক নেই। অনেক স্কুল আছে যেখানে শিক্ষক আছে অথচ স্কুল নেই। এ ব্যাপারে সরকার কি করছেন তার কোন উল্লেখ এই ভাষণে নেই। এই সমস্ত কারণে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের জন্য যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা।

শ্রীভানু লাল সাহা ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল রাজ্যপাল মহাশয়ের প্রদত্ত ভাষণের উপরে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন এবং মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যেটা সমর্থন করেছেন আমি এই ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি আমার বক্তব্য রাজ্যপালের ভাষণে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে উনি যা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। কেননা রাজ্যপালের ভাষণের ঠিক পূর্ব মূহুর্তে প্রধান বিরোধী দল আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নটাকে সামনে এনে রাজ্যপালের ভাষণকে বয়কট করেছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজ্যপালের ভাষণ সরকারই তৈরী করেন এবং সেটাকে শুনে সেই ভাষণের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি থাকে সেই ত্রুটি সংশোধনের উদ্যোগ বিরোধী দলের নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমাদের প্রধান বিরোধী দল অধিবেশনের সুরুতেই গণতন্ত্রের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন তার জন্য প্রথম বামফ্রন্ট সরকার আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বিতীয় আগামী দিন জনগণ কর্তৃক প্রতিস্ঠিত সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে পরিকল্পিত ভাবে আইন শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হবে তার জন্য আমি আগাম সতর্ক করে দিতে চাই এবং প্রচলিত যে আইন আছে তার সংশোধন করে হলেও সমাজবিরোধী এবং যারা আইন শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করতে চায়, যারা দাঙ্গা করতে চায়, সেগুলির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মাননীয় রাজ্য পালের ভাষণে বলেছেন ১৯৮২ সালে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনের মধ্যে ছিল। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে যে নিয়ন্ত্রনের মধ্যে ছিল যদিও আমার সংগে অনেক সদস্য একমত হতে পারবেন না। আইন শৃঙ্খলা তুলনামূলকভাবে বিচার করতে হলে দেখতে হবে গোটা ভারতবর্ষে আইন শৃঙ্খলার চিত্র কি। সে হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার যার হাতে প্রচুর ক্ষমতা আছে সেই সরকার তার নিজের নগরী দিল্লী সেখানেও আইন শৃঙ্খলা নেই। সেখানেও সাম্প্রদায়িক দাংগা হয়েছে। কংগ্রেস (ই) শাসিত রাজ্যগুলির অবস্থা কি। সেগুলির সংগে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা অনেক ভাল। এখানে আমরা দেখি কিছু লোক উগ্রপন্থী সেজে, টি, এন, ভি ইত্যাদি নাম দিয়ে মানুষের বাড়ীতে বাড়ীতে চুরি ডাকাতি করছে। এমন কি শহরাঞ্চলের কোন কোন এলাকাতেও চুরি ডাকাতি করছে। দিল্লী নগরীতে প্রতি মিনিটে কয়টি চুরি হয়? সেদিক এই ত্রিপুরা রাজ্য বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত এখানে দিল্লীর তুলনায় আইন শৃঙ্খলা অনেক ভাল। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলাই কেবল আদর্শ হতে পারে না। কারণ সেখানে বেকারী আছে, সেখানে মানুষ

দারিদ্র রেখার নীচে বাস করছে সেখানে আইন শৃঙ্খলা ঠিক থাকতে পারে না। এটা ধনতান্ত্রিক দৃষ্টি ভংগী থেকে বিচার করতে হবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ বিরোধী থাকবে না এটা হতে পারে না। সেটা থাকবে। ভারতবর্ষে মাত্র দুইটা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আছে। আর কংগ্রেস (ই) প্রায় সারা ভারতবর্ষে রাজত্ব করছে। কিন্তু সেই কংগ্রেস (ই) সরকার কি তার রাজ্যগুলি থেকে খুন ডাকাতি বন্ধ করতে পারছে? আসামে কেন্দ্রীয় সরকার কি করেছে? সেখানে নাসা এসমার মত আইন প্রয়োগ করে কি সেখানে বোমাবাজী রাহাজানি বন্ধ করতে পারছে? আপনারা নিশ্চয়ই সেটা অনুভব করবেন। গত সাধারণ নির্বাচনে একটি খুনের ঘটনা ঘটেনি। গত ৫ই জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং তারিখে কোন ঘটনা ঘটে নি। কাজেই রাজ্যে সাধারণ মানুষ গণ্ডগোল চায় না। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারের জন্মলগ্ন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র করে আসছে। সেই জন্য টি, ইউ, জে, এস এবং আমরা বাংগালীর মত সি, আই এজেন্ট বলে কথিত এই সমস্ত বিরোধী দলগুলির সংগে আতাত করেছে এবং ৮০ সনের দাংগা বাঁধিয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার মাননীয় সদস্য বলছেন যে উপজাতি যুব সমিতি সি, আই, এর চর। এটা প্রমাণ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না। মাননীয় সদস্য কি বলতে চাচ্ছেন সেটা আগে শুনুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---তিনি অভিযোগ এনেছেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চেলেঞ্জ করছি হয় তাকে প্রমাণ করতে হবে নয় তো উইদড্র করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য আমি অনুরোধ করছি আপনি বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রশ্নটা উঠেছে, আমি বলতে চাই এই হাউসে কাউকে সি, আই, এর বা কোন লোককে সি, আই, এর দালাল বললে সেটা প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। কাজেই মাননীয় কোন সদস্য যাতে কাউকে সি, আই, এর এজেন্ট না বলেন সে দিকে যেন তারা লক্ষ রাখেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য তার বক্তব্যে কোথাও সি, আই, এর এজেন্ট বলেছেন কাউকে সেটা আমার কানে আসে নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন। তাকে প্রমাণ করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ--- আপনারা বসুন মাননীয় সদস্যকে বক্তব্য রাখতে দিন।

শ্রীভানুলাল সাহা ঃ---এই রাজ্যে টি, এন, ভি, আইন শৃঙ্খলা বিঘনিত করার জন্য চক্রান্ত চালাচ্ছে। সেখানে আমরা আরও দেখছি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে তাদের বক্তব্য রাখার জন্য সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না—আমরা আরও দেখছি আসাম প্রভৃতি রাজ্যে আশু, গণ সংগ্রাম পরিষদ ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের জন্ম হয়েছে তারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করছে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদিদের মদত পেয়ে দেশকে টুকরা টুকরা করতে চাইছে। কাজেই আমাদের এই সব বিচ্ছিন্নতা-বাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে লড়াই করতে হবে। এবং আমরা আরও

লক্ষ্য করছি যে তারা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতির জন্য সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করছে। বিগত নির্বাচনের সময় আমরা দেখেছি ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় তারা খুন করছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের খুন করেছে তাদের বাড়ীঘর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। ঐ গত পরশু আশুতোষ মজুমদার, বিশালগড়ের হেড মাষ্টার তার বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। এবং আমরা দেখছি যে যারা আক্রান্ত তারাই সি, পি, এম, এর কর্মী বা সমর্থক। এই জন্য তারা সুপরিকল্পিতভাবে আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য এই পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু তাদের এটা বুঝা উচিত যে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সব সময় চেষ্টা করে যাবে। এবং তুলনামূলক ভাবে যদি আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য গুলির দিকে তাকাই তাহলে আমরা অনুভব করতে পারব যে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি সঠিক বক্তব্যই রেখেছেন। তবে যে সব উগ্রপন্থী বিভ্রান্ত হয়ে অপরাধ মূলক কাজ করেছিল। তারা যদি স্বইচ্ছায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায় তাহলে বামফ্রন্ট সরকারের তাদের স্বাভাবিক জীবনের ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করা উচিত। আর যারা তা না করে জংগলেই থাকতে চায় বন্দুক দিয়ে জনগণের শান্তি বিঘনিত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকারের কঠোর হওয়া উচিত। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে লড়াই করতে চান করুন আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে আপনারা বামফ্রন্টকে সহযোগীতা করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ইং মাননীয় রাজ্যপাল এই হাউসে যে ভাষণ রেখেছেন তার উপর মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন তাকে মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার সমর্থন জানিয়েছেন। আমি সেই ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবকে বিশেষ কতগুলি কারণে ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করতে পারিনা। কারণ শিক্ষক যেমন প্রবন্ধ লিখেন এবং সেই প্রবন্ধ ছাত্রেরা পাঠ করে। ঠিক তেমনি ভাবে বামফ্রন্ট সরকার প্রবন্ধ লিখে দিয়েছেন এবং মাননীয় রাজ্যপাল সেই প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। কাজেই আমি মনে করি যে এটা শুধুমাত্র ৩৯ জন লোকের জন্যই লিখা হয়েছে এটা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের জন্য লিখা হয় নাই তাই আমি এটাকে সমর্থন করতে পারি না। সেজন্য আমি এখানে কতগুলি এমেণ্ডমেন্ট এনেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধুদের এমেণ্ডমেন্টগুলিকেও আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আমার এমেণ্ডমেন্টগুলি হচ্ছে ঃ- (১) ১৯৮০ইং সনের ভয়াবহ দাঙ্গার বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা ভাষণে অনুপস্থিত। (২) সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের সংরক্ষিত পদ পূরণে ব্যর্থতার কথা ভাষণে উল্লেখ নাই (৩) বিগত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের সময় দলীয় স্বার্থে প্রশাসনকে ব্যবহার করা ও অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে ভাষণে উল্লেখ নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি বিগত ৫ই জানুয়ারী বিধানসভার নির্বাচনের সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপাল উনার ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে নির্বাচনের সময় রাজ্যে একটিও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। এই যে বক্তব্য এটা সত্যের অপলাপ মাত্র।

সত্যকে ধামাচাপা দেবার জন্য এই বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আমি এখানে এই ব্যাপারে দুইটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। করুইমুড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলে এইখানকার বাগমা এরিয়ার প্রধান লক্ষ্মণ রায় উনার কর্মীকে নিয়ে ভোট কেন্দ্র দখল করতে গিয়েছিল। এটার প্রতিবাদ আমরা করেছি। আমাদের কর্মীদের লক্ষ্মণ রায়ের কর্মীরা আহত করেছে, খুন করার চেষ্টা করেছে। থানায় এজেহার করতে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু বামফ্রন্টের নীতির ফলে আমাদের কর্মীরা থানায় এজেহার করতে চাইলেও তা করা হয় নি। চেলাগাং সিনিয়র বেসিক স্কুলে ৫ তারিখে শম্ভুনাথ কলুই-এর নেতৃত্বে ভোট কেন্দ্র দখল করার জন্য গিয়েছিল এবং শম্ভুনাথের গুণ্ডা বাহিনী আমাদের কর্মীদের মারপিট করেছে। এইসব ঘটনা নির্বাচনের দিন ঘটেছে। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে, এরপরও মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে ভোট নির্বিঘ্নে হয়েছে বলে দাবী করা হয়।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- নির্বাচন শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই আমাদের অভিমত। বুথ দখলের কোন ঘটনা আমাদের জানা নেই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ--- আইন শৃঙ্খলা আছে বলে সরকার পক্ষ থেকে দাবী করা হয়। ১৯৮২ইং সালে আইন শৃঙ্খলা সরকারের আয়ত্বে ছিল একথা উনারা বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, সারা রাজ্যে খুন চলছে, সন্ত্রাস চলছে। এই পরিস্থিতিতে কি আইন শৃঙ্খলা আয়ত্বের মধ্যে আছে বলতে হবে। আমরা দেখেছি, ১৯৮২ সালের আগষ্ট মাসে আশারামকে হত্যা করা হয়েছে, তুলামুড়ায় হত্যা হয়েছে এইগুলি কি আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিকের মধ্যে পড়ে ? আমাদের কি এটা স্বীকার করতে হবে, ১৯৮১ সালে জেলের ভেতরে যেখানে মাছি পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না ঐ সমস্ত জায়গায় উপেন্দ্র ভৌমিককে হত্যা করা হয়েছে তাহলেও আইন শৃংখলা ছিল। অঞ্জলী কর্মকারকে তার নারীত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছিল ঐ বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ বাহিনীর কাছে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ ঃ- লজ্জার কথা)

এখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে যে কথা বলা হয়েছে তা সত্যের অপলাপমাত্র। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরো একটি কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তিনজন করে ডাক্তার দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখেছি, বিগত পাঁচ বৎসরে একজনও ডাক্তার দিতে পারেন নি। উনি নিজে স্বীকার করেছেন। ১৮ মড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার দিতে পারেন নি। ফার্মাসিষ্ট দিয়ে সেখানে কাজ চলছে। বাগমা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার সপ্তাহের এক দিনও আসেন নি। সেখানে আমরা কি করে আশা করতে পারি, ৩ জন ডাক্তার দেবেন ? এটা সত্যকে চাপা দেবার জন্যই বলা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করা আছে, এস, আই, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, কাজের শ্রমিকদের কৃষি মজুরীর মত ৮ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি, এই এস, আই. ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, কাজ নিয়ে সি, পি, এম, প্রধানরা লুট করছে। আমরা দেখেছি হরেন্দ্র কুমার জমাতিয়া এস, আর, ই, পি, কাজের জন্য তার সমস্ত কর্মীদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে। যারা

বামফ্রণ্টের সমথক নয় তারা কাজ পাচ্ছে না কিংবা কাজের জন্য কুপন পাচ্ছে না। বাগমা গাঁও প্রধান লক্ষণ রায় ব্লক থেকে ৫ হাজার টাকা এনেছিল বাগমা স্কুলের কন্সট্রাকশনের জন্য। কিন্তু দরজা জানালা পর্য্যন্ত সেই স্কুলের নেই। সে ৫ হাজার টাকাই আত্মসাৎ করেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যপালের ভাষণে তাহার কোন উল্লেখ নেই। কাজেই এই ভাষণকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। শাসকদলের লোক আপনারা আপনাদের মস্তিস্ক ভাল করে পরিস্কার করে পড়ে দেখুন। আমি অনুরোধ করব, আমরা এখানে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি তাকে সমর্থন করুন। এই আশা আপনাদের কাছে রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরসিরাম দেববর্মা। তিনি অনুপস্থিত।

শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় যে ধন্যবাদ সচক প্রস্তাব এনেছেন এবং কেশব বাবু তার সমর্থন করে যে প্রস্তাব এনেছেন এটা আমরা সমর্থন করতে পারি না। সমর্থন করতে পারি না এই কারনে যে, বিগত ৫ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার বুকে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে এখানে তার উল্লেখ নেই দেখে। আমরা এখানে নতুন এসেছি। এই নুতন অবস্থায় যা বুঝেছি তাতে আমার মনে হয়েছে এই রকম ভাবেই হয়তো মাননীয় রাজ্যপাল সব সময় আসেন এবং কাগজ তৈরী করা ভাষণ পড়ে ত্রিপুরার মানুষকে হয়রানি করা হয়ে থাকে। আমি বলতে চাই, বামফ্রন্ট সরকার কি অস্বীকার করতে চান, ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গায় হাজার হাজার লোক খুন হয় নি? উনারা এ ব্যাপারে কাকে দায়ী করতে চান? এটা কি সন্ত্রাস নয়? যেই করুক না কেন বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী দলের বিচার বিভাগের তদন্তের যে দাবী সেদাবী গ্রহণ করেন নি কেন? যে জন সমর্থনের কথা তাঁরা এখানে বলে থাকেন সেই জন সমর্থন তাঁদের এ কথা আমি এখানে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। বক্সনগরে রিগিং হয় নি এ কথা কি আপনারা বলতে পারেন? সত্যি এটা দুর্ভাগ্য জনক। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই, আমাদের সুধীর বাবু মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে বক্তব্য রেখেছেন এবং যে অ্যামেণ্ডমেন্ট রেখেছেন আসুন আমরা এক যোগে তা সমর্থন করি। টি. ইউ. জে. এস. আমরা বাঙালী, নির্দ্দল বামফ্রন্ট দলমত নির্বিশেষে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের সার্বিক কল্যাণে আগামী দিনে কাজ করে যাই।

আমরা আগামী দিনে দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে লড়াই করব। আমি একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাচ্ছি আমাদের মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার জল সরবরাহের ব্যাপারে সিমিত অর্থ দিচ্ছেন। আমি প্রশ্ন করছি কত টাকা দিচ্ছেন সেই হিসাব আমাকে আগামী কাল জানাবেন। এই বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে যদি জল সরবরাহ ব্যবস্থা হয় তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই গ্রামে গঞ্জে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যদি না হয় তাহলে আমরা সবাই মিলে আন্দোলন করব টাকার পরিমান বৃদ্ধির জন্য। তারপর

আপনারা যে খুন খারাপি করছেন, এই সোনামুড়ার বুকে আমি দেখেছি যে বিগত তিন দশক ধরে কোন বিশৃংখলা ছিল না। কিন্তু বিশৃংখলা হল কখন তিন দশক পরে যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসল। এই সি, পি, আই (এম) মন্ত্রী এম, এল, এ গন যে ভাবে বক্তৃতা দিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে-উসকিয়ে দিচ্ছে তারফলে মানুষ বাধ্য হয়ে লাঠি নিয়ে, রাম দাঁ নিয়ে মানুষকে কাটতে বাধ্য হচ্ছে। আপনারা যে ভাবে গ্রামে গঞ্জে বক্তৃতা করছেন তাতে গ্রামের যুবকগন নিরহ মানুষদের হত্যা না করে পারে না আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনাদের এই সমস্ত কার্য্য কলাপ বন্ধ করুন আর না হলে আপনারা কোন দিনই ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচাতে পারবেন না। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনকুল দাস ঃ--- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এখানে যে অভিভাষণ রেখেছেন আমি তার সমর্থনে বক্তব্য রাখছি এবং আমার বিরোধী বেঞ্চের বন্ধুগন যে সমস্ত সংশোধনী এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনকে অভিনন্দন জানাই, কেননা তারা দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্টকে দ্বিতীয় বার সরকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিপুল ভোটের ব্যবধানে। শুধু ভারতবর্ষেই নয় পৃথিবীর মধ্যেও এমন কোন দেশ নাই যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটা দল এত ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে। এটাই হচ্ছে বাস্তব চিত্র। অপরদিকে আমরা দেখেছি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর দল যখন কোন রাজ্যে একবার ক্ষমতায় আসে, পরবর্তী নির্বাচনে হয়তো তারা পরাজিত হয়, নতুবা তাদের ভোট কমে যায়। এবং একটার পর একটা রাজ্য থেকে তারা বিদায় নিতে থাকে। কিন্তু বামফ্রন্ট যদি একবার ক্ষমতায় আসেন, পরবর্তী নির্বাচনের বামফ্রন্ট সরকারের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য ত্রিপুরার জনগন বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত করে। এই জিনিষটা কেন হচ্ছে তা আমাদের বিরোধী বন্ধুদের উপলব্দি করতে হবে। নির্বাচনের রিগিং সম্পর্কে উনারা এখানে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এই রিগিং কেন হয় এটা উনাদের ক বুঝতে হবে। আমরা এমন একটা সমাজের মধ্যে বাস করি যে সমাজে দুইটা শ্রেনী আছে। একটা হচ্ছে শোষক শ্রেনী অপরটি হচ্ছে শোষিত। এই শোষিত শ্রেনী শোষক শ্রেনীকে মেরে ফেলার জন্য লড়াই করেযাচ্ছে। আমরা সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে দিয়ে গনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে লেখা আছে---তোমারও একটা ভোট, আমারও একটা ভোট আমরা দেখলাম নেহেরুজীরও একটা ভোট, নেহেরুজীর ছাত্রেরও একটা ভোট। এই ভোট দিতে কোন অসুবিধা হয় না যখন ভোটগুলি নেহেরুজীর ভোটের বাক্সে যায়। কিন্তু মানষ যখন সচেতন হয়, আর যখন তাদেরকে ভোট দিতে চায় না, টাকা পয়সা, নানা রকম প্রলোভন দিয়ে যখন আর ভোট আদায় করা যায় না তখন অসুবিধা হয়। আমরা দেখেছি বি, এস, এফ, মিলিটারীকে এই নির্বাচনের কাজে নামানো হয়, এমনকি সামরিক অধিনায়ক জেনারেল বৈদ্যও রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করেন। তখন আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষের গনতান্ত্রিক মানুষ প্রচণ্ডভাবে তার বিরোধীতা করতে শুরু করে। আমরা দেখেছি শ্রীমতি গান্ধী নিবাচিত হয়ে রাষ্ট্রপতি ধাচে সরকার গঠ

করার জন্য চেষ্টা করেন, এদেশকে পুলিশ মিলিটারীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সফল হন নি। সুতরাং তারা কোন দিকে যাচ্ছে এটা আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে' এখানে টাকা আসে, গুণ্ডা আসে বিহার, উত্তর প্রদেশ, ও বিভিন্ন জায়গা থেকে, রাজেশ পাইলট আসে, মনু থানার ডাক বাংলাতো পিস্তল, বন্দুক আটক করা হয়, তারপর দশরথ দেববর্মার গাড়ীতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। ১৯৭২ইং সালে পশ্চিম বঙ্গে রিগিং এর কথা বলা হয়েছিল, তখন সারা ভারতবর্ষের মানুষ তা বিশ্বাস করতে চান নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বহুগুনার এলাকায় যখন এই ঘটনা ঘটল তখন স্বাভাবিক ভাবেই সারা ভারতবর্ষের মানুষ এটা বিশ্বাস করতে শুরু করল। তখন ভারতবর্ষের মানুষ ভোট সম্পর্কে, রিগিং সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেল। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও স্বাভাবিক ভাবেই বুঝতে পেরেছেন কারা এই রিগিং-এ অংশ নিয়েছে। বিশেষ করে এই সামন্ততন্ত্র, ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই প্রথা উচ্ছেদ করেছিল, তখন কংগ্রেস (আই) বিগত নির্বাচনে উদয়পুরে মাতাবাড়ী কেন্দ্র মহারানীকে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করার সুযোগ দিয়ে সেই রাজ-দণ্ডকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। যিনি রাতের আঁধারে চন্দ্রপুর এলাকার গ্রামে গঞ্জে শত শত লাঠি নিয়ে, রাম দা নিয়ে ঘুমন্ত মানুষের উপর ঘৃণ্য আক্রমণ করে, যে আক্রমণে ভীত হয়ে মেয়েরা কোলের ছেলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় চন্দ্রপুর থেকে কাঁকড়াবনে। সেই আক্রমনের মধ্য দিয়ে কি রাজদণ্ডের ঘৃণ্য স্বরুব প্রকাশ পায় নি? তারপর যোগেন্দ্রনগরে ও প্রতাপগড়ে ২৫ জনকে খুন করার চক্রান্ত করা হয়। ত্রিপুরার মেহনতী মানুষ সেই চক্রান্তকে ব্যার্থ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে। নির্বাচনের পরমুহূর্তে বিলোনীয়ায় আমি দেখেছি যাকে হত্যা করা হয়েছে, ৯ বছরের ছেলে এবং ১৯ বছরের মেয়েকে আহত করে এবং ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় যারা এই কংগ্রেসী গুণ্ডাদের আক্রমণের শীকার হয়। সুখময় সেনগুপ্ত নির্বাচিত হওয়ার পর খুশী হয়ে কিছু সংখ্যক পুলিশ টুপি খুলে নাচতে আরম্ভ করে, এবং তাদের এই স্বরূপটাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। এরই নাম গণতন্ত্র? তোমারও একটা ভোট, আমারও একটা ভোট। যেখানে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হন রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবী উঠে। এই তো জিনিষ। কাজেই কারা রিগিং মাষ্টার? কারা ল অডারের প্রশ্ন তুলে ধরেন? মিঃ স্পীকার স্যার শোষক ও শোষিত সমাজের যখন এই অবস্থা সেই অবস্থার মধ্যে ল এ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েশান নিশ্চয়ই ভাল হতে পারে না।

কেন পাবে না, কারণ আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ৩৫ বছর কংগ্রেসের রাজত্বে সেখানে আমরা কি দেখলাম? ঝাড়খণ্ড, উত্তর খণ্ড, আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর, ত্রিপুরা সমস্ত রাজ্যে স্বাধীন রাজ্যের জন্য শ্লোগান উঠেছে। এই শ্লোগানের বুলি কারা শিক্ষা দিচ্ছেন? এই শ্লোগানগুলি কেন হচ্ছে, এই শ্লোগানের পিছনে কারণ কি, কি কারণে হচ্ছে এটা কে ৩৫ বছরের কংগ্রেসের শাসনে এবং স্বাধীনতার ৩৫ বছরের মধ্যেও কি বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে? স্বাভাবিক কারণেই মনে হয় যে তার জন্য চেষ্টা করা হয় নি কারণ এই ৩৫ বছরের কংগ্রেস শাসনে তারা কি একটা ব্যাথাও দূর করতে পেরেছেন? পারেন নি। কারণ যে স্বাধীনতার জন্য মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন সেটা কি মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করা হয়েছে? কারণ আমরা দেখেছি

এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ইংরেজের সঙ্গে মদত জুগিয়েছে রাজা, মহারাজা, জমিদার লোকেরা তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে কৃষকের হাতেজমি আসছে না। কারণ ভারতবর্ষের আন্দোলনের বিরুদ্ধে যারা ইংরেজের সঙ্গে দালালি করে সারা ভারতবর্ষকে ইংরেজের হাতে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছিল তারাই আজকে ভারতবর্ষকে এই অবস্থার মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ভূমি সংস্কারের নাম করে আজকে গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কৃষক সৃষ্টি করা হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ বেকার সৃষ্টি করা হয়েছে। কংগ্রেসের ৩৫ বছরের শাসনকালে দেশের অগ্রগতি মোটেই হয় নি কারণ গ্রামে কোন কাজ নেই কারণ শাসক গোষ্ঠী নিজেদের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন এবং নিজেদের মধ্যে অন্নের পাহাড় সৃষ্টি করেছেন।

(ভয়েস ফ্রম দি অপোজিশ্যান বেঞ্চ)

আপনারা যারা চীৎকার করছেন, আপনারাই এই সমস্ত জিনিষগুলি সৃষ্টি করেছেন। আপনারাই তাদের শক্তিশালী করেছেন এবং সে জন্যই আজকে আইন-শৃংখলার প্রশ্ন উঠেছে। আপনারাই না বেশ ধরন করে কখনও চুরি করে, কখনও পাদরী সেজে, কখনও সাধু হয়ে, কখনও বিদেশী অতিথি হয়ে দেশের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কাজ করেছেন এবং সেখানে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। এই বিভ্রান্তির ফলশ্রুতি হিসাবে একটা সৃষ্টি হয়েছে উপজাতি যুব সমিতি এবং আর একটা সৃষ্টি হয়েছে আমরা বাঙ্গালী দল। আর এই দুই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে কংগ্রেস আই। আজকে এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যাদের সংগ্রাম করে জীবন ধারণ করতে হয় তাদের কথা সর্ব ভারতীয় নেতারা চিন্তাও করেন না। বরং দেখলাম একটা সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক দল তারাই মদত দিচ্ছে। কেউ বলছেন আসন সমঝোতা হচ্ছে আবার কেউ বলছেন এটা শুভ লক্ষন। জানি না শুভ লক্ষন নাকি কন্টক সজ্জা? মাননীয় স্পীকার স্যার, ভোটের সময় কংগ্রেসের লোকেরা নানা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন এবং বলেন ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই। বিরোধী দলের আমার দুই বন্ধু বলেছেন একজন হচ্ছেন শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা এবং অন্যজন হলেন শ্রীসুধীর মজুমদার তারা বলেছেন যে দলের লোকই শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা যখন দেখি এই সাম্রাজ্যবাদের গুণ্ডা হিসাবে পুলিশ যাদের এরেষ্ট করে এরেষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক নম্বরের নেতা হয়ে যান এবং তাকে মুক্তকরে নিয়ে আসেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেসের লোকেরাই চান দেশে আইন শৃঙ্খলা বলতে যেন কিছুই না থাকে কিন্তু সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কল্যাণের স্বার্থে তারা কাজ করতে চান না, কেন না তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে যাতে সব সময়ই অশান্তি লেগে থাকে। এই রকম যারা কাজ করবে তাদের কঠোর হস্তে দমন করা উচিত। মানুষ যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আজকে অনেক প্রশ্ন এনেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে একটি স্কুলে ১৫০ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র একজন মাষ্টার। এই রকম বহু হাসপাতাল আছে যেখানে ডাক্তার নেই, ঔষধ নেই। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই রকম অনেক জায়গা আছে। ত্রিপুরা

রাজ্যে এইবার আমরা দেখলাম ৫৮ কোটি টাকা দিয়েছে, গত বছর ৫০ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। এইবার বলুন এই ৫৮ কোটি টাকা বেশী, না ৫০ কোটি টাকা বেশী? আমি বলবো ৫০ কোটি টাকা কারণ গত বছর ৫০ কোটি টাকা দিয়ে যে জিনিষ কিনতে পেরেছি এ বছর ৫৮ কোটি টাকা দিয়ে সে জিনিষ কেনা যাবে না। এটা তো শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশ্ন নয়? আমি মনে করি তার জন্য সারা ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং বেকার সৃষ্টি করে দিনের পর দিন মানুষকে অশান্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাদের সবার দমন করা উচিত। কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের হাতে সীমিত ক্ষমতা আছে এই সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে আমাদের যা করনীয় তা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ইচ্ছা করলেই যে কোন আন্দোলনকে দমন করা যায় না। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন আমরা নাকি ইচ্ছা করে উগ্রপন্থীদের জিইয়ে রাখছি। মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন আমাদের হাতে সীমিত ক্ষমতা ইচ্ছা করলেই আমরা যথেষ্ট পুলিশ বাহিনী নিযুক্ত করতে পারি না কারণ আমাদের হাতে যথেষ্ট পুলিশ বাহিনী নেই তাই যখন বিশেষ প্রয়োজন হয় তখন কেন্দ্রের দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়। যদি কেন্দ্র সাহায্য করেন তাহলে আমরা এই কাজে অগ্রসর হতে পারি। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী দশরথ দেববর্মাকে হত্যা করার অনেক চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হয় নি। কিছুদিন বাদে বাদে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াদের দিল্লীতে ডেকে নিয়ে জামাই আদর করা হয়। কেন করা হয়? এটা বলতে পারেন কি?

(গণ্ডগোল)

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আশা করব বিরোধী দলের বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে মিলে লড়াই করবেন এবং সংগ্রামে এগিয়ে যাবেন কারণ এই ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার ৮২ জন লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করেন। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরও এখানে রেল লাইন হলো না? কেন এখানে কাগজের কল করা হলো না?

৭০ কোটি মানুষ ভারতবর্ষে বাস করে। এই ৭০ কোটি মানুষের উন্নতিই ত দেশের উন্নতি। ভারতের এমন কোন রাজ্য নাই যেখানে কোন না কোন খনি নাই। কেন আমরা ঐসব খনিগুলিকে দেশের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারলাম না এই দীর্ঘ ৩৫ বছরের মধ্যে। সেটা আপনাদেরকেও চিন্তা করে দেখতে হবে। আপনাদেরকেও সে কথা বলতে হবে। আজকে সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তার কারণ কি? যে নিপিড়ন, উৎপীড়ন, বঞ্চনা, অবহেলা-অনাহার ইত্যাদির এতদিন চলছিল তারজন্যই আজকে এসব দেখা দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপজাতি যুব সমিতি তবুও তাদের পক্ষে কথা বলেন। আবার এখানে এসে উপজাতিদের পক্ষেও কথা বলেন। এই বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে আমরা দেখলাম তারা তাদের এই কার্যাকলাপের জন্য আজকে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সকল কারণে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে,---রুলস্, প্রসিডিউর এণ্ড কনডাক্ট অব্ বিজনেস-এ আপনারা দেখবেন এনি হাউজের সিটিং-এর সমন্ধে লেখা আছে---"Whilst the House is sitting, a member---

(vi) shall not interrupt any member while speaking by expression or noise or in any other disorderly manner." আমি আশা করি আপনারা এদিকে দৃষ্টি রাখবেন। যে কোন সদস্যের বক্তব্য রাখার সময়ে আমি আশা করি আপনারা এই জিনিসটা মনে রাখবেন। এবার আমি বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরীকে।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৯-২-৮৩ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন এবং তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি না। তার কারণ মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসন আর মাত্র ৫ বছরের সি, পি, এমের শাসনের কার্যকলাপ কি সেটা দেখবার বিষয়। আমরা দেখি দুর্নীতি, জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমরা দেখলাম কি ভাবে সি, পি, এম, কংগ্রেস ভাই বোনদেরকে খুন করতে আরম্ভ করল। তার প্রথম বলি আমাদের তেলিয়ামুড়াতে ১৪ বছরের মেয়ে রীতা চৌধুরী। তাকে সি, পি, এমের কেডাররা খুন করল। তার দোষ সে স্কুল ইলেকশানে জয়ী হয়েছিল। সেরকম কলেজ ইলেকশানে দেখলাম জনার্দন বিশ্বাসকে খুন করতে। কংগ্রেস আমলে এরকম কয়জন খুন হয়েছিল? তাই রাজ্যপালের ভাষণের উপরে যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এসেছে তাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। এই ৫ বছরে সি, পি. এম সরকার কমপক্ষে ৪১০ কংগ্রেস কর্মীকে খুন করেছে আর কংগ্রেস দীর্ঘ ৩০ বছরে কয়জনকে খুন করেছে? এই ৪১০ জনই শুধু বামফ্রন্টের আমলে খুন হয়নি, মান্দাই, কোবরা খামার প্রভৃতি জায়গায় মাত্র ২৪ ঘন্টায় খুন হয়েছে ১৫ হাজার লোক। বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ত মাত্র ৪টি ভোট সেখানে পেয়েছিল। তাহলে সেখানে দাঙ্গা করেছিল কারা? সেদিন বামফ্রন্টের কেডার থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা কোথায় ছিলেন। আমরা ত রামনগর ১০নং থেকে ঘরে ঘরে গিয়ে ঐ উদবাস্তুদের জন্য কাপড় তুলেছি, চাল তুলেছি এবং তাদের মধ্যে বিতরণ করেছি। আমরাই ত শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে খাবার বিলি করেছি। সেদিন সি, পি, এমের কর্মী ও মন্ত্রীরা কোথায় ছিলেন? অনেকেই ত জেলে চলে গিয়েছিলেন। তাহলে কি করে তারা রাজ্যপালের ভাষণের উপরে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব আনল। আর যে সরকার নারী নির্যাতন রুখতে পারে না, যে সরকার নারীর সম্মান রক্ষা করতে পারে না সে সরকারের আমলে ত আমরা কিছুতেই নিশ্চিন্তে থাকতে পারি না। রাত্রি ১২টার পর এমনকি দিনের বেলায় পর্যন্ত এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় আমরা যেতে পারি না। তাছাড়া ইলেকশনের রিগিং-এর ব্যাপারটা ত অবর্ণনীয়। আমরা দেখেছি যে গ্রামে কংগ্রেসী ভোটার আছে সে গ্রামের অধিকাংশ ভোটারের নাম ভোটার লিস্টে নাই। যেখানে সি, পি, এম আছে সেখানে সকলের নাম লিস্টে উঠেছে। আমরা আরও দেখেছি ইলেকশনের সময়ে রাংখল পাড়ায় হরেকৃষ্ণ মালাকারকে ঘর থেকে ডেকে এনে খুন করা হয়েছে। ও যখন মারা যায় তখনও তার হাতে কংগ্রেসের বেইজ ছিল। তারপর যুধিষ্ঠির কলই তাকে থানায় নিয়েছিল (Expunged at 3-50 P.M. as ordered by the chair). তাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে নিয়ে আসল।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্যাকে আপনি মনে করিয়ে দেন যে মাননীয় চিফ মিনিস্টারের বিরুদ্ধে যে কথাটা বলেছেন সেটা যদি উনি সবসটেনশিয়েট করতে না পারেন তাহলে পরে উনি প্রিভিলেইজে পড়ে যাবেন। এখানে যারা মেম্বার তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে হলে প্রমাণ থাকা দরকার তা না হলে প্রিভিলেইজ মোশন আসে এ কথাটা ওনাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয়া সদস্যা আপনাকে বলছি যে বিধানসভার কিছুটা নিয়ম-কানুন আগে জানা দরকার। আপনি সাবসটেনশিয়েট করতে পারলে পরে অভিযোগ আনবেন নচেৎ প্রিভিলেইজ মোশানে পড়বেন। ঐ কথাগুলো Proceedings থেকে বাদ দেওয়া হল।

o o o Expunged at 3-50 P, M. as ordered by the Chair.

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃ নিবাচনের আগে কংগ্রেস (আই) টি, ইউ, জে, এস, এর সঙ্গে আতাত করেছিল নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি ট্রাইবেল এলাকাতে সি, পি, এম, সমর্থকরা হামলা চালিয়ে ট্রাইবেল যুবকদের ধরে ধরে খুন করছে। গত ৭ই জানুয়ারী তারা সুবোধ দেববর্মাকে গুলি করে হত্যা করেছে। আজকে আমরা দেখছি উপজাতি যুবকরা সি, পি, এম, দুষ্কৃতকারীদের হামলার ভয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় থাকতে হচ্ছে। রাজ্য সরকার সেখানে আইন শৃংখলা বজায় রাখতে পারেনি। রাংখল পাড়াতে যে পুলিশ ফাড়ি ছিল রাজ্য সরকার তা তুলে নিয়ে এসেছেন। ফলে সেখানে আইন শৃংখলা একেবারে নেই বললেই চলে। হরেকৃষ্ণ পাড়াতে খুন হলো। কিন্তু সেখানেও রাজ্য সরকার পুলিশ ফাড়ি রাখার প্রয়োজনবোধ করেনি। অথচ সেখানে পুলিশ ক্যাম্প রাখার দরকার ছিল। গত ৬ই তারিখে গর্জনতলী থেকে পুলিশ ফাড়ি তুলে নিয়ে আসা হয়। ফলে সেখানে সাধারন মানুষের উপর নানাভাব সি, পি, এম, সমর্থকরা হামলা করেছে। তাই সেখানকার মানুষ ভেবে পাচ্ছেনা যে তারা গর্জনতলীতে বাস করবেন না তেলিয়া মুড়াতে বাস করবেন। কোথাও তারা নিরাপদ আশ্রয় পাচ্ছেনা।

সুতরাং এইভাবে যেখানে সারা রাজ্যে আইন শৃংখলার ঘটেছে দারুন অবনতী সেখানে রাজ্যে আইন শৃংখলা রয়েছে বলে রাজ্য পালের ভাষনে যে উল্লেখ করা হয়েছে সে ভাষনের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারিনা।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আপনাদের অনেকেই নতুন এখানে নিবচিত হয়ে এসেছেন। সুতরাং কিভাবে এখানে বক্তব্য রাখতে হয় সে সম্পর্কে যে রুলস রেগুলেশান আছে সেগুলি মাননীয় সদস্যদের ভালভাবে পড়াশোনা করবেন।

এখানে আমি রুলস্ অব্ প্রসিডিউর এণ্ড কনডাক্ট্ অব্ বিজনেস থেকে একটি অংশ পড়ে শুনাচ্ছি - "31১(2) A member while speaking or answering a question shall not (ix) reflect upon the conduct of any person whose conduct can only be discussed on a substantive motion drawn up in proper terms under the Constitution."

সুতরাং এই হাউসে কোন মেমবার বা কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন সদস্য যদি অভিযোগ আনতে চান তবে সেটা প্রপার টার্মস্ ছাড়া আনা যাবে না। এটা সকল সদস্যদের জানা থাকা উচিত।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৯।২।৮৩ ইং তারিখে এই হাউসে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সে ভাষণকে আমি সমর্থন করে ধন্যবাদ জ্ঞাপক যে প্রস্তাব মাননীয় শ্রীসমর চৌধুরী এখানে এনেছেন তা সমর্থন করছি। কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিগত ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না গণতন্ত্র ছিল বিপন্ন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে আইন শৃঙ্খলাকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছেন। আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যে রাজতন্ত্র ছিল। যেখানে রাজাদের প্রাধান্যই ছিল। তারপর ত্রিপুরায় গণতন্ত্র কায়েম হয়েছে। আজকে আমরা দেখছি যে আগে যিনি ত্রিপুরার মহারাণী ছিলেন তিনি আজকে সকল সদস্যদের মতই এই হাউসে এসে বসেছেন। আর সেই রাজারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এই রাজবাড়ীটিকে সরকারের নিকট বিক্রি করে দিয়েছেন। সুতরাং আজকে এই যে গণতন্ত্র এই গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার জন্যে উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) মিলিতভাবে চেষ্টা করছে। এই সকল রাক্ষসরা আজকে গণতন্ত্রকে গ্রাস করছে। আমরা দেখেছি এই রাক্ষসরা নির্বাচনের পর তাদের গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। আর এই উপজাতি যুব সমিতির রাক্ষসদল তারা নিজেদের বাচানোর জন্য কংগ্রেস (ই) এর সাথে আঁতাত করেছে।

কাজেই তার জন্য গত নির্বাচন থেকে এই নির্বাচন পর্যন্ত ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ তাদের এই অপকার দিয়েছে। আজকে আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই যে যারা এই সমস্ত দাঙ্গাবাজী লুঠ ইত্যাদি করে মানুষের অধিকারকে খর্ব করতে চায় তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। তারা যেন মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে এবং মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব না করে এবং বন্দুক কামান নিয়ে আক্রমণ না করে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বহু রক্তের বিনিময়ে গভর্ণমেন্টে এসেছে। ৩০ বছরের মধ্যে বহু কর্মীকে খুন করা হয়েছে। ৩০ বছরের মধ্যে আমাদের এক বছরের জন্যও জেলের বাইরে থাকতে দেওয়া হয় নি।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত রাক্ষসকুলের মধ্যে যারা বাস করে তারা গণতন্ত্রের কিছুই বুঝবে না। তারা বুঝে ধনতন্ত্র। সেজন্য তারা আজকে যে সমস্ত কাজ কর্ম করছে এবং আমরা যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করছি মানুষের জন্য সেগুলিতে তারা বাধা দিচ্ছে। আমরা রেশনের চাউল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি নি। তারা লুঠ করছে। সমস্ত উগ্রপন্থী এবং কিছু টি, ইউ, জে, এস, এবং কিছু কংগ্রেসী তার জন্য দায়ী। এই সাম্রাজ্যবাদের দালাল কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, সম্পূর্ণ দায়ী। আমি তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যেদিন গণজাগরণ হবে, সে দিনের জন্য তৈরী থাকুন। শতকোটি বোমা এবং কামান আনলেও কাজ হবে না।

আর আজকে এক একজন সাধু হয়ে হাউসে আছে। তারা নির্লজ্জর মতো তর্ক করলেও আমরা সেটা ধরি না। কারণ তারা গণতন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ। যার জন্যে এই নির্বাচনে টাকা পয়সা দিয়ে তারা মানুষকে কিনতে চেয়েছে। ঐ নাগাল্যাণ্ডের মতো, মনিপুরের মতো। কিন্তু আমাদের ইতিহাস তারা ভাল করে জানে। কাজেই তারা ৮০ সন থেকে বহু চেষ্টা করে এসেছে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, মিলে রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য। মাননীয় গীতা চৌধুরী বলেছেন দাঙ্গা কে করেছে? কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, মিলে করেছে। মাননীয় সদস্য সুমন্ত ... যিনি ত্রিপুরা রাজ্যে খুনের নায়ক তারা টি, ইউ, জে, এস,---এর সঙ্গে মিলে এই দাঙ্গা করেছে।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, যিনি এই হাউসে নেই তার সম্বন্ধে কোন কিছু তাঁর বিরুদ্ধে বলার অধিকার মাননীয় সদস্যের নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ----মাননীয় সদস্য, নামের প্রয়োজন নেই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ--- তারপর আমরা বাঙালী। এক গাড়ীতে দুই পথিক চলছে। গাড়ীটা ফিরে আসবে কিনা সেটা তারাই জানে ভাল। এই ভাবে তারা মানুষকে খুন করেছে। মাননীয়া সদস্যা গীতা চৌধুরী বলেছেন ভোটার লিষ্টে কারচুপি করা হয়েছে। যখন ভোটার লিষ্ট তৈরী করা হয়, গ্রামে গ্রামে গিয়ে লিষ্ট তৈরী করা হয়েছে। এরপরেও

সংশোধনের জন্য অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। সেই সময়ে আপনারা তখন ছিলেন কোথায়? এখন বলছেন ভোটার লিস্টে কারচুপি হয়েছে। তখন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যুক্তি করার জন্য টি, ইউ, জে, এস, কে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরেও আমরা বলতে চাই আমরা খুনীর দল নই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বশাসিত জেলা পরিষদের কথা মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে উল্লেখ করেছেন---তিনি বোধ হয় গভর্ণরের ভাষণ পড়েন নি। প্রথম পাতায় ৫ নং ধারায় সেটার উল্লেখ আছে যে ৮ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ধরা আছে। সুতরাং উপজাতি যুব সমিতির লীডার হয়ে যা কিছু বলতে পারেন। কিন্তু লীডারের সম্মানটা থাকে না। সে-জন্য হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলতে হবে। শিখে নিন আমাদের কাছ থেকে কিভাবে কথা বলতে হয়। সেজন্য হাউসে বাজে বক্তব্য উনারা রাখছেন।

আর একজন বলছেন বিনন্দ রিয়াংকে আমরা বহিস্কার করেছি। আমাদের পার্টি যদি কেউ খারাপ কাজ করে তবে তাকে পানিশমেন্ট দেয়। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে যদি কোন খুনী থাকে তাহলে তাদের জামাই আদর রাখেন। আর এই রকম ভাবে আমি তাদের হুঁশিয়ার করে বলছি গণতন্ত্রকে যেন তারা নষ্ট হতে না দেন। সেজন্য হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলার জন্য আমি তাদের অনুরোধ করব। আর আগামী দিন যেন বেফাঁস কথাবার্তা না বলেন। সমস্ত সংশোধন করে বক্তব্য রাখবেন। এই কথা আমি তাদের বলছি। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা।

ককবরক

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ--- মান গীনাও স্পীকার স্যার---মিয়া ৯-২-৮৩ ইং রাজ্য পালনি ভাষণ' মান গীনাও বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী যে ধন্যবাদ সূচক য়াফারমানি তাই বিধায়ক শ্রীকেশব মজুমদার যে অমন' সমর্থন খীলাইমানি চীও আবন' খা সমর্থন খীলাই মানয়া। তামনি হীনবা যে চীও রাজ্যপালনি ভাষণ' খীনাখা যে ত্রিপুরা রাজ্যনি আইন শৃঙ্খলা কীচাও কীচাও ন' এবং Election নি সময় -অ-ব কোন' গণ্ডগোল কীরীই। আ ককবাই বাস্তবনি যে চিত্র ন' নাসিকঅই নাইখেই কোন মিল নুগজাকয়া। তামনি হীনীই যে ১৯৮০ সননি জুননি যে দাঙ্গা—আ দাঙ্গা নাংমানি কোন বিচার বিভাগীয় এবং যে নূতন সরকার গঠন খীলাইমানি পরে যে বরক (মানুষ) থীইমানি বরগনি বিচার আঁওনাই হীনীই---আব' কোন রাজ্যপালনি ভাষণ' উল্লেখ কীরীই। তারপর নির্বাচন ব' আহাই-ন'নুগজাক-অ যে জায়গায় জায়গায় বরগ ভোটারগণ' লোভ ফুনুকঅই যে সরকারনি রাঙ ছুখফাইমানি, খীতীং ছুকফাইমানি আবরগন' রিঅই বানদিখা। তাম' হীনীই---খীতীং রীনাই, কোদাল রীনাই, নিরগ-ন' কম্বল, রীনাই আহাই হীনীই বানদক বানদক অই প্রত্যেক বরগ-ন' ছিকি-রীঅই নির্বাচন খীলাইখা। যখন বরগ নুক্‌খা, বরগ জিতিনা নুহুলিয়া আফুরু বরগ জায়গায় জায়গায় পুলিশ তীলাং তীই ছিকিরীখা। সিরগ যদি চিনি সি, পি, এম-ন' ভোট রীয়া হীনখেই নিরগলে জেল' মাই কীচাক মা-চানাই। অমহাইখেই ছিকিরীঅই এবং জনসাধারণনি কাহাম চিন্তাধারা ন' বরগ বিভ্রান্ত খীলাই তংগ। জনসাধারণনি ভোট মাননানি বাগীই খীতীও, কম্বলরগ রীঅই চীওন বানদিঅ। আব' বরনি রাঙ ছুকফাই? আ রাঙ হয়তো কোন C. I. A. নি রাঙ। হয়তো বরগ কোন জাগানি রাঙ খুগঅই বা ডাকাতি খীলাই তুইফানি রাঙ। আবতীই খীলাইঅই বরগ ত্রিপুরা রাজ্য একটা নির্বাচননি সময়—অ-ব' ভোট বানচাল খীলাইনানি বাগীই-ব' জাগা জাগা-অ এই সি, আর, পি-রগনি গাড়ী, টি, আর, টি সি-নি ওকলগ' রাইমানি আবন-ব' কগঅই একটা রাজ্যনি নির্বাচন-ন' বানচাল খীলাইনানি চেষ্টা নাখা। তারপরে সমন্বয় কমিটি-নি গোষ্ঠী অর্থাৎ সি, পি, আই, (এমন) সমর্থক একটা দল তংগ যে সমন্বয় কমিটিনি কর্মচারী-রগ বাহ সেই ভোটনি ব্যালট পেপার উল্টা উল্টাখেই থেপনানি ফীরীং অই ভোট নষ্ট খীলাই রীনানি বরগ পরিকল্পনা নাখা। এই রকমভাবে জাগা জাগা-অ আঁংগীই থাংমানি অমহাই প্রমান আনি অর' তংগ। গণ্ডাছড়া,

জগবন্ধুপাড়া, পঞ্চরতন, তীয় ছাংমা, দলপতি, ভগীরথ পাড়া---আবতীই হাই প্রত্যেকটি জাগানি Ballot Box খুলকঅই নাইখা। যে আর' উপজাতি যুব সমিতিনি সমর্থক বেশী ভোট মানাই হীনীই ছাঅই গানখা আ সময়' খেই-ন বরগ Ballot Paper উল্টা খীলাই থেপ থেফঅই নষ্ট খীলাঅই রীবাইখা আবতীই প্রমাণ আনি থানি তংগ। তারপরে অনান্য জাগা-অ-ব' আহইন---প্রত্যেকটি জাগা এই যে শান্তি সেনা হীনীই লাঠা, উাথীইনি য়াফাংন, আ উাথীইনি য়াফাংনি মধ্যে পতাকা খাছি খাছিঅই ১০০ গছনি বাইরেছে মা তংনাই, যেখানে বে-আইনী, ১০০ গজনি বিসিংগ মা হাপয়া---আর' পর্যন্ত ও শান্তি সেনারগ হাপঅই তংবাই-অ যেমন ঃ---করবুক এলাকা' করবুক হাই স্কুলনি বীছাকাং-অ থাংগীই বিসিংগ আংগীই তংখা। তিনি উপজাতি যু-সমিতি-ন' যারা সমর্থন খীলীই তংনাংরগন' বিছিংগ থাংগীই ছিকিরীখা। আ সময়' আঙ থাংকা---অগ বুবতীই আইন যে ১০০ গজনি বিছিংগ-ত কোন দিন লাঠা তীয়াই হাবনানি নিয়ম কীরীই। রাজ্য সরকারনি আইন শৃঙ্খলানি বাগীই যেখানে পুলিশ তংগ, তামনি বাগীই আজাগাঅ শান্তি সেনা লাঠা তুবুঅই ফাইনানি গাঙ? আবনি গরেছে আঙ ছাঅই লরিরীই রহর' ফাতার'। এইরকমভাবে নির্বাচন খীলাইঅই বরগ হীন' নির্বাচন সুস্থভাবে আংখা। কিন্তু চীঙ হীন' সুস্থভাবে নির্বাচন আঙয়া। তারপর চীঙ তেইব নুগ' যে---রাজ্যনি পুলিশ ন-ব' চীঙ হীন' যে পুলিশ রগন' উন্নত খীলাই তিছানাই---আব' বুবতীই উন্নত। আবকি শুধু সি, পি, এমনি ছামুং তাংনানি উন্নতি দা। আব-ব' কোন উল্লেখ কীরীই। বরগ খা কাম নি যারা সি, পি, এম-ন' সমর্থন খীলাই তংনাই বরগ ছিমি উন্নতি মানছিনীই খা। আর যারা সি, পি, এম-ন' সমর্থন খীলাইয়া বরগখেই উন্নতি মাননিয়া। বরগ আশা খীলাইমানি গয় পাঁচ বৎসর' বরগ আবন' উন্নতি খীলাই তিছানানি সময় কীরীই। এই পাঁচ বৎসর অর্থাৎ ও ছীকাংনি নির্বাচন' জিতিঅই ফাইকা এবং পুলিশনি কোন ভেদাভেদ আংয়া অই ছামুং তাংতগীনী এরকম ভাষণ রাজ্যপালনি ভাষণ' চীঙ খীনায়ানী হীনীই আশা খীলাইমানি। কিন্তু চীঙ আবন খীলায়া। অ রাজ্যনি পুলিশরগনি যাতে ভেদাভেদ কীরীই কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট যারা হীনীই যাতে আমাদের কোন ভেদাভেদ নাই। আমরা সুস্থভাবে এবং নিরপেক্ষতাভাবে পালন করব এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তারপরে চীঙ তেইব নুগ' যে রাজ্যনি জল সেচনি ব্যবস্থা নানানি হীনীই ছাকা, কিন্তু তাবুকব' চীঙ নুকয়া-খ।

যেহেতু বরগ ছাকা আঙ আভনন' সম্পূর্ণ বিরোধীতা খীলাইঅ। তামনি হীনীই আবন' সমর্থন খীলাই মানয়া? জাগা জাগা তাবুক পর্যন্ত চিনি ত্রিপুরা রাজ্য তীইমা নীংয়া নানা রকম জাগানি তীয় নামেয়া নীংগীই নানা রকম রোগবাই ভুগিবাই তংবাই অ' এই রকম প্রমাণ আনি থানি তংগ। রামভদ্র হাই এলাকা' সেই পাঁচ বৎসর লাই থাংকা। পাঁচ বৎসরনি পরে তাবুক ব' অর' আপনে ছুংনি তীয়নি কোন পরিকল্পনানা তং? বিগত পাঁচ বৎসর-ব' কীরীই তাবুক-ব' কীরীই হীনীই ছাঅ। এই রকম প্রত্যেকটা জাগা অ তীয়নি বাগীই শুধুছে অত্যাচার বরগ আর শুধু বুখুকবাই ছিমিতে ছাঅ। আব' চীঙ বাস্তব কোন মিল নুকয়া। আবতীইখেই তাবুক জাগা জাগা তীয়মা নীংয়া তাংতগীই তংগ। যদি সত্যিকারে তীইন' মীজোরাম পাহাড়নি হাই কাপ প্রতি ১০ (দশ) পয়সা খীলাইবাই মা নীংখা হীনখেলাই প্রয়োজন বোধে ১০ পয়সা খীলাইঅই মা নীংনাই। ত্রিপুরানি জনস ধারণ -ন' তীয় খারীয়াঅই-ন' বুথারঅই খিবিবাই নাই। তারপরে চীঙ তেইব নুগ---প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সারা ত্রিপুরা রাজ্য' ১৪ টা দা বীছীক-ব' খীলাইনা হীনীই যে পরিকল্পনা নাখা আব' উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা' কীরীই চীঙ আব' পরিস্কার-ন নুগ'। রইস্যাবাড়ী হাই একটা দুর্গম এলাকা। সত্যিকারে বরগ যদিন উপজাতি দরদী আংগীই তংখা হীনখেই রইস্যাবাড়ী হাই এলাকা' প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলুকলামো। এবং গণ্ডাছড়ানি ১০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র তংমানি বরগ আবন তেইব উন্নতি খীলাইখামো, আব চীঙ নুকয়া। তারপরে বরগ ছাঅ উপজাতি ছাত্রছাত্রী রগনি বাগীই ষ্টাইপেণ্ড বারি রীই রীখী, বরগনি বাগীই Hostel বারিরীই রীখা হীনীই ছাঅ। কিন্তু চীঙ আবধন' তাবুক ব নুকয়া। যেখানে বড়বাড়ী সিনিয়র বেসিক স্কুল উন্নতি খীলাই রীখা, করবুক হাইস্কুল উন্নতি খীলাই রীখা, বোর্ডিং হাউস খীলাই রীখা আর' তাবুক পর্যন্ত স্কুল খুলুক জাকয়া। তারপর ত্রিপুরা রাজ্য'

খাদী সংকট তাবুক যারা মাই মাচায়াথা বলং চকঅই থা বরচু রুগঅই হাজার হাজার বরক মাই মাচাঅই মা তংমানি আবরঅগনি তাম পরিকল্পনা নাজাকনাই বনি উল্লেখ কীরাই। রাধা গোবিন্দ পাড়া ভগীরথ পাড়া, দলপতি, রামভদ্র, নারায়ন পাড়া আনহাই জাগা অ তাবুক পর্যন্ত সাপ্তা কাইছা মাই মাচায়া। এরকম প্রমান আনি থানি তংগ। এই রকম মাই মাচায়া রগনি অবস্থা তাম অংনাই, বনি সুস্থ পরিকল্পনা নানানি নাগীই চীঙ তর' কোন উল্লেখ মানয়া। তারপরে তিনি ককবরক মাষ্টার হীনীই তিনি নামমাত্র ককবরক মাষ্টার রাই রীখা। কিন্তু আবনি বীছীক জরা ক্লাস অংনাই বনি কোন চীং রাজীপালনি ভাষন' উল্লেখ মানয়া। রাজ,নি আইন শৃঙ্খলা সম্বন্ধে চীঙ ছাঅই মান' মন্ত্রীরগ আনি ছাঅ যে আমরা যদি গদিতে বসতে পারি তাহলে আমরা জনসাধারণের স্বার্থের জন্য মঙ্গল কামনা করব। জনসাধারণ তাদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের পুলিশের কোন দরকার নেই। যদি ন দেশ আইন শৃঙ্খলা কাহাম অংগীই তংখা হীনখে মন্ত্রীরগনি ওকলক' ১০ টা পুলিশ গাড়ী বীছকাং অ দশটা গাড়ীনি প্রয়োজন কীনাই, অমদা আইন শৃঙ্খলানি নীতি? এবং চীঙ তেবৈ ছানা নাইঅ এই যে শিলং অ ছাত্রাবাস' উপজাতি ছাত্রছাত্রী পড়িঅই তংনাইরগ ষ্টাইপেণ্ড রেগুলার মানয়া। শিলং অ চেরাই পড়িঅই তংনাইরগ ন-ব ৭৫ আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মান খীলাইছলাকনাই হীনীই শিক্ষা দপ্তর হইতে রেডিও, পত্র পত্রিকা প্রচার খীলাইমানি পরেব তাবুক পর্যন্ত আবনি কোন কাজ অংয়া। তারপর রাজানি আইন শৃঙ্খলা মীথীক না দা মীথাকয়া তাব' চীঙ রাজ্য-পালনি ভাষণ' উল্লেখ মানয়া। এবং আও আনা খীলাই-অ চীঙ যে অর Amendment তুবুমানি আবন' যতন গছিঅই বীছকাং-অ আগবঅই থাংগানী। আনি কক তরন' পাই রীখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের অভিভাষণের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব রেখেছেন এবং তাঁকে সমর্থন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার, সেটাকে আমরা মেনে নিতে পারছিনা। কারণ রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি অক্ষুন্ন আছে এবং বিগত নির্বাচনের সময়ও কোন গণ্ডগোল হয়নি। কিন্ত বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে এ ভাষণের কোন মিল আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতায়বার মন্ত্রীসভা গঠন করার পর ও অনেক লোক নিহত হয়েছে। কারণ ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গা হয়েছিল, তার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে কিনা, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে তার কোন উল্লেখ নেই। তার নির্বাচনের সময়েও আমরা দেখতে পাচ্ছি ভোটারদেরকে জায়গায় জায়গায় লোভ দেখিয়ে বলছেন তোমরা যদি আমাদের সি, পি, এমকে ভোট দাও তাহলে তোমাদেরকে সুতা, কোদাল, কম্বল দেওয়া হবে। এভাবে জনসাধারণকে ফাঁকি দিয়ে তারা নির্বাচন করেছেন। যখন তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিল তারা পুনরায় গদিতে ফিরে আসতে পারবেন কিনা তখন তারা কোন কোন জায়গায় পুলিশকে হাতিয়ার করে ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করেছেন। এবং ভোটারদেরকে ভয় দেখাতে শুরু করেন যে, তোমরা যদি আমাদের বামফ্রন্ট সরকারকে ভোট না দাও, তাহলে তোমা-দের জেলের ভাত খেতে হবে। এরকম ভাবে জনসাধারণকে ভয় দেখিয়ে এবং জনসাধা-রণের চিন্তাধারাকে তারা বিভ্রান্ত করেছে। জনসাধারনের ভোট পাওয়ার জন্য সুতা, কম্বল দিয়ে ভোটারদেরকে ফাঁকি দিয়েছে। এ সমস্ত টাকা তারা কোথা থেকে পেলেন, হয়তো সেই টাকা সি, আই, এর টাকা। হয়তো তারা কোন জায়গা থেকে টাকা চুরি করেছে হয়তো, ডাকাতি করে এনেছেন।

এরকমভাবে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের গত নির্বাচনের সময়ও নির্বাচন বানচাল করার জন্য জায়গায় জায়গায় সি-আর-পি গাড়ী, টি-আর-টি-সি গাড়ী বন্দুক দিয়ে এ সমস্ত গাড়ীর উপর আক্রমন করেছিল, নির্বাচন বানচাল করার জন, চেষ্টা নিয়েছিল। তারপর সমন্বয় কমিটির গোষ্ঠী অর্থাৎ সি, পি, এমের সমর্থক একটা দল আছে। সেই সমন্বয় কমিটির কর্মচারীদের দ্বারা যেখানে, আমাদের উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক বেশী সেখানে

নির্বাচনের সময় ব্যালট পেপার উল্টা ভাজ করে শিখিয়ে দিয়ে ভোট নষ্ট করবার জন্য তারা এরকম একটা পরিকল্পনা নিয়েছিল। এরকমভাবে অনেক জায়গায় যে ঘটনা ঘটে গিয়েছিল এরকম প্রমাণ আমার কাছে আছে। যেমন---গণ্ডাছড়া, জগবন্ধুপাড়া, পঞ্চরতন, তৌয়ছাংমা, দলপতি, ভগীরথ পাড়া সমস্ত জায়গায় যখন বেলট বক্স খুলে দেখা হল তখন এরকম অবস্থা দেখা গিয়েছে। বেলট পেপার উল্টো করে দেওয়া হয়েছে যাতে ভোট নষ্ট হয় এরকম তারা পরিকল্পনা নিয়েছিল। এরকম প্রমাণও আমার কাছে আছে। তারপরে অন্যান জায়গায়ও তাই। বিভিন্ন জায়গায় এই যে শান্তি সেনার নাম দিয়ে লাঠি, মূলী বাঁশের গোড়ায় পতাকা টাঙ্গিয়ে ভোট কেম্পে গিয়েছে। যেখানে প্রবেশ করাও নিষেধ। সেখানে সি, পি, এমের সমর্থক শান্তি সেনারা প্রবেশ করে ভোট কেন্দ্রের ভেতরে গিয়ে নির্বাচনের কাজ করেছে। যেমন করবুক এলাকা, করবুক স্কুলের সামনে গিয়ে, ভোট কেন্দ্রের ভেতরে গিয়ে নির্বাচনের কাজ করছে। এবং যারা আমাদের উপজাতি যুব সমিতিকে সমর্থন করে এমন ব্যাক্তিকে ভোট কেন্দ্রের ভেতরে গিয়ে ভয়-ভীতি দেখিয়েছে। সেই সময়ে আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর তাদের বললাম---এটা কি রকম ধানের আইন? যেখানে ভোট কেন্দ্রের ১০০ গজের ভেতরে লাঠি নিয়ে প্রবেশ করার নিয়ম নেই। রাজ্য সরকারের আইন শৃঙ্খলার জন্য যেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে সেখানে শান্তি সেনা লাঠি নিয়ে আসার প্রয়োজন কি? এসব বলার পর তারা সরে গিয়েছে। এরকমভাবে নির্বাচন করেও তবুও তারা বলছেন নির্বাচন সুষ্ঠভাবে হয়েছে। কিন্তু আমরা বলব নির্বাচন সুষ্ঠভাবে হয়নি। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে রাজ্যের পুলিশদের উন্নতি করে তুলার কথা, সেই উন্নতি কি ধরনের উন্নতি। এটাকি শুধু সি, পি, এমের সমর্থকদের জন্যই উন্নতি? সেটাও কোন উল্লেখ নেই।

তারা আশা করেছিল গত পাঁচ বৎসরে সময়ের অভাবে সরকার তাদের উন্নতি করতে পারে নাই। বিগত পাঁচ বৎসরে বলেছিলেন, আমরা যদি নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসি, তাহলে পুলিশের ভেতর যাতে কোন ভেদাভেদ সৃষ্টি না হয় সেভাবে কাজ করব। এরকম ভাষণ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে আমরা শুনতে পাব আশা করেছিলাম। এ রকম কোন কথা আমরা শুনতে পাইনি। এ রাজ্যের পুলিশের ভেতর কোন ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে, কি কংগ্রেস, কি কমিউনিষ্ট এরকম কোন ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে আমরা সুষ্ঠভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করব এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তারপর রাজ্যের জল সেঁচের ব্যবস্থা করার কথা তারা বলেছিলেন, কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই সেটাকে আমি মেনে নিতে পাচ্ছিনা। কেননা জায়গায় জায়গায় এখন পর্যন্ত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে জলের অভাব রয়েছে। জলের সংকট রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে নানারকম দূষিত জল পান করে মানুষ নানা রোগে ভুগছে। এরকম প্রমাণ আমার কাছে আছে। এমন এলাকা আছে যেখানে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু পাঁচ বৎসরের পরেও কোন সেখানে জলের ব্যবস্থার কোন পরিকল্পনা নেই। বিগত পাঁচ বৎসরে নেই, এখনও নেই। এরকমভাবে প্রত্যেকটা জায়গায় জলের অভাব রয়েছে। তারা শুধু মুখেই কাজ করছে কিন্তু বাস্তবে কিছুই করছেন না। এরকমভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জলের অভাব অনটন রয়েছে। যদি পানীয় জলকে মীজোরাম পাহাড়ের মত প্রতি কাপ ১০ পয়সা করে কিনে খেতে হয় এবং প্রয়োজনবোধে জলের সংকটে এ রাজ্যে সেই মীজোরামের মত কিনে খেতে হয়, তাহলে এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে তারা মেরে ফেলবে। তারপর আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি ---প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৪ টার মত নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, কিন্তু এরকম কোন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা নেই, যেখানে এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,----এটা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি। রইস্যাবাড়ীর মত একটা দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নেই। গণ্ডাছড়ায় ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ঠ একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, সেটাকে তারা ইচ্ছা করলে আরও উন্নতি করতে পারতেন। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আমরা উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না। তারপর তারা আরও বলেছেন, উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ষ্টাইপেণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের জন্য ছাত্রাবাস বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেটাকে বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যেখানে সিনিয়র বেসিককে হাই স্কুলে

পরিণত করেছে, করবুক হাই স্কুল করে দিয়েছে এবং ছাত্রাবাস নির্মাণ করে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেখানে এখন দরজায় তালা ঝুলছে। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য সংকট, যারা এখনও অনাহারে, অর্ধাহারে রয়েছে। অনেকে বনের আলু সিদ্ধ করে খেয়ে রয়েছে। এরকম হাজার হাজার লোকের অন্নের অভাব রয়েছে, তাদের জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হবে তা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষনে নেই। রাধাগোবিন্দ পাড়া, ভগীরথ পাড়া, দলপতি, রামভদ্র, নারায়ণ পাড়া--এসব জায়গায় এখন পর্যন্ত এক সপ্তাহ যাবত অনাহারে রয়েছে। এরকম প্রমাণ আমার কাছে আছে। এরকম যাদের অন্নের অভাব রয়েছে তাদের কি অবস্থা হবে তার সুস্থ পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য কোন উল্লেখ নেই। তারপর আজকে যে সমস্ত ককবরক মাষ্টার নিয়োগ করা হয়েছে তারা নামমাত্র ককবরক মাস্টার। কিন্তু ককবরক যত ক্লাশ পর্যন্ত হবে, সে সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নেই। রাজ্যের আইন শৃখলা সম্বন্ধে আমরা জানি। মন্ত্রীরা আগে বলতেন যে আমরা যদি গদিতে বসতে পারি তাহলে আমরা জনসাধারণের স্বার্থের জন্য কাজ করে যাব। জনসাধারণ তাদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে দিয়েছে। আমাদের পুলিশের দরকার হবে না যদি এ রাজ্যে শান্তি শৃখলা থাকে তাহলে কেন মন্ত্রী মহোদয়ের পেছনে পুলিশের ১০ গাড়ী সামনে দশটা গাড়ীর দরকার হয়? এটা কি আইন শৃখলার নজীর?

আমি আরও বলতে চাই। এই যে শিলং এর ছাত্রাবাসে উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করছে তারা রেগুলার ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না। আর শিলং এ উপজাতি ছাত্র ছাত্রী লেখাপড়া করছে তাদের জন্য ৭৫ আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণ করার কথা এবং শিক্ষা দপ্তর থেকে রেডিও পত্র পত্রিকাতে প্রচার করার পরও এখন পর্যন্ত কেন কাজ হচ্ছে না। তারপর রাজ্যের আইন শৃখলার অবনতির জন্য বন্ধ হবে কিনা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নাই। আমি আশা করি আমরা যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি সেটাকে সবাই মেনে নিয়ে এগিয়ে আসবেন এই বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ--- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের যে ভাষণ এই হাউসে রেখেছেন তার উপর মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে ধন্যবাবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটা সমর্থন করি। এবং তার সঙ্গে রাজ্যপালের ভাষণে যে স্বীকৃতি রয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের আস্তা নিয়ে দ্বিতীয় বার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার উপরে আমাদের পার্টি আর, এস, পি, এবং বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দুই একটা কথা আমি বলতে চাই যেটা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে রয়েছে যে বাম-ফ্রন্ট সরকার তার যে নীতি এবং কর্মসূচী যেটা রচনা করেছেন এবং বিগত পাঁচ বছরে রূপায়নের চেষ্টা করেছেন ত্রিপুরার জন্য জনসাধারণ ভোটের মাধ্যমে সেটার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষনের মধ্যে উল্লেখ আছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে এই কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতবর্ষ একটা গভীর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে এবং তার জন্য দায়ী ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। সেই হিসাবে আমাদের ত্রিপুরাও বাহিরে নয়। আমরা জানি এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যত দিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারব না। এটা বাস্তব সত্য। এই অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে থেকে বামফ্রন্ট সরকার একটা সীমিত আথিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে কাজ করে চলেছে। ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার তার কর্মসূচী অনুযায়ী পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বার বার এই বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে বরাদ্দ চেয়েছিলেন সেটাকে কাঁটছাঁট করে কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশন মাত্র ৫৮ কোটি টাকা দিয়েছেন। এইভাবে একটা চক্রান্ত চলছে। আমরা দেখেছি বিগত ৩০।৩৪ বৎসর যাবত এই ত্রিপুরাকে অবহেলিত বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে কংগ্রেস

সরকারের ধনতান্ত্রিক নীতির জন্যই অঞ্চল বিশেষকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। শুধু ত্রিপুরা নয়। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নান দিক থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। তার ফলশ্রুতি হিসাবেই আমরা দেখতে পাই আজকে ৩৪ বৎসর কংগ্রেস শাসনের পরও ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন আসে নি। যেটা এই রাজ্যের মৌলিক চাহিদা। রেল লাইন না হলে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতি হওয়া সম্ভব নয় এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব নয়। রেল লাইন না হলে কলকারখানা এখানে গড়ে উঠা সম্ভব নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবীকে নাকচ করে দিয়েছে। কাগজ কল স্থাপনের জন্য বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেও কিছু হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন এখানে রেল হলে সেটা লাভজনক হবে না। এই দৃষ্টিভংগী থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের রেল সম্প্রসারণকে বিচার করছেন। তার জন্য শুধু ত্রিপুরা নয় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটা অস্থির অবস্থা চলছে। আজকে আসামে কি হচ্ছে? মণিপুরে কি হচ্ছে? আথিক সংকট তার জন্য দায়ী। বেকাররা চাকুরী পাচ্ছে না। একটা শিল্প গড়ে উঠছে না। তাই সমস্যা জর্জরিত এই পূর্বাঞ্চল। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখছি উপজাতি সমস্যা। গত ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী রাজত্বে তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি পায় নি। তাদের ভাষা কক্‌বরকের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

এটাই ত্রিপুরা রাজ্যের নজীর। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বামফ্রন্ট সরকার অনুন্নত উপজাতি মানুষের স্বার্থে মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতি কংগ্রেস সরকার দেয় নি। অনুন্নত শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখাই হচ্ছে ধনবাদী গোষ্ঠীর নিয়ম, কংগ্রেস সরকারের নিয়ম। আমরা সারা ভারতবর্ষে একই নিয়ম দেখছি। আমরা দেখছি, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য ধনবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে জিনিষ পত্রের দাম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে গরীব আরো গরীব হচ্ছে, বড়লোক আরো বড়লোক হচ্ছে। দিল্লীর কংগ্রেস সরকার বড়লোককে আরো বড় লোক এবং গরীব আরো গরীব করে তুলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। গরীবি হঠানোর নাম করে বিভিন্ন যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতেই জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। এটা আর নূতন করে কিছু বলবার নয়। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে যে ভাবে দেউলিয়া করার চেষ্টা করছেন তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। মার্চ মাসে যখন বাজেট আসবে তখন আবার নূতন করে জিনিষ পত্রের উপর ট্যাক্স বসবে। ধনিকবাদী ব্যবস্থার ফলে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ে এবং এই দাম বাড়ার ফলে সাধারণ মানুষের উপর চাপ পড়ে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আগামী দিনের যে ভয়াবহ দিন আসছে সেই কথা বিবেচনা করে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করার চেষ্টা করছে। এবং এই কিছু করতে পারার জন্য বামফ্রন্ট সরকারেরই কৃতিত্ব।

(ভয়েসেস্ ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ ঃ জুনের দাঙ্গা)

বামফ্রন্ট সরকার মানুষকে মর্যাদা দিয়েছে যা কংগ্রেস সরকার দেয়নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যখন পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিয়ে কাজ করাচ্ছে তখন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যারা যে সমস্ত কথা বলছেন তাতে আমরা বুঝতে পারছি না তাঁরা যে গণতন্ত্রের কথা বলছেন তা সত্যি কিনা। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁদের নিজের দল কংগ্রেস (আই) দলে গণতন্ত্র আছে কিনা? তাঁরা নির্বাচন করেন কিনা? আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি, অন্ধ্রে---কর্ণাটকে কংগ্রেসের ভরা ডুবি হয়েছে। আজকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী কালকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারবেন কিনা এই সন্দেহের দোলায় তাঁকে থাকতে হয়। আজকে যিনি মন্ত্রী তিনি কালকে মন্ত্রী থাকতে পারবেন কিনা তা তিনি জানেন না। আজকে কেন্দ্রে আমরা দেখেছি, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য প্রায় শেষ করে এনেছি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার নূতন কিছু করতে যাচ্ছে তাঁর সীমিত আথিক ক্ষমতার মধ্য থেকে। এর পূর্বেও অবশ্য এই সীমিত ক্ষমতার মধ্য থেকে গত পাঁচ বৎসরে বামফ্রন্ট কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এই সীমিত আথিক ক্ষমতার মধ্য দিয়ে মানুষকে সব সমস্যার সমাধান করা যাবে এ কথা আমি বলছি না। যে টুকু আমরা করতে পারব

আজকে আমরা সে টুকুই করার চেষ্টা করছি। কাজেই মাননীয় রাজ্যপালের ভাষনের মধ্য দিয়ে এই সব কথাগুলি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। পরিশেষে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য সৈয়দ বাসিদ আলি।

শ্রীসৈয়দ বাসিত আলি ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত পাঁচ বৎসরের বামফ্রন্ট শাসনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এবং তার পরে গতকল্য মাননীয় রাজ্যপাল যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্য বামফ্রন্ট সরকার কতৃক রচিত অসম্পূর্ণ মনগড়া কল্পনা প্রসূত একটি কাহিনী মাত্র।

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে গত পাঁচ বছরে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক সৃষ্ট রাহজানি খুন, নারী জাতির উপর অমানসিক অত্যাচার, গৃহ দাহ ইত্যাদির ফলে আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটেছে তার কোন উল্লেখ নাই। বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের দলীয় কার্যকলাপ এবং উগ্রপন্থীদের নামে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর বিভাগে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনি কি লিখিত বক্তব্য দিচ্ছেন। তাহলে এই বক্তব্য এখানে জমা দেবেন।

শ্রীসৈয়দ বাসিত আলি ঃ---না, আমি লিখিত বক্তব্য পড়ছি না। পয়েন্টস্‌গুলি দেখে নিচ্ছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা দেখছি, জোর করে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। সেই চাঁদার টাকায় প্রশিক্ষণ দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদের কার্যকলাপের সুযোগ করে দিচ্ছেন। উগ্রপন্থীদের এইসব কার্যকলাপের জন্য মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোন উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় নি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, গত পাঁচ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার সুপরিকল্পিতভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একটি গণহত্যার সৃষ্টি করেছেন যে গণ হত্যায় ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের প্রভুত ক্ষতি হয়েছে এবং অমানসিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সি, আই, এ এর সঙ্গে গোপন আতাত করে ত্রিপুরার মৎস্য দপ্তরের জনৈক কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে পাঠিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সে সম্পর্কেও মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নেই। আর সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের যে দাবী বিচার বিভাগীয় তদন্ত এই সম্পর্কেও কোন উল্লেখ নেই। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, গত পাঁচ বৎসরে বামফ্রন্টের শাসনে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। যে ভাবে গণতন্ত্র প্রিয় ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, কৃষক, মেহনতী মজদুর মানুষকে খুন করা হয়েছে তাও রাজ্যপালের বক্তব্যে কোন উল্লেখ নেই। বামফ্রন্ট সরকার উপরন্তু উগ্রপন্থীদের পরোক্ষভাবে মদৎ দিয়ে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যা ঘটিয়েছেন সে সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীদশরথ দেব তিনি ১৯৪৮ সাল থেকে ৫২ সাল পর্যন্ত স্বাধীন ত্রিপুরা ঘোষণা করেছিলেন এবং ক্ষমতাসীন হয়ে আজকে উগ্রপন্থীদের মদৎ দিয়ে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যা ঘটিয়ে চলেছেন সে সম্পর্কে কোন উদ্বেগ প্রকাশ করছেন না।

মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার বামফ্রন্ট সরকারকে যে অর্থ দিয়েছেন তা ক্যাডারদের কে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে চাউল কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে সুষ্ঠভাবে ত্রিপুরাবাসী মধ্যে বন্টন করার জন্য দেওয়া হয়েছিল তা বাংলা দেশে পাচার করা হয়েছে, কালোবাজারী মুনাফাখোরদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে যে মুনাফা-খোরদের মাধ্যম তারা লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মস্যাৎ করেছেন। তার অনেক প্রমান আমার কাছে আছে। কিন্তু মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর অভিভাষণে এ সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখেন নি। মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত পাঁচ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্যর সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীদের মানসীকতাকে উশৃঙ্খলতার দিকে নিয়ে গেছে। এ সম্পর্কেও মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর অভিভাষণে কোন বক্তব্য রাখেন নি। মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত পাঁচ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকলাপে সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি, মান ও সম্মান বিপন্ন অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং মা ও বোনদের ইজ্জত লুঠ করা হয়েছে এবং যে ভাবে যুবকদের দলীয়

স্বার্থে ব্যবহার করছেন সে সম্পর্কেও কোন কথা মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর অভিভাষণে রাখেন নি। কাজেই রাজ্যপাল মহোদয়ের সেই অভিভাষণকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। বামফ্রন্ট সরকারের দুর্নীতি এমন এক স্তরে গিয়ে পেঁ ৗছেছে যা থেকে উত্তরণ কোন মতেই সম্ভব নয়। পুলিশকে তারা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং যে ভাবে বিরোধী দলের লোকদের খুন করা হয়েছে ও গৃহ দাহ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর কোন তথ্য প্রকাশ করেন নি। উপরন্তু রাজ্যপাল মহোদয়ের বক্তব্য অসত্য এবং ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, তজ্জন্য আমি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের অভিভাষণকে সমর্থন করতে পারছি না। মিঃ স্পীকার স্যার, কংগ্রেসীদের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে যে সংশোধনী প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে তা গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এখানে যে অভিভাষণ রেখেছেন এবং তাঁর বক্তব্যের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই হাউসে গতকাল যে অভিভাষণ রেখেছেন তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের বাঁচার জন্য যে রূপরেখা এবং বিগত দিনে বামফ্রন্ট যে কার্যাবলী সম্পন্ন করেছেন এবং আগামী দিনেরও যে কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করবেন তার একটা রূপরেখা ফুটে উঠেছে। স্যার, ত্রিপুরাবাসীর কল্যানার্থে বামফ্রন্ট সরকার যত উন্নয়ণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তাতে বাঁধা দানের জন্য আমাদের বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়গণ নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারকে সঠিকভাবে কাজকর্ম সাহায্য করার জন্য তাঁদের যে ভূমিকা তাঁরা সে ভূমিকা পালন করছেন না। কিন্তু এই বিধান সভায়তো তারা শুধু বিরোধীতার জন্যই আসেননি ত্রিপুরাবাসীর জনপ্রতিনিধি হিসাবেই এখানে এসেছেন। আসলে জন-কল্যাণের জন্য যে কাজ সেটা তারা করতে পারছেন না। বিগত পাঁচ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাবাসীকে যে সুখ ও সুযোগ দিয়েছেন, সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থায় এই পাঁচ বৎসরে একটি লোকও না খেয়ে মৃত্যু বরণ করেন নি। অপরদিকে বিগত তিন দশক ধরে কংগ্রেসী শাসনে বিশেষ করে ১৯৭৫-৭৬ ইং সালে যখন বিরোধী দলে ছিলাম তখন দেখেছি খাদ্যের জন্য গ্রামবাসীরা বি,ডি,ও, এস,ডি,ও, অফিস ঘেরাও করত তখন খাদ্যাভাবে অনেক মানুষ মৃত্যু বরণ করত, খাদ্যের জন্য আন্দোলন করতে এসে তাদেরকে পুলিশের লাঠি পেটা খেতে হত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর একটি মানুষকেও অনাহারে মৃত্যু বরণ করতে হয়নি। যার প্রমাণ স্বরূপ বামফ্রন্টকে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। বামফ্রন্ট সরকার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে যে উন্নয়ণ মূলক পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করেছেন সে গুলিতে বিরোধী দলের সদস্যগণ ক্রমাগত বাধার সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ এখানে যে অভিযোগ তুলেছেন যে বামফ্রন্ট সমর্থকরাই একমাত্র কাজ পাচ্ছে, এটা মোটেই ঠিক নয়। আমি দেখেছি আমার এলাকাতে বিশেষ করে উপজাতি যুব সমিতির প্রধান যেখানে আছেন সেখানে বামফ্রন্ট পার্টির সমর্থকরা কোন কাজ পাননা। সরকারী সাহায্য থেকে তারা বঞ্চিত থাকছেন। জিরানীয়া ব্লকের লক্ষীপুর গাঁও সভা, পাখী মারা গাঁও সভাগুলিতে আমার বামফ্রন্ট সমর্থকগণ কোন কাজ পাচ্ছেন না। আমার কাছে অভিযোগ আছে ও প্রমাণ আছে। মিঃ স্পীকার স্যার, সরকারী পরিকল্পনা-গুলি সুষ্ঠভাবে রূপায়িত হোক সেটা তাঁরা চান না।

বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এখানে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলেছেন। এই আইন শৃঙ্খলাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য যদি তারা সাহায্য করেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এভাবে নষ্ট হতে পারে না। তারা গুণ্ডা দিয়ে মানুষকে খুন, ইজ্জত নষ্ট, ধন-সম্পদ চুরী ইত্যাদি কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তারাই আবার আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলেছেন, সত্যিই এটা ভাবতেও অবাক লাগে। বিরোধী দলের

মাননীয় সদস্যরাই আজকে বেশী চেচামেচি করছেন, এমনকি রাজ্যপালের ভাষণের সময় বিরোধী দলের সদস্যরা হাউস বয়কট করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সবারই কাজ করা উচিত কারণ আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি তাই আমাদের জনসাধারণের জন্য কাজ করতে হবে। তাই আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করবো আপনারাও ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, আইন-শৃঙ্খলাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসুন এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার সুযোগ দিন এই অনুরোধ জানিয়ে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ---মাননীয় স্পীকার মহোদয়, গত ৯-২-৮৩ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যকে আমরা সমর্থন করুত পারছি না তার কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গত পাঁচ বছর বামফ্রন্টের শাসনে যে চিত্র ফুটে উঠেছে সেই চিত্রের মধ্যে রয়েছে ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গা। জুনের যে দাঙ্গা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা বামফ্রন্ট সরকারের পূর্ব পরিকল্পিত ছিল এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। তার কারণ আমরা যে ভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে পাহাড়ী-বাঙ্গালী ভাই ভাই হিসাবে বাস করতাম সেই ভ্রাতৃত্ববোধকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন সেই ভাষণে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে তিনি বলেছেন কাজেই তাঁর ভাষণ আমরা সমর্থন করতে পারছি না। তাছাড়া গত পাঁচ বছর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় অর্থের যে অপচয় করেছেন সেটা আরও দুঃখের বিষয়। আমরা দেখেছি। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম শ্রেণীর কেডার সৃষ্টি করেছেন বামফ্রন্ট সরকার, তাদের পেছনেও টাকা অপব্যয় করা হয়েছে। এই সমস্ত কেডারদের দিয়ে ফুড ফর ওয়ার্কের কুপন বিলি করেছেন এবং কিভাবে মানুষকে হয়রানি করেছেন সেটাও আমরা দেখেছি। সে কথাও রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নেই তাই তাঁর ভাষণকে সমর্থন করতে পারছি না। অপর দিকে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার নামে প্রহসন সৃষ্টি হয়েছে কারণ এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী আছে কিন্তু শিক্ষক মাত্র একজন আছে কাজেই এই ধরণের স্কুলে পড়াশুনা কেমন হবে এটা মাননীয় সদস্যরা সহজেই অনুমান করতে পারেন। তাছাড়া এই সমস্ত স্কুলের শিক্ষকরা আগরতলা থেকে ডেইলী যাওয়া-আসা করেন সুতরাং স্কুলে গিয়ে সই করে তারা আবার ফিরে আসেন। এই তো হচ্ছে শিক্ষা? বামফ্রন্ট সরকার বলেছেন পাঁচ বছরে তারা এই করেছেন সেই করেছেন কিন্তু আমরা কি দেখছি এই পাঁচ বছরের শাসনে যেটা হচ্ছে দেশের প্রধান মেরুদণ্ড সেই শিক্ষাকেই তাঁরা প্রহসনে পরিণত করছেন। কারণ আমরা জানি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকেই বলেন বামফ্রন্ট সরকারের নাম করলেই হয়, কোন কাজ করতে হয় না এবং মাসের শেষে বেতন পেয়ে যান। গত নির্বাচনে এটাই প্রমাণ হয়েছে যে সমন্বয়ী কেডারভুক্ত কিছু লোকের পকেটে ভোট ঢুকিয়ে কিছু ভোট পাচার করেছেন। তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চান কিন্তু জনগণ সেটা বুঝতে পেরেছেন তাই বিগত বারের মত এত সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা এবার হতে পারেননি। আমি আবারও রাজ্যপালের ভাষনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

"জয়হিন্দ"

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি হাউসে কোন শ্লোগান দেওয়া নিয়ম নেই।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আগে অনেক সদস্যই "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" বলে শ্লোগান দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আমি সমস্ত সদস্যকে বলেছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের তরফ থেকে এই শ্লোগান আগে আসে নি। তখন কি আপনি শুনতে পান নি? তখন তো রুলিং দেন নি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আশা করি আপনি আমার বক্তব্য শুনেছেন, আমি সমস্ত সদস্যকেই বলেছি যাতে কেউ শ্লোগান না দেন।

এই সভা আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, ১৯৮৩ ইং (তারিখ) বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

: ——— :

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Thursday the 11th February, 1983 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 10 Minisetrs, and 42 Members.

ELECTION OF THE DEPUTY SPEAKER

মিঃ স্পীকার ঃ-- মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, আজ ১১ই ফেব্রুয়ারী উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের দিন ধার্য্য করা হইয়াছে। এই নির্বাচনের জন্য আমি দুইটি বৈধ মনোনয়ন পত্র পাইয়াছি। প্রথমটি বিধায়ক শ্রী বিমল সিনহার পক্ষে-প্রস্তাবক শ্রী সমর চৌধুরী, সমর্থন করিয়াছেন বিধায়ক শ্রী মতিলাল সরকার। দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ বাসিত্ আলি-প্রস্তাবক শ্রী কাশীরাম রিয়াং ও সমর্থন করিয়াছেন বিধায়ক শ্রী রসিক লাল রায়। যেহেতু মনোনয়ন পত্র দুইটি, সেইহেতু বিধান সভার নিয়মক বিধি অনুসারে গোপন ব্যালটে প্রার্থী নির্বাচিত করিতে হইবে। এই নিমিত্ত বিধান সভার ভারপ্রাপ্ত সচিবের নিকট হইতে ভোটপত্র লইয়া বিধায়কগণ তাঁদের মনোনীত প্রার্থীর নামের পার্শ্বে একটি চিহ্ন দিবেন। একজন বিধায়কের ভোট একটি।

ভোট গ্রহণ সমাধা হইলে ভোট গণনা করা হইবে এবং ফলাফল ঘোষিত হইবে।

উপাধ্যক্ষ নির্বাচন পর্ব শেষ হইলে অদ্যকার কার্য্যসূচী অনুযায়ী সভার পরবর্তী কার্য্য গ্রহণ করা হইবে।

কিছু সংখ্যক বিধায়কের অনুপস্থিতির কারণে ভোট গ্রহণ শেষ হলেও অনুপস্থিত বিধায়কগণের উপস্থিতির অপেক্ষায় ভোট গণনা ১১-৩০ ঘঃ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। তার পরে ভোট গণনা সুরু হয়।

Mr. Speaker : Now, I declare the result of the election of the Deputy Speaker.

Total Voters	— 59 nos.
Votes casted	— 50 nos.
Number of Members absent	— 7 nos.
Number of Members abstained from casting Votes.	— 2 nos.
Valid Votes	— 50 nos
Votes rejected	— Nil
Votes secured by-	
1) Shri Bimal Singh	— 35 nos.
2) Saiyad Basit Ali	— 15 nos.

Now I declare Shri Bimpl Slngh as the Deputy Speaker of this House and request all the Leaders of the parties to take Shri Singh to his Seat.

অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী কংগ্রেস (ই) পরিষদীয় দলের উপনেতা শ্রী কাশীরাম রিয়াং এবং টি, ইউ, জে, এস, পরিষদীয় দলের নেতা শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা শ্রী বিমল সিংহাকে উপাধ্যক্ষের আসন পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন।

(উপাধ্যক্ষের জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করার পর)

শ্রীবিমল সিনহা—অনারেবল স্পীকার এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ! আমাকে এই হাউসের ডেপুটি স্পীকার হিসাবে নির্বাচিত করায় আমি সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করব বিরোধী দলের এবং রুলিং পার্টির যারা সদস্য আছেন এই ডেমোক্রেটিক অরগেনাইজেশনটাকে নিরপেক্ষভাবে তার স্যাংটিটি এবং তার পুরনো ট্র্যাডিশান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডেমোক্রেসীকে বিকাশ করার জন্য সম্পূর্ণ সহায়তা করবেন এবং সাথে সাথে এটাও আশা করব যে বিধানসভার অধিকার কারো কোন ব্যক্তিগত অধিকার নয়, পার্লামেন্টারী প্রিভিলেজ এবং রাইট সকলের অধিকার, সেই অধিকারকে পরিপূর্ণ মর্য্যাদা যাতে পায়। একজন মেমবারের অধিকার রক্ষা করার অর্থই হচ্ছে জনগন যারা ভোট দিয়েছেন বা যারা ভোট দেননি তাদের মর্য্যাদা রক্ষা করা। কাজেই এই বিধানসভার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব আছে এবং পাশাপাশি আমারও দায়িত্ব আছে বলে মনে করি। যে গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সমস্ত সেকশনের জন্য সে যত ক্ষুদ্র দলই হোক, রাজনৈতিক দল বা অন্য কিছু, ফ্রেনচাইজ করে তারা এখানে এসেছেন এবং সেই ফ্রেনচাইজের তারা মর্য্যাদা রাখবেন। পার্লামেন্টারী প্রিভিলেজের এবং রাইট রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমিও তাদের সংগে রিসিপ্রোকেট করার জন্য আগ্রহী থাকব এবং সবাইকে আমার অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

(উপাধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর ভাষণ শেষ করার পর অধ্যক্ষ মহোদয়ের সংগে গিয়ে করমর্দন করেন)।

অধ্যক্ষ মহোদয়—আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় শ্রীবিমল সিনহাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্য মন্ত্রী)—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ডেপুটি স্পীকারের পদে মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা নির্বাচিত হওয়ায় আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে এই দায়িত্ব পালনে আমরা তাকে সব রকম সাহায্য করব এবং তিনি যাতে আমাদের জনসাধারণের স্বার্থে এখানে গণতন্ত্রকে বিশেষ করে পরিষদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারেন সেই দিকে সামগ্রিক দৃষ্টি রাখবেন, সেটা আমরা আশা করছি এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল কুমার সিন্‌হা ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হওয়ায় আমি খুব আনন্দিত এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের পার্টির তরফ থেকে। আমি আশা করি মিঃ সিন্‌হা আগামী দিনের হাউসে বা

পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসীর নিয়মকানুন মেনে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে এবং প্রতিটি মেমবারকে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য উনি সহায়ক হবেন এবং আশা করি উনি হাউসকে ঠিকমত পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেক বিরোধী দলের সদস্যকে তাদের অধিকার বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর কাজ চালিয়ে যাবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :-মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হা এই সভার ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচিত হওয়ায় উনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে নির্বাচন হয়ে থাকে। কাজেই নির্বাচন এখানে হয়েছে এবং তিনি বিপুল ভোট জয়লাভ করেছেন। কাজেই তিনি শুধু যাদের ভোট পেয়েছেন তাদের প্রতিনিধি নন, তিনি হাউসের সবলেরই মনোনীত এবং নির্বাচিত। কাজেই তাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী নিয়েই হাউসের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য এবং সর্বোপরি হাউসের যারা সদস্য তারা যাতে তাদের অধিকার ভোগ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা তিনি করবেন। উনার কাছ থেকে যে আমরা নিরপেক্ষ ব্যবহার লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা আছে ঠিকই। কিন্তু লোকসভায় এবং বিধানসভায় যারা স্পীকার বা ডপুটি স্পীকার হোন তারা সাধারণত নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন। লোকসভায় এমন নজীর আছে যে সেখানে যারা স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন, তারা যে দল থেকেই নির্বাচিত হউন না কেন সেই দল তাঁরা ত্যাগ করেন। ত্রিপুরার অবশ্য এই ধরনের নজির সৃষ্টি হয় নি। এই ধরনের নজির হলে খুবই ভাল হয়। ধন্যবাদ।

শ্রীমতী রত্নপ্রভা দাস—মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, এইখানে উপাধ্যক্ষ হিসাবে যে বিমল সিনহা নির্বাচিত হয়েছেন আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তিনি নিরপেক্ষভাবে সবকিছু করবেন আমি এটা আশা করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমাদের ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের কাজ শেষ হয়েছে। আমরা পরবর্তী কার্য্যসূচীতে যাচ্ছি। পরবর্তী কার্যসূচী হলো প্রশ্ন ও উত্তর। এখন একঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের কাজ শেষ করতে হবে। আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কত ?

২। তন্মধ্যে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ আনুমানিক ২,৪৭,০০০ হেক্টার।

২। ১৯৮২ সালের ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ ১২,৩৮০ হেক্টর অর্থাৎ ৫ পারসেণ্ট।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা—এই যে ২,৪৭,০০০ হেক্টার জমির হিসাব দিয়েছেন এই জমি কি সবই খাস না জোত?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, চাষযোগ্য জমির মধ্যে খাসও আছে, জোতও আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—১২,৩৮০ হেক্টার যে স্থায়ী সেচের জমির কথা জানিয়েছেন এই সেচ ব্যবস্থার ফলে এই জমিতে মোট কত পরিমাণ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হিসাব সাধারণতঃ কৃষি দপ্তর রাখেন এবং ফসলের উৎপাদন সব সময় সমান হয় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সরকারী ভাবে যে সব জলসেচ ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেগুলি অনেক সময় দেখা যায় অকেজো হয়ে পড়ে থাকে এর ফলে ফসল নষ্ট হয়—এই জলসেচ ব্যবস্থাগুলি অকেজো থাকার ফলে কি পরিমাণ ফসল নষ্ট হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এর আগের প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে, এই প্রকল্পগুলিতে একই সময়ে একই ভাবে সেচ ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন কারণে সেগুলি কখনও কখনও বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে কি পরিমাণ ফসল কম হয়েছে সেই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। এই স্কীমগুলি যাতে ভাল ভাবে চালু রাখা যায় সেই চেষ্টা আমরা সব সময় করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী জলসেচের আওতায় কি পরিমাণ জমি ছিল?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে আমাদের টোটেল সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ ছিল ৩,৮৩১ হেক্টার—অর্থাৎ ১.৫৫ শতাংশ। এবং আমরা ক্ষমতায় আসার পর স্থায়ী জলসেচের আওতায় আরও ৫ শতাংশ জমি বেড়ে যায়। তাছাড়া আরও কতগুলি পরিকল্পনার মাধ্যমে কিছু পরিমাণ জমি জলসেচের আওতায় আনা হয় এর ফলে জমির পরিমাণ বেড়ে যায়। আমি এর পরিমান জানাচ্ছি গভীর নলকূপের আওতায় ১.৫৭০ হেক্টর, রিভার ইত্যাদি থেকে ৮,৯৬৭ হেক্টর ডাইভার্শান স্কীমের দ্বারা ১,১২২ হেক্টর, অগভীর নলকূপ বা শেলো টিউবওয়েল ৭২১ হেক্টর, মোট ১২,৩৮০ হেক্টর। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জলসেচের আওতায় ১,২৯২ হেক্টর বে-সরকারী ব্যবস্থায় ওভার-ফ্লো ইত্যাদির দ্বারা ৫,৯[illegible] হেঃ, মেজর বাঁধ ১৩,৮৯৩ হেঃ মোট ৩৩,৪৬৮ হেক্টর জমি প্রতি বছর সেচের আওতায় আনা হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে শতকরা ১৩.৫ শতাংশ জমি প্রতি বছর জলসেচের আওতায় আনা হচ্ছে।

শ্রীগাহুলাল সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, স্থায়ী জলসেচের আওতায় ১৯৮৩-৮৪ সালে কত জমি আনা হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেট এখনও আমাদের তৈরী হয় নাই এটা পরে আমরা ঠিক করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া —মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মহারাণী, মনু এবং চাকমাঘাট প্রকল্পগুলির কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে এবং এর কি পরিমাণ জমির সেচের আওতায় আসবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আসার পর তিনটি বড় নদীতে ব্যারেজ করার পরিকল্পনা নিয়েছি। তার মধ্যে মহারাণীতে কাজ সুরু হয়েছে। এর ফলে আমাদের আরও ১৩,১৯১ হেঃ জমি জলসেচের আওতায় আসবে। মহারাণীতে ৪,৪৮৬ হেঃ, খোয়াইতে ৪,৫১৫ হেঃ, মনুতে ৪,১৯৮ হেঃ। মহারাণীর কাজ ১৯৮৭ইং সালে শেষ হবে বলে আশা করছি, খোয়াইর কাজ ১৯৮৮ সাল নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করছি এবং মনুর কাজ ১৯৮৯ সাল নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করছি। এবং খোয়াইর কাজ খুব শীঘ্র সুরু করব আশা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিলোনীয়ার মুহুরী নদীতে সেচ ব্যবস্থা নেওয়ার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা অন্য জরীপের কাজ সুরু করেছি এবং জরীপের কাজ শেষ হলে এটার কাজ নেব আশা করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নং ১৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ১৭।

প্রশ্ন

১। আগরতলা থেকে খম্পি হয়ে রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি বাস পুনরায় চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকলে, কবে নাগাদ চালু করা হইবে ?

৩। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। ৮-২-১৯৮৩ ইং হইতে প্রস্তাবিত বাস সার্ভিস পুনরায় চালু করা হইয়াছে।

৩। ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি আগরতলা-রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিসটি কবে নাগাদ বন্ধ হয়েছিল এবং কেন বন্ধ হয়েছিল ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সার্ভিসটি গত ৭.১২-৮২ ইং

রাস্তায় আক্রান্ত হয় তার ফলেই এটা বন্ধ হয়ে যায়। এবং আমরা চেষ্টা করছি উপযুক্ত সিকিউরিটি দিয়ে সার্ভিসটি পুনরায় চালু করা যায়?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই এই ধরনের আরও ক'টি ঘটনা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটবে কি না?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্নটি মূল প্রশ্নের সংগে সংশ্লিষ্ট নয়। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৬ পাবলিক ওয়াকর্স ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৬

প্রশ্ন

যতনবাড়ী হইতে শিলাছড়ি রাস্তাটি মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৪। পাবলিক ওয়াকর্স ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৪।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার মনু থেকে ফটিকরায় এবং কাঞ্চন বাড়ী থেকে নেপালটিলা রাস্তা দুটির মেরামত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি? এবং

২। না থাকিলে তার কারণ।

উত্তর

১। (ক) মনু ফটিকরায় রাস্তাটি প্রয়োজন মত মেরামত করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে।

(খ) কাঞ্চনবাড়ী হইতে মুশৌলী হইয়া নেপালটিলা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আছে। মুশৌলী হইতে নেপালটিলা পর্য্যন্ত রাস্তাটি এতদিন ব্লকের অধীনে ছিল। অতি সম্প্রতি পি. ডব্লিউ উক্ত রাস্তাটি অধিগ্রহণ করিয়াছে। কাঞ্চনবাড়ী হইতে মুশৌলী পর্য্যন্ত রাস্তাটির মনু—কাঞ্চনবাড়ী ফটিকরায় রাস্তার অন্তর্গত। প্রয়োজনভিত্তিক রাস্তাটির মেরামত এর কাজ করা হইতেছে এবং হইবে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যদি মেরামতের প্রোপোজেল থাকে তাহলে এখন পর্য্যন্ত কিন্তু মনু টু নেপালটিলা কোন কাজ হয়নি। এটা কবে হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাস্তায় কাজ চলছে এবং মনু থেকে দামছড়া ব্রিকসোলিং খানিকটা হয়েছে এবং ফটিকরায় থেকে বাকী রাস্তার জন্য টেনডার কল করা হয়েছে এবং এখন পরীক্ষাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৯। ইরিগেশন অ্যাণ্ড ফ্লাড কনট্রোল ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৯।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর গাঁও সভার মুহুরীপুর গ্রামের পাশে গুংগ্রাই ছড়াতে স্লুইস গেইট ও বাঁধ দেওয়ার কিল্লা গাঁও সভার জয়ইছড়া ও আইতাংছড়ার সংযোগ স্থলে পাকা বাঁধ সরকারের পরিকল্পনা আছে কি? এবং

২। যদি না থাকে তাহলে অতি শীঘ্র পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কি?

উত্তর

১। না।

২। অতিশীঘ্রই পরিকল্পনা গ্রহণের সম্ভবনা নাই।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে গত বৎসরে জমির ফসল রক্ষা করার জন্য জয়ইছড়া ও আইতাং ছড়ার সংযোগ স্থলে পাকা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বন্যায় সেই কাজের বাঁধটা ভেঙে গেছে। কাজেই আবার বাঁধ দিলে জমি রক্ষা করার জন্য সরকার কি চিন্তা করেছেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। আমি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৪। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৪।

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত চড়িলামের চেছরিমাই হইতে গোলাঘাটি বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটিকে পূর্ত বিভাগ গ্রহণ করেছে কি এবং

২। করে থাকলে উক্ত রাস্তাটিতে গাড়ী চলাচলের উপযোগী কবে নাগাদ করা হবে?

উত্তর

১। আগরতলা বিশ্রামগঞ্জ রাস্তায় চেছরিমাই হইতে লাটিয়াছড়া হইয়া গোলাঘাটি পর্যন্ত রাস্তাটির উন্নয়ন পূর্ত বিভাগের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২। ১৯৮৩-৮৪ সনে রাস্তাটির উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে এবং উন্নয়নের কাজ শেষ হলে রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী হইবে।

মিঃ স্পীকার :-- শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :--মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৯।

এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী বাদল চৌধুরী :--মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৮২ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্প (টি, আর, ডি, এ) স্কীমে সারা ত্রিপুরায় প্রতিটি ব্লকে কত পরিমাণ ঋণ পেয়েছেন, তাঁহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ আর্থিক সন হইতে ১৯৮২-৮৩ আর্থিক সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় বিভিন্ন ব্লকে যে সংখ্যক পরিবার গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্পে (টি, আর, ডি, এ) স্কীমে ঋণ পেয়েছেন তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :--

ব্লকের নাম :	পরিবারের সংখ্যা।
১। পানিসাগর	৫৮০৭
২। কাঞ্চনপুর	১০৩২
৩। কুমারঘাট	৬৯৬৯
৪। ছামনু	৬৯৪
৫। সালেমা	৩০৮০
৬। খোয়াই	২৪০৮
৭। তেলিয়ামুড়া	৭৫৬
৮। জিরানিয়া	২৬২৩
৯। মোহনপুর	১৯৫৮
১০। বিশালগড়	৪০৩১
১১। মেলাঘর	২৬৪০
১২। মাতাবাড়ী	১৭৯৫
১৩। অমরপুর	৫৪৫
১৪। ডম্বুরনগর	২৭৮
১৫। বগাফা	৫৭৮৫
১৬। রাজনগর	৬৭০৭
১৭। সাতচান্দ	১৬৩৫
মোট	৪৫,৭৫৬ টি পরিবার

প্রশ্ন

২। ইহা কি সত্য যে বিভিন্ন ব্যাংকগুলি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নেওয়ায় টি, আর, ডি, এ, স্কীম বাস্তবায়িত হইতেছে না ?

উত্তর

২। সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আসে নাই। এটা হচ্ছে ব্যাংকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযোগ, তাদের যে ভূমিকা এই ক্ষেত্রে পালন করা উচিত। সেটা তারা করছেন না। ব্যাংক জাতীয়করন করা হয়েছে এবং শ্রীমতী গান্ধীর যে বিশদফা কর্মসূচী রূপায়নের ক্ষেত্রে এই ব্যাংকের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানকার গরীব মানুষ যারা বিশেষ করে দারিদ্র সীমার নীচে যে সব লোক বাস করে তাদের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে এখানকার জাতীয়করণ ব্যাঙ্কগুলি যে ভূমিকা নিচ্ছেন সেটা খুবই দুঃখ জনক। এখানে আমি ১৯৮২-৮৩ সালের হিসাব তুলতেই চাই। দক্ষিণ ত্রিপুরা সেখান থেকে প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল ৫,০৭৪ টি এবং তার সঙ্গে টাকা যুক্ত ছিল আড়াই কোটি টাকার মত। এখন পর্যন্ত যে সিলেকশান পাওয়া গেছে তার নাম্বার ৫২০ এবং টাকা হচ্ছে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার। ওয়েষ্ট ত্রিপুরার জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কে প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল ৪,১১৮টি এবং তার সঙ্গে টাকা যুক্ত ছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মত। এই পর্যন্ত পাওয়া গেছে মাত্র ৭৫০ টি এবং টাকা ১৫ লক্ষের মত। নর্থ ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাছে প্রপোজাল পাঠান হয়েছিল ২০৮০ টি তার সঙ্গে টাকা যুক্ত ছিল ৮৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। তারমধ্যে পরিবার উপকৃত হয়েছে ১৩০৩ জন। আর টাকা পাওয়া গেছে ৬৫ লক্ষের মত। আমাদের যে গ্রামীণ প্রকল্প তাতে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট এবং ষ্টেট্ গভর্ণমেণ্ট ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি পারসেণ্ট সাবসিডি হিসাবে টাকা দেবে ঠিক ছিল। সেই অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন ব্যাঙ্কে সাবসিডি হিসাবে যে টাকা দিয়েছি তাতে ওয়েষ্ট ত্রিপুরাকে দিয়েছি ৫৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, সাউথ ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ২৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা এবং নর্থ ত্রিপুরার সেখানে সাবসিডি হিসাবে ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু ব্যাঙ্ক ইউটিলাইজ করছে, ওয়েষ্ট ত্রিপুরাকে ৩৬ লক্ষ, সাউথ ত্রিপুরায় ৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা এবং নর্থ ত্রিপুরার জন্য ব্যাঙ্ক ইউটিলাইজ করেছে ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এটা হাউসের কাছে প্রেস্ করুন। এখানে আরো প্রশ্ন আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—যে রকম প্রশ্ন এসেছে সে রকমই তো জবাব হবে। বিশেষ করে গরীব অংশের মানুষের জন্য কাজ হবে বলে আমরা সমস্ত টাকা দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক উদ্যোগ নিচ্ছেন না। যার জন্য গরীব অংশের মানুষের জন্য যে সমস্ত স্কীম আছে.....................

(বক্তৃতার সময় দেবেন। প্রশ্নের সময় প্রশ্নই বলুন, যেমন পোলট্রি,

বাগিচা ইত্যাদি কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি জাতীয় করণ করা সত্ত্বেও সাবসিডির অংশ এখন দিচ্ছেন না। সে দিক থেকে এটা দুশ্চিতার কারণ।

প্রশ্ন

৩। সত্য হইলে তাহা সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন ?

উত্তর

এটা যাতে ত্বরান্বিত হয়, সে জন্য আমরা দেখব।

শ্রীমাখন লাল সরকার :—এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সব কথা বলেছেন তাতে

আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাঙ্ক ঠিক মত সাবসিডি দেয় না। এখানে আমার সাপ্লিমেণ্টারী হচ্ছে, গভর্ণমেণ্টর একটা স্কীম ছিল প্রতিটি ব্লক থেকে ৬০০ পরিবারকে চিহ্নিত করা হবে যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে দারিদ্র সীমার উপরে তুলে আনা। সে অনুযায়ী আমরা আমাদের তেলিয়ামুড়া ব্লক থেকে ৬০০ পরিবারকে চিহ্নিত করেছিলাম। সেখানে যে সব প্রতিনিধি ছিলেন তারা বলেছিলেন, এই সব লোককে স্কীমের আওতায় আনা।সে মত আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু কিছুই করা হয় নি। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কাছে কোন তথ্য থাকলে জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ—এই প্রশ্নের উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তাঁর জবাবে দিয়েছেন। শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ঃ—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান ৭৩।

মিঃ স্পীকার কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৩।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৩।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে (১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮৩ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ে) সারা রাজ্যে ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ এর কয়টি গৃহ আগুনে পোড়া গেছে,

২। উপরোক্ত সময়ে চুরি ডাকাতিতে ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ এর কত টাকা ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব,

৩। ইহা কি সত্য বিলোনীয়া মহকুমার কলসী ল্যাম্প এর ডাকাতির কোন তদন্ত এখনও হয় নি ?

উত্তর

২।
২।
৩। } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে

শ্রী সুধীরঞ্জন মজুমদার ঃ—সাপ্লিমেণ্টরী স্যার,

মিঃ স্পীকার :—যেহেতু তথ্য সংগ্রহাধীন আছে, তাই সাপ্লিমেণ্টারী হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী সুধীরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীরঞ্জন মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নম্বার ৮৪।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া বেতাগা লাউগাং বাজার রাস্তা সংস্কারের অভাবে গাড়ী চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে ;

২। সত্য হইলে এই রাস্তা সংস্কার না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের অযোগ্য তবে রাস্তাটি সুরু।

২। আর্থিক সংস্থান না থাকায় আরো উন্নতির কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় নি।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে, লাউগাংয়ে বাজার আছে সেখান থেকে জিনিস পত্র আগরতলায় আসে এবং এই লাউগাং রাস্তাটি তার জন্য খুব এসেনশিয়াল রাস্তা। কাজেই এটাকে সংস্কার করার কথা কখন বিবেচনা করা হবে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, সময় নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। আমাদের সব রাস্তাগুলিই উন্নত করার ইচ্ছা আছে, আমরা যখন টাকা পাই সেই ভাবেই করছি, সব রাস্তাগুলিকে এক সঙ্গে করতে পারছি না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই রাস্তাটি দীর্ঘদীন ধরে অবহেলিত আছে। ইতিমধ্যেই সরকার এটা অধিগ্রহণ করে মেরামত করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে সব রাস্তাগুলিই মেরামত করার আগ্রহ আছে। টাকার ব্যবস্থা হলে পরে আমরা এটাও করব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— কোয়েশ্চান নং ৮ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : - কোয়েশ্চান নং ৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে টি. আর. টি সির বাস ও লরীর সংখ্যা কত,

২। এর মধ্যে অকেজো বাস ও লরীর সংখ্যা কত, এবং

৩। উক্ত অকেজো বাস ও লরী মেরামতের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। যাত্রীবাহী বাস মোট ১৪১টি, লরী (ট্রাক) মোট ৬৬টি।

২। অকেজো বাস ৭৩টি, অকেজো (ট্রাক) ১৭টি।

৩। কর্পোরেশনের নিজস্ব কারখানা সমুহে মেরামতির কাজ হইয়া থাকে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিগত ১৯৮১-৮২ইং সালে টি. আর. টি. সির আয় কত ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীসয়দ বসিত আলী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কৈলাশহর, কুমারঘাট ও ধর্মনগর রাস্তায় খুব অল্প সংখ্যক বাস চলাচল করছে, এতে জনসাধারণের খুব অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্ন এই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খোয়াইয়ে যে সমস্ত বাস চলাচল করছে সেগুলি অকেজো। কাজেই রাস্তায় নুতন গাড়ী চালানো হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অকেজো গাড়ী রাস্তায় চলাচল করতে পারে না, চালু গাড়ীই চলাচল করে। অতএব আমরা চালু গাড়ীই পাঠাই।

শ্রী তরণীমোহন সিন্‌হা ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কৃষ্ণনগর টি. আর. টি. সি অফিসের সামনে কিছু বাস সামান্য কিছু ক্ষতির জন্য পরে আছে। সে বাসগুলিতে নূতন টায়ার লাগানো সত্ত্বেও তত্ত্বাবধানের অভাবে টায়ারগুলি মাটির নীচে বসে যাচ্ছে এবং বাসগুলি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উপজাতি যুব সমিতির উগ্র পন্থীদের দ্বারা আক্রমের ফলে কণটা গাড়ী এ পর্য্যন্ত অচল হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ তথ্য জানাবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এ তথ্য এখন আমার হাতে নাই এবং এই প্রশ্নের সঙ্গেও রিলেটেড নয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাঝে মাঝে টি. আর. টি. সির কারখানা থেকে যন্ত্রপাতি চুরি যায় এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৪ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। অম্পিনগরে "একজন ছড়ায়" ডাইভারশন স্কীম-এর কাজ কবে নাগাদ শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়,

২। উক্ত কাজের জন্যে কোন টেণ্ডার ডাকা হয়েছে কি, এবং

৩। না হইলে তার কারন ?

উত্তর

১। নির্দ্দিষ্ট সময় বলা সম্ভব নয়।

২। না।

৩। পরিকল্পনা রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে ডাইভারশন স্কীম করার জন্য কোন বাজেট এষ্টিমেট করা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মি: স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে এটা সম্পর্কে সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে, পরিকল্পনা আমরা করব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আগামী ধ১৯৮৩-৮৪ইং সালের বাজেটে এই স্কীমের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা ১৯৮৩-৮৪ইং সালের বাজেট এই স্কীমটাকে অন্তর্ভূক্ত করব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এর আগে ১৯৮২-৮৩ ইং সালের আর্থিক বছরে এটার জন্য টাকা বরাদ্দ ছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের এটা জানা আছে যে আমরা অনেক আগে ১৯৭৯-৮০ ইং সালে এই স্কীমটাকে বাজেট অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম। কিন্তু তারপর ১৯৮০ ইং সনের দাঙ্গার পর যখন আমরা দেখলাম যে কৈতু 'একজন ছড়ায়' এই স্কীমের জন্য যন্ত্রপাতি, সকস্ত ইলেকট্রিক লাইন তুলে নেওয়া হয়েছে। তারপর দুই বছর ধরে সেখানে কোম কর্মচারী যেতে পারত না। গেল কয়েক মাস আগে চালু করেছি। ইঞ্জিনীয়ার্স, সারভেয়ারদের সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি আশা করব এই উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কাজে যারা এখানে প্রশ্ন করছেন তারা যদি সহ-যোগিতা করেন তাহলে আমাদের পক্ষে কাজ করা অনেক সুবিধা হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭৯-৮০ইং সাল থেকেই এই স্কীমটা বাজেটের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে এষ্টিমেট তৈরী করা হচ্ছে। তহলে ১৯৭৯-৮০ ইং সালে এই স্কীমের জন্য যে এষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছিল সেটা বাদ দেওয়া হল কোন গ্রাউণ্ডে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, একটা কাজ যখন সিডুয়েলে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, তারপর সেগুলি প্রসেস করা হয়, এষ্টিমেট করা হয়। এটাই হচ্ছে নরমেল প্রসিডিউর। কিন্তু যখন আমরা দেখলাম যে সেখান ওয়ার্কিং-এর জন্য একজনও যাচ্ছে না, তখন আমরা এটাকে ড্রপ করে দিয়েছি। সামনের বছর আমরা এটাকে বাজট অন্তর্ভূক্ত করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরবীন্দ্র কুমার দেববর্মা !

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৭ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৭।

প্রশ্ন

১। আমবাসা থেকে গণ্ডাছড়া রাস্তাটি মেরামত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ এর কাজ আরম্ভ করা হইবে, এবং

৩। না থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১। হঁ্যা,

২। মেরামতির কাজ চলিতেছে

৩। এ প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল ঃ—কোয়েশ্চান নং ৩৫ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ৩৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার নেপালটিলা বাজারে বৈদ্যুতিকরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি,

২। থাকলে কবে নাগাদ এ কাজ শুরু করা হইবে, এবং

৩। না থাকলে, তার কারন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮৩-৮৪ ইং সালে কাজ আরম্ভ করা হইবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নম্বার ৩৬।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর হইতে জম্পুইজলা পর্যন্ত রাস্তাটি পিচ বা পাকা করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি,

২। পরিকল্পনা থাকিলে কবে নাগাদ করা হবে এবং

৩। উক্ত রাস্তায় নষ্ট হয়ে যাওয়া সেতুগুলি পুনঃ নির্মান করার কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। আপাতত: নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। উক্ত রাস্তায় বর্তমানে চলার অযোগ্য কোন নষ্ট সেতু নাই।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবে কি আগরতলা থেকে ১৮ মুড়া পর্যন্ত যে টি, আর. টি, সি. বাস আছে সেটা মাঝে মাঝে পুল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং রাস্তাগুলি ভীষণ খারাপ হওয়ায় মাঝে মাঝে বাস বন্ধ থাকে। সেই পুলগুলি মেরামতের ব্যবস্থা করবেন কিনা এবং বিশেষ করে কাঠের পুলগুলি ঠিক করে গাড়ী চলাফেরার উপযুক্ত করে তুলবেন কিনা এবং জম্পুইজলা থেকে ১৮ মুড়া পর্যন্ত যে পুলগুলি আছে সেগুলি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, উদয়পুর থেকে জম্পুইজলা পর্যন্ত এখন কোন বাস চলাচল করে না কাজেই এটা সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। ২ নং হচ্ছে রাস্তাগুলি আমরা ব্রীফ সয়েলিং করেছি এবং ম্যান্টিনেন্স হচ্ছে। আমরা ভবিষ্যতে দেখবো কোন পরিকল্পনা নেওয়া যায় কিনা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্পেসিফিক জানাবেন কি ১৮মড়া পর্যন্ত পুলগুলি মেরামত করা হবে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন ১৮মুড়া পর্য্যন্ত রাস্তাগুলিতে কিছু পুল খারাপ আছে, আমি খোজ নিয়ে দেখবো যদি খারাপ থাকে তাহলে মেরামতের ব্যবস্থা নেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫।

প্রশ্ন

১। আনন্দনাগর হইতে গোপীনগর ভায়া কাঞ্চনমালা রাস্তাটি সোলিং করার পরিকল্পনা আছে কি না, এবং

২। কাঞ্চনমালায় সিনাই নদীর উপর স্থায়ী পুল নির্মান করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। আনন্দনগর হইতে কাঞ্চনমালা পর্য্যন্ত রাস্তাটি সলিং করা আছে। কাঞ্চনমালা হইতে গোপীনগর পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরী বা সলিং করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ দপ্তরের নাই।

২। কাঞ্চনমালায় সিনাই নদীর উপর স্থায়ী পুল নির্মান করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ পূর্ত্ত দপ্তরের নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :---মানীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭১।

শ্রীবাদল চৌধুরী :---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭১।

প্রশ্ন

১। কৃষি কাজের উন্নয়নে সরকার গত ৫ বৎসরে কতগুলি পাওয়ার টিলার (অর্থাৎ যন্ত্রচালিত লাঙ্গল) খরিদ করেছেন তার সংখ্যা,

উত্তর

১। গত পাঁচ বৎসরে মোট ১৩৫টি পাওয়ার টিলার (যন্ত্র চালিত লাঙ্গল) ক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২১টি চালু অবস্থায় আছে।

প্রশ্ন

২। এর মধ্যে কতটি বর্ত্তমানে চালু অবস্থায় আছে,

উত্তর

২। কৃষকদের মধ্যে পাওয়ার টিলার ভাড়া দিবার এ পর্য্যন্ত মোট ১৫টি ভাড়া কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সাধারনতঃ কেন্দ্র হইতে ৫ কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধ এলাকায় এই কেন্দ্রগুলির পাওয়ার টিলার দ্বারা চাষাবাদ করা হয়। কেন্দ্রগুলির নাম ও অবস্থান এইরূপ :---

জিলা	ভাড়া কেন্দ্রের নাম	অবস্থান
উত্তর ত্রিপুরা	১। পানিসাগর	পানিসাগর ব্লক
	২। গৌরনগর	কুমারঘাট ব্লক
	৩। কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনপুর ব্লক
	৪। আভাঙ্গা	সালেমা ব্লক
পশ্চিম ত্রিপুরা	১। চেবরী	খোয়াই ব্লক
	২। জিরানীয়া	জিরানীয়া ব্লক
	৩। আগরতলা	সদর মহকুমার ব্লক বহির্ভূত এলাকা।
পশ্চিম ত্রিপুরা	৪। বিশালগড়	বিশালগড় ব্লক
	৫। মেলাঘর	সোনামুড়া মহকুমা
	৬। চারিপাড়া	বিশালগড় ব্লক
	৭। কাঠালিয়া	মেলাঘর ব্লক
	৮। কলমছড়া	--ঐ--
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১। শান্তির বাজার	বগাফা ব্লক
	২। উদয়পুর	মাতাবড়ী ব্লক
	৩। রামপুর	অমরপুর ব্লক।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে হিসাব দিলেন তাতে কতগুলি চালু অবস্থায় আছে এবং কতটি কোন ব্লকে কাজ করছে। কিভাবে এইগুলি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে এবং কৃষক সেগুলি সংগ্রহ করছে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ১৫টি ভাড়ার কেন্দ্রে মধ্যে ৩।৪টি করে এই দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি ভাড়া হিসাবে সেখানে দেওয়া হয়। পাওয়ার টীলারের ভাড়া শুকনা জমি চাষের জন্য ঘণ্টায় ৬ টাকা ৫০ পয়সা এবং যেখানে কাদা মাটি সেখানে ঘণ্টায় ৮ টাকা নির্দিষ্ট করা আছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি আগে পাওয়ার টিলার বর্ডার এলাকার মধ্যে করার কথা ছিল কিন্তু এখন সেই ব্যবস্থা থেকে সরে পড়েছেন কিন্তু দেখা যায় বিশেষ করে বর্ডার এলাকায় গরু চুরি হয় বেশী কিন্তু সেগুলি আগে বন্ধ করার কথা ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখনও সেটা হয় নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ১৫টা ভাড়া কেন্দ্র ছাড়াও সীমান্ত এলাকায় আরো ৫টি ভাড়া কেন্দ্র কিছু দিনের মধ্যেই চালু করা হইবে এবং সেই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ করে গ্রাম এলাকার মধ্যে এগুলি করা হবে। এই কেন্দ্রগুলির নাম

১। সদর মহকুমা এলাকা---

১। বামুটিয়া
২। কাতলামারা
৩। মোহনপুর
৪। মুক্তনগর
দুর্গানগর।

এর মধ্যে পাওয়ার টীলার তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং যাতে আরও ভাড়ার কেন্দ্র চালু করা যায় তার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। গরীব কৃষক যাতে তাদের কাজ আরও সম্প্রসারিত করতে পারে তার জন্য ইতিমধ্যে ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স-এর মাধ্যমে এটা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাওয়ার টীলার যাতে আরও ক্রয় করা যায় তার জন্য কিছু ব্যাংক রাজী হয়েছেন। আমরা আশা করছি এই প্যাক্স এবং ল্যাম্পসের মাধ্যমে এই কাজকে আরওযাতে সম্প্রসারিত করা যায় তার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলাম না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকারের অনুমতি নিয়ে বলছি। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি গরীব অংশের যারা কৃষক হালের বলদ কিনতে পারেন না তাদের পাওয়ার টীলার দরকার। গরু না থাকাতে অনেক ধান তাদের ভাড়া বাবদ দিতে হয়। তাই এই মহাজনদের হাত থেকে যাতে তারা বাঁচতে পারেন তারজন্য আমরা বর্ত্তার এলাকাতে পাওয়ার টিলারের ব্যবস্থা করেছি। আরও অনেক জায়গাতে করার জন্য চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মাকে শুধু নয় অন্যান্য সদস্য বৃন্দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমরা বিভিন্ন ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসের মাধ্যমে আরও করার চেষ্টা করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :---সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, গরীব অংশের মানুষের যেসব জায়গাতে পাওয়ার টিলার খোলা হয়েছে সেসব জায়গাতে গরু চুরি হওয়ার ফলে গরীব মানুষেরা পাওয়ার টিলার না পেয়ে ধনী মানুষেরা পেয়েছে এমন তথ মাননীয় মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এক্ষেত্রে এই ধরণের প্রশ্ন আসে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৩৫টা পাওয়ার টিলার দ্বারা রাজ্যে কত একর জমি চাষ হয় এবং তার বাৎসরিক হিসাব কত?

শ্রীবাদল চৌধুরী :---মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন আসলে তবে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মূল প্রশ্ন থেকে আলাদা প্রশ্ন করা হলে সেটা সাপ্লি- মেণ্টারি হয় না।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এই ৫ বছর পূর্বে কয়টা পাওয়ার টিলার ছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া বনকর নাড়াসীমা রাস্তা থেকে উঃ সোনাইছড়ি হয়ে লাউগাং রাস্তায় (এম. এম. এন. পি.) কোন ইট বসানো হয়নি ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত (এম. এম. এন. পি.) রাস্তায় ইট না বসানোর কারণ ?

উত্তর

১। উক্ত রাস্তার কিছু অংশে ইট বসানো হয়েছে।

২। রাস্তার কিছু অংশে এলাইনমেণ্ট পরিবর্তন করার প্রয়োজন হওয়ায় ঐ রাস্তার বাকী অংশে ইট সোলিং করা হয় নাই।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কতটা অংশে বসান হয়েছে এবং কতটা অংশে বসান হয় নি।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে রাস্তার একটা অংশে এলাইনমেণ্টের দরকার, সে এলাইনমেণ্ট হয়ে গেলে সবটুকুই ইট বসানো হবে। এখন আমার কাছে পরিমাণটা নাই। আমরা ভাবছি এই জায়গাটায় রাস্তা অন্য দিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে চালু করব।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কবে নাগাদ হবে, ১৯৮৩-৮৪ সালে হবে কিনা এবং তারজন্য বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেট ধরা আছে ঐ এলাইনমেণ্টটা হয়ে গেলে পরে আরম্ভ হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫।

প্রশ্ন

১। গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুসারে রাজ্যের কয়টি গ্রামে ১৯৮২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত বিদ্যোৎ সম্প্রসারিত হয়েছে ?

২। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে আর কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১। ১৩২২টি গ্রামে।

২। ৩০০ গ্রামে আমরা সামনের বছরে বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত করব।

মিঃ স্পীকার :--- মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :-- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

মিঃ স্পীকার :--এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :-- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

প্রশ্ন

১। ছেছুয়া বাজারে ল্যাম্পস্-এর একটি শাখা খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি এবং,

২। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ছেছুয়া বাজারে ল্যাম্পস্-এর একটি শাখা খোলার বিষয় পরীক্ষাধীন আছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২ নং প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ছেছুয়া বাজারের পূর্বে যে বিরাট গাঁওসভা রয়েছে সে গাঁওসভা ১৯৮২ সাল থেকেই অম্পি ল্যাম্পসের হাতে রয়েছে তাতে সে গাঁওসভার মানুষদের জিনিষপত্র, রেশন নিতে গেলে অতি কষ্ট হয় এবং এটা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার :-- মাননীয় সদস্য এটা স্পেসিফিক নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— তাই সে সমস্ত মানুষের কথা চিন্তা করে সেখানে কোন ল্যাম্পস খোলা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কাছেই বাংপুই ল্যাম্পস খোলা হয়েছে এবং এখানেও খোলা যায় কিনা দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন আওয়ার শেষ হয়েছে। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন-বিহীন প্রশ্নটির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি।

(ANNEXURE 'A' & 'B')

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি ; সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার :— নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ২০.১.৮৩ ইং রাত্রে উদয়পুর বিভাগের মির্জা বাজার পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত দৃষ্টিআকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অাপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি ১৬ই ফেব্রুয়ারী হাউজের কাছে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র তথা পুলিশ মন্ত্রী ১৬ই ফেব্রুয়ারী একটি বিবৃতি দিবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মার নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, নোটিশটির বিষয় বস্তু হল :—

"গত ৯ই ডিসেম্বর ১৯৮২ ইং টাকারজলা থানার অন্তর্গত বুদ্ধিবাজের নিকটবর্তী এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পুলিশ কনেস্টবল শচীন্দ্র জমাতিয়ার মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র তথা পুলিশ মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি ১৫ই ফেব্রুয়ারী একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র তথা পুলিশ মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী একটি বিবৃতি দেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, নোটিশটির বিষয় বস্তু হল :—

"গত ২৬শে অক্টোবর ১৯৮২ইং তারিখে অমরপুর মহকুমার হাজাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে খাইথক বা রিয়াং-এর মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র তথা পুলিশ মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এসম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়ের উপর আমি ১৬ই ফেব্রুয়ারী এই হাউসের সামনে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র তথা পুলিশ মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী একটি বিবৃতি দেবেন।

LAYING OF RULES

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—Laying of "The Tripura land Revenue and land Reforms (Fourteenth Amendment) Rules, 1982 as required under section 198 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960"

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী খগেন দাস (রাজস্ব মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to lay before the House "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Fourteenth Amendment) Rules, 1982 as required under section 193 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960".

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—Laying of "The Tripura Land Tax (Second Amendment) Rules, 1982 as required under Sub-section (3) of Section 20 of the Tripura Land Tax Act, 1978".

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি. রুলস্‌টি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী খগেন দাস (রাজস্ব মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to lay before the House "The Tripura Land Tax (Second Amendment) Rules, 1982 as required under sub-section 20 of the Tripura Land Tax Act, 1978".

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, Lying of "The Tripura Registration (Pasting of True Copies) Rules, 1982 as required under section 91 A of the Registration Act, 1908".

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব রুলস্‌টি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী খগেন দাস (রাজস্ব মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to lay before the House "The Tripura Registration (Pasting of True Copies) Rules, 1982 as required under section 91 A of the Registration Act, 1908".

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী যে রুলস্ তিনটি আজকের সভার টেবিলে পেশ করেছেন সেগুলোর প্রতিলিপি "নোটিশ" অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

(ডিস্কাশন অন্ দি অ্যাড্রেস বাই দি গভর্ণর অ্যাণ্ড অ্যাডাপশান অব মোশান অব থ্যাংকস্)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কর্মসূচী হলো, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের

উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে তার উপর আলোচনা। আমি প্রথমেই মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে গতকাল যে আলোচনা হয়েছে তাতে বিভিন্ন সদস্যদের আলোচনার সময় যা নির্দিষ্ট ছিল সেই সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। যার ফলে আজকের সময় কম। পরবর্তী কালে কয়েকটি প্রস্তাব আছে। ফলে আমরা শুধু প্রস্তাবটির উপর ভোট গ্রহণ করব। আলোচনা সুযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পরে তাঁরা অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। এখন আমি প্রস্তাবটির উপর আলোচনার জন্য মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দশরথ দেবকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর গতকাল থেকে যে আলোচনা চলছে, সেই আলোচনায় যারা অংশ গ্রহণ করেছেন আমি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কতগুলি জিনিষ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রথমত রাজ্যপালের ভাষণটা রচনা বা এসে' নয়। এটা হচ্ছে পলিসি ষ্টেটমেণ্ট অব দি গভর্ণমেণ্ট। আগামী বছরে সরকার কি কি নীতি নিয়ে চলবে এবং কোন্ কোন্ কাজগুলোকে প্রাধান্য দেবে তার একটা আউট লাইন বা রূপরেখা। সেই দিক থেকে বামফ্রণ্ট সরকারের নীতি বা আগামী দিনে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবে সেই জিনিষটাই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে এই জিনিষটা সরকার বলতে চেষ্টা করেছেন যে, বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার এবং গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করার নীতি এতদিন অনুসরণ করে এসেছে। আগামী দিনেও দৃঢ়তার সাথে সেই নীতি আমরা অনুসরণ করে চলব। কারণ মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেটাকে সুরক্ষিত রাখা, পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া, তাকে চোখের মনির মত রক্ষা করা, এই সম্পর্কে বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই কত্তব্য সম্পর্কে বামফ্রণ্ট সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। সেই দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষ এবং হাউসে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকেই আমি অন্ততঃ পক্ষে এই আশ্বাস দিতে পারি যে আমরা আমাদের সেই নীতি অনুসরণ করে চলব ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণের স্বার্থে। বামফ্রণ্ট সরকার যে মানুষের গণতন্ত্রকে মূল্য দেয় তার প্রমাণ গত পাঁচ বছরে অনেক কাজের মধ্যে দিয়ে হয়ে গেছে। যেমন ধরুন গোপন ভোটে পঞ্চায়েত সংগঠন। এটা মানুষের বেসিক ডেমোক্রেসী। গোপন ভোটে মানুষের যে অধিকার সেটা একমাত্র বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ পেয়েছে। যখন প্রথম পঞ্চায়েত আইন চালু হয় ত্রিপুরায় এবং সেই পঞ্চায়েত আইনের, উত্তর প্রদেশের পঞ্চায়েত আইনের কিছুটা সংশোধন করে ত্রিপুরায় চালু হয়েছিল এবং পার্লামেণ্টেও সেই আইনটা পাশ হয়। সেই আইনে কি ছিল? সেই আইনে ছিল পঞ্চায়েতে দাঁড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করবে ৩০ বছর বয়স হলে। ভোটের অধিকার ২১ বছর বয়স হলে। এবং প্রার্থী নির্ব্বাচিত হতেন হাত তুলে ভোট দিয়ে। প্রার্থী যদি প্রভাবশালী হতেন তাহলে তার বিরুদ্ধে কেউ হাত তুলতে সাহস পেত না। অর্থাৎ নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারত না। তার ফলে এই আইনকে প্রথম বামফ্রণ্ট সরকার এসে ১৯৭৮ সালে সংশোধন করে গোপন ব্যালেটে ভোট করেছে। ২৫ বছর পূর্ণ হলেই দাঁড়ানোর অধিকার আছে এবং ২১ বছর বয়স হলে ভোটাধিকার থাকবে। বামফ্রণ্ট প্রথমে সেটা চালু করেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনার বক্তব্য দুটোর পরে বলতে পারবেন। এখন ২টা পর্য্যন্ত এই সভা মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার : মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী শ্রী দশরথ দেব মহোদয়কে উনার শুরু করবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছিলাম যে, বিরোধী দলের সদস বা যারা আলোচনায় অংশ গ্রহন করছেন তারা, কেউ কেউ বলেছেন যে বামফ্রন্ট পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে যাবার ভয়েই নির্বাচন একবছর পিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এর আগেই বামফ্রন্ট সরকার কেন এই পঞ্চায়েত নির্বাচন এক বছর পিছিয়ে দিয়েছেন তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু এটা বোধহয় মাননীয় বিরোধী সদস্যদের নিকট পরিস্কার হয় নি। আমি আগেই বলেছিলাম যে পঞ্চায়েতের যে আইন আমাদের এখানে চালু রয়েছে তার কিছুটা সংশোধন করা হবে যেমন :—

প্রথমত: মিউনিসিপ্যালিটি এবং পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর পূর্ণ হলেই যাতে ভোটাধিকার পায়, ইহা এই আইনে আনার চিন্তা আছে এবং সেজন্য এই বিধানসভায় বিল আনা হবে।

দ্বিতীয়তঃ এই পঞ্চায়েত আইন সংশোধিত করা হয়েছিল যখন ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ী এলাকা নিয়ে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের পূর্বে। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার পর স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের অভ্যন্তরে যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত আছে তাতে জেলা পরিষদের কর্তৃত্ব চালু করা হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত কে পরিবর্তন করে ভিলেজ কাউন্সিল নাম দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা পঞ্চায়েত আইন সংশোধন না করে করা যায় না। সুতরাং পঞ্চায়েত নির্বাচন কেন এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হলো তার কারন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জ্ঞাতার্থে আমি এই হাউসেও এই কারণ বললাম।

পঞ্চায়েতের দুর্নীতি সম্পর্কে এখানে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে এটা সত্য যে কিছু কিছু পঞ্চায়েতে দুর্নীতি রয়েছে তবে বামফ্রন্ট সরকার এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবেন না। এবং আমি আশা করি যে, যে বিরুধী সদস্যরা এখানে আছেন তারাও নিশ্চয় দুর্নীতিকে সমর্থন করবেন না। আমরা আশা করব যে তারাও যেন এই ব্যাপারে দুর্নীতি দমনে সরকারকে সাহায্য করেন। এখানে উপজাতি যুব সমিতির একজন সদস্য বলেছেন যে এরকম দুর্নীতি করার অপরাধে এক জন সি, পি, এম, সমর্থক গ্রাম প্রধানকে পার্টি থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হয়েছে এবং এটাকে অত্যন্ত লজ্জাজনক বলেছেন। কিন্তু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং বামফ্রন্ট এটাকে লজ্জাজনক বলে মনে করেন না এটা বরং গর্বের বস্তু। দলের মধ্যে যদি কেউ কোন দুর্নীতির আশ্রয় নেন এবং এটা প্রমাণ হয় তবে তিনি আর আমাদের পার্টিতে থাকতে পারেন না। কাজেই আমি বলব যে বিরোধী দলগুলিও যদি সেই রকম ব্যবস্থা করেন তবে দেশের কল্যাণ হবে।

খাদ্য সম্পর্কে কিছু কিছু সদস্য এখানে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু খাদ্য সংকট ত্রিপুরায় একটি ক্রনিক ডিজিজ, হিসাবে রয়েছে। কারন ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যা অনুযায়ী এখানে খাদ্যের

উৎপাদন হয়না। এই খাদ্যের অভাব সবচেয়ে বেশী দেখা দেয় পাহাড় এলাকায় জুমিয়া আদিবাসীদের মধ্যে। ত্রিপুরার এই ভয়াবহ খাদ্য সংকটকে অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে বামফ্রন্ট সরকার সাফল্যের সঙ্গেই মোকাবিলা করে আসছেন। খাদ্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নানা ভাবে চেষ্টা করে এসেছেন। জুমিয়া উপজাতিরা কোন দিনই ভাবতে পারেন নি যে তারা বিনে পয়সায় বীজধান পাবেন এবং সরকারী টাকায় ৫০ শ্রম দিবস জুমচাষ করতে পারবেন। বামফ্রন্ট সরকার গত কয়েক বছর ধরেই জুমিয়াদের মধ্যে বিনে পয়সায় বীজ ধান দিচ্ছেন এবং জুম চাষ ও বাগাই ইত্যাদি করবার জন্য তাদের সরকারী টাকায় ৫০ শ্রম দিবস দিচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকার এটা করেছেন বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতের এবং স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মাধ্যমে। সুতরাং বামফ্রন্টের এই গণমুখী প্রশাসনের মূল্য ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পারেন এবং তারা আমাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য সহযোগিতা করবেন।

শিক্ষা সম্পর্কে কেউ কেউ এখানে মন্তব্য করেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাসংকোচন নীতি গ্রহণ করছেন। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে এই মন্তব্যের কোন সম্পর্ক নেই।

বামফ্রন্টের আমলে যত সংখক স্কুল বৃদ্ধি হয়েছে যত সংখ্যক ছাত্র বেড়েছে, যত সংখ্যক শিক্ষক নিযোগ করা হয়েছে ত্রিপুরার আনাচে কানাচে যত প্রাইমারী স্কুল সিনিয়ার বেসিক স্কুল হয়েছে। এটা আগে হয়নাই ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে ১৮৪ জন রাজা রাজত্ব করেছেন সেই রাজার আমল গিয়েছে তারপর কংগ্রেস ৩০ বছর রাজত্ব করেছে সেই সময় যত স্কুল ছিল এই বামফ্রন্ট আসার ত্রিপুরায় স্কুলের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এই বামফ্রন্ট যখন ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় আসে সেই সময় ত্রিপুরায় প্রাইমারী ষ্টেজে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬২ হাজার আর এই ৫ বছরে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩ লক্ষ। এবং স্কুলের সংখ্যা তিন গুণেরও বেশী হয়েছে। (ভয়েস—জনসংখ্যা ও বেড়েছে) হ্যাঁ, জনসংখ্যা আগেও ছিল কিন্তু সেই অনুপাতে স্কুল ছিল না। এবং এটা আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশন বলতেন যে বছরে ৫ টির বেশী হাই-স্কুল করা যাবে না। কিন্তু আমরা আসার পর সেখানে বছরে ১০টি হাই-স্কুল করেছি। এবং এই স্কুল বৃদ্ধি করতে করতে ২০ থেকে ২৫টি পর্য্যন্ত হাই-স্কুল করেছি। এটা বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষার সম্প্রসারণ নীতিরই প্রতিফলন। চোখ বন্ধ করে রাখলে এই সব দেখা যায় না। যারা চাক্ষুষমান ব্যক্তি তাদের কাছে বামফ্রন্ট সত্যিই প্রসংশনীয়। স্কুল সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত পরিবর্ত্তন এবং গুণগত পরিবর্ত্তন এই দুটো'কে একই সংগে করার মত সম্পদ বামফ্রন্ট সরকারের নেই আমাদের কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে চলতে হয় কাজেই একই সংগে সংখ্যাগত পরিবর্তন এবং গুণগত পরিবর্তন সমভাবে করা যায় না। এটা সর্বভারতীয় সমাস্যা। আর তাছাড়া আছে ফার্নিচারের সমাস্যা পরিমান সংখ্যক ফার্নিচার আমাদের বেশীর ভাগ স্কুলেই নেই, অভাব আছে। এইগুলি বাস্তব বামফ্রন্ট সরকার এই বাস্তবতার দিকে চোখ বুঝে থাকে না। এই ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। এবং এই সমস্যা যত তাড়াতাড়ি দূর করা যায় সেজন্য আমাদের চেষ্টা আছে। ফার্নিচারের এমনিতেই, আমাদের অভাব আছে তার উপর এই যে প্রতি বছর ১০০, ১৫০

২০০ করে স্কুল ঘর পুড়ানো হচ্ছে তাতে শুধু স্কুল ঘরই পুড়ে না সেই সংঙ্গে ফার্নিচারও পুড়ে নষ্ট হয়। এটা ত্রিপুরায় শিক্ষার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটা বিরাট বাধা হিসাবে বামফ্রন্ট সরকার ফেস করেছে। কাজেই আমার মনে হয় এখানে যারা উপস্থিত আছেন স্কুল ঘর পুড়ে যাক এটা তারা কেউই সমর্থন করবেন না এটা আমি আশা করব এবং এটা বন্ধ করার জন্য সমগ্র অংশের মানুষের কাছ থেকে সহযোগিতা পাব যাতে এই ভাবে সমাজদ্রোহীরা আগুন লাগিয়ে স্কুল ঘর পুড়িয়ে নষ্ট না করতে পারে সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। আর ত্রিপুরায় যে শিক্ষকের সংখ্যা কম তা নয় দিল্লীতে যখন প্ল্যানিং কমিশনে আলোচনা হয় তখন আমাদের সমালোচনা করা হয় এবং বলা হয় যে আপনাদের স্কুলগুলিতে ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেশী কাজেই আপনারা আর শিক্ষক পাবেনা। আমাদের এখানে সর্ব-ভারতীয় নীরতর অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা কম নয়। এই ব্যাপারে আমাদের কতগুলি অসুবিধা আছে আমাদের অসুবিধা কোথায় ? আমাদের অসুবিধা হচ্ছে যে আমরা আমাদের শিক্ষকদের ঠিক ঠিক জায়গায় পোষ্টিং দিতে পারছি না। এই ব্যাপারে আমাদের আগে যারা সরকারে ছিলেন তারা অনেক বেশী শিক্ষক সহরের স্কুলগুলিতে পোষ্টিং দিয়ে গিয়েছেন। তারা ঠিক ঠিক ভাবে শিক্ষকদের পোষ্টিং দিয়ে যায়নি। এখনও ৬৯১টির উপর শিক্ষা দপ্তরে মামলা আদালতে ঝুলছে। যখনই তাদের ট্রান্সফার করা হয় শিক্ষার অগ্রগতির খাতিরে ছাত্রদের শিক্ষার সম্প্রসারনের খাতিরে তখনই আমাদের সামনে কনকগুলি বাধা এসে উপস্থিত হয় সেটা হচ্ছে তারা আদালতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং অদোলত থেকে একটা ইঞ্জাংশান জারি করা হয় ফলে তাদের আর প্রয়োজনীয় পোষ্টিং করা যায় না এবং সেই সব মামলা শেষ হতে ৫ বছরও লেগে যেতে পারে। (ভয়েস বে-আইনী ট্রান্সফার করলে এই রকমই হয়) ফলে এখনো আইনী কি বে-আইনী সেটা আদালতই ঠিক করবেন তবু প্রশাসনের ক্ষেত্রে শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষাকে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আদালতের এই হস্তক্ষেপ স্বাভাবিক ভাবেই সরকারী কার্য কর্মের পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় এবং সেই অসুবিধার জন্য আমরা দেখছি, যে সব জায়গায় আমরা প্রয়োজন মত শিক্ষক দিতে পারছি না এবং আদালতের রায় যদি ত্বরান্বিত হয় তাহলে দেশের এবং সকলের মংগল হবে এবং আমরা আমাদের শিক্ষা নীতি ঠিক ঠিক ভাবে চালু করতে পারব। আর ককবরক সম্পর্কে এখানে অনেক প্রশ্ন উঠেছে ককবরক ভাষা ত্রিপুরায় চালু হয়েছে। প্রথমে আমরা ক্লাশ টু পর্য্যন্ত ককবরক ভাষায় পুস্তক করেছি এবং এবং শিক্ষকও ৮১৭ জন নিয়োগ করেছি। এখনও অনেক স্কুল আছে যেখানে ককবরক শিক্ষক দেওয়া যায় নাই। মাননীয় সদস্যদের বুঝা উচিত যে একটা অলিখিত ভাষায় রূপদানের বিষয় প্রথম বামফ্রন্টই উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আমরা ক্লাস ফোর পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তক রচনার কাজ হাতে নিয়েছি এবং সেগুলি এখন আমরা পরীক্ষার জন্য এক্সপার্ট কমিটির হাতে দায়িত্ব দিয়েছি। আর এখানে বলা হচ্ছে এই ব্যাপারে কোন নজর দেওয়া হয় নাই। এ. ডি. সি. সম্পর্কে অনেক মন্তব্য করা হয়েছে মণিপুরেও আছে সেখানেও ৬ষ্ঠ তপশীল আছে বোধ হয় সেই ইতিহাস তারা পাঠ করেন নাই। মণিপুরে আছে, মিজোরামে আছে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান অনুযায়ী তাদের সেই অধিকার দিয়েছে। অথচ ত্রিপুরার এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ৬ষ্ঠ তপশীল এখানে চালু করতে সম্পূর্ণ নারাজ।

১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকারে এসে ৭ম তপশীল অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠন করে সেটা ট্রাইবেলদের হাতে তুলে দিয়েছে। এটাই ইতিহাস। ৭ম সিডিউল অনুযায়ী ভারতবর্ষের কোথাও জেলা পরিষদ গঠন করা হয় নি। যারা আগে বলতো যে রক্ত দেব কিন্তু জেলা পরিকরতে দেব না। তাদের হুমকি উপেক্ষা করে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এই অবহেলিত পিছিয়ে উপজাতিদেরকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছে। এই কাজ বামফ্রন্ট সরকার করেছে।

যারা বলেছে যে বামফ্রন্ট সরকার এই জেলা পরিষদেকে নপুংষক করে রেখেছে এটা ঠিক নয়। আইনের মধ্যে দিয়ে জেলা পরিষদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। এই বছর ১০ কোটি টাকা জেলা পরিষদ বাজেট করেছে। এটা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যেও আছে। এই বারের বাজেটে সরকার ৮ কোটি টাকা জেলা পরিষদকে দেবে এবং বাকী টাকা পরে দেবে। ১৯৭৭ সালে সুখময় বাবুর আমলে যেখানে সারা রাজ্যের জন্য ১৪ বছরে কোটি টাকা বাজেট করা আগে এবং তাও খরচ করেছিল মাত্র ১১ কোটি টাকার মতন। বাকীটা খরচ করতে পারেন নি। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার শুধু জেলাপরিষদের জন্যই ১০ কোটি টাকা দেবে। এটা অগ্রগতি কিনা এটা বুঝতে হবে।

ফুডফর ওয়ার্কস্ কেন বন্ধ করেছে? ফুডফর ওয়ার্কস্ শ্রীমতি গান্ধী ক্ষমতায় এসে বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তার পরিবর্তে চালু হয়েছে এন. আর. ই. পি। কাজের অসুবিধার জন্য বামফ্রন্ট সরকার এন. আর. ই. পির স্থলে এস. আর. ই. পি চালু করেছে। শ্রীমতি গান্ধীর কাছ থেকে. কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে চাউল পাওয়া যায় না। সেই জন্য বামফ্রন্ট সরকার এস.আর.ই.পির স্কীম চালু করে জুমিয়া পুনর্বাসন থেকে আরম্ভ করে অনেক জনহিতকর কাজগুলি তরান্বিত করার জন্য এটাকে চালু রাখবে।

কেউ কেউ বলেছেন যে শিল্পনীতিকে সংকুচন করা হয়েছে। যে ত্রিপুরায় এর আগে কোন শিল্পনীতিই ছিল না, সেখানে সংকুচনের প্রশ্নই উঠেনা। ৩৪ বৎসর কংগ্রেসী রাজত্বের কোন শিল্প নীতিই ছিল না। এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে জুট মিল চালু করেছে, ত্রিপুরায় কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। এই বামফ্রন্ট সরকার শিল্প গড়ে তুলতে চায়, আরও ভাল করতে চায়। রাজ্যপালের ভাষণে আর একটা জুট মিলের কথা বলা হয়েছে। কাজেই আমরা অনুরোধ করব যারা শিল্পের সম্প্রসারণ চায় তারা সহযোগিতা করুন যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আরও সাহায্য পাওয়া যায় এবং এটা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থেই প্রয়োজন।

এখানে জুনের দাঙ্গার কথা বলা হয়েছে। তদন্ত কমিশন হয় নি। ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থেই এই তদন্ত কমিশন করা হয় নি। দাঙ্গা হয়েছে ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলিতেও। কিন্তু কোন রাজেই কমিশন হয় নি। তদন্ত কমিশন হলে দাঙ্গাকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করবে। তদন্ত কমিশন হলে ও বলবে সে খুন করেছে, সে বলবে এ খুন করেছে। এতে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট হবে। তাই ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থেই তদন্ত হওয়া উচিত নয়। বামফ্রন্ট সরকার তা মনে করে। যারা অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে চর্জশীট হয়েছে এবং তাদের বিচার আদালতে হবে।

বিরোধীতা দুই রকমের করা হয়। এক হচ্ছে সরকারের কাজের সমালোচনা করে তার

দোষত্রুটি তুলে ধরা। জনসাধারণের স্বার্থে সেটা করা উচিত। আরেকটা হচ্ছে বিরোধীতা অর্থে বিরোধিতা করা। এটা সমাজদ্রোহীদের কাজ। এরা সরকারের সমস্ত জনহিতকর কাজ নষ্ট করে দিতে চায়।

ইলেকশানের কথা এখানে বলা হয়েছে। সুষ্ঠভাবে ত্রিপুরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যারা এখানে ইলেকশান অবজার্ভার এসেছিলেন তারা বলেছেন যে এই ধরনের সুন্দর শান্তি-পূর্ণ নির্বাচন কোথাও হয়নি। অবশ্য বিশেষ রাজনৈতিক দল বাহির থেকে লোক এসে, বোমা, বন্দুক আমদানী করে রিগিং বুথ দখল করার জন্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য ত্রিপুরার জনগণ সেটাকে বানচাল্ করে দিয়েছে।

স্যার, আরেকটা জিনিষ আমি বলব। ত্রিপুরাতে জাতি-উপজাতিদের মধ্যে যে সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ব ছিল সেটাকে নাকি বামফ্রন্ট সরকার নষ্ট করেছে। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য কাজ করছে। স্বশাসিত জেলা পরিষদ ত্রিপুরার বাঙ্গালী ও পাহাড়ীদের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়িয়ে দিয়েছে। একটা অনগ্রসর জাতিকে তার গনতান্ত্রিক অধিকার এবং মর্য্যাদা এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মাধ্যমে এই বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছে।

তাদের যে অধিকার সেই অধিকারকে সুরক্ষিত না করে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী-বাঙালীর সম্প্রীতি আনা যায় না। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ তাদের জমির সেই অধিকারকে সুরক্ষিত করেছে। এরই মধ্য দিয়ে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী বাঙালী সম্প্রীতি ঐক্য থাকবে। এই কাজ বামফ্রন্ট সরকার করেছেন। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে জনগণের কল্যাণের নীতি, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, তাদের জন সমর্থন প্রতিফলিত হয়েছে। তাই মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত ধন্যবাদ সূচক যে প্রস্তাব এখানে এসেছে তাকে আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি মাননীয় রাজ্যপালের অ্যাড্রেসের উপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর শ্রীসমর চৌধুরী যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন আমি তার সমর্থনে বলছি। প্রথমেই আমি ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, দ্বিতীয়বার আমাদের আস্থা ভোট দিয়ে তারা এই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। এই যে নির্ব্বাচন হয়ে গেল এটা একটা ঐতিহাসিক নির্ব্বাচন। ভারতবর্ষের নির্ব্বাচনের ইতিহাসে সম্ভবতঃ এই রকম নির্ব্বাচনের তুলনা নেই। যেখানে জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, ঐক্য সম্প্রীতি রক্ষার জন্য, যারা শোষিত জনগণ তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, রাজনৈতিক দৃঢ়তা এবং সচেতনতা জনগণ অর্জ্জন করেছেন। ভোটের বাক্সেই তা প্রমাণিত হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, মহোদয়, আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন, এখানে ৮২ শতাংশ ভোটার ভোট দিতে এসেছেন। মাত্র

কয়েকদিন আগে দিল্লির মত জায়গায় ভোট হয়ে গেল। সেখানে ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ৬০ জন ভোট দিয়েছেন। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, যে রাজ্য পাহাড়ী অঞ্চল, দুর্গম অঞ্চল রয়েছে, যেখানে নিরক্ষরতা রয়েছে, যেখানে লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, যেখানে লোকেরা অন্ধকারে রয়েছে সেখানকার ৮২ শতাংশ মানুষ আজকে ভোট দিয়েছে বন্দুককে অগ্রাহ্য করে, গুণ্ডামীকে অগ্রাহ্য করে। এই ৮২ শতাংশ মানুষের ভোটে বামফ্রন্ট দ্বিতীয়বারের মত ক্ষমতায় এসেছে। এই গৌরবের তুলনা নেই। এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা ভোটের আগে যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন এইগুলি গোড়ামো। এই গোড়ামো বক্তব্য তারা গত কয়েকদিন ধরে শুনে এসেছে এবং শোনার পরেই তাদের বর্জ্জন করে আমাদের পাঠিয়েছে। এটা সাহসিকতা এবং মর্য্যাদার জন্যই সম্ভব হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী চৌধুরীকে বলব যে, তিনি মাননীয় স্পীকারের কাছে একটু শিক্ষা নিয়ে আসবেন যে হাউসের মধ্যে কি ধরণের ব্যবহার করতে হয় এ সম্বন্ধে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয়া সদস্যা, মাননীয় স্পীকার মহোদয় আপনাকে রুলস অ্যাণ্ড প্রসিডিওর সম্পর্কে বলেছেন। আমি আশা করব, আপনি হাউসের মর্য্যাদা রক্ষা করবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, রাজ্যের জরুরী সমস্যার ব্যাপারে বিরোধী দলের বক্তব্য শুনা গেল না। কেন রেল আসছে না? কেন কাগজের কল হচ্ছে না? কেন ২য় চট কলের জন্য টাকা পাওয়া যাচ্ছে না? কেন আমরা যে টাকা চেয়েছি তা আর্দ্ধেক করে দেওয়া হলো? এমন কি ২০ দফা কর্মসূচীর জন্য যে অর্থ চেয়েছিলাম সে অর্থ কেন পেলাম না। এ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যে কিছু নেই কেন? ত্রিপুরা রাজ্য একটি সমস্যা সংকুল রাজ্য। সেই রাজ্যের ১০০ ভাগ লোকের জন্য আমাদের অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা কারোর উপর ট্যাক্স বসাইতে পারি না। বর্ত্তমান বিরোধী দলের সদস্যরা বলে দিতে পারেন, আমরা কোথা থেকে টাকা পাব? যে টাকার জন্য আজকে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ পেয়েছে। তাই আজকে আমরা অন্ধ্রে কর্ণাটকে বিক্ষোভ দেখতে পাচ্ছি। জিনিস পত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। কিন্তু টাকা আসছে না। আজকে যদি টাকার দাম ১৮ পয়সা হয়ে থাকে আর জিনিস পত্রের দাম ৫ গুণ বেড়ে থাকে, তাহলে ৫ গুণ তো টাকার বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সেই বরাদ্দ কি করে ধরা হয়েছে তা প্ল্যানিং কমিটিতে বলা হয়েছে। শুধু কি ত্রিপুরার মধ্যে লক্ষ লক্ষ জুমিয়া রয়েছে? কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে কি করছেন সেই কথা আজ উঠে না। উঠে না আজকে এই কথা, সি. আই, এ, এর এজেন্ট এখানে সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম পেট্রিয়ট পত্রিকায় নাম পর্য্যন্ত বলে দেওয়া হয়েছে, অমুক সি, আই, এ, এর এজেন্ট। নির্ব্বাচনের আগে কাজ করেছে। বিরোধী দলের সদস্যদের বলছি, সময় করে Patriot খানা পড়বেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই patriot কি করে খবর পেলেন? মাননীয় সদস্যরা অনুগ্রহ করে পড়ুন patriot যে খবর বেফাস করে দিল। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর দৃষ্টিতে আনতে বাধ্য হয়েছেন।

এখানে যিনি প্রতিনিধি আছেন তাঁর স্ত্রীর নামে ডকুমেন্ট দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা মনে রাখতে না পারেন, কিন্তু আমাদের তো রাখতে হবে। কেন না, আমাদের ২৯ লক্ষ মানুষের স্বার্থ দেখতে হয়। আমরা এমন একটি রাজ্যে বাস করছি, যার তিন দিকে বাংলা দেশ। এটা অত্যন্ত দুভার্গ্য জনক সেখানে সামরিক শাসন চলছে। সেখানে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। ছাত্ররা সেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করছে। এটা আমাদের খুবই দুভার্গ্য যে আমরা সেই রকম রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছি। এ অবস্থায় আমরা কি করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। আমি দেখে আরো আশ্চর্য্য হয়ে যাই, তাঁরা এখানে ৫৪ টি আসনে কণ্টেষ্ট করেছে। কোথা থেকে টাকা পাচ্ছে। রাতারাতি জীপ পাওয়া যায় না। বুঝতে হবে সাম্প্রদায়িক বীজ ছড়াবার জন্য আমেরিকা টাকা ঢালছে। এই কথা মনে করার কারণ নেই উপজাতি যুব সমিতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শুধু টাকা পাচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধীর দলেও টাকা আসছে। এটা নূতন কথা নয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি অন্য বিষয়ে যাব না। অনেক কথা বলা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা কি চান যে এখানে ডিষ্টার্বড এরিয়া ঘোষণা করে মিলিটারী দিয়ে এগুলি দমন করা হোক? মিজোরামকে ডিষ্টার্বড এরিয়া ঘোষণা করার পর এখানে কিছু কিছু খবরের কাগজ প্রস্তাব করেছেন যে আরও কিছু এলাকাকে ডিস্টার্বড এরিয়া ঘোষণা করা হোক, আমাদের সেনাবাহিনীকে সেখানে নামিয়ে দেওয়া হোক। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই-আপনারা কি এই নীতিতে চলতে চান? ভারতবর্ষকে কি সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিতে চান? তারা কি চান যে ভারতবর্ষ পাকিস্তান বা বাংলাদেশের মত হোক। মার্কসবাদী কমিউনিষ্টপার্টি একা হলেও তার বিরোধীতা করবে। আমরা গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রেখে কাজ করব। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বিরোধী দলের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই ওরা কি চান যে রাজনৈতিক দলগুলিকে বেআইনী করি? তাঁরা কি চান যে এখানে বিনা বিচারে আটক আইন প্রয়োগ করি? বিভিন্ন গনতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করার জন্য 'এসমা' আইন প্রয়োগ করি। আমরা সে পথে যেতে পারব না, কারন আমরা এতে বিশ্বাসী নই। যারা সমাজ বিরোধী, যারা খুনী, ডাকাত তাদের জন্য আইন আছে। সেই আইন প্রয়োগ করার জন্য আমাদের ক্ষমতা আছে এবং আমরা সেটা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু এটা রাজনৈতিক সমস্যা। এটাতো মিলিটারী দিয়ে সমাধান করা যায় না। রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক ভাবেই সমাধা করতে হবে। এখানে কোন টি. ইউ. জে. এসে। কোন কোন সদস্য বলেছেন যে যারা উগ্রপন্থী তারা নাকি বামফ্রন্টের সংগে যুক্ত। নাম না করলেও আমি বুঝতে পারিছি যে তারা বিজয় রাংখলের কথা বলছেন। আমি তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাই খামার বাড়ীতে যে রাজ্য সম্মেলন হয়েছে সেখানে কি বিজয় রাংখল উপস্থিত ছিলেন না? খামার বাড়ীর প্রস্তাব তো আমার হাতেই আছে। তার মধ্যে একটা প্রস্তাব ও তো নাই যে-স্বাধীন ত্রিপুরা সরকার-এই ধারনাটা অসঙ্গত। যারা উগ্রপন্থী তার খারাপ কাজ করছে।

করে বিজয় রাংখলকে তাড়ানো হয়েছে? শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যখন যাওয়া হয়েছে তার আগে বিজয় রাংখলকে তাড়ানো হয়েছে। উগ্রপন্থীদের কাছে বিজয় রাংখলের চিঠি যাচ্ছে—আমি তোমাদের এলাকাতে যাব, তোমরা আমাকে পাহাড়া দেবে। সেই চিঠি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। সুতরাং এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না কার সঙ্গে কার সম্পর্ক। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যদি দিল্লীতে লাল ডেঙ্গার সংগে ৩ বছর আলাপ আলোচনা করতে পারেন, এটা যদি পারমিসিবল হয়, তাহলে বিজয় রাংখলের সংগে আমাদের আলোচনা পারমিসিবল হবে না কেন? আপনারাইতো বলেছেন তার সংগে বিজয় রাংখলের ঘনিষ্ঠতা আছে। রাজনৈতিক সমস্যাই রাজনৈতিক ভাবেই সমাধা করতে হবে। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি যারা জংগলে লুকিয়ে আছে, যাদেরকে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা বিভ্রান্ত করে ডাকাতে পরিনত করেছে, যারা উপজাতি, অউপজাতি খুন করে, তাজা গনতান্ত্রিক সৈনিকদের খুন করে ডাকাতে পরিনত হয়েছে, তারা ভুল পথ ধরে চলেছেন। কেননা তারা বিভ্রান্ত। আমি তাদের কাছে আবেদন করছি তারা যেন এ পথ থেকে সরে আসেন। আমাদের সরকার তাদের প্রতি ভিনডিক-টিভ হবেন না। আমি এই হাউস থেকে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করছি তারা সে পথ ত্যাগ করলেন, গনতান্ত্রিক পথে তাদের যে কোন আন্দোলন পরিচালনা করার অধিকার থাকবে। ৬ষ্ঠ তপশীলের কথা তারা বলছেন, এই ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য আমরাও আন্দোলন করব। এই আন্দোলনের জন্য আমাদের তাজা ছেলে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সুখময় সরকারের হাতে খুন হয়েছে জোলাই বাড়ীতে। এই রাজ্যের মধ্যে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করতে কোন বাধা নাই। আমি তাদেরকে আহ্বান করছি যারা বিভ্রান্ত হয়ে খুনী, ডাকাতে পরিনত হয়েছে তারা সে পথ থেকে ফিরে আসুন। আমরা তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনব। তাদের বিরুদ্ধে যত মামলা আছে রাজনৈতিক ভাবে সেই মামলা বিবেচনা করা হবে। আন্দামানে ২০ বছর ধরে যারা জেল খেটেছিল তাদেরও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল যখন কংগ্রেস সরকার বুঝতে পেরেছিলেন যে ওরা ভুল পথ থেকে সরে এসে নূতন পথ ধরেছে। সেই ঘটনাই বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের একটা ইতিহাস। কিন্তু একটা কথা তাদের কাছে যত অস্ত্র আছে তা সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। এবং তারা গনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে চলবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বেশী সময় নেব না, আমার বক্তব্য আমি এখনই শেষ করছি। কিন্তু শেষ করার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকার যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সে সমস্যার সমাধানে যারা আমাদেরকে সাহায্য করছেন তাদের একটা বড় অংশ হচ্ছেন সরকারী কর্মচারী এবং এই সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন দিক থেকে এই হাউসে বিরোধী দলের সদস্যরা আক্রমন করেছেন। আমি তাদেরকে পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই যে একটা মাত্র রাজ্য আছে ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে জনসাধারণের বিরুদ্ধে সরকার কোন যুদ্ধ করেন না, ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ হয় না, যুবকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ হয় না। ৩ লক্ষ ২৭ হাজার উদ্বাস্তু এখানে ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন যুদ্ধ হয় নি। উপজাতি কৃষকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ হয় নি। কাজেই সরকার কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও কোন যুদ্ধ হবে না। আমরা আমাদের সমস্ত কর্মসূচী রূপায়নে তাদের সহযোগিতা

পাচ্ছি। পঞ্চায়েতকে যারা গালাগালি করছেন। এতদিন পর্যন্ত পঞ্চায়েতে জোতদারদের প্রধান্য ছিল, আর আজকে ভূমিহীনরা পঞ্চায়েত প্রধান হচ্ছে। কাজেই চটবেন না ওরা? উনারাতো জোতদারদের প্রতিনিধি, কালোবাজারীদের প্রতিনিধি, দুর্নীতিবাজ আমলা কর্মচারীদের প্রতিনিধি, কাজেই ওদেরতো চটবারই কথা। পুরানো দিনে আমরা ফিরে যেতে পারব না। আগামী দিন জনসাধারণের দিন। সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষদের দিন। তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন। সংগ্রাম কঠিন এবং কঠোর, সেই সংগ্রামে হাতিয়ার হিসাবে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে, হয়েছে গরীব মানুষকে সেবা করার জন্য। এই বলেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর সংশোধনী প্রস্তাব। প্রস্তাবক হলেন শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার। সংশোধনী প্রস্তাবগুলি হলো :—

"That at the end of the motion the following should be added—

1. That there is no mention of rigging in the last Assembly Election.

2. That Gradual deteriotion law & order condition of the State.

3. That failure of Govt. to check the rising of prices of the necessary commodities due to indulgence of black marketeering.

4. That failure of the Govt. to publish A. K. Dey commission Report.

5. That failure of the Govt. to implement the revised Pay Scales as a result of arbitrarity framing rules.

6. That failure of the Govt. to implement the 20 economic points programmes specially in rural areas.

7. That failure of the Govt. to check the continuous loss of TRTC, Jute Mill & Sugar Mill.

8. The appointment of staff arbitrarily from the party cardres.

9. That failure of the Govt. to set up and enquiry committee for finding out the causes of the 80's Junes massacres.

10. That the failure to rehabilitate and resettle the victims of Junes massacre and misuses of the money for party purposes.

11. That failure of the Govt. to check the corruption in Panchayat and Co-Operative.

12. That there is no mention of 410 murders held during the years 1978–82.

13. That the left front denial holding judicial enquiry for 1980's June massacres.

14. That the Govt.'s withdrawal all the cases against the CPI (M) party cadres who were directly connected for June's riot.

15. That the left front Govt. has distributed all the financial aid like NREP, SREP, to their party cadres of supporters.

16. That the left front Govt. has failed to give the Central DA in cash to the employees in the Yr. 1982.

17. That the left front Govt. destroyed the educational institution in inducing politically hooligaism.

18. That the politically motivited undemocratic decision of the Govt. to delay the Panchayat Election and to stop the BDC. meeting.

19. That the failure of Govt. to provide the working classes (in every sector) with their minimum wages.

20. That the failure of the Govt. to improve the unhealthy condition of the Hospital.

21. That the failure of the Govt. to recover the arms and ammunitions looted from Maju P.S. and find out the miscreants.

22. That the failure of the Govt. to save the lives and property of the people and attack of the so-called extremists and stop the robbery.

23. That there is no mention the discriminately transfer and promotion of the State Employees.

24. That the failure of the Govt. to make buffer stock for foodgrains.

25. That the failure of the Govt. to arrange the water suplpy in u b n and irrigation in rural areas.

26. That there is no mention the paper corruption acceptance of the left-front Govt.

আমি এখন সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি।

(সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি বাতিল হয়)।

পরবর্ত্তী সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া মহোদয়।

প্রস্তাবগুলি হলো :—"That the following words be added at the end of the motion of thanks—

কিন্তু দুঃখিত যে,

১। ১৯৮০ইং সনের ভয়াবহ দাঙ্গার বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা ভাষণে অনুপস্থিত।

২। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তপঃশীলি জাতি ও উপজাতিদের সংরক্ষিত পদ পূরনে ব্যর্থতার কথা ভাষণে উল্লেখ নেই।

৩। বিগত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের সময় দলীয় স্বার্থে প্রশাসনকে ব্যবহার করা ও অন্যান্য অবৈধ কার্য্যকলাপ সম্পর্কে ভাষনে উল্লেখ নেই।"

আমি এখন সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি।

(সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি বাতিল হয়)।

পরবর্ত্তী সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন শ্রীজহর সাহা মহোদয়।

প্রস্তাবগুলি হলো :— "That the following words to be added at the end of the motion of thanks—

কিন্তু দুঃখিত যে,

১। বামফ্রন্ট দলীয় ক্যাডার ও কর্মীদের খুন, সন্ত্রাস ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে ভাষণে উল্লেখ নেই।

২। উগ্রপন্থীদের দমনের নামে নির্দোষ উপজাতি যুবকদের পাইকারী হারে গ্রেপ্তার ও পুলিশী নির্যাতনের কথা ভাষণে উল্লেখ নেই"।

৩। সরকারী চাকুরী ও সমস্ত প্রকার সরকারী সাহায্যের ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের দলবাজীর কথা ভাষণে উল্লেখ নেই।

আমি এখন সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি।

(সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি বাতিল হয়)।

পরবর্তী সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয়।

প্রস্তাবগুলো হলো: —

"That the following words to be added at the end of the motion of thanks—

কিন্তু দুঃখিত যে,

১। উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা পুলিশী মামলা সাজিয়ে পাইকারী হারে গ্রেপ্তার ও হয়রানী করা সম্পর্কে ভাষণে উল্লেখ নেই।

২। বামফ্রন্টের দলীয় প্রধানদের দুর্নীতির তদন্ত ও শাস্তিদানের কথা ভাষণে উল্লেখ নেই।

৩। রাজ্যে ম্যালেরিয়া রোগের ব্যাপক প্রসার ও মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে ভাষণে উল্লেখ নেই"।

আমি এখন সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি।

(সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংশোধী প্রস্তাবেগুলি বাতিল হয়)

পরবর্তী সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়। প্রস্তাবগুলি হলো:—

"That the following words be added at the end of the motion of thanks"

কিন্তু দুঃখিত যে,

১। বর্তমানে রাজ্যের আইনশৃংখলার চরম অবনতির কথা ভাষণে উল্লেখ নেই।

২। রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের বর্তমান মূল বেতন অনুসারে নগদে কেন্দ্রীয় হারে ডি. এ. মঞ্জুরের প্রতিশ্রুতি ভাষণে অনুপস্থিত

৩। রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থকদের উপর পুলিশী নির্যাতনের কথা ভাষণে উল্লেখ নেই।

আমি এখন সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি।

(সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি বাতিল হয়)।

পরবর্তী সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়।

প্রস্তাবগুলি হলো:—

"That the following words be added at the end of the motion of thanks."

১। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ও পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যাপক খাদ্য সংকট [illegible]

২। সীমান্তে ডাকাতি, গরু চুরি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধে চরম ব্যর্থতার কথা ভাষণে উল্লেখ নেই।

৩। বেকার ভাতা প্রদানের কথা ভাষণে উল্লেখ নেই।

আমি এখন সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোট দিচ্ছি।

(সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংশোধগুলি প্রস্তাবগুলি বাতিল হয়।)

আমি এখন মূল প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবক হলেন শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়।

প্রস্তাবটি হলো :— "নিম্নলিখিত মর্মে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপালের নিকট সভার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা হউক যে,—

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল এই সভায় যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্যবৃন্দ গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।"

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশানস্

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো : "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশাস"

আজকের কার্যসূচীতে দুইটি "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান" আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাস মহাশয়া, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় এবং শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় যুগ্মভাবে।

আমি এখন মাননীয়া শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাস মহাশয়াকে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি উত্থাপন করতে।

শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিউলিউশানটি উত্থাপন করছি। রিজিউলিউশনটি হলো :

"এই বিধানসভায় প্রস্তাব করিতেছে যে, আগামী ১৯৮৩ইং মার্চের মধ্যে ত্রিপুরার সমস্ত সরকারী দপ্তরগুলোতে সর্ব্বপ্রকার কাজকর্ম বাংলা ভাষায় করা হউক"।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বাংলা ত্রিপুরার রাজ্য ভাষা এবং বাংলা ভাষাতেই ত্রিপুরার রাজ্যে সমস্ত কাজকর্ম করা হতো পূর্ব্বে। বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রথম ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন বলেছিলেন সরকারী অফিসে বাংলা ভাষাতেই কাজকর্ম চালু করতে হবে। গ্রামের জনসাধারণ তারা ইংরাজী জানে না তাই তাদের ভীষণ অসুবিধা হয়। তাদের অসুবিধা দূর করতে হলে প্রথমেই বাংলা ভাষাকে স্থান দিতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে। তাই ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে বাংলা ভাষা চালু হয় এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় : অনারেবল মেম্বারস, মাননীয় সদস্য শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাস মহাশয়া কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের [illegible] দিয়েছেন। আমি সেই সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি

দিয়েছি। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের প্রতিলিপি মাননীয় মহোদয়গণ নিশ্চই পেয়েছেন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে উত্থাপিত রিজলিউশানটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সংশোধনীরীতি অনুযায়ী প্রস্তাবটি টেকেন অ্যাজ বলে ধরে নিতে পারেন। উনি আর কিছুক্ষণ পরেই আসবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার সেটা হতে পারে না। ওরা বক্তব্যের মধ্যে সেটা রাখতে পারেন। কিন্তু অ্যামেণ্ডমেণ্ট হিসেবে আসতে পারবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : ইন দি অ্যাবসেন্স অব দি মুভার দি অ্যামেণ্ডমেণ্ট ফলস্ থু। মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাসের প্রস্তাবটির উপর অ্যামেণ্ডমেণ্ট যেটা আনা হয়েছিল সেটার উপর আর আলোচনা হচ্ছে না। মূল প্রস্তাবের উপর যদি কেউ আলোচনা করতে চান তাহলে পারেন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাসকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাছি।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাস এই সভায় ১৯৮৩ সনের মার্চের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রশাসনিক সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে এইভাবে আমি সমর্থন করতে পারি না যদিও নীতিগতভাবে বাংলা ভাষা সরকারী সব দপ্তরেই চালু করার জন্য বিগত বিধান সভায়ও আমরা আলোচনা করেছি। কাজেই বাংলা এবং ককবরক ভাষাকে সরকারী দপ্তরে চালু করার প্রশ্নের আমি বিমত পোষণ করছি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই বাংলা ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করার প্রশ্নে দীর্ঘদিন আমরা আন্দোলন করেছি। যদিও বাংলা ভাষাকে প্রশাসনে আমরা চালু করতে চেষ্টা করছি তা, সত্বেও কতগুলি টেকনিক্যাল অসুবিধা আছে। বাংলায় পরিভাষায় অভাব। এছাড়া দক্ষ কর্মী যারা বাংলা ভাষাকে প্রয়োগ করতে পারেন বা টাইপ করার অসুবিধা ইত্যাদি আছে।

তারপর জিনিষটা লক্ষ্য করা যায়, আমরা আমাদের প্রশাসনের কাজ কর্ম চালাতে গিয়ে দেখছি যে আমাদের উচ্চ পর্যায়ের যে সকল কর্মচারী আছেন তাঁরা ত্রিপুরার বাইরে থেকে আসেন এবং তাঁরা বাংলা জানেন না। কাজেই সেই ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চালু করতে এই মুহূর্তে অসুবিধা হবে। কাজেই আমি দাবী রাখব যে যাতে তাড়াতাড়ি বাংলা ভাষা চালু করা যায় প্রশাসনে সরকার সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন। এটা নিশ্চয়ই ভাল কথা যে তিনি এই প্রস্তাব এনেছেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন জায়গায়, যারা আজকে বাংলা ভাষাকে মর্য্যাদা দেওয়ার নাম করে বাংলার প্রতি দরদ দেখিয়ে "বাংলা, বাংলা" বলে চীৎকার করেন তারাই অফিসে আদালতে যে সা নবোর্ডগুলি আছে সেগুলিকে আলকাতরা দিয়ে, ইংরেজী হউক বা অন্য যে কোন ভাষা হউক, মুছে দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে আমরা বাংগালী আজকে যে কথা বলেছেন যে দুনীয়ার বাঙ্গালী এক হও, তাঁরাই আবার আনন্দমার্গ যারা পরিচালিত স্কুলে দেখি নিজেদের ছেলেমেয়েকে ইংরেজী পড়ান। [illegible] ওনারা আমরা স্কুলে দেখি একরূপ, [illegible] রাস্তায় দেখি [illegible] উগ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] শ্রেণীর

লোক এক হয়ে কাজ করেছে সেখানে তাদের এই কার্য্যকলাপ অত্যন্ত দুঃখ জনক। আবার অন্যদিকে উপজাতিরা মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বলেছেন দুনিয়ার উপজাতি এক হও। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার আজকে যেখানে ত্রিপুরার উন্নত অনুন্নত সকল সম্প্রদায়ের লোকের উন্নতির পথ বিনাশের চেষ্টা করছেন সেখানে উগ্র জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। এদিকে আমরা বাঙালীরা বলছে দুনিয়ার বাঙালী এক হও আরেকদিকে উপজাতি যুবসমিতি চীৎকার দিচ্ছে স্বাধীন ত্রিপুরা গঠনের কথা বলে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আগামী দিনের গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার ও ত্রিপুরার মানুষকে তাদের মূল লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করছে সেখানে এধরনের জাতি-উপজাতিদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করার কার্য্যকলাপ অত্যন্ত নিন্দনীয়। আজকে শ্রীমতি গান্ধী দেশকে যে অবস্থায় এনে দিয়েছেন তার থেকে দেশকে রক্ষা করবেন বলে আমি আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমতি রত্নপ্রভা দাস :—পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয়া সদস্যা আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করার সময়ে বলতে পারবেন। নাও অনারেবল মেম্বার শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ইজ ইনভাইটেড টু ডেলিভার হিজ স্পীচ উইদিন ফাইভ মিনিটস্।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি রত্নপ্রভা দাস যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি পুরোপুরি ভাবে সমর্থন করি না। তার কারণ তিনি বলেছেন ত্রিপুরার সমস্ত অফিসে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা ভাষা চালু করা হউক। তিনি বলেছেন যে এখন ত্রিপুরার বিভিন্ন অফিসে যে ইংরেজী ভাষা চালু রয়েছে সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা সুবিধা জনক নয়। আমি এটা খুবই যুক্তি সঙ্গত মনে করি তার কারণ ত্রিপুরায় বাংলা ভাষাভাষি যেসব সাধারণ মানুষ রয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত রয়েছেন। তাদের পক্ষে ইংরেজী ভাষাতে অফিসের কাগজপত্র বুঝা সম্ভব নয়। তারপরে উপজাতি যারা রয়েছেন তাদের পক্ষে ইংরেজী ভাষা ত সম্ভব নয়ই তদুপরি বাংলা ভাষাও সম্ভব নয়। তাই আমি বলতে চাই ত্রিপুরার বিভিন্ন অফিসে বাংলা ভাষার সাথে সাথে ককবরক ভাষাও চালু করা হউক। দিল্লীতে মাননীয় এম. পি. অজয় বিশ্বাস যখন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে গৌহাটি হাইকোর্ট সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন আমি দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলাম সেদিন। তিনি বলেছিলেন ত্রিপুরার বাংলা ভাষাভাষী লোকের পক্ষে গৌহাটি গিয়ে কেইস করা অসুবিধা জনক, তার কারণ সেখানে বাংলা ভাষা চলে না। আমি বলতে চাই পাহাড়ীদের পক্ষে ত আরও অসুবিধা জনক ব্যাপার তার কারণ তারা বাংলাও বুঝে না, ইংরেজীও বুঝে না। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার আমি বামফ্রন্ট সরকারের এই এক চক্ষু পলিসি ত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। সমগ্র ত্রিপুরার জনগণের সুবিধা-অসুবিধা দেখার দায়িত্ব প্রত্যেকটি জন-প্রতিনিধির রয়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মূল প্রস্তাবের উপর আমার বিরোধীতা করে বলছি যে বাংলা ভাষার সাথে সাথে ককবরক ভাষা চালু করার ব্যবস্থা করা হউক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রী সমীর দেব সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৮৩র মার্চের মধ্যে বাংলা ভাষাকে সরকারী দপ্তরে চালু করতে হবে বলে যে প্রস্তাব মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস এনেছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু বলছি।
এখানে মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি রত্না প্রভা দাস যে প্রস্তাব এনেছেন তা সঙ্গত হতো যদি তিনি প্রস্তাব করতেন যে বাংলা এবং ককবরক্ ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করার জন্য এবং আগামী ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই তা চালু কর হোক। কিন্তু শ্রীমতি দাস তা করেননি। সুতরাং আমি বলব যে শুধু মুখে বাঙ্গালীদের জন্য দরদ দেখানোর জন্যই এটা আনা হয়েছে। এই সকল মেকি বাঙ্গালী পনা যারা করছেন তারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এরা হলো আলকাতরা মারার দল যারা রাতের অন্ধকারে আলকাতরা মেরে সাইন্‌বোর্ড এর ইংরেজী লেখাকে মুছে দিয়ে নিজেদের প্রকৃত বাঙ্গালী দরদী বলে সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষে হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেওয়া হলেও সেই ভাষাকে প্রকৃতপক্ষে সরকারী দপ্তরে চালু করার পেছনে অনেক বাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রধান একটি হলো সঠিক পরিভাষা খোঁজে পাওয়া। যার দরুন হিন্দিকে এখনো পর্যান্ত সঠিকভাবে সরকারী দপ্তরে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। ঠিক তেমনি বাংলা ভাষা চালুর ক্ষেত্রেও রয়েছে পরিভাষার সমস্যা। সুতরাং শুধু মুখে বললেই হবে না যে বাংলা ভাষাকে আগামী মার্চের মধ্যে সরকারী সকল দপ্তরগুলিতে চালু করা হোক। এর পেছনে যে অসুবিধাগুলি রয়েছে তাও দেখতে হবে। সেই কারনে আজকে ১৯৮৩ সালের মার্চের মধ্যে বাংলা ভাষাকে সরকারী দপ্তরগুলিতে চালু করা হোক এই যে প্রস্তাব এসেছে তা আমি সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। শ্রীমতি দাস তাঁর ভাষনে বলেছেন যে, বাংলাভাষা ত্রিপুরার মহারাজাদের আমলে সরকারী ভাষা ছিল। কিন্তু আমি বলব মহারাজারা বাংলা ভাষাকে রাজভাষার স্বীকৃতি দিলেও ত্রিপুরীদের যে ককবরক্ ভাষা সেই ইতিহাসকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সুতরাং শুধু বাঙ্গালী সেন্টিমেণ্ট হলে চলবে না। পাশা পাশি যে উপজাতি আছে তাদের ভাষাকেও উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। সেই ভাষাও যাতে ত্রিপুরার সরকারী দপ্তর আদালতগুলিতে চালু হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া একটা ভাষাকে আগামী মার্চ ১৯৮৩ এর মধ্যে চালু করে দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। এর কতগুলি টেকনিক্যাল ডিফেক্ট রয়েছে। আমার মনে আছে ১৯৬৪-৬৫ সালে ত্রিপুরা বিধান সভায় তখনকার মাননীয় সদস্য বীর চন্দ্র দেববর্মা বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসেবে চালু করার জন্য একটি প্রস্তাব এনেছিলেন এবং তখন সর্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব পাশও হয়েছিল। কিন্তু এর পর দীর্ঘ ১৫।১৬ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও সেই ভাষাকে সরকারী অফিস আদালতে ব্যবহার সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়ে উঠেনি; তার একমাত্র কারন হলো এর টেকনিক্যাল ডিফেক্ট। সুতরাং এই সকল অসুবিধাগুলি

আগে বিচার করতে হবে। তবে একটি ভাষার উন্নতিরজন্য চেষ্টা উচিত। সুতরাং এই বলে আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলী।

শ্রীসয়দ বসিত আলি ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার. এখানে আমরা বাঙ্গালীর পক্ষ থেকে মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস বাংলা ভাষাকে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে সরকারী দপ্তরগুলিতে চালু করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সর্বান্তকরনে সমর্থন করছি। কারন আজকে আমাদের দেখতে হবে যে, বামফ্রন্ট সরকার বাংগালীর মুল রঘুনাথ কর্তৃক রচিত গ্রন্থগুলি স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দিয়ে যে সকল পাঠ্য সূচী চালু করতে চাইছেন তাতে ছাত্রদের অত্যন্ত ক্ষতিকারক হচ্ছে। সুতরাং আমিও এখানে দাবী করছি যে বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাংলাকে স্কুল কলেজে, সরকারী অফিস আদালতে চালু করা হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয়া সদস্য শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস তার প্রস্তাবের উপর আর কিছু বলতে চান কি?

শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, বাংলাভাষাকে সরকারী দপ্তরগুলিতে চালু করবার জন্যে এখানে যে প্রস্তাব এনেছিলাম তাতে আমি অন্য কোন ভাষাকে হেয় করবার বা বিভ্রান্ত করবার জন্য আনিনি। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে গতবার বিধানসভায় বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতি যেন তারা রক্ষা করেন। কিন্তু তাই বলে আমরা "আমরা বাঙ্গালী" করি "আনন্দ মার্গ" করি এই সকল প্রশ্ন অবান্তর। বাঙ্গালী বা উপজাতির মধ্যে কোন ভেদ নাই। আমরা যাতে সকলে একসঙ্গে বাস করতে পারি সেটাই আমাদের কাম্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ এই প্রস্তাবটির আলোচনা শেষ হলো। আমি এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, আগামী ১৯৮৩ ইং মার্চের মধ্যে ত্রিপুরার সমস্ত সরকারী দপ্তরগুলোতে সর্বপ্রকার কাজকর্ম বাংলা ভাষায় করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে বাতিল হয়ে যায়।)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহোদয়ের প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে "এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে তা লোক সভার আগামী অধিবেশনে ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করে ত্রিপুরায় ৭ম তপশীল অবলম্বনে নির্বাচিত 'ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে' সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশীলে যে সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই সব ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।" স্যার, এই প্রস্তাব আমি বিধানসভায়,

করতে গিয়ে আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমরা এর আগে বিধানসভায় এইভাবে প্রস্তাব এনে পাশ করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেকবার অনুরোধ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়টি এখনও বিবেচনা করছেন না। এই প্রস্তাবে আমি উল্লেখ করতে চাই যে ১৯৭৭ইং সালের ডিসেম্বর-এর নির্বাচনের সময় বামফ্রন্ট যে নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টো করেছিলেন তাতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব রেখেই জনগনের রায়ে বিপুল গরিষ্ঠতা দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। তখন বামফ্রন্ট বলেছিলেন যে যদি ত্রিপুরার গনতন্ত্রীক প্রিয় জনগন তাদের ক্ষমতায় বসায় তাহলে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবেন। তারপর ৮০ সালে পার্লামেন্টের ইলেকশানের সময় আবার ৬ষ্ঠ তপশীল নিয়ে দাবী উঠেছিল ত্রিপুরার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রশাসনিকভাবে আইনগত ভাবে তাদের সেই অধিকার দেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল যে সংবিধান সংশোধন করে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করা হউক। তখন আমরা দেখেছি যে এ' ৮০ সালের ইলেকশানের সময় তখনকার কংগ্রেস (আই)র প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্য্য রেডিওতে এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছিলেন ত্রিপুরার জনগনের কাছে আবেদন রেখেছিলেন যে এইবার ভোট হবে উপজাতির পক্ষে অথবা বিপক্ষে। এই ত্রিপুরায় যখন বামফ্রন্ট ত্রিপুরার সংখ্যালঘু অবহেলিত অংশের মানুষের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন যাতে কেন্দ্র ত্রিপুরার ৬ষ্ঠ তপশীলের অধিকারগুলি সংবিধান সংশোধন করে ৭ম তপশীলের মধ্য দিয়ে চালু করেন। এবং ত্রিপুরার গনতান্ত্রিকপ্রিয় মানুষ ৮০ ইং ইলেকশানে ত্রিপুরার দু'টি আসনেই বামফ্রন্টের প্রার্থীকে জয়ী করেছিলেন। স্যার, শুধু মাত্র অশোক ভট্টাচার্য্যই নয়---কংগ্রেস (আই)র সংগে আমরা বাংগালী দলও এক হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা মিলিতভাবে চেষ্টা করেছিলেন আমরা উপজাতিদের যে অধিকার ৭ম তপশীলের মাধ্যমে দেওয়ার দাবী তুলেছিলাম সেটাকে বাঞ্চাল করার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর আমরা দেখলাম বাই-ইলেকশানের সময়। সেখানে তিনটি কনষ্টিটিউয়েন্সিতে ইলেকশান হয়েছিল তখন আমরা দেখেছি এই সব কথা বার বার বলা হয়েছে উপজাতির স্বার্থের পক্ষে অথবা বিপক্ষে এই ভোট হচ্ছে। এবং আমরা বাংগালী এবং কংগ্রেস (আই) দল এক যোগে চেষ্টা করেছে যে করেই হউক উপজাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য বামফ্রন্টের যে প্রচেষ্টা সেটাকে বাঞ্চাল করতে হবে সেটাকে রুখতে হবে। গ্রামে গ্রামে আমরা দেখেছি আমরা বাঙ্গালী দল শুধু লাঠি নয় বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ত্রিপুরায় সন্ত্রাস চলিয়ে ছিলেন। মন্ত্রীদের রাস্তা আটকে দিয়েছিলেন তারা মন্ত্রীদের গাড়ী যেতে দেবেন না। কোন মিটিং করতে দেবেন না মানুষের যে গনতান্ত্রিক অধিকার তার উপর তারা হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করেছিলেন। তারপর এ. ডি. সি. র ইলেকশান আসলে সেখানেও আমরা এই বক্তব্যই রেখেছিলাম এবং দেখা গেল ত্রিপুরার গনতন্ত্রপ্রিয় জনগন আমাদের বিপুল ভোটে জয়ী করে আমাদের এ. ডি. সিতে বসিয়েছে। বামফ্রন্টের সমস্ত প্রচেষ্টা স্বার্থক হল। এ. ডি. সি.র ইলেকশানের কথা আমরা ভুলতে পারি না। ইলেকশানের তিন দিন আগে আমরা বাংগালী দল সারা ত্রিপুরায় দুই দিনের জন্য বন্ধ ডাকলেন -কেন? না যাতে এ. ডি. সি. র ইলেকশান না হতে পারে। শুধু তাই নয় কংগ্রেস (আই) পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন তাদের সহযোগীতা করার জন্য যাতে বামফ্রন্ট এ. ডি. সি. তে প্রতিষ্ঠিত

না হতে পারে। তা সত্বেও বামফ্রণ্ট অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— উপজাতিদের ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক যে সব অধিকার আছে তার সবগুলি অধিকার সংবিধান সংশোধন করে ৭ম তপশীলের মাধ্যমে পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই বিধান সভার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকু করার জন্য বামফ্রণ্ট প্রচেষ্টা নিচ্ছে। তারপর এই বিধান সভার ইলেকশান আসল এখানেও একই প্রশ্ন তুলা হয়েছে উপজাতির পক্ষে অথবা বিপক্ষে। আমরা শুনেছি কংগ্রেস (আই) উপজাতি যুব-সমিতির সংগে আঁতাত করতে গিয়ে ৬ষ্ঠ তপশীল মেনে নেবেন এমন কোন কথা বলেন নাই। মাননীয় বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া তাদের দলের পক্ষ থেকে রেডিওতে বক্তৃতা করেছিলেন কিন্তু উপজাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৬ষ্ঠ তপশীল সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নাই। একটা মন্তব্যও ছিল না। ঠিক এই ভাবে উপজাতি যুব সমিতি সম্পূর্ণ ভাবে আমরা বাঙ্গালী দলের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গিয়েছিলেন তারপর উপজাতিদের স্বার্থে বামফ্রণ্টের সব প্রচেষ্টা বানচাল করার জন্য এখানে বিকল্প একটা সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তা সত্বেও ত্রিপুরার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ শতকরা ৫০ ভাগ ভোট দিয়ে বামফ্রণ্টকে আবার ত্রিপুরার বিধান সভায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ত্রিপুরার উপ-জাতির স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ সচেতন। এই অবহেলিত অংশের মানুষের জন্য ত্রিপুরার গনতান্ত্রিক মানুষ অত্যন্ত সচেতন কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এখনও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন না যাতে ত্রিপুরার নির্বাচিত অটো-নোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের হাতে ৬ষ্ঠ তপশীলে যেসব অধিকার উপজাতিদের জন্য রয়েছে সেইসব অধিকার সংবিধান সংশোধন করে ৭ম তপশীলের মাধ্যমে প্রয়োগ করার জন্য সেইসব ক্ষমতা অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের হাতে তুলে দেওয়া হবে যাতে উপজাতিদের জন্য এইসব অবহেলিত মানুষের জন্য আরও ভাল ভাবে কাজ করতে পারেন।

বামফ্রণ্ট সরকার আরও বেশী গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারবেন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বিকাশের দৃষ্টিভংগী সামনে রেখে আমি এই প্রস্তাব এখানে রেখেছি। আশা করি এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস।

শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। বামফ্রণ্ট সরকার এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করে ত্রিপুরায় পাহাড়ী ও বাংগালীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এই সরকার আসার আগে এই ত্রিপুরায় পাহাড়ী ও বাঙ্গালী সবাই মিলে মিশে বাস করত। কিন্তু এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ করার ফলে যে সমস্ত বাঙ্গালী এই জেলা পরিষদের মধ্যে বাস করছেন তাদের স্বার্থ এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ দেখবে না। আমরা পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এই সরকার সেটাকে আরও বাড়িয়ে দিবে যদি ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী স্ব-শাসিত জেলাপরিষদের হাতে আরও ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। ত্রিপুরাতে যারা অনুন্নত তাদেরকে উন্নত করা, তাদের উন্নতির জন্য যদি এই সরকার চেষ্টা করেন তাহলে আমরা নিশ্চয় সাহায্য করব। ত্রিপুরা এক। এখানে জাতি ও উপ-জাতির মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করলে সেটাকে আমরা মানতে পারি না। আমরা চাই সবাই মানুষ। তার মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না।

আজকে যে সমস্ত বাঙ্গালী এই জেলা পরিষদের মধ্যে বসবাস করছে তাদের অবস্থা কি হবে? তারা কি ভাবে বাঁচবে? তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুন্ন হবে। তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে এবং তারা যাতে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সকল মানুষকেই সমান অধিকার দিতে হবে। আমরা সেই নীতিতেই বিশ্বাসী: এটাই আমার বক্তব্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী জেলা পরিষদের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব এনেছেন সেই সম্পর্কে আমি ২/৪টা কথা বলব। ত্রিপুরা রাজ্যে কেন উপজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে এই প্রেক্ষাপটে এটাকে বিচার করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কংগ্রেস (ই), যারা নিজেকে জাতীয় কংগ্রেস বলে নির্বাচনের সময় সস্তায় বাজার মাত করতে চেয়েছিল এবং যারা বলে যে তারাই দেশের স্বাধীনতা এনেছিল এটা তারা দাবী করতে পারে। কিন্তু এই কংগ্রেসই ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করেছে, ভাগ করেছে, হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের সৃষ্টি করেছে। যার ফলে এই রাজ্যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসতে বাধ্য হয়েছে এবং এই রাজ্যের যারা আদিবাসী, যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল তারা সংখ্যা লঘুতে পরিণত হল এই উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে। এই উপজাতিদের শিক্ষা সংস্কৃতি বাঁধা প্রাপ্ত হল এবং তাদের জমি হাত ছাড়া হল। কাজেই তাদের জাতীয় স্বত্বাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পাহাড়ী ও বাংগালী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তারা দাবী তুলল যে ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখি, তখনকার কংগ্রেস সরকার বার বার এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য চেষ্টা করেছে। যার ফলে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে আমরা হারিয়েছি। উপজাতি যুব সমিতি তাদেরকে বলতে চাই আজ তারা যে দলের সঙ্গে আছে সেই দল শাসনে থাকার সময়ই পুলিশের গুলিতে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে খুন করেছে। আজকে তারা তাদের সঙ্গেই ঘাটছড়া বেধেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এখানে ষষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্য চেষ্টা করে আসছে কিন্তু এটা করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হয়। কাজেই উপজাতিদের ন্যূনতম রক্ষা কবচ হিসাবে বামফ্রন্ট তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে ৭ম তপশিল ভিত্তিতে একটা জেলা পরিষদ গঠন করেছে। এই জেলা পরিষদ গঠন করার সময় কংগ্রেস, আমরা বাংগালীর মত প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি বাঁধা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই সমস্ত উপেক্ষা করে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই জেলা পরিষদ গঠন করেছে। এই জেলা পরিষদকে অনেকখানি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করতে পারে না। যার জন্য কাজ করতে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। যদি ষষ্ঠ তপশিল অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠন হয় তাহলে এই পরিষদের অটোনাম পাওয়ার বাড়বে এবং উপজাতিদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। ষষ্ঠ তপশিল অনুযায়ী হলে এই পরিষদের নিয়ামক হবেন রাজ্যপাল। এখন রাজ্যে সরকার একটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। অবশ্য বামফ্রন্ট সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু যেখানে একটা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে সেখানে হয়তো কোন সময় সরকার বদল হয়ে অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু সেটা রাজ্য পালের অধীনে গেলে কোন বাঁধার সৃষ্টি হবে না। যদি সৃষ্টিও হয় তাহলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে সেই বাঁধা দূর করা যায়।

ন্যায়, যদি রাজ্যপালের হাতে সেটা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলেও রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে রাজ্যপাল যখন করবেন সেই বাধা দূর করা যায়। রাজ্যপালের নিয়ম ছাড়া রাজ্য সরকার কিছু করেন না। কিন্তু তথাপি ৬ষ্ঠ তপশীলের মধ্যে সেই সুযোগ থাকবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ৭ম তপশীলের অনুশাসনে যে জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে সেই জেলা পরিষদের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি, জেলা পরিষদের কাজের জন্য কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করছেন না। নামমাত্র অর্থ বরাদ্দ করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই উপজাতি যুব সমিতির তরফ থেকে ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবী করা হয় নির্বাচনের সময়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা হয়েছে বলে তাঁরা এখানে নির্বাচনের আগে ভাওতা দিয়েছিলেন। কিন্তু টাকা না পেলে জেলা পরিষদ কি করে কাজ করবে। শ্যামাচরন বাবু, নগেন্দ্র বাবু দিল্লী গেছেন কত বার। কিন্তু একবারও কি তাঁরা সেখানে জেলা পরিষদের জন্য টাকার দাবী করেছেন? না, তা করেন নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রীমতিলাল সরকার :— আমাকে তিন মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :— না, দুই মিনিট পাবেন।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনারা টাকার জন্য কোন দাবী করছেন না। আপনাদের নীতি হচ্ছে বন্দুক উচু করে জোর করে চাঁদা আদায় করার। আপনারা তবু শ্রীমতী গান্ধীর কাছে নীতির জন্য চাপ দেবেন না সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে বলে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তো আর জোর করে চাঁদা তুলে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কাজ চালাতে পারেন না কিংবা এই নীতিতে বিশ্বাসীও নন। সে জন্য কেন্দ্রের কাছে অধিক অর্থের জন্য লড়াই করছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের পাশে রয়েছে। কংগ্রেসের নীতি যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব, আজকে যখন এখানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য, উপজাতি জনগণের নূন্যতম চাহিদা পূরণের জন্য যদি তাঁদের একটু দরদ থাকত, তাহলে বিরোধী বেঞ্চের এই চেহারা দেখতাম না। ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে আমরা দেখেছি, উপজাতিদের যে ৫টি ন্যূনতম চাহিদা ছিল তা পূরণ করার জন্য কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেন নি। মাতৃভাষায় শিক্ষা কিংবা জেলা পরিষদ গঠনের কোন আলোচনাই তাঁরা করেন নি। বামফ্রন্ট সরকার যখন জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন করতে চাইলেন, তখন দেখলাম, একটি সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক দল তাঁরা নির্ব্বাচন বয়কট করলেন। আবার কেহ বললেন, রক্ত দেব তবু জমি দেব না। বিগত লোকসভার নির্বাচনের সময় দেখলাম, অশোকবাবু বক্তৃতা করেছেন, 'আমাকে লোক সভায় নির্ব্বাচন করুন, তাহলে আমি জেলা পরিষদ বাদ দিয়ে দেব।" আর এখানে যদি সেই দলই উপজাতি দরদের কথা বলেন, তাহলে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের বুঝতে অসুবিধা হবে না এটা কি রকম দরদের কথা। যারা জেলা পরিষদ বাতিল করে দেবার কথা বলে তাঁদের কোন নৈতিক অধিকার নেই ত্রিপুরার উপজাতিদের নামে কোন কথা বলে। আমি আশা করব এই হাউস সর্ব সম্মত ভাবে মাননীয় সদস্য শ্রীদশর চৌধুরী ও মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকারের প্রস্তাব সমর্থন করবেন এবং ত্রিপুরার জনগণের জন্য আর একটি পদক্ষেপ যা বামফ্রন্ট তুলে ধরতে চায় তাতে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ লড়াই করবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য, আপনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদমর চৌধুরী ও মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার এখানে যে ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য যে দাবী করেছেন সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই, এ দাবী নতুন কিছু নয়। বিধানসভায় এই প্রস্তাব এর আগেও আমরা বহুবার এনেছি। বিধান সভার বাইরেও এর আগে আমরা উপজাতি যুব সমিতির জন্ম লগ্ন থেকে আন্দোলন করে এসেছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ইতিহাসে আছে, উপজাতি যুব সমিতি এই হাউসে আসার আগে থেকেই এই দাবী করছে। আমি এখানে বলতে চাই, বামফ্রন্ট উপজাতি দরদী বলে যে দাবী করছেন তাদের পক্ষ থেকে একজন মেম্বারও এই ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবী করেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি লক্ষ করেছি, এখানে বামফ্রন্টের অনেকে দাবী করতে চান ৭ম তপশীল যেটা গত বিধান সভার আমলে গঠন করা হয়েছে সেটা বামফ্রন্ট নিজে থেকে দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস এ কথা বলে না। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কেন সারা ভারতবর্ষের মানুষও দেখেছেন, সেদিন উপজাতি যুব সমিতি কি করে এই দাবী আদায় করেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এছাড়া এখানে আরও একটা অভিযোগ করেছেন যে, কংগ্রেস আমলে উপজাতিদের জন্য কোন কিছুই করা হয় নি। কিন্তু তা ঠিক নয়। সুখময় সেনের আমলে ১৯৬৯ সাল থেকে ভূমি ফেরৎ দেওয়ার জন্য আইন হয়েছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তখন বলেছেন, তাঁরা ১৯৬০ সাল থেকে ভূমি ফেরৎ দেওয়ার জন্য আইন চালু করবেন। কিন্তু ১৯৬০ সাল তো করেন নি এমন কি ১৯৬৯ সালের আইনও এখন পর্য্যন্ত কার্য্যকর করা হয় নি।

ওরা জায়গায় প্রচার করছে যারা সি. পি. আই (এম) করবে না তাদেরকে জমি ফেরৎ দেওয়া হবে না। কংগ্রেসী আমলের আইনকে তারা এই ভাবে বিকৃত করেছে। এটা কি উপজাতি দরদে নমুনা? মিঃ স্পীকার, স্যার, সংখ্যালঘু এবং পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই দাবী উঠেছে। আজকে এই দাবী যাতে উঠতে না পারে তার জন্য তারা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। ১৯৭৮ইং সালে যখন যুব সমিতি এই দাবী তুলে ধরল তখনই সি. পি. আই (এম) উপজাতিদের মধ্যে একটা বিরাট ভাঙ্গন ধরে। তখন বাধ্য হয়েই তারা আমাদের পদাংক অনুসরণ করল ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবীতে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯৭৭ইং সনের নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষ যারা ৭ম তপশীলের মোতাবেক জেলা পরিষদের বিরোধীতা করেছে তার তাদের বর্জন করেছে। ১৯৮৩ইং সালের নির্বাচনেরও বামফ্রন্ট এই পলিসিটাই নিয়েছে। যুব সমিতির সদস্যরা যাতে বিধানসভায় যেতে না পারে তার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীদমর চৌধুরী মহোদয় বলেছেন আমাদের কোন স্পীচেই নাকি ৬ষ্ঠ তপশীলের কথা বলি নি। এটা বামফ্রন্টের একটা বৈশিষ্ট্য। তারা কোন সত্য কথা স্বীকার করতে চায় না। কংগ্রেস (আই) নেতৃ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যখন আমাদের নির্বাচনী সমঝোতা হয় তখন তিনি বলেছেন আই উড কনসিডার দ্য সিক্সথ সিডুয়ল টু এক্সটেণ্ড ইন ত্রিপুরা। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছিল। মিঃ স্পীকার,

স্যার, বিগত নির্ব্বাচনে বামফ্রন্ট উপজাতিদের বিভ্রান্ত করা চেষ্টা করেছিল এই বলে যে উপজাতি যুব সমিতির ষষ্ঠ তপশীল সদস্যরা দাবী প্রত্যাহার করেছে। ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবী না মেনে কংগ্রেসের সঙ্গে এ্যাডজাষ্টমেন্ট করেছে। এই ভাবে বিভিন্ন কায়দায় তারা উপজাতিদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস ধোপে টেকে নি। কংগ্রেস (আই) সভাপতি ৬ষ্ঠ তপশীল সম্পর্কে বলেছেন যে যথা সময়ে বিবেচনা করা হবে। অতএব বিরোধীতার কোন প্রশ্নই উঠে না। মি: স্পীকার, স্যার, মানুষকে বিভ্রান্ত করার বামফ্রন্টের পলিসী যখন প্রমাণ হয়ে গেল তখন জনগণ তাদের এই প্রচারকে গ্রাহ্যই করেন নি, বরং বিপুল ভোটে কংগ্রেস (আই) ও উপাজাতি যুব সমিতিকে জয় যুক্ত করছে তখনই তাদের বুকে কম্পনের সৃষ্টি হয়েছে। আমি কালকে পর্য্যন্ত শুনেছি-তারা আন্তরিক ভাবে আশা করছেন যে কংগ্রেস (আই) এটার বিরোধীতা করুক। তাহলে পরে উপজাতি যুবসমিতির মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয় বলেছেন যে কোন কংগ্রেস (আই) নেতা এটাকে সমর্থন করেন নি। বিরোধীতা করেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন কাছাড়ে নীহার রঞ্জন লস্কর তিনি পরিস্কার ভাবে বলেছেন যে এটা আইনগত ভাবে বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন নাগাল্যাণ্ডে, মিজোরাম ও মেঘালয়ে যে ৭ম তপশীল চালু করা হয়েছে সেটা কংগ্রেস সরকারই চালু করেছেন। এবং যে ৭ম তপশীল ত্রিপুরাতে চালু হয়েছে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারই অনুমোদন দিয়েছেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, জাতি-উপজাতিদের বিভ্রান্ত করার বিরুদ্ধে এবং উপজাতিদের স্বার্থে উপজাতি যুব সমিতি যে ভাবে লড়াই করেছে। আগামী দিনেও আমাদের এই লড়াই অব্যাহত রাখব বামফ্রন্ট যত চেষ্টাই করুক না কেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়াকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :—স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী ও শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় এখানে যে বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন, সে প্রস্তাবে অংশ গ্রহণ করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ কি জাতি কি উপজাতিদের উন্নতি করতে হয় তা জাতি-উপজাতিদের সংহতির মধ্যে দিয়েই উন্নতি করতে হবে। স্যার, এখানে ৭ম তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু এই নির্ব্বাচন ৬ষ্ঠ তপশীলি মোতাবেক করা হোক। কেননা পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের উন্নতি করতে হলে এই ৬ষ্ঠ তপশীলি মোতাবেক নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত করতেই হবে। সেই জন্য আমি বলতে চাই এই বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে আছেন, যারা এই ৬ষ্ঠ তপশীলের বিরোধীতা করেছেন, কি পাহাড়ী কি বাঙ্গালী তাদেরকে আমি অনুরোধ করব জাতি উপজাতিদের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও ভালবাসা আছে সেটা যাতে বিনষ্ট না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই যাতকে বিরোধীতা করবেন। তাদেরকে আমি অনুরোধ করব তাদের মানসিকতা পরিবর্ত্তন করে ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবীতে সোচ্চার হবেন। তা নাহলে এখানকার পিছিয়ে পড়া উপজাতিরা জাতিদের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলতে পারবে না। একজন ২২।২৩ বৎসরের

যুবকের সঙ্গে একজন ১২।১৩ বৎসরের ছেলে যেমন শক্তিতে তার সঙ্গে কোন মতেই পেরে উঠবে না, তেমনি এখনকার পিছিয়ে পড়া উপজাতিরা ও ভারতবর্ষের জাতিদের সঙ্গে কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদি দিক থেকেই কোন মতেই পেরে উঠবে না। কাজেই ত্রিপুরার উপজাতিদের কৃষ্টি, সাস্কৃতি রক্ষা করতে গেলে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা দরকার। সেই ব্যবস্থা গঠনেই আমাদের সকলের সহযোগিতা আজকে দরকার বিশেষ করে ৬ষ্ঠ তপশীল যাতে আমাদের আর্যায় করতে পারি তারজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করব এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই দাবী মেনে নেন ততদিন পর্য্যন্ত আমরা ৬ষ্ঠ তপশীলে দাবীতে আন্দোলন করে যাব। এই প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি এবং বামফ্রন্টের পক্ষে থেকেও এই প্রতিশ্রুতি আমরা কামনা করি যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই দাবী পূরণ করেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে তারাও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাবেন এই বিধান সভার ভেতরে এবং বাইরে মিঃ স্পীকার, স্যার, সর্বশেষে আমি এই অনুরোধ রাখছি এই বিধানসভার ভেতরে যারা এই বিলটা বিরোধীতা করেছেন তারা যাতে সেটা সমর্থন করেন, কারণ এই বিরোধিতার অর্থই ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। এই বলেই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কক্ বরক্

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—মান সানাও স্পীকার স্যার, তিনি মানসানাও সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী যে ৬ষ্ঠ তপশীল প্রস্তাব তুবুমানি আবন' আও খাম তংথক জাকঅই আনি বক্তৃতা নারাখানো। অ ৬ষ্ঠ তপশীল নে বে-সরকারী বিল তুবুমানি বনি লগে লগে আনি একটা বক্তব্য তংগ। এই ৬ষ্ঠ তপশীল যখন উপজাতি যুব-সমিতি জন্ম নায়ানি আগে যখন কংগ্রেস সরকার গদি-অ আচকঅই তংফুরু তিনি অর' যারা সরকার পক্ষ তংনাই বরগ আফুরু বিরোধী দলনি ভূমিকা গ্রহণ খালাই তংগ। কিন্তু যখন বিরোধী দলনি ভূমিকা গ্রহণ খালাই তংফুরু বরগ আফুরু অ ৬ষ্ঠ তপশীলনি অই মানখামো। আফুরু বরগনি থানি অ ৬ষ্ঠ তপশীলনি কোনো কক কীরাই যখন উপজাতি যুব সমিতিনি জন্ম নাখা যখন' উপজাতি যুব-সমিতি ৬ষ্ঠ তপশীলনি কক ছাখা আফুরু হীনখেন' ছিনি কক ছারীংগাই অমন' আহাইখেই ছানখা হীনখে বা চিনি মাফা জলানি হা, তংনানাকনৌলা এই চিন্তা সালাইঅই আফুরুখেই ন' বরগ-ব' চিনি অ চার দফানি বাগাই চাও ব' দাবী খালাই-অ হীনাই ছাতির'। আও তেইব ছানা নাইঅ। শুধু এই ৬ষ্ঠ তপশীলনা যে উপজাতিরগনি জাগা ব-আইনীভাবে হস্তান্তরিত অংগই থাংমানি। আবন যখন উপজাতিরগ অর্থাৎ উপজাতি যুব সমিতি হীনাখে যে তিনি অ জমিরগ ' কিফিলঅই রীনা অংথাং। আফুরু অ উপজাতিরগনি চিনি যারা দরদী হীনাই বীকাং অ আচুকঅই তংনাইরগ তার' হীনই হা (জাগা যুদা উাইসা ফাল; থই তাই উাইসা কিফিলঅই মানসি)। এভাবে বরগ জাগা জাগী জনসভা' ভাষণ কথা। এই যে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা তাই দ্রাউ কুমার রিয়াং, দিল্লী-অ থাংকা হীনি বাগাই ফ হীনি বাগাই। "মাটির লাইগা গেছে ইন্দিরা গান্ধী এক এক বস্তা মাটি দিয়া দিব, আর তোমরা একটা একটা কইর‍্যা বৃন্দাবনের জলের সস্ত কপালে লাগাও, তোমরা সবাই স্বর্গে যাইবা"। আবহাই খেই তিনি যারা বীছাকাং-অ তংনাইরগ বরগ

বক্তৃতা নারাগ' যে উপজাতিনি দরদী বোছাক। জন সাধারণরগ, উপজাতিরগ বুচি বাইথা। তার-পরে বরগ তেইব তাম' হানাই ছা যে জমি ফেরৎ চাওছে রাঅ হানাই হাঅ। আও হানা মাইখ বরগ নাচিনা ছিয়া। তামংগাই হানবা বরগ বদিন' উপজাতিরগনি দরদী আংগাই তংথা হান-থেই যখন কংগ্রেস আমল' সুখময় সেনগুপ্ত গদিঅ আচুক অই তংফ্রু দ্বিতীয় ভূমি সংস্কার আইন পাশ খালাইঅই ১৯৬৯ সননি ছিমি জমি ফেরৎ রাখা। তিনি, বরগ ১৯৬০ সননি ছিমি রাখা হানথে তিনি তামংগাই এক টুকরা জাগা ফান' কিফিলঅই মানয়া আও? আবনি বাগাই তিনি তামনি বিল তুবয়া। জমি ফেরৎ রাই রানানি বাগাই। তুবুরাগয়া। একমাত্র "মুখে করে হরেনাম, হাতে করে কু-কাম"। এটা হল বামফ্রন্টের মূলমন্ত্র। বুখুকবাই কক কাহাম কাহাম ছানাই আর রাগবাইনেই ছামুও ছিতারা তংনাই। । আব' আংখা বরগনি আসল ছামুও। তেইব তিনি যে পরা নাকি, উানসা হানাই-তংনাই আমরা বাঙালী" হানাই তংনাই সেই বাঙালী স্থান গঠন খালাইনাই হানাই চিরিগথকঅই তংনাই বরগ-ন-ব' আং ছানা নাই অ। ত্রিপুরা রাজ্য শুধু উানসানি বাগাই ছিমিয়া, উপজাতিরগর' তংথা যেখানে উানসারগ তংগ সেখানে বরগ তাম' হান "নেতাজী সুভাষ ত আমাদের ছিলেন আমাদের বাঙালী ছিল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন"। কিন্তু উনাদের

জানা নেই। "আমরা বাঙালীর" প্রতিনিধি মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি রত্না প্রভা দাস এখানে আছেন, উনার হয়তো জানা নেই। শুধু উপজাতি বাঙালীদের জন্য নেতাজী সুভাষ সংগ্রাম করেননি। ভারত বর্ষের বিভিন্ন জাতির বাস, তাদের জন্যই সংগ্রাম করে গেছেন। শুধু বাঙালীর জন্যই করেন নি, উনার হয়তো জানা নেই। আজকের যে ৬ষ্ঠ তপশীল যে সংখ্যা গরিষ্ঠ, শিক্ষিত জাতি সংখ্যালঘু জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তার অস্তিত্ব রক্ষা করা উনাদের কর্তব্য। উনি হয়তো জানেন, হয়তো যে বরগ রগ তিনি আ কক ছানাইরগ বরগ তেইব ছাঅই মানয়া। বাংলা দেশ থেকে যখন হাজার হাজার উদ্বাস্তু ত্রিপুরা রাজ্য কাইঅই হুকলাই বাইখা। যে উদ্বাস্তু আংগাই ফাইকা আফ্রু বরগ তাম' হানখা—"তোমাদের কাছে আমাদের একটা আশ্রয় চাই"। তখন ত্রিপুরার সরল প্রাণ বরগ রগ, উপজাতিরগ—উদ্বাস্তু ভাই তোমাদের দুঃখে আমরাও দুঃখিত তোমাদের আশ্রয় দেব।" এই ভাবে সরল আংগাই আশ্রয় রাখয়, সেই বরক রগছে তিনি "আমরা বাঙালী" হানাই চীৎকার খালাই তংনাই রগ বরগ আবন ছাঅই মানয়া। উপজাতি রগ আশ্রয় রাঅইছে বরগ আশ্রয় মান-অ। যার ফলে বরগনি-ব' তিনি এই ৬ষ্ঠ তপশীল দাবীন পূর্ন সমর্থন জানকঅই বরগ ব' অহায়তা খালাই অই বরগনি-ব ছামুং তংগ হানাই-আও মনে খালাই-অ। তারপরে তিনি যে যারা নাকি অ বাহকাং-অ বামফ্রন্ট সরকার, যারা নাকি বামফ্রন্ট সরকার' চিনি কক ছা-ই তংনাইরগ বরগনি বিচ্ছিংগ-ব অ দাবী-ন সমর্থন খালাই নাই কিছু অংশছে তংসিম। আ কক-ন-ব' আও ছানা মুচুংগ তামনি, হানাই যে অ ত্রিপুরা রাজ্য এভাবে বুখুকবাই ছায়া মই এভাবে হাতে কাজে ত্রিপুরানি উপজাতি রগনি আসল দরদী এভাবে বুখুকবাই ছায়াঅই আগকমই ফাইনানি বাগাই আহ্বান জানক অ। এবং আও আশা খালাই অ বরগ বুখুকবাই ছায়া মই তিনি যে উপজাতি যুবসমিতিনি আসল মূল দাবী এই যে ৬ষ্ঠ তপশীলন' বরগ-ব' আনকমই ফাইমানী হানাই আও আশা খালাইঅ।

তারপরে তিনি যারা নাকি বাঙালীরগ যারা বামফ্রন্টনি সদস্য যারা তংনাইরগ অপ প্রচার থীলাই তংমানি যে উপজাতি যুব স মতি যে আজকে ৬ষ্ঠ তপশীল পেয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে। বাঙালীরা থাকতে পারবে না"। আহাই হীনাই জাগা জাগা ছাবই তংগ। অর' হয়তো তিনি বেসরকারী বিল তুবুনা কিন্তু থীনাধে জনসভা ছাহে ছাগানী ই-কক' নাহারদি রবীন্দ্র দেববর্মা, নগেন্দ্র জমাতিয়া চিরিগ থকথা, ৬ষ্ঠ তপশীলনি বাগীই বাঙালী ত থাকতে পারত না" হীনাই ছাগানী। আও বরগ-ন' ছানা নাইখ। এইরকম উক্ত নীমূলক থেকে বিরত তংগানী হীনাই আও আশা থীলাই-খ। তারপর চাও তেইব সুগ' যে জাগা জাগা তিনি যারা নাকি এভাবে বাঙালী এবং উপজাতিনি মধ্যে একটা সন্ত্রাস মনোভাব যেটা না.ক খা কাজই তংমানি যে ৬ষ্ঠ তপশীল থানকা হীনখে তাহলে বাঙালীরা পাহাড়ে থাকতে পারবে না। ৬ষ্ঠ তপশীল এলাকাতে যারা বাঙালী থাকবে, যারা উপজাতি থাকবে তারা সমান অধিকার পাবে এটা তাদের জেনে রাখা উচিত। কাজেই এখানে উপজাতিদের জন্য আলাদা করে টাকা আসবে না। এটা সমগ্র যারা ৬ষ্ঠ তপশীলের ভিতরে বাঙালী-উপজাতি এবং অউপজাতি যারা বসবাস করবেন, তারা সমান অধিকার পাবেন। এটা তাদের জেনে রাখা উচিত। অতএব অর্থিক দিক দিয়ে ত্রিপুরার জনগণের এবং গণতন্ত্রের রক্ষার্থে সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে ৬ষ্ঠ তপশীলকে সমর্থন জানাবেন এই বিশ্বাস রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

(বঙ্গানুবাদ)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে ৬ষ্ঠ তপশীল প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি মনে প্রাণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখব। এই ৬ষ্ঠ তপশীলের বে-সরকারী বিল আনার সাথে সাথে আমার একটা বক্তব্য রয়েছে। কারন উপজাতি যুব সমিতি জন্ম হাওয়ার আগে যখন কংগ্রেস সরকার গদিতে ছিলেন তখন যারা এখানে সরকার পক্ষে রয়েছেন তারাই বিরোধী দল ছিলেন। যখন তারা বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিলেন তখন তারা এই ৬ষ্ঠ তপশীল দাবী করতে পারতেন। কিন্তু সেই সময়ে তারা ৬ষ্ঠ তপশীলের কোন দাবী তুলেননি। যখন উপজাতি যুব সমিতি জন্ম নিয়েছেন, যখন উপজাতি যুব সমিতি ৬ষ্ঠ তপশীলের দবৌ তুলেছেন সেই সময় থেকেই তারা ও আমাদের মত এই দাবী তুলতে শুরু করেন যে, আমাদের পায়ের তলার মাটি থাকবে না। এই রকম চিন্তা করেই সেই সময় থেকেই তারাও আমাদের চার দফা দাবীর জন্য, ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য দাবী তুলেন। আমি আরও বলতে চাই, শুধু এই ৬ষ্ঠ তপশীল নয়, যখন উপজাতিদের জমি বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে তখন উপজাতি যুব সমিতি দাবী করেছিলেন যে এই হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দেয়া হোক। সেই সময় উপজাতিদের দরদী বলে যারা ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা রয়েছেন তারা জনসভায় বলতেন একবার জমি বিক্রী হয়ে গেলে কি আবার ফিরে পাওয়া যায়? এভাবে তারা জাগায় জাগায় জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। এই যে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা এবং শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং দিল্লীতে গিয়েছিলেন, তখন তারা বলেছিলেন "মাটি লাইগ্যা গেছে ইন্দিরা গান্ধী একবস্তা মাটি দিয়া দিব, আর তোমরা একটা একটা কইয়া বৃন্দাবনের জলের মত লইয়া লইয়া কপালে লাগাও। তোমরা সবাই স্বর্গে যাইবে।" এইভাবে আজকে যারা আমাদের সরকার পক্ষের রয়েছেন তারা জনসভায় এরকম ভাবে

ভাষন দিতেন। তারা যে উপজাতিদের কত দরদী এখন সবাই বুঝতে পেরেছে। তারপর তারা আরও কি বলছেন? উপজাতিদের বে-আইনী জমি হস্তান্তর আমরাই ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি বলব তাদের লজ্জা নেই। কেননা তারা যদি উপজাতিদের দরদী হয়ে থাকে তবে যেখানে কংগ্রেস আমলে সুখময় সেনগুপ্ত গদীতে ছিলেন তখন দ্বিতীয় ভূমি সংস্কার আইন পাশ করে ১৯৬৯ সন থেকে বে-আইনী জমি হস্তান্তর ফিরিয়ে দিয়েছেন যেখানে তারা ক্ষমতায় আসার পরেই ১৯৬০ থেকে জমি ফেরৎ এর ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু কেন আজকে এক টুকরা জাগাও ফিরিয়ে দিতে পারবেন না? তার জন্য আজকে কেন যে সরকারী বিল আনতে পারলেন না? সাহস নেই। একমাত্র "মুখে হরে নাম, হাতে করে কু-কাম," এটা হল বামফ্রন্টের মূলমন্ত্র। শুধু মুখ দিয়েই ভাল ভাল কাজ করছেন হাত দিয়ে খারাপ কাজ করছেন। এটা হচ্ছে তাদের কাজ। আর আজকে যারা "আমরা বাঙ্গালী" দল বলে গঠন করেছেন, তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙালী দল গঠন করার জন্য চীৎকার করছেন, তাদেরকেও আমি বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু বাঙ্গালীদের জন্য নয়। উপজাতিরাও রয়েছেন। যেখানে বাঙালী রয়েছেন তারা কি বলছেন, "নেতাজী সুভাষ ত আমাদের ছিলেন, আমাদের বাঙালী ছিলেন, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু উনাদের জানা নেই। আজকে "আমরা বাঙালী' জন প্রতিনিধি মাননীয়া সদস্যা রত্নাপ্রভা দাস এখানে আছেন উনার হয়তো জানা নেই। শুধু উপজাতি বাঙালীদের জন্য নেতাজী সুভাষ সংগ্রাম করেন নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির বাস। তাদের জন্যই সংগ্রাম করে গেছেন। শুধু বাঙালীর জন্যই করেন নি। উনার হয়তো জানা নেই। আজকের যে ৬ষ্ঠ তপশীল যে সংখ্যা গরিষ্ঠ শিক্ষিত জাতি, সংখ্যা লঘু জাতিকে শিক্ষিত করে তোলা। তার অস্তিত্ব রক্ষা করার উনাদের কর্তব্য রয়েছে। উনি হয়তো জানেন। যারা এসমস্ত কথা বলছেন তারা হয়তো জানেন না। বাংলা দেশ থেকে যখন হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আসতে হয়েছে। যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল .রা তখন ত্রিপুরার আদিবাসীদেরকে বলল, তোমাদের রাজ্যে আমাদের একটা আশ্রয় । ই। ত্রিপুরার সরলপ্রাণ উপজাতিরা বলেছেন, উদ্বাস্তু ভাই তোমাদের দুঃখে আমরাও :খিত। তোমাদের আশ্রয় দেব। এইভাবে সরল মনে আশ্রয় দিয়েছিল। যারা আশ্রয় পেয়েছিল সেই সমস্ত লোকই আজকে "আমরা বাঙ্গালী বলে চিৎকার করছেন। তারা জানেন না যে, এ রাজ্যের উপজাতিরা আশ্রয় দেওয়ার কারণই তারা আশ্রয় পেয়েছে। তার ফলে আজকে তাদেরও এই ৬ষ্ঠ তপশীল দাবীকে পূর্ন সমর্থন জানানোর কর্তব্য রয়েছে। এমন মনোভাব থাকবে বলে আমি তা আশা রাখি। তারপর আজকে যারা ক্ষমতাসীন দলের সদস্য, যারা আমাদের প্রতি দরদ দেখিয়ে কথা বলেছেন তাদের মধ্যেও এই দাবীর সমর্থকের সংখ্যা খুব বেশী আর নেই।

কেননা এভাবে মুখে না বলে সক্রিয়ভাবে ত্রিপুরার উপজাতিদের আসল দাবীর সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করছি আমি আশা করব তারা মুখে না বলে আজকের উপজাতি যুব সমিতির আ মূল দাবী, এই ৬ষ্ঠ তপশীলকে তারাও সমর্থন করে এগিয়ে আসবেন তারপর আজকে যারা

বাঙালীরা বামফ্রন্টের সদস্য রয়েছেন তারা আজ প্রচার করেছেন, তারা বলেছেন উপজাতি যুব সমিতি যদি আজকে ৬ষ্ঠ তপশীল পেয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে। বাঙালীরা থাকতে পারবে না। এভাবে তারা জায়গায় জায়গায় জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। এখানে হয়তো আজকে বেসরকারী বিল আনা হয়েছে, কিন্তু কালকে আবার জনসভায় এই কথা বলবেন ঐ দেখ, রবীন্দ্র দেববর্মা, নগেন্দ্র জমাতিয়া চীৎকার করে বলেছে "৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য" বাঙালী থাকতে পারবে না"। এভাবে আবার বলবেন। আমি তাদেরকে, বলতে চাই, এই রকম উস্কানী মূলক কাজকর্ম থেকে তারা যেন বিরত থাকেন। তারপর আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে, জায়গায় জায়গায় বাঙালী এবং উপজাতিদের মধ্যে একটা সন্ত্রাস মনোভাব মনে রয়েছে যে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু হলে বাঙালীরা পাহাড়ে থাকতে পারবে না। ৬ষ্ঠ তপশীল এলাকাতে যারা বাঙালী থাকবে, তারা সমান অধিকার পাবে।

এটা তাদের জেনে রাখা উচিত। এখানে উপজাতিদের জন্য আলাদা করে টাকা আসেনা। যারা ৬ষ্ঠ তপশীলের ভিতরে উপজাতি বাঙালী এবং অউপজাতি যারা বসবাস করেন, তারা সমান অধিকার পাবেন। এটা তাদের জেনে রাখা উচিত। অতএব ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের অর্থ নৈতিক এবং গনতন্ত্রের রক্ষার্থে দিকে চিন্তা করে ৬ষ্ঠ তপশীলকে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন বলে বিশ্বাস রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী ও মতিলাল সরকার কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন রেখে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখন ৬ষ্ঠ তহশীলের জন্য যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। আজকের বিধানসভা যে রকম ধারা মত বসেছে সে রকম অটোনমাস যেটা হয়েছে সেটাও সংবিধানেরই একটা ধারা। সে মত মিজোরামে চাকমা ডিষ্ট্রিক্ট, মেঘালয়ে, খাসিয়া-জয়ন্তিয়া প্রভৃতি জায়গায় এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই ৬ষ্ঠ তপশীলের যে দাবী সেটা তার চাইতে নূতন কিছু নয়। এখানে বাঙালীরা যারা বলেছেন যে এই ৬ষ্ঠ তপশীল ত্রিপুরায় চালু করলে বাঙালীরা ২য় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে যাবেন। এটা পুরোপুরি অযৌক্তিক বলে আমি মনে করি। যারা এটা বলেন তারা ভারতের সংবিধানের বিরোধিতা করেছেন। ভারতের প্রথম যারা ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতকে এই সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন সেই সংবিধানেই এটা আছে। এটা যদি বাঙালী-অবাঙালীর মধ্যে অনৈক্যের কারণ হত তাহলে ভারতের সংবিধানে ধারা রাখতেন না। তারা জানতেন যে জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে গেলে এই ব্যবস্থা প্রয়োজন। একটা জাতি শুধু সর্ব্ব দিক দিয়ে বড় হবে আর সব জাতি নীচে পড়ে থাকবে, সেটা কোন দেশের পক্ষে গৌরবের নয়। যেমন আজকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা পিছিয়ে তেমনি ত্রিপুরার উপ-জাতিরাও পিছিয়ে আছে। তাই জাতি-উপজাতিতে সুসংহত করার জন্য এটা দরকার। তাই এটা শুধু বক্তৃতা দিয়ে হবে না। সমস্ত জাতি উপজাতিদেরকে সমভাবে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। একটা পরিবারের একোন সদস্য যদি আহত হয়ে পড়েন তাহলে পরে তার জন্য আলাদা কিছু করতে হয়। আজকে ত্রিপুরায় উপজাতিরা

অনেক অনগ্রর। কাজেই তাদের সামান্য কিছু বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত। তাতে যদি খারাপ কিছু হত তাহলে পরে কেন উত্তর কাছাড়ে, গারো হিলসে, ডিপোতে খুন দাঙ্গা হয়নি। দাঙ্গা হয় সেখানে, যেখানে লোক অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত। যেখানে সামান্য আছে সেখানেই শুধু হয়। মিজোরাম ত সম্পূর্ণ ভাবে উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্য সেখানে চাকমা, লাখে প্রভৃতি যারা আছে তারা নিজেদের চেয়ে অনুন্নত সম্প্রদায় তাই সেখানে তাদের জন্য জেলাপরিষদ দেওয়া হয়েছে। তারা যদি এখনকার মত মনে করত তাহলে পরে ত সেখানে জেলা পরিষদ দেওয়া হত না। কাজেই আমি মনে করি ত্রিপুরার জাতি উপজাতির সুদৃঢ় সংহতির জন্য এই ৬ষ্ঠ তফশীল একান্ত দরকার। সে সঙ্গে আমি এটাও মনে করিনা যে ৬ষ্ঠ তফশীল উপজাতিদের দিলে তাদের সমস্ত সমাস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমি মনে করি এটা হচ্ছে তাদের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার একটা ব্যবস্থা মাত্র। কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী লেন প্রসাদ মালসম। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই :—মাননীনাও Speaker Sir, আমি প্রথমে মাতৃভাষায় কিছু কথা বলবো। তাবুকনে বিধায়ক সমর চৌধুরী যে কক 'তিসামানি যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নি ব্যপার' আবন' আং কাহামনে মানিয়। কারণ, কংগ্রেস যে দীর্ঘতম বছর রাজত্ব খীলাই মানি পাহাড়ীনি বাগাই কোন ব্যবস্থা নাজাকধা, নিজেনি জাগা জমি, নিজেনি নথথাই। নিজেনি বাজার সমস্ত ছড়িওই একমাত্র বহকনি তারনায হকথমানি বাগাই মিজোরাম কাছার থাংগাই বুইনি গোনাম অংগাই চিনি যে পাহাড়ীরগ মা তংখা। অম কংগ্রেস শাসন নি প্রমান কাজেই কংগ্রেস নি সুখময় সেনগুপ্তনি আমল, যে পাহাড়ী নির্যাটন সীরমান, 6th Scheduled নি বাগাই আন্দোলন খীলাইমানি, 6th Scheduled রীধা, ফিয়া মহারাজনি ১৭৬০ বর্গমাইল এলাকা রিজার্ভ আসন সেগাই সুখময় সেনগুপ্ত চিনি 6th Scheduled নি পবিকান বক্‌নি জানা সেগ গানা নাইথানি সরকারী নীতি কংগ্রেস আসন তংগ। কাজেই কোন অবস্থায় আবন গছেন সম্ভবয়া। চিনি 6th Schedule নিয়ে সিদ্ধান্ত আসন সমর্থন খীলাইঅ। তাছাড়া মিয়াফরু অর যে কক সামানি তুইসামা গাঁও প্রধান বিনন্দ রিয়াং আ সম্পর্কে কিসা সানা নাইঅ তাছাড়া আমরা বাঙালী পাখি হীনীই ত্রিপুরানি ট্রাইবেল বগন বাদ রীইসে শুধু আমরা বাঙালী। বরক তামনি সুবিধা মানাই। এমনি ট্রাইবেল Reserve Seat অ শুধুসে বরক প্রার্থী রীঅ। কাজেই অম তামা নমুনা? বনিবাং অ House আং কক নারীনা নীঅ সত্যি-কাবের চেহারা শুধুসে বরক বাঙালী বাহাইকে ট্রাইবেল সিট অ বাচাই মান? কাজেই পাহাড়ী রগ নি সুবিধা ববক হাইথে নানা নাইঅ। অম চিন্তা খীলাইনানি দরকার। আং অ কক্‌ন পূর্ন সমর্থন খীলাই আনি বক্তব্য পাইরীখা।

বঙ্গানুবাদ :—

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমে মাতৃভাষা কিছু কথা বলবো। এখানে মাননীয় বিধায়ক সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের বিষয়ে এটাকে আমি

সমর্থন করি। কারণ, কংগ্রেস দীর্ঘ ৩০ বছর শাসন করে, পাহাড়ীদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নি। নিজেদের জায়গা জমি, হাট বাজার ছেড়ে পাহাড়ীরা একমাত্র পেটের দায়ে, ক্ষুধার তাড়নায় মিজোরাম কাছাড় গিয়ে অন্যের গোলামী করছে, করতে বাধ্য হয়েছে। এটা হলো কংগ্রেসী শাসনের প্রমাণ। কাজেই কংগ্রেসের প্রথমব সেনগুপ্তের আমলে মহারাজের ১৭৬০ বর্গ কিলো মিটার রিজার্ভ এলাকা সেটাকেও ভেঙ্গে দিয়ে পাহাড়ীদের উপর যে নির্যাতন করা হয়েছিলো, 6th Scheduled তো দিলোই না পরিবর্তে তাদের জায়গা কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো এই সরকারী নীতি কংগ্রেসের আমলে ছিলো। এমন অবস্থাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমাদের 6th Scheduled এর দাবীকে আমরা সমর্থন করি। তাছাড়া গতকাল এখানে যে কথা বলা হয়েছিলো তুই সামা গাঁও সভার প্রধান বিনন্দ বিযাং সম্পর্কে সে সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলতে চাই। তাছাড়া 'আমরা বাঙালী' বলে যে পার্টি ওরা ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের বাদ দিয়ে শুধু মাত্র আমরা বাঙালী। ওরা কিসের সুবিধা পেতে পারেন, এমনকি ট্রাইবেলদের রিজার্ভ সিটেও ওরা প্রার্থী দিচ্ছেন। কাজেই এটা কি অবস্থা? এই House এ আমি এ বিষয়টা তুলে ধরছি। সত্যিকারের চেহারায় পর্যন্ত ওরা বাঙালী দেখা যায়। অথচ ট্রাইবেল সীটে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই পাহাড়ীদের সুযোগ সুবিধা নেবার জন্যই ওরা এ রকম করছে। এটা চিন্তা করা দরকার। আমি এ কথা সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : —আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসময় চৌধুরী ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন আমি সেটাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।

এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে ত্রিপুরায় যেহেতু ৭ম তপশিল চালু রয়েছে সেহেতু সেখানে ৬ষ্ঠ তপশীল গঠন করার জন্য দাবী করা হয়েছে কেন? সেই জন্য এখানে ৭ম তপশীল এবং ৬ষ্ঠ তপশিল এর মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে তা দেখাতে হবে।

প্রথমতঃ ৭ম তপশিলে রাজ্য সরকার দেন। এই তপশীল রাজ্য সরকারের আইন অনুযায়ী গঠিত হয় এবং তার আয়ু থাকা না থাকা নির্ভর করে রাজ্য সরকারের উপর। রাজ্য সরকার যদি মনে করেন যে ৭ম তপশীল থাকা উচিত নয় তবে তারা সেটা বাতিল করে দিতে পারেন। এবং সেই আইন পাশ করার জন্য বিধানসভায় শুধুমাত্র মেজরিটির প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়তঃ ৭ম তপশীল অনুযায়ী যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয় সেই জেলা পরিষদের কোন আইন করার ক্ষমতা নেই রাজ্য সরকার যে আইন করেন তাদের সে আইন চালু করতে হয়। তবে তারা ঐ আইনের উপবিধি তৈরী করে সেখানে চালু করতে পারেন।

তৃতীয়তঃ স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে এমন কতকগুলি ডিসপুট থাকতে পারে যেগুলি মীমাংসা করার জন্য ছোট খাটো কোর্ট করা দরকার। কিন্তু ৭ম তপশীলে সেই ধরণের কোন করার অধিকার নেই।

কাজেই ট্রাইবেলদের সমাজে নানা ধরণের বিরোধ রয়েছে সেগুলির মীমাংসা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আগে রাজাদের আমলে এমনকি কংগ্রেসী আমলেও তারা তাদের ডিসপুটগুলি, এমনকি মেয়ে সংক্রান্ত ডিসপুটগুলির তারা কোন বিচার বা মীমাংসা পেতেন না। সুতরাং এই ধরণের ডিসপুটগুলির মীমাংসার জন্য স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের হাতে কোর্ট বসানোর ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এবং এটা সম্ভব যদি ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করা যায়।

সুতরাং ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুরক্ষিত করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধন করে এখানে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করুন এটা আমাদের দাবী। ত্রিপুরায় বর্তমানে যে ৭ম তপশিল চালু রয়েছে তাকে পরিবর্তন করে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বার্থে ৬ষ্ঠ তপশীলে পরিণত করা যায়। এবং এটা এখন অত্যন্ত প্রয়োজন।

এখানে আরেকটি কথা বলতে চাই, নগেন্দ্রবাবু বলেছেন যে ৬ষ্ঠ তপশিলের প্রস্তাব নতুন নয়। ওনার কথাই ঠিক। এর আগেও আমরা এইরূপ ১৯-৩-৮২ ইং প্রস্তাব এই হাউসে পাশ করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি যে অবিলম্বে যেন ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করা হয়। এবং আমরা ৯৯.৬.৮২ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমাদের প্রস্তাবের কপি পাঠিয়েছি। এর জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কাছে জানতে চান যে এই যে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ চলছে তার ফাংশান কি? এবং তার এফেক্টই বা কি? আমরা প্রতিটি তথ্যের জবাব ২.১১.৮২ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছি কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাদের নিকট থেকে কোন জবাব পাইনি। কাজেই এই বিধানসভায় আবার নতুন করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে এই উপজাতি অধ্যুষিত জমিতে অনগ্রসর উপজাতি এলাকাকে উন্নত করতে হলে অবিলম্বে ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করা প্রয়োজন সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই এই হাউসে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা দরকার।

আরেকটি কথা এখন বলতে চাই যে, এই ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা ১৯৫৮ সাল থেকেই করা হচ্ছে। ১৯৬০ সালে একটি ধেবর কমিশন গঠিত হয়। আমি গণমুক্তি পরিষদের একজন প্রতিনিধি হিসেবে এবং আরো কয়েকজন প্রতিনিধি সহ ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করাবার জন্য একটি স্মারকলিপি ধেবর কমিশনে দিই। ধেবর কমিশন ত্রিপুরায় একটি জেলা পরিষদ এর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। এরপর আরেকটি এডমিনিষ্ট্রেটিভ কমিশন গঠিত হয় মিঃ কে. হনুমন্তিয়ার নেতৃত্বে। সেই হনুমন্তিয়া কমিশনও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরার অনগ্রসর উপজাতিদের জন্য একটি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ প্রয়োজন। তবে সেটা ৭ম না ৬ষ্ঠ তপশিল হবে তার কোন উল্লেখ ছিল না। কমিশন তার রিপোর্টে বলেছিলেন যে, রিজিওন্যাল অটোনোমি সুড বি এক্সটেনডেড ইন ত্রিপুরা এণ্ড মণিপুর।

কাজেই ত্রিপুরার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুরক্ষিত করবার জন্য ৬ষ্ঠ তপশিল এখানে চালু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আর এই ৬ষ্ঠ তপশিল চালু হলে ত্রিপুরায় যে দুইটি ভাষা গোষ্ঠী আছে, ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালী আছে তাদের মধ্যে বিভেদ বাধবার কোন প্রশ্নই উঠে না। বরং উভয়ের মধ্যে আরো সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

পার্লামেন্টেও এই সেন্টিমেন্ট বহুবার ঘোষিত হয়েছে যে এই ধরণের ফলাফল করে। এটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকেও জানিয়েছি যাতে এই ষষ্ঠ তপশীল তাড়াতাড়ি চালু করা হয়। ষষ্ঠ তপশীলের সংগে কংগ্রেস সরকারের আমলের জমি ফেরতের কোন সম্পর্ক নেই। জমি ফেরত আমরা চাই। কিন্তু যে জমি ফেরত দেওয়া হবে সেটা যাতে আইনসঙ্গত হয় এবং গরীব মানুষের যাতে স্বার্থের ক্ষতি না হয়। কাজেই সব অংশের স্বার্থ রেখেই ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা করতে হবে। কাজেই একতরফা চিন্তা করলে হবেনা যে ১৯৪৯ সালের পরে যারা এসেছে তাদের সব ফেরত পাঠানো হবে। শুধু ট্রাইবেল নয়, নন-ট্রাইবেল যারা আছে তারাও নাগরিক। এদেরও স্বার্থ দেখতে হবে। নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে কংগ্রেসের আমলের ভাল ভাল আইন আছে সেটা বামফ্রন্ট সরকর চালু করছেন না। জানিনা কোন আইনের কথা তিনি বলেছেন। তবে একটা ঘটনা হচ্ছে, মাননীয় কংগ্রেস সদস্যদের কথা বলতে চাই....'দে লুক লাইক প্রিজনার্স অব ইনডিসিশন। কথায় আছে "বদন থাকিতে বলিতে না পারে," তাইতো অবলা নাম একটা সর্ব্ব ভারতীয় দলের প্রতিনিধিরা বিরোধী দল হিসাবে এখানে বসে আছেন অথচ ৬ষ্ঠ তপশীল এখানে চালু হবে কি হবে না এই সম্পর্কে নীরব কেন? অথচ তাদেরই সাহায্য পাওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন উপজাতি যুব সমিতি। যখন ফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। এখন তারা বলছেন মাতাজী তুমি যে আমাদের বিবাহ দিয়ে গেলে সেটা তো ভেঙ্গে যায়। তালাক দিতে চলেছে। সেখানে কংগ্রেসীরা মুচকী হাসে। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন আমরা অ্যালায়েনস্ করিনি। নির্ব্বাচনে অ্যাডজাস্‌মেন্ট মাত্র হয়েছে। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের কাগজে বলছে। লেফটফ্রন্ট সেটা বলেনি। নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন বামফ্রন্ট ৭ম তপশীল দিয়েছে আমাদের আন্দোলনের ফলে। সারা রাজ্যে আন্দোলনে আমরা অংশীদার। ওদের আন্দোলন হয়েছিল সুখময় বাবু তো দেন নি। সংস্কৃতে একটা গল্প আছে। তাবৎ শুভতে মূর্খ; যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষাত'। নগেন্দ্র জমাতিয়ার বক্তব্য হচ্ছে যেমন একটা যুবতী মেয়ে রোজ সকালে উঠে পূর্ব দিকে সূর্যকে নমস্কার করত। পুকুরে পূর্ব পাড়ের বাঁশ ঝাড়ে একটা পেঁচা বসে থাকত। পেঁচা ভাবতো তাকেই বুঝি নমস্কার করছে। নগেন্দ্র বাবুর অবস্থাও সেই। বামফ্রন্ট সরকার ৭ম তপশীল আনলেন। আর তাঁরা বলছেন তাঁরাই এনেছেন। তবে উপজাতি যুব সমিতির রতি মোহন জমাতিয়া ঠিকই বলেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশীল চালু না হচ্ছে সেটাকে ছিনিয়ে আনতে হবে। তবে কংগ্রেস দলের লোকেরা এখানে প্রিজনার্স অব ইনডিসিশান। কি করা যাবে। আরও আশ্চর্যের হলো তাদের মধ্যে আরও দুই জন উপজাতি সদস্য আছেন। তারাও কি করবেন? তাঁরাও খাঁচার পাখী। নিশ্চয়ই তাঁরাও চান। ৬ষ্ঠ তপশিল কিন্তু পার্টি থেকে তাদের বলে দেওয়া হয়েছে খবরদার মুখ খুলবেনা। তাঁরা ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য মুখ খুলতে পারছেন না।

তারপর আমরা বাঙালী সম্পর্কে বলে লাভ নেই। আমি শুনে আনন্দিত হলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ী বাঙালী একত্রে থাকবেন। কিন্তু তারা তো তা বলেন না। তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যকে বাঙালী রাজ্যে পরিণত করতে হবে। কিন্তু এটা তো হতে পারে না। কাজেই এই প্রস্তাবকে যদি আমরা সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করতে পারি তা হলে আমাদের দাবী জোরদার হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বলতে পারব যে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ৬ষ্ঠ তপশীল দরকার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী—আমার আর বলার কিছুই নেই। যা বলার বলেছি। আমি আশা করব হাউসে এই প্রস্তাবটা সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—

"এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে তারা লোকসভার আগামী অধিবেশনে ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করে ত্রিপুরায় ৭ম তপশীল অবলম্বনে নির্বাচিত 'ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে সংবিধানের ৬ষ্ঠ-তপশীলে যে সব ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেই সব ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলুন।

ভয়েসেস (হ্যাঁ)

যাঁরা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা না বলুন।

(কোন ভয়েস নেই)

মিঃ স্পীকার—আমি মনে করি যাঁরা হ্যাঁ বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব প্রস্তাবটি গৃহীত হলো।

এই সভা আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৮৩ইং বেলা ১ টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXUE—"A"

Admitted Starred Question No 38.

By—Shri Ratiamohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর হইতে কিল্লা অবধি টি আর. টি. সি বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি;

২। থাকিলে কবে নাগাদ চালু করা হবে,

৩। পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। এক নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। রাস্তা সরু হওয়ায় টি. আর. টি. সির বাস চলাচলে অনুকূল নহে,

Admitted Starred Question No. 46.
By – Shri Rabindra Deb barm

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে টি. আর টি সির যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যা কত ,

২। এর মধ্যে ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে ক্রয় করা বাসের সংখ্যা কত ,

৩। অকেজো বাসের বর্ত্তমান সংখ্যা কত ; এবং

৪। অকেজো বাসের মেরামতের কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যা—১৪৫ টি

২। ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে ১৫টি বাসের চেসিস ক্রয় করা হইয়াছে .

৩। অকেজো বাসের সংখ্যা—৫৩টি (কন্‌ডেম—২০টি, মেজর রিপেয়ারিং—২৪টি, দুর্ঘটনার ক্ষতিগ্রস্ত—৯টি)।

৪। কর্পোরেশনের নিজস্ব কারখানা সমূহে অকেজো বাসের মেরামতের কাজ হইয়া থাকে।

Admitted Starred Question No. 50.
By—Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be plaesed to state :—

প্রশ্ন

১। Tripura State Co-operative Federation Ltd., Agartala এর শাখা 'আইতরমার" উদ্বোধনী দিন হইতে ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৩ইং পর্য্যন্ত কত টাকা সরকারী বিনিয়োগ হইয়াছে ; এবং

২। উপরোক্ত সময়ে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত ?

প্রশ্ন

১। Tripura State Cooperative Consumers Federation Ltd., Agartala এর শাখা "আইতরমার" জন্য ইহার উদ্বোধনীর দিন হইতে ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৩ইং পর্য্যন্ত টাঃ ৩০,৯০০ সরকারী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২। লাভ ও ক্ষতির পরিমাণ পরীক্ষাধীন।

Admitted Starred Question No. 72.
By—Shri Makhan Lal Chakraboty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় সরকারী পরিচালনাধীন কতগুলি কৃষি খামার আছে ;
(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। এই কৃষি খামারগুলিতে কি কি চাষাবাদ হয় , এবং

৩। ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব ;

৪। বর্ত্তমানে এই কৃষি খামারগুলিতে মোট কত জন কৃষি মজুর কি পরিমাণ মজুরির হারে কাজ করিতেছে ; এবং

৫। এই মজুরদের নিয়োগ নীতি কি ?

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় সরকারী পরিচালনাধীন কৃষি খামারের সংখ্যা—২৫টি।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

সদর মহকুমা		৪টি
সোনামুড়া	,,	২টি
খোয়াই	,,	১টি
উদয়পুর	,,	১টি
অমরপুর	,,	৩টি
বিলোনিয়া	,,	৩টি
সাব্রুম	,,	৩টি
ধর্মনগর	,,	৩টি
কৈলাশহর	,,	৪টি
কমলপুর	,,	১টি
	মোট—	২৫টি

২। এই সকল খামারে যে সকল ফসলের চাষ হয় তাহা এইরূপ :—

ধান, পাট, মেস্তা, গম, ডাল, সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, আখ, আলু ইত্যাদি।

৩। এই তথ্য এখনই দেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

৪। এই সকল কৃষি খামারগুলিতে গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে গড়ে প্রায় ৫৭৯ জন কৃষি শ্রমিক কাজ করিতেছিল। তাদের দৈনিক হাজিরা গত ১লা অক্টোবর হইতে নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

৫। খামারের চাহিদা অনুযায়ী দৈনিক হাজিরায় শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। তবে যে সকল মজুর ৩ বৎসর ক্রমান্বয়ে বৎসরে ২৫০ দিন নিয়মিত কাজ করে তাহাদের স্থায়ী মজুর হিসাবে গণ্য করা হয়।

Admitted Starred Question No. 90

By—Shri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য—যে বিলোনিয়া থেকে শ্রীনগর রাস্তা সংস্কারের অভাবে বাস চলাচলে অযোগ্য হয়ে পড়েছে ?

২। সত্য হইলে এই রাস্তা সংস্কার করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। উক্ত রাস্তাটি বাস চলাচলের অযোগ্য হয় নাই। তবে এই রাস্তাটির আরও উন্নতি হওয়ার প্রয়োজন।

২। সংস্কারের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং কাজ চলিতেছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Starred Question No. 8

By—Shri Makhan Lal Chakrabory,

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পে সারা ত্রিপুরার কত গুলি স্কীম গ্রহণ করা হয়েছিল তার সংখ্যা।

২। উক্ত স্কীমগুলির মধ্যে কতটি চালু আছে এবং কতটি এখনো চালু করা সম্ভব হয় নাই তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব মাইনর ইরিগেশন স্কীম ডাইভারসান স্কীম, ডিপটিউব ওয়েল স্কীম ইত্যাদি সহ।

উত্তর

১। ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ২১১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছিল।

২। উক্ত স্কীমগুলির মধ্যে ১৬৮টি চালু হইয়াছে এবং ৪৩ টির কাজ চলিতেছে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভাগের নাম	চালু প্রকল্পের সংখ্যা	কাজ চলিতেছে এ রূপ প্রকল্পের সংখ্যা
ক) ধর্মনগর	১৬	৬
খ) কৈলাসহর	১৩	৩
গ) কমলপুর	২১	৯
ঘ) খোয়াই	১৭	২
ঙ) সদর	৩৮	১২
চ) সোনামুড়া	৬	৩
ছ) উদয়পুর	১৪	৬
জ) বিলোনীয়া	১৬	৫
ঝ) সাব্রুম	১৭	৩
ঞ) অমরপুর	১০	২
	১৬৮	৪৩

প্রশ্ন

৩। ইহা কি সত্য যে মেশিন চালকদের কাজের গাফিলতির দরুন চালু স্কীম গুলি হইতে ও কৃষকরা সময়মত জল পায় না।

৪ সত্য হইলে তাহার সুষ্ঠ সমাধানে সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

উত্তর

৩। না। তবে কোন কোন সময় বিদ্যুৎও পাম্পের যান্ত্রিক যোলযোগ পাম্প অপারেটারের সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি এবং সাময়িক অসুস্থতার জন্য জল সরবরাহের বিঘ্ন ঘটে। বিদ্যুতের এবং যান্ত্রিক গোলযোগের ক্ষেত্রে যথা সম্ভব সত্বর ব্যবস্থা নেওয়া হয়, প্রত্যেক প্রকল্পে শুধুমাত্র একজন অপারেটার আছে। রাজ্যের আর্থিক অনটনের জন্য অতিরিক্ত অপারেটারের সংস্থান না করাতে ছুটীতে এবং অসুস্থতার সময় জলসেচ বন্ধ থাকে।

৪। প্রায় প্রত্যেক প্রকল্পতেই সুষ্ঠূভাবে জল সরবরাহ করার জন্য গাঁও প্রধানের নেতৃত্বে একটি সেচ কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটি জল সেচের তদারকি করে এবং অপারেটার সম্বন্ধে এই কমিটির কোন অভিযোগ থাকিলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

——::——

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the ASSEMBLY HOUSE at Agartala on Monday, the 14th February, 1983 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 11 Ministers, the Dy. Speaker and other Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯

প্রশ্ন

১) ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় ক্ষয়ক্ষতি জনিত ত্রাণ কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা রাজ্য সরকারকে অনুদান দিয়েছিলেন?

২) তন্মধ্যে রাজ্য সরকার কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এবং

৩) ব্যয়কৃত অর্থের সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া গিয়াছে কিনা?

উত্তর

১) ১৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।

২) ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ১৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

৩) হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরার আমবাসাতে ফায়ার সার্ভিস সেন্টার চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) না থাকিলে, তার কারণ?

উত্তর

১) বর্তমান সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কত সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে ; এবং

২) এর মধ্যে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) ও ২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

প্রশ্ন

১) বিগত ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার পরে যে সমস্ত বন্দুক লাইসেন্স সহ আটক করা হইয়াছে ঐ সমস্ত বন্দুকগুলি ফেরত দেওয়া হইবে কি ?

২) দেওয়া হইলে কবে নাগাদ দেওয়া হইবে ; এবং

৩) ফেরত দেওয়া না হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১) শান্তি শৃঙ্খলার পরিবেশ বিঘ্নিত হইবেনা বলিয়া সরকার নিশ্চিন্ত হইলেই উপযুক্ত সময়ে বন্দুকগুলি লাইসেন্স সহ ফেরত দেওয়া হইবে।

২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নও উঠে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় লাইসেন্সকৃত বন্দুকের সংখ্যা কত এবং লাইসেন্স বিহীন বন্দুকের সংখ্যা কত জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার আলাদা করে প্রশ্ন করলে, এটার উত্তর দেওয়া যাবে। তবে জেলাওয়ারী বন্দুকের মোট সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ—

পশ্চিম জেলায়— ৮০৭টি,
উত্তর জেলায়— ৫৯৪টি এবং
দক্ষিণ জেলায়— ১০০৭টি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একথা কি ঠিক যে কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী বাইরে থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, যদিও এটা এই প্রশ্নের মধ্যে আসে না, কারণ এই রকম কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য সরকারের কাছে নাই। তবে বন্দুক সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যদের একথা জানাতে চাই যে সরকার যত শীঘ্র সম্ভব আটক বন্দুকগুলি ফেরত দিতে চায় এবং আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্যরা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকারকে সাহায্য করবেন। আমরা এও আশা করছি যে কিছু এলাকা বাদে অন্যান্য এলাকায় যেখানে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে, সেই এলাকার বন্দুকগুলি ফেরত দিতে পারব। বর্তমানে ঐ এলাকা-গুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—মামনীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন যে সমস্ত এলাকায় উগ্রপন্থী রয়েছে এবং জনজীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে সেই সব এলাকায় বন্দুকগুলি ফেরত দিলে তার মোকাবিলা করার সুবিধা হবে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আত্ম রক্ষার অধিকার সবারই রয়েছে। কাজেই এই কথা বিবেচনা করেই সরকার চিন্তা করছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্দুকগুলি ফেরত দেওয়া যায় কিনা।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানা আছে কি যে সরকার কর্তৃক এই সব বন্দুকগুলি সীজ করার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতে বন্য শূকরের দ্বারা অনেক কৃষকের জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে উদয়পুর মহকুমার উত্তর বড়মুড়া গাঁও সভা, হদ্রহরিয়া গাঁও সভা, উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর গাঁও সভা, কিল্লা গাঁও সভা, দক্ষিণ বড়মুড়া গাঁও সভা, কাঁচি গাঁও গাঁও সভা, দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর গাঁও সভা এবং দক্ষিণ মহারাণী ও তৈনানী গাঁও সভার মোট ২২৯ একর জমির ফসল বন্য শূকর নষ্ট করেছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এটা খুবই সত্য যে অনেক জায়গাতে বন্য শূকরগুলি কৃষকের জমির ফসল নষ্ট করেছে। বিশেষ করে বর্ডার এলাকাতে এই ধরনের ক্ষতি বেশী হয়েছে। তাই সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সীজ করা বন্দুকগুলি ফেরত দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধদেব দেববর্মা ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৮০ ইং জুনের দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এখনও বিভিন্ন ব্যাক্তির নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হচ্ছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ, পলাতক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামে বিচারের প্রয়োজনে বিভিন্ন আদালত থেকে পরোয়ানা জারী হচ্ছে।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই ধরণের ঘটনা জানা আছে কিনা এই সময়ে ছিলেন না শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হচ্ছে—যেমন পুলিন দেববর্মা—সে এখন আই, এ, এস, পড়ার জন্য চেষ্টা করছেন অথচ তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে তাকে হয়রানী করা হচ্ছে এবং এই জন্য সে পড়তে পারছে না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন যে সব গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে—মামলা সুরু করার জন্য যারা পলাতক আছে শুধু তাদের নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হচ্ছে। তারা যদি উপস্থিত না হন তাহলে মামলাগুলি সুরু করা যাচ্ছে না। যেহেতু আমরা খুব তাড়াতাড়ি মামলাগুলি সুরু করার চেষ্টা করছি সেজন্যই ঐগুলি আমাদের করতে হচ্ছে। যদিও আমি মাননীয় সদস্যের বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই কারণ তার বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ৩০২ ধারায়। ৩০২ ধারা হচ্ছে—হত্যার অভিযোগ তবে হত্যা ছাড়া অন্যান্য অভিযোগ যে সব মামলায় রয়েছে যেগুলি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—সেগুলি তুলে দেওয়ার জন্য আদালতকে অনুরোধ করা হবে। কতগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে অনেকগুলি আমরা আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে তুলে নেওয়া সম্ভব হবে এবং সেজন্য আমাদের এডভোকেটগণ মামলাগুলি খতিয়ে দেখছেন। পুলিন দেববর্মা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন সেটি সত্য কি মিথ্যা সেটা এখানে কিছু বলা সম্ভব নয়—যদি মিথ্যা হয় তাহলে আদালত নিশ্চয় ছেড়ে দেবেন এই সম্পর্কে সরকারের কিছুই করনীয় নাই। সরকার এই জুনের দাঙ্গার ব্যাপারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কোন মামলা দায়ের করে নাই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা যাদের নামে জারী করা হচ্ছে তারা কি উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক অথবা কংগ্রেস(আই) এর সমর্থক?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, দাঙ্গা যারা করেছেন তাদের নামেই জারী করা হচ্ছে তারা কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক সেটা বিচার করে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৪

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ৭৪।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলি হইতে বর্তমানে যে চাউল দেওয়া হচ্ছে তা নিম্ন মানের?

২) সত্য হইলে ঐ নিম্ন মানের চাউলের পরিবর্তে উচ্চ মানের চাউল সরবরাহ করার ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি?

উত্তর

১) না।

২) যেহেতু এখন করা হচ্ছে না কাজেই এই ব্যাপারে প্রয়োজন নাই। তবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বারই বলছি যে তারা যে চাউল পাঠান সেগুলি নিম্ন মানের চাউল এবং সেই নিম্নমানের চাউল যাতে তারা না পাটান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের বার বলা সত্বেও—শুধু আমাদের রাজ্যেই নয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যেই নিম্নমানের চাউল সরবরাহ করছেন। এই এই অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে আমি লক্ষ্য করেছি যে সবগুলি রাজ্য থেকেই এই অভিযোগ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে। আর দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, যে, চাউল যেগুলি আমরা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেছি সেগুলিও এখনও গোদামে পরে আছে। সেই চাউল সম্পর্কে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি যে সেগুলি রি-মিলিং করিয়ে অর্থাৎ সেই চাউলগুলি আবার ছাটাই ইত্যাদি করে গ্রহণ করতে হবে। আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে আমরা দুঃখিত আমরা পচা চাউল ছাটাই করে রেশন সপে পাঠাতে পারব না। এখনও—প্রায় দুই বছর যাবত সেই চাউল গুলি গোদামে পরে আছে। এই থেকে মাননীয় সদস্যগণ বুঝতে পারবেন যে কেন্দ্র কিভাবে আমাদের উপর চাপ দিচ্ছেন এই নিম্নমানের চাউল আমাদের ত্রিপুরার দোকানগুলির মাধ্যমে বিক্রি করার জন্য। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে কেন্দ্রের এই মনোভাবের এখনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কেন্দ্র এই চাউলগুলি আমাদের অনুদান দিচ্ছেন না আমাদের দাম দিতে হয়?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই চাউলগুলি আমাদের পয়সা দিয়ে কিনতে হয়।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাউলের ব্যাপারেও কেন সাবসিডি দেওয়া হয় না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাবসিডি দেওয়া হয় এবং সাবসিডি কেটে নেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ৭৮

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ৭৮

প্রশ্ন

১) ১৯৮৩-৮৪ আথিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য পরিকল্পনা খাতে কত বরাদ্দ করেছেন?

২) ত্রিপুরা সরকারের চাহিদার তুলনায় তা কত কম?

৩). এর ফলে এই রাজ্যের বিভিন্ন পরিকল্পনার উপর কিরূপ প্রভাব পড়বে?

উত্তর

১৯৮৩-৮৪ আথিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য ৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন।

২) ত্রিপুরা সরকারের চাহিদার পরিমাণ হইতে ২৭ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা কম।

৩) প্রায় সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়নের উপরই ইহার প্রভাব পরিবে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন দপ্তরের পরিকল্পনার উপর যে প্রভাব পরবে তা মোকাবিলা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা অগ্রসর রাজ্য তাদের পক্ষে নিজেরা তাদের রিসোর্স মবিলাইজ করার যাদের সুযোগ সুবিধা রয়েছে—মাননীয় সদস্যরা জানেন যে যাদের বেশী টাকা সংগ্রহ করার সুযোগ আছে প্রয়োজনের তুলনায় তাদের বেশী টাকা দেওয়া হচ্ছে—তারা শতকরা ২৬ ভাগ টাকা বেশী পাচ্ছে। আর আমাদের মত ছোট রাজ্য যাদের রিসোর্স মবিলাইজেশনের সুযোগ সুবিধা কম প্রয়োজনের তুলনায় আমরা টাকা কম পেয়েছি। আমরা আশা করেছিলাম যে ১৯ ভাগ টাকা বেশী পাব সেখানে আমরা পেয়েছি মাত্র ১৬ ভাগ। এটা দুঃখজনক যাদের বেশী টাকা দরকার তাদের কম টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত কারণে আমাদের বরাদ্দের টাকা কম দেওয়াতে নূতন করে আমরা আমাদের পরিকল্পনা তৈরী করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ—সাপ্লীমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী জানাবেন কি যে বিগত বৎসরে যে সমস্ত প্লেনের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সে টাকা পুরোপুরি খরচ হয়েছে কি না এবংএরকম কোন ঘটনা ঘটেছে কি না যে প্ল্যানের টাকা নন প্ল্যানে খরচ হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ মাননীয় সদস্য যদি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ ভাল করে পড়েন তাহলে দেখবেন যে আমরা অনেক বেশী টাকা খরচ করেছি, প্ল্যানের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। আর প্ল্যানের টাকা ননপ্ল্যানে করার কোন সুযোগ নাই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগামী মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট আসবে এবং আমরা বার বার লক্ষ্য করেছি যে বাজেট আসলেই টেক্স বাড়ে এবং দ্রব্যমূল্য বাড়ে। তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে তাতে টাকার দাম কমে যাবে কি এবং উন্নয়নমূলক কাজে বাধাঁর সৃষ্টি হবে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেট এখনও প্ল্যাস করা হয় নি। কাজেই টেক্স এ জিনিষপত্রের দাম বাড়বে কি বাড়বে না সেটা বলা ঠিক নয়। তবে খবরের কাগজে বেরিয়েছে টেক্স বাড়বে। আজকের খবরের কাগজে বেরিয়েছে প্ল্যানের ভাড়া বাড়বে। সেটা হোক বা না হোক টেক্স এবং জিনিষপত্রের দাম বাড়লে টাকার দাম কমে যাবে এবং যে টাকা দেওয়া হয়েছে তার দ্বারা প্ল্যানের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্ল্যানের টাকা সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে কংগ্রেস আমলে প্ল্যানের টাকা খরচ না করে সেই টাকা ফেরত যেত এই রকম কোন ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮০, হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮০।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরার ৩৫ নং রাজনগর (তপশীলি) বিধান সভা কেন্দ্রের কগ্রেস (ই) প্রার্থী শ্রীভুবন মোহন দাসের নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে ৭ই জানুয়ারী ৮৩ দিনের বেলায় বিলোনীয়া শহরে শ্রীদাসের দেহরক্ষীর পিস্তল ছিনতাই করা হয়েছে?

২) যদি সত্য হয় ঐ পিস্তল কি উদ্ধার হয়েছে?

৩) এ ব্যাপারে কি কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ মশায়।

২) এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা যায় নাই।

৩) ৫ (পাঁচ) ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং দুই ব্যক্তি আদালতে আত্মসমর্পন করেছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ—সাপ্লিম্যান্টারী স্যার, গ্রেপ্তারকৃত লোকদের কাছে এমন কোন প্রমান পাওয়া গেছে কি যে তারা পিস্তল ছিনতাই করেছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—রাইফেল ছিনতাই হয় নাই। তাদের কাছে পিস্তল পাওয়া গেছে কিনা এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৪, হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৪।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৯ সনে অমরপুরে মিজো হামলার ঘটনায় কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

২) কতজন আসামী এখনও পলাতক আছে?

৩) উক্ত আসামীদের বিচার এখনও শুরু না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১) ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২) ১৬ জন।

৩) চার্জসীট দেওয়া হয়েছে এবং ঘটনাটি আদালতে বিচারাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীপরিমল সাহা।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০১ হোম ডিপার্টমেন্ট)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০১।

প্রশ্ন

১) বিগত পাঁচ বৎসরে (১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত) রাজ্যে মোট কত সংখ্যক খুন, ডাকাতি, চুরি ও নারী ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে?

২) ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ঐ ধরনের ঘটনার মোট সংখ্যা কত?

উত্তর

১ ও ২) তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১ (হোম ডিপাটমেন্ট)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১।

প্রশ্ন

১) ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তারীকৃত কতজনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে (উপজাতি'ও অউপজাতি আলাদা হিসাব)

২) বর্তমানে কতজনের বিরুদ্ধে মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে?

৩) কতজনের বিরুদ্ধে পুলিশ এখন পর্যন্ত অভিযোগ সম্পকিত তদন্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং

৪) কতজন আসামীকে পুলিশ এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই?

উত্তর

১) মোট ৫৮৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। তম্মধ্যে ৪৭৩ জন উপজাতি এবং ১১৪ জন অউপজাতি।

২) মোট ৫৫০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে। তম্মধ্যে ৪৬৯৮ জন উপজাতি এবং ৮৩২ জন অউপজাতি।

৩) সব ক্ষেত্রেই রিপোর্ট আদালতে পেশ করা হয়েছে।

৪) ২৭৯৪ জন আসামীকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করিতে পুলিশ সক্ষম হয় নাই। তম্মধ্যে ২৪৪৪ জন উপজাতি এবং ৩৫০ জন অউপজাতি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ---সাপ্লিম্যান্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য পেশ করেছেন সেটার সঙ্গে বিগত সেশনের এই হাউসে পেশ করা তথ্যের কোন মিল নাই? এটার কারণ কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত সেশনে কি তথ্য দেওয়া হয়েছিল সেটা না দেখে বলা যাবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ---ষ্টাড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০।

মিঃ স্পীকার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০।

প্রশ্ন

১) ১৯৮০ সালের জুন দাঙ্গার কারণ নির্ধারন ও প্রকৃত দোষীদের শাস্তি বিধানের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি,

২) যদি থাকে কবে নাগাদ তা কার্যকরী হবে, এবং

৩) যদি না থাকে তার কারণ?

উত্তর

১) না, মহাশয়।

২ ও ৩) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যা শ্রীগীতা চৌধুরী।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃ----কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১।

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়াতে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা চালু করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

২) থাকিলে কবে পর্যন্ত সরকার তাহা কার্যকরী করবেন বলে আশা করছেন?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি চালু করব। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমাদের জিনিষপত্র সবকিছু আছে। ব্লকের অফিসের নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা হচ্ছে এবং অস্থায়ী ভাবে অন্ততঃ সেখানে আমরা এই ব্যবস্থা চালু করব। পরে স্থায়ী ভাবে কোথায় হবে সেটা ঠিক করব। তবে আমরা বুঝতে পারছি, এটা এখনই চালু করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা ঃ—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

প্রশ্ন

১) গাবর্দি বাজারের পুলিশ আউট পোষ্ট উইথড্র করার কারণ কি,

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত আউট পোষ্টটি উইথড্র হওয়ার পর স্কুল গৃহে অগ্নি সংযোগ সহ অন্যান্য সমাজ বিরোধী কার্য কলাপ শুরু হয়েছে?

উত্তর

১) আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় এই আউট পোষ্ট তুলে দেওয়া হয়েছে।

২) এই আউট পোষ্টটি তুলে দেবার পরে এই ধরনের সমাজ বিরোধী কাজ হয়েছে বলে সরকারের কাছে খবর নেই।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই আউট পোষ্টটি উইথড্র করার কিছু দিন আগে সেখানকার লোকেরা পুশিলকে এই আউট পোষ্ট না তুলার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু ২২ তারিখের নিশি রাতে আউট পোষ্টটি তুলে নেওয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে, সেখানে আর আউট পোষ্টের দরকার আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা শুধু গাবদির প্রশ্ন নয়। জুনের দাঙ্গার পর যে সব আউট পোষ্ট বসানো হয়েছিল তার বেশ কিছু জায়গার আউট পোষ্ট তুলে নেওয়া হয়েছে প্রথমতঃ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে বলে। দ্বিতীয়তঃ, আউট পোষ্ট গুলিতে যে অল্প সংখ্যক লোক ছিল সেই কর্মীদের আমরা অন্য জায়গায় তুলে দেবার চেষ্টা করেছি। তৃতীয়তঃ, আমাদের প্রতিটি এলাকায় থানা আছে। এখন থানার সংখ্যা অনেক বেশী। যদি কোথাও সমাজ বিরোধী কাজ বেড়ে থাকে, তাহলে থানাকে আমরা নির্দেশ দেব সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য। স্বাভাবিক ভাবে আমাদের থানার সংগঠন রয়েছে। কাজে কাজেই থানাই সেখানকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৬।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৬।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা সরকার তৃতীয় স্বসস্ত্র পুলিশ বাহিনী তৈরী করতে যাচ্ছেন।

২) এই ব্যাটেলিয়ানের বৈশিষ্ট্য কি হবে,

৩) কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ বরাদ্দে করবেন কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ, এটা সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন, তাঁরা একটি স্বসস্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করবেন।

২) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আধুনিক সাজ সরঞ্জাম সজ্জিত একটি আধুনিক বাহিনী তৈরী করা হবে। সেই প্রশিক্ষণ খাতে আরমি, সি, আর, পি, প্রশিক্ষকে যারা দক্ষতা অর্জন করেছেন তাদের সাহায্য নেব। এই সাহায্য নিয়ে আমরা বাহিনী তৈরী করব। কোন

উপদ্রব সৃষ্টি হলে কাজ করব। এটা সাধারণ আইন শৃঙ্খলার কাজে ব্যবহার করা হবে না।

৩) এটা সরকারী বাজেটেই ধরা হবে। এই কাজের জন্য আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় দেড় কোটির মত লাগবে। এবং বার্ষিক ১ কোটি ৩০ লক্ষ এর মত অতিরিক্ত খরচ হবে। আমরা আশা করছি, ৮ম ফিনান্স কমিশন আমাদের এই অর্থ দেবেন। যদি এই অর্থ পাওয়া যায়, তাহলে আর্থিক দিক থেকে সমস্যার সৃষ্টি হবে না।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কি কি কারণে রাজ্য সরকার এই ব্যাটেলিয়ন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---কারণ তো মাননীয় সদস্যারা ভাল করেই জানেন। যেমন, আসামে ঘটনা ঘটেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজ করে চলছে, কোন জায়গায় সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচারা দিচ্ছে পাঞ্জাবের মত জায়গায় আকালী গণ্ডগোল চলছে। মাকিন সাম্রাজ্যবাদের চরের সক্রিয়। তারা পরিকল্পনা নিয়েছে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরা করার। এই সমস্ত কারণ সামনে রেখে আমর এই বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

মিঃ স্পীকার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া পি, এস, কেইস ২ (৮০) এ মোট কতজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে,
২) এদের মধ্যে কতজনের বিরুদ্ধে সাইকেল ছিনতাই করার অভিযোগ আছে,
৩) এ পর্যন্ত কোন সাইকেল উদ্ধার করা হইয়াছে কি,
৪) হইলে কোথা হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে,
৫) ইহা কি সত্য ঐ কেইস এর তদন্তকারীর বিরুদ্ধে এস, পি, (সাউথ) শো-কজ নোটিশ দিয়েছেন?

উত্তর

১) বিলোনীয়া পি, এস, কেইস ২ (৮০) এ কোন মামলা নাই।

২---৫) কাজেই অন্যান্য প্রশ্নগুলো উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ . স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৩।

প্রশ্ন

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী কর্মচারীর মোট সংখ্যা কত, এবং
২) এইসব কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে সরকারের মোট মাসিক কত টাকা খরচ হয়?

উত্তর

১) কর্মচারীর মোট সংখ্যা ৮৫,১৫০ জন।

২) বর্তমানে আনুমানিক প্রায় ৬১০ লক্ষ টাকা (৬'১০) পারসেন্ট।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ৮৫,১৫০ জন কর্মচারীর মধ্যে সিডিউলকাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইবসের কর্মচারীর সংখ্যা কত?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন করলে জানাব।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ৮৫,১৫০ জনের মধ্যে বিগত পাঁচ বছরে কত জনের চাকুরী হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কতজন অনিয়মিত কর্মচারী আছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই তথ্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি দিব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭।

প্রশ্ন

১) এ পর্য্যন্ত নাগরিক সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য কত আবেদন পত্র বকেয়া পড়ে রয়েছে,

২) ইহা কি সত্য যে, মাসের পর মাস এ সব দরখাস্ত পড়ে থাকছে, কিন্তু কোন তদন্ত করা হচ্ছে না,

৩) যাতে নাগরিকগণ সহজভাবে তাদের নাগরিক সার্টিফিকেট পেতে পারেন, তার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?

উত্তর

১---৩) মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৮২ ইং সনে বিলোনীয়ার দেবীপুর (ঋষ্যমুখ) গ্রামের রুহিনী বিশ্বাসকে যারা হত্যা করেছে তাদের জামিনে মুক্ত করার জন্য সরকারের চাপের ফলে বিলোনীয়ার এস, ডি, জে, এম, মিঃ পি, সি, মিশ্র চাকুরী থেকে ইস্তাফা দিয়েছেন,

২) সত্য না হইলে তাহার চাকুরীতে ইস্তাফা দেওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১) কোন মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন জুডিসিয়্যাল অফিসারের কোন চাপ সৃষ্টি করেন না

২) কোন কারণ দেখান নি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি আমাদের রাজ্যের কর্মচারী নন্। তিনি গৌহাটী হাই কোর্টের কর্মচারী। তাই সেই কাজ গৌহাটী হাই কোর্ট করে দিয়েছেন এবং এটা আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তার বাইরে কি কারণ এটা আমাদের জানা নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪।

প্রশ্ন

১) ২০-১২-৮১ তারিখে ধর্মনগরের সরসপুর নিবাসী লাবণ্য দাসের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের চুড়ান্ত রিপোর্ট হইয়াছে কি,

২) হইয়া থাকিলে দোষীদের শাস্তি বিধান হইয়াছে কি? এবং

৩) নিহত দাসের অসহায় বিধবা স্ত্রীকে কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ মহাশয়। প্রমানাভাবে পুলিশ ফাইনাল রিপোর্ট দিয়াছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) হ্যাঁ, মহাশয় সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকারী সাহায্য কি পরিমাণ দেওয়া হয়েছে সেটা জানতে পারি কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, প্রথমবার সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে ৫০০ টাকা এবং দ্বিতীয় বার ৭৫০ টাকা।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আবার তাকে সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, তিনি যদি আবেদন করেন নিশ্চয় দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া অনুপস্থিত। যদি মাননীয় কোন সদস্য ইনটারেষ্টেড হন তাহলে প্রশ্ন তুলতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯।

প্রশ্ন

১) গত ২৬শে অকটোবর অমরপুরের হাজাগ্রামে পুলিশের গুলি চালনার ঘটনায় কতজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে,

২) উক্ত ঘটনায় নিহত থাইথাকহা রিয়াং এর পরিবারকে কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি,

৩) উক্ত ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে কি?

৪) না হইলে তার কারণ কি?

উত্তর

১) ৬ জনকে।

২) সরকারী সাহায্য এখনও দেওয়া হয় নাই।

৩) না মহাশয়।

৪) পুলিশের গুলি চালনা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা তাহা তদন্ত করার জন্য পুলিশ রেগুলেশান ১৯৪৩ এর ১৫৭ ধারায় দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসককে তদন্তের জন্য প্রদান করা হইয়াছে। সেই হেতু বিচার বিভাগীয় তদন্ত সরকার যুক্তিযুক্ত মনে করেন না

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এই প্রশ্নটা কলিং এ্যাটেনশ্যানও এনেছেন কিন্তু উনি অনুপস্থিত থাকায় এটা আজ হবে না।

আর কোন সদস্য যদি ইন্টারেষ্টেড থাকেন তাহলে উনার প্রশ্ন তুলতে পারেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, গত ৮০ সনের জুন দাঙ্গার ঘটনায় জড়িত করে অমরপুর মহকুমার, মহকুমার গর্জন গ্রামের দ্বিজকুমার জমাতিয়া পিতা মৃত ঠাকুরাম জমাতিয়া, শ্রীগোবিন্দ হরি জমাতিয়া পিতা মৃত কৃপাপদ জমাতিয়া, ও শ্রীহৃদয়পদ জমাতিয়া পিতা মৃত মিনিদাস জমাতিয়াকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল,

২) উক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ ছিল,

৩) উক্ত আসামীদের মধ্যে কার বয়স কত?

উত্তর

১) গ্রেপ্তার করা হয় নি।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—"A"

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ঃ—

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---সভার পরবর্তী বিষয় হল দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং এর কাছ থেকে একটিদৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ---"সম্প্রতি ২৯শে জানুয়ারীতে কাকুলিয়া ফরেষ্ট রিজার্ভ অফিসে উগ্রপন্থী হামলা এবং দুইটি রাইফেল ছিনাইয়া নেওয়া সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ---স্যার আমি এ বিষয়ে আগামী ১৬-২-৮৩ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরার কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হল "গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ ইং বিলোনীয়া মহকুমার মুহুরী-পুর বাজার হইতে আসার পথে কালমার শ্রীবিকাশ দ্বন্দ কতিপয় দুস্কৃতকারীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ---স্যার, আমি এ বিষয়েও আগামী ১৬-২-৮৩ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার এর কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হল "গত ৪-১-৮৩ ইং রাত্রে উদয়পুর বিভাগের চন্দ্রপুরে কং (ই) সমর্থক মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নির্বাচনী অফিস আক্রমন করা এবং মিহির আইচ ও দুলাল মজুমদার নামে দুইজন সি, পি, আই (এম) কর্মীকে খুন করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার আমি এ বিষয়ে আগামী ১৬-২-৮৩ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ—আজ আমি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল --- "বিগত নির্বাচনের আগের দিন ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮৩ ইং বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়ায় জনৈক অবিনাশ দাসের বাসগৃহে কং (ই) দুস্কৃতকারীদের হামলায় অজিত দেবনাথ (ওরফে জীতু), সুরবালা দাস এবং সাধন ঘোষের খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন তার জবাবে আমার বক্তব্য হল, গত ৪ঠা জানুয়ারী রাত ৯-৩০ মিঃ বিশালগড় থানার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া গ্রামের শ্রীঅমূল্য ভট্টাচার্য (পিতা হরিপদ ভট্টাচার্য্য) কয়েকজন সহ শ্রীঅবিনাশ দাসের বাড়ী যায় এবং জানতে চায় যে শ্রীদাসের বাড়ীতে কোন সভা হচ্ছে কিনা। শ্রীঅমূল্য ভট্টাচার্য এবং তার সঙ্গীরা শ্রীদাসকে শাসায় এবং বলে যে আগামীকাল সি, পি, আই (এম) সমর্থক ও কর্মীগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে। তারা শ্রী

শ্রীদাসের বাড়ীতে সভার জন্য অন্য কোন সভা হয় নাই। জেনে চলে যায়। প্রায় এক ঘন্টা পর শ্রীজীতু দেবনাথ, শ্রীরণজিৎ দেবনাথ এবং আরো অনেকে তার বাড়ীতে আশ্রয়ের জন্যে দৌড়ে আসে কারণ তাদেরকে কিছু দুস্কৃতকারী আক্রমন করে। কিছুক্ষণ শ্রীসাধন ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য এবং আরো অনেকে তার বাড়ীর মধ্যে ঢুকে এলোপাথারী বোমা নিক্ষেপ করে তারপর দুস্কৃত কারীরা চলে যায়। ঐ বোমার আঘাতে শ্রীজীতু দেবনাথ এবং শ্রীদাসের স্ত্রী সুরবালা দাস ঐ স্থানেই মারা যান। শ্রীমতিলাল দেবনাথও ঐ বোমায় আঘাত পান এবং তাহাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। অভিযুক্ত শ্রীসাধন ঘোষও ঐ বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং পরে জি, বি, হাসপাতালে গত ৫-১-৮৩ ইং তারিখে মারা যান।

শ্রীসুবোধ পোদ্দার (পিতা শ্রীশ পোদ্দার) নামে জাঙ্গালিয়ার একজনকে পুলিশ গত ৫-১-৮৩ ইং তারিখে বন্দী করে এবং কোর্টে চালান দেয় এবং ঐ দিনই সে কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি পায়। পরবর্তী কালে নিম্নলিখিত ১১ জন দোষী ব্যক্তিদের পুলিশ বন্দী করে ঃ-

১)	শ্রীসুধীর দেবনাথ	পিতা সুরেন্দ্র দেবনাথ।
২)	শ্রীননী দেবনাথ	পিতা শ্রীরমেশ দেবনাথ।
৩)	শ্রীদীপক সাহা	পিতা মৃত প্রমোদ সাহা।
৪)	শ্রীসুশান্ত মহালনবীশ	পিতা সুনীল মহালনবীশ।
৫)	শ্রীমিঠু মজুমদার	পিতা হরেন্দ্র মজুমদার।
৬)	শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য	পিতা হরিপদ ভট্টাচার্য্য।
৭)	শ্রীসুভাষ দেবনাথ	পিতা মণীন্দ্র দেবনাথ।
৮)	শ্রীগৌরাঙ্গ দেবনাথ	পিতা মৃত উপেন্দ্র দেবনাথ।
৯)	শ্রীনিবাস পোদ্দার	পিতা শ্রীশ পোদ্দার।
১০)	শ্রীপরিমল পাল	পিতা মৃত মনমোহন পাল।
১১)	শ্রীপান চন্দ্র	ওরফে পাঁচু ঘোষ।

সবাই জাঙ্গালিয়া অধিবাসী। তাহারা ১৯-১-৮৩ ইং তারিখে কোর্টে আত্মসমর্পন করে এবং জামিনে মুক্তি পায়। মৃত জীতু দেবনাথ এবং সুরবালা দাস সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থক ছিল। বন্দী ১২ জন কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক।

এই ব্যাপারে বিশালগড় থানার ভারতীয় দণ্ডবিধীর ১৪৮।৪৪৫।৩০২।৫০৬ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪ (১) ৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীভানুলাল সাহা ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে জানতে পারলাম শ্রীসাধন ঘোষ জি, বি, হাসপাতালে পরে মারা যান। শ্রীসাধন ঘোষকে জি, বি, হাসপাতালে পুলিশ নিয়ে যান নাকি অন্য কেউ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার আমার কাছে এই তথ্য নেই।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বিবৃতি দিলেন এটা ঠিক না। কারণ আমি তখন চড়িলাম থেকে নির্বাচনী প্রচার সেরে বাড়ী ফিরে আসছিলাম। আমি তখন পর পর কতকগুলি বোমার আওয়াজ--------

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে বক্তব্য করা চলে না, ইনি পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন চাইতে পারেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি এখানে যে বিষয়টির উপর আলোচনা হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করেই পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান চাইতে পারেন।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, জীতু দেবনাথ এবং রনজিৎ দেবনাথ দৌড়ে অবিনাশ দাসের বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এটা সত্য নয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---মাননীয় সদস্য এটা ক্ল্যারিফিকেশান হচ্ছে না।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তরেই আমি বলছি শ্রীসাধন ঘোষকে আমিই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। সাধন ঘোস, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কিভাবে তিনি মারা গেছেন এবং কে উনাকে মেরেছে, আমি জানতে পারলে খুশী হতাম।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কে মেরেছে সেটা আদালতই বিচার করবে। সরকার এর বিচার করতে পারে না। ওরা আসামী আদালতই এর বিচার করবে। এই প্রসঙ্গে বলছি যে তিন জন খুন হলেন এক ঘরের মধ্যে এবং একজন বেঁচে গেলেন। তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এই প্রসঙ্গে এটা বড় দুঃখজনক যে আগরতলা সি, জে, এমের কোর্ট প্রত্যক্ষভাবে এই সমস্ত যারা খুনী, ডাকাত তাদের আশ্রয় দিচ্ছেন। এটা কোর্টের অবমাননা। এইত সেখানে বসে করছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---তিনি যদি অফিস ছেড়ে কোন রাজনৈতিক দলে ঢুকে এসব করতেন তাহলে পরেও ভাল হত। এই হাউস তার এই ভূমিকার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, অত্যন্ত ব্যথিত। সি, জে, এমের মত একজন লোক যদি উগ্র সমাজ বিরোধীদের আশ্রয় দেয় তাহলে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আগরতলার মত এমন একটা শহরে তিনি দুস্কৃতকারী-দের প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের মত এক জন লোক সি, জে, এমের মত এক জন লোকের বিরুদ্ধে যেভাবে কটাক্ষপাত করেছেন সেটা কি আদালত অবমাননা নয়?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য এটা আদালত অবমাননা নয়। কারণ এটা একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। তার যে পার্সোনেল আইডিন্টিফিকেশান আছে তার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আজকে আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ---

"বিগত ১৬ই জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং রাত আনুমানিক নয় ঘটিকায় উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক কিছু সংখ্যাক খুনী ঘাতকদের দ্বারা অমরপুর বিভাগের হরিপুর গাঁও সভার প্রধান ও ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অমরপুর বিভাগীয় কমিটির সদস্য ভীম দেববর্মা এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতা ও ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অমরপুর বিভাগীয় কমিটির সদস্য সুরমনি কলুই-এর নৃশংসভাবে নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার কর্তৃক যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এসেছে সে সম্পর্কে বলছি।

অম্পি থানার অভিযোগ অনুসারে জানা যায় গত ১৬-১-৮৩ ইং তারিখে শ্রীদেবেন্দ্র দেববর্মা পিতা মৃত রামচন্দ্র দেববর্মা, ভীম চন্দ্র পাড়া, অম্পিথানাধীন তাহার শাশুরীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে খাবারের আয়োজন করেছিলেন। সেই উপলক্ষে হরিপুর গাঁও সভার প্রধান ভীম চন্দ্র দেববর্মা তাহার স্ত্রী ও সুরমনি কলুই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আহারাদি সন্ধ্যা ৭ টায় শেষ হওয়ার পর সে, প্রধান এবং তাহার পরিবারের কয়েকজন লোক সহ উঠানে বসে গল্প গুজব করিতেছিলেন। সুরামনি কলুই সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘঃ বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা

হয়ে যায়। হঠাৎ রাত প্রায় ৮টায় ৪০-৫০ জন উপজাতি যুবক তাহার বাড়ীর উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই জলপাই রংয়ের মিলিটারীর মত পোষাক পরিহিত এবং আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ছিল। উঠানে পেঁৗছা মাত্র তাদের মধ্যে এক জন কক্‌বরক ভাষায় প্রধানের খোঁজ করে। উত্তরে প্রধানের স্ত্রী বলেন যে প্রধান সেখানে নেই। যুবকরা প্রধানের স্ত্রীকে ভয় দেখাইতেছে শুনিয়া প্রধান নিজেই আসিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। সন্ত্রাসবাদী আক্রমনকারীরা যাতে প্রধানকে অপরহণ করতে না পারে তার জন্য শ্রীদেবেন্দ্র দেববর্মা ও প্রধানের স্ত্রী তাদের বাঁধা দিলেন তারা গুরুতরভাবে প্রহৃত হন। তারপর আক্রমনকারীরা প্রধানের হাতগুলি দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া অভিযোগকারীর বাড়ীর পূর্ব দিকে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই প্রধানের চিৎকার শোনা গেল। প্রায় আধ ঘন্টা পরে তাহারা আলো সহ পূর্ব দিকে গিয়ে দেখিতে পাইলেন যে প্রধান মৃত এবং রক্তাপ্লুত অবস্থায় পুকুর পাড়ে পড়িয়া আছে। শ্রীদেবেন্দ্র দেববর্মা তাহার নিজের টাক্‌কাল দা খানি প্রধানের শিয়রের নিকট রক্তমাখা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন।

অতঃপর প্রধানের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় প্রায় আড়াই ফার্লং দূরে সুনামনি কলুইকে ধান ক্ষেতের মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। যার নাভির চারিদিকে ৩টি গভীর ক্ষত ছিল। সংবাদ দাতা এখবর গ্রামবাসীদের জানাইলেন। অভিযোগকারী জানিতে পারিলেন যে আততায়ীরা তার এখানে আসার পূর্বে প্রধানের বাড়ীতে প্রধানের খোজ খবর নিয়াছিল।

এই ব্যাপারে অম্পি পুলিশ স্টেশনে কেইস নং ২(১)৮৩ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩৪ নং ধারায় অম্পি থানায় নথিভুক্ত করা হয়।

১৮-১-৮৩ ইং তারিখে নিম্নলিখিত ৩ (তিন) ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ১৯-১-৮৩ ইং তারিখে তাদের কোর্টে চালান দেওয়া হইয়াছে।

১। করুণা কলুই, পিতা শ্রীপ্রকাশ কলুই, বশ্যমনি পাড়া, অম্পি।

২। ক্ষুদিরাম কলুই, পিতা বশ্যমনি কলুই, বশ্যমনি পাড়া, অম্পি।

৩। খগেন্দ্র কলুই, পিতা রথ কুমার কলুই, বশ্যমনি পাড়া, অম্পি।

অপরাধীগণ টি, ইউ, জে, এসের সমর্থক উগ্রপন্থী বলিয়া জানা যায়।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আজকে আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ---

"গত ৭ই জানুয়ারী বিলোনীয়ায় বল্লামুখ এলাকায় কতিপয় কং (ই) সমর্থকে দুর্বৃত্ত কর্তৃক গাঁও প্রধান ননী গোপাল সেন সহ আরো বিশজনকে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী যে নোটিশটি এসেছে আমি এখন সে সম্পর্কে বলছি।

পুলিশের রিপোর্টে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৭-১-৮৩ ইং তারিখে বেলা ১০ টা হইতে ১০ টা ৩০ মিঃ এর মধ্যে অভিযুক্তকারী শ্রীদিলীপ রায় এবং আরও ১৩ জন (আই, আর, এফ এ বর্ণিত নাম অনুযায়ী) লাঠি, রামদাও ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিলোনীয়া থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ভারত চন্দ্র নগর (বল্লামুখা) নিবাসী শ্রীননীগোপাল সেন (অভিযোগকারী)-এর বাড়ীর বাসিন্দাদের আক্রমণ করিয়া স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা লুট করিয়া নিয়া যায়। অভিযোগকারী শ্রীননী গোপাল সেন তাঁহার প্রতিবেশী শ্রীদেবেন্দ্র পাটোয়ারীর বাড়ীতে আশ্রয় নেন। কিন্তু দুস্কৃতকারীগণ শ্রীপাটোয়ারীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া শ্রীননী গোপাল সেনকে মারধোর করে এবং তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয় কিন্তু ঐ সময় পুলিশ

পুলিশ আসিয়া পড়িলে দুষ্কৃতকারিগণ পলাইয়া যায়। দুষ্কৃতকারিগণ শ্রীসেনের বড়ীরা অন্যান্য বাসিন্দাগণকেও মারধোর করে এবং তাহাতে ১৪ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিগণকে বিলোনীয়া হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৪৪৭।৩২৬।৩০৭।৩৭৯ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩(১) ৮৩ বিলোনীয়া থানায় নথিভুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত ৩ (তিন) ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১। শ্রীনিতাই পাল পিতা শচীন্দ্র পাল।

২। শ্রীঠাকুর দাস ভৌমিক, পিতা শম্ভু ভৌমিক।

৩। শম্ভু মজুমদার।

উপরি উক্ত গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিগণকে গত ৮-১-৮৩ ইং তারিখে কোর্টে চালান দেওয়া হয় এবং সেখান হইতে তাহারা বর্তমানে জামিনে মুক্ত আছে।

এই ঘটনায় নিম্নলিখিত ১৩ জন কোর্টে আত্মসমর্পণ করে এবং কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি পায় ঃ—

১। শ্রীদিলীপ রায়।
২। শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী।
৩। শ্রীমানিক বিশ্বাস।
৪। শ্রীরাখাল দত্ত।
৫। শ্রীঅর্জুন মজুমদার।
৬। শ্রীবাবুল মজুমদার।
৭। শ্রীগৌরাঙ্গ মজুমদার।
৮। শ্রীদীনবন্ধু বিশ্বাস।
৯। শ্রীদিলীপ মুহুরী।
১০। শ্রীশংকর সাহা।
১১। শ্রী শ্রীমন্ত সরকার।
১২। শ্রীনারায়ণ মজুমদার।
১৩। শ্রীগৌর গোপাল রায়।

উপরোক্ত অভিযুক্তকারী সকল ব্যক্তিগণই কংগ্রেস (ই) সমর্থক বলিয়া জানা যায়। ঘটনাটির তদন্ত কার্য চলিতেছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে এদের মধ্যে মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারের ছেলেও আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্যটা এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ---পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, উক্ত ঘটনার বহুদিন আগে আমি বিলোনীয়া শহরে আক্রান্ত হয়েছিলাম সে ঘটনাটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? সে সঙ্গে ভানু সেন, জোনাকী চক্রবর্তী, দিলীপ চক্রবর্তী প্রভৃতিও আক্রান্ত হয়েছিল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি ওদের উপরে আক্রমণ সম্পর্কে জানান তাহলে আমি উত্তর দেব। এখানে অন্য একজন সম্পর্কে বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্যের উপরেও যে আক্রমণ হয়েছে সেটা সম্পর্কেও যদি কোন দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এই হাউসে আসে তাহলে তার জবাবও এই হাউসে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন আনতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপরে হওয়া চাই।

শ্রীনকুল দাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই যে দিলীপ মুহুরীর কথা বলা হয়েছে। তাকে মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারের বাড়ীতে পুলিশ দেখতে পেয়েও গ্রেপ্তার করেনি, এই তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্যটা এখন আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ---এই হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা থেকে একটি শর্ট ডিসকাশন নোটিশ পেয়েছি। নোটীশটি উত্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্মসূচী হলো ঃ---

"The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Second Amendent) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 4 of 1983)"

উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

"The Salaries and Allowances of Ministars (Tripura) (Second Amendment) Bil(, 1983 (Tripura Bill No. 4 of 1983)"

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হল ঃ---

"The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Second Amendment) Bill. 1983 (Tripura Bill No. 4 of 1983).

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।"

(নি ভোটে বিলটি উত্থাপিত হলো ঃ---)

মাননীয় সদস্যদের অনুরেধ করছি বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য।

GENERAL DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1982-83

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ১৯৮২-৮৩ ইং সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা ঃ---

আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের বক্তৃতা অতিরিক্ত ব্যয়বরদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং মহোদয়কে বক্তৃতা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ১৯৮২-৮৩ সালের সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের উপর আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, আমি বলব যে এটা অলরেডি কমিটেড্ এক্সপেণ্ডিচার হয়ে গেছে। সুতরাং তার উপর বক্তব্য রেখে কোন লাভ নেই। আমি শুধু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো---বিগত দিনে বাজেটে বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও কেন অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হলো সে বিষয়ে যেন বক্তব্য রাখেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে যে ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছেন আমি তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং এই সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই।

প্রথমতঃ অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের যে দাবী আনা হয়েছে তা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হচ্ছে যে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। কারণ যে টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল সে টাকা শেষ হয়ে গেছে। তারজন্য অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার তাঁর কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা মনে করছেন।

এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কারণ এখানকার ছাত্রদের স্টাইপেণ্ড দিতে হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। এই খরচের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে স্কুলঘর ভেঙ্গে পড়েছে বা নতুন স্কুলঘর তৈরী করতে হয়েছে, এছাড়া বেসরকারী স্কুলগুলিকেওসাহায্য দিতে হয়েছে। এইভাবে শিক্ষার পরিবেশকে স্বাভাবিকভাবে গড়ে তোলার জন্যই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজন হয়েছে। আজকে আমরা দেখেছি বিভিন্ন স্থানে উগ্রপন্থীরা নাশকতামূলক ভাবে স্কুলঘর পুড়ে দিয়েছে। এই সকল স্কুলঘর পুনরায় মেরামত করতে হয়েছে। তাছাড়া সরকার বিভিন্ন কাঁচা স্কুলঘরগুলিকে পাক্কা করার ব্যবস্থা নেওয়ায় প্রায় ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এই সকল কারণগুলির জন্যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজন হয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টস আনা হয়েছে তা যথোপযুক্ত হয়েছে। শিক্ষার পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করতে হলে এই অতিরিক্ত খরচ না করলেই নয়।

তারপর আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে ডাক্তার এর অভাব রয়েছে। হসপিটালগুলিতে রোগীদের ভীড় দিন দিন বাড়ছে। সুতরাং আমাদের ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের ছেলেদের বাইরে ডাক্তারী পড়ার জন্যে পাঠাতে হয়। কিন্তু আমরা ত্রিপুরার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক আসন পাই না। তার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে উড়িষ্যা সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে ১৫ টা আসন আনতে হয়। এর জন্য আমাদের ১৫ লক্ষ টাকা উড়িষ্যা সরকারকে দিতে হয়েছে। কাজেই এই টাকাও বরাদ্দ করা প্রয়োজন। কাজেই আমি মনে করি যে এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত।

আশ্রম স্কুল বা আবাসিক স্কুল বোর্ডিং হাউস এবং তার স্টাইপেণ্ড। আশ্রম স্কুল ত্রিপুরা রাজ্যে কতগুলি আছে। সেই স্কুলগুলির উন্নতির বিধান করা এবং আমি মনে করি যে টাকা আছে তার মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি প্রতিটি সাবডিভিশনে আবাসিক বিদ্যালয় আরও থাকলে ভাল হত। সেটা করার দিকে বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য থাকবে এবং মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলী সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন বলে আমি আশা করি। সেজন্য আশ্রম স্কুল এবং আবাসিক স্কুলগুলির জন্য ব্যয়বরাদ্দ আমি সমর্থন করছি।

জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যে নুতন স্কীম তাকেও আমি সমর্থন করি। যেটা নাকি বামফ্রন্ট সরকারের চিন্তা ভাবনায় এনেছেন, নতুন ভাবে রাবার বাগান করে কিভাবে জুমিয়া ভাইদের পুনর্বাসন দেওয়া যায় (রেড লাইট)।

মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই আমি দেখছি অতীতে কেউ কোনদিন যাদের কথা চিন্তা করে নি, অনাথ আতুর, এদের জন্য কোন দিন যারা চিন্তা করে নি, এমন কি মা বাপও অভিশাপ দিতেন যে তুই মরে যা, বামফ্রন্ট সরকারএসে তাদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বাজেটের এই অতিরিক্ত দাবী সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে অনেক কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। তার মধ্যে আছে পঞ্চায়েত। সেটা দুর্নীতির একটা আড্ডাখানা বলা যায়। গ্রাম প্রধানদের যে মাসিক আয় তা দিয়ে তাদের পোষায় না। আমি আগেই বলেছিলাম। এই ধরনের একটা ঘটনা কৈলাসহর মহকুমার ছামনু ব্লকে এবং দেও গ্রামের ব্রজেন্দ্র ত্রিপুরা। এই বছর প্রধান হওয়ার পরে জামজুরীতে ৮ কাণি জমি খরিদ করেছে এবং উপপ্রধানও চিচিংছড়াতে ৮ কাণি কানি জমি খরিদ করেছে। প্রধানরা যাতে দুর্নীতির আশ্রয় না নেয় সেজন্য প্রধানদের মাসিক একটা ভাতা দেওয়া হয়। কংগ্রেসের আমলে অবশ্য এটা দেওয়া হতো না। সে জন্য তারা দুনীতি করত বলে তাঁরা অভিযোগ করতেন। সেটা এক দিকে অসঙ্গত ছিল না। প্রধান পাবে ভাতা অথচ অন্যরা পাবে না, তাতে অন্যদের দুর্নীতি প্রধান রোধ করতে পারবে না। কাজেই শুধু প্রধানকে ভাতা দিলেই চলবে না। অন্যান্য সদস্য-দেরও ভাতা দিতে হবে। তাঁরাও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। সেজন্য পঞ্চায়েতের কর্মসূচী যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছিল সেগুলি ব্যর্থ হয়েছে।

নূতন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকেরা স্কুলে যাচ্ছেন না। ইন্টারিয়রে যারা আছেন তারা সংখ্যায় কম হওয়াতে স্কুলে যায় না। বলতে পারেন নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। কিন্তু এমন কতগুলি জায়গা আছে যেখানে নিরাপত্তার কোন অভাব নেই। তবুও সেখানে তারা যান না। অর্থাৎ বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করলেই আর তাদের স্কুলে গিয়ে কাজ করতে হয় না। এমনিতেই বেতন পেয়ে যান।

তার পরেও আমরা দেখছি সুখময়বাবুর আমলে পুলিশ, সি, আর, পি, ত্রিপুরায় এত রাখা হয়েছে কেন বলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবু বার বার প্রতিবাদ করছেন। কিন্তু এখন তিনিই সেটা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এর ফলে জনগণের উন্নয়নের টাকা খরচ করতে হচ্ছে সেখানে। সুখময় বাবুর আমলে যেখানে ৪ কোটি টাকা ধরা হতো সেখানে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৯ কোটি টাকা, পরে ১৩ কোটি টাকা হয়ে গেল। অথচ তারা নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারছেন না। কাজেই এই টাকা কোথায় যাচ্ছে? সেটা দলীয় কাজে লাগছে। জনগণের উন্নয়নের কাজে লাগছে না। বামফ্রন্ট সরকার বলছেন আমরা দিল্লীতে টাকা ফেরত পাঠাইনা। আমরা খরচ করি। কিন্তু কার জন্য খরচ করছেন? নিজেদের দলের লোকদের পাইয়ে দেবার জন্য। কাজেই টাকায় কুলোচ্ছে না। কাজেই এই যে উদ্বৃত্ত টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা ত্রিপুরার মত ক্ষুদ্র রাজ্যের জন্য যেখানে সুপরিকল্পিত ভাবে বিনিয়োগ করা দরকার, তা না করে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কতিপয় মানুষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই টাকা খরচ করা হচ্ছে। তাছাড়া ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কতটুকু সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে। এখানে সম্পদ বলতে একমাত্র ফরেস্ট আছে। কিন্তু ১৯৬৮ সালে পেরাতিয়া বাগানে তাজকের ক্ষমতাসীন মার্কসবাদী পার্টি যে কাণ্ডটা করেছিলেন নিশ্চয়ই সেটা তাঁরা ভুলে যান নি। তাঁরা সেখানে স্থির করেছিলেন যে তাঁরা সেখানে রাবার বাগান হতে দেবেন না। সেজন্য মোহিনী ত্রিপুরা প্রাণ হারিয়েছেন। (রেড লাইট)

মিঃ ডপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার। অনলী ফাইভ মিনিটস্।

শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার ঃ---মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ সভায় পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে এই কথা বলতে হয় যে বাজেটে তো টাকা ধার্য আছে। তা সত্ত্বেও অনেক তাড়াতাড়ি কাজ-গুলি করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ দরকার। যদি এখন থেকে কাজগুলিকে ত্বরান্বিত করা না যায়, অনেক কাজ আছে যেগুলি অপেক্ষা করা যায় না। যেমন এগ্রিকালচার, মাইনর ইরিগেশান এই সমস্ত কাজ অর্ধ সমাপ্ত রেখে বসে থাকা যায় না। সেজন্য সেই কাজগুলিতে যাতে গ্যাপ না থাকে সেজন্য কন্টিনিউ করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ ধরা

হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন, এইগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিভাবে হয়?

একটা স্কুল যদি করা হয়, সেই স্কুলে কি একই রাজনৈতিক দলের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করবে, না অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ছেলে মেয়েরাও পড়াশুনা করবে। তেমনি বলা যেতে পারে যে পানীয় জলের জন্য একটা টিউব-ওয়েল হলে বা রাস্তা করা হলে সব রাজনৈতিক দলের লোকদের সুবিধার জন্যই সেগুলি হবে, একটা মাত্র রাজনৈতিক দলের লোকদের সুবিধার জন্যই সেগুলি হয় না। কাজেই এর থেকে বুঝা যায়, যে কোনও রাজনৈতিক দলের সুবিধার জনী সেগুলি করা হয় না, সেগুলি সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের সুবিধার জন্যই করা হয়ে থাকে। অতএব বিরোধী পক্ষের সদস্যদের যে বক্তব্য, সেটা আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। এখানে এ, ডি, সির জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তারও তারা বিরোধীতা করছেন, তারা এর বিরোধীতা করেছেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে, এর মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ বিগত বছরগুলিতে সুখময় বাবুর আমলে ট্রাইবেলদের জন্য কি করা হয়েছে, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের সকলেরই জানা, আর এখন কি হচ্ছে তাও ত্রিপুরা রাজ্যের সকলেই জানেন। বস্তুতঃ বলতে গেলে বলতে হয় যে কংগ্রেস আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের জন্য কোন কিছু করা হয় নি ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলরা তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। বিরোধী পক্ষের সদস্যদের একজন বলেছেন চামনুর ব্রজেন্দ্র জমাতিয়া একজন জুমিয়া, কিন্তু তার নাকি পুনর্বাসনের টাকা পাওয়ার কথা নয়। কাজেই কোন একজনকে জুমিয়া বলে স্বীকার করা হবে, অথচ সে জুমিয়া পুনর্বাসনের টাকা পাবে না, এটা কেমন করে হয়, আমি বুঝতে পারছি না। তাই আমি তাদের বৈপরিত্যময় বক্তব্যকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারছি না। তাদের ধারনা হল শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া আর বাকী সবাই নিজেদের স্বার্থে টাকা খরচ করে থাকেন, আর উনি দেশের আপামর জনসাধারণের স্বার্থে টাকা খরচ করে থাকেন, নিজের স্বার্থে করেন না, এটা কেমন করে হয়, আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই তাদের বক্তব্যগুলি বৈপরিত্যে পূর্ণ, এর মধ্যে কোন সার বস্তু আছে বলে আমি মনে করি না। উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম করতে হলে টাকা বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং বামফ্রন্ট সরকার সেই দিকে দৃষ্টি রেখে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে টাকা বরাদ্দ করেছেন, এটা বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বুঝতে না পারলেও আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়, এই সভায় যে সাপ্লিমেন্টারী ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাব এনেছে, এটাকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। কারণ এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তার বেশ মোটা একটা অংশই কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বিশেষ করে রিভিশন অব পে-স্কেল এবং এ্যাডি-শন্যাল ডি, এ—সেন্ট্রাল হারে দিয়ে দেওয়ার জন্যই বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু এই বরাদ্দের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের আর একটা বঞ্চনার মধ্যে ফেলে দিতে চাইছেন বলে, আমার ধারনা। মাননীয় উপাধ্যক্ষমহোদয়, এই বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালে যখন ক্ষমতায় আসে, তখন তারা কর্মচারীদের সাহায্যেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তারা তখন বলে এসেছেন যে ক্ষমতায় এলে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য অনেক কিছু করবেন। কিন্তু আমরা দেখলাম, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য একটা পে-কমিশন লাখ লাখ টাকা খরচ করে বসিয়েছেন। এত টাকা খরচ করে যে পে-কমিশন বসানো হয়েছে এবং পে-কমিশন যে রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছেন, সেই রিপোর্টটা সরকার বিধান সভায় পেশ করেন নি। সরকার বুঝতে পেরেছেন যে সেই রিপোর্টটা যদি পেশ করা হয়, তাহলে কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ হত এবং কর্মচারীদের আর তাদের হাতে রাখা যাবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—Hon'ble member, your are requested to concire you speech within the supplementaay Budget.

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ---স্যার, আমি মনে করছি যে আমার ডিসকাশনটা উইদিন দি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটেই রয়েছে। কারণ পে-স্কেল রিভিশনটা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যেই রয়েছে। স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পে-স্কেল রিভিশনের মধ্যে অনেকগুলি এ্যানামেলি রয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে এমন কতকগুলি পোষ্ট রয়েছে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত যেগুলির রেসপনসিবিলিটি বা দায়িত্ব বিভিন্ন রকমের অর্থাৎ কোনটার কম, কোনটার বেশী কিন্তু তাদের সমহারে পে-স্কেল করা হয়েছে। যেমন হেডমাষ্টার হাই স্কুল এ্যাসিষ্টেন্ট হেডমাষ্টার হাই স্কুল এবং ইন্সপেক্টর অব স্কুল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাই যে হেড মাষ্টার এবং এ্যাসিষ্টেন্ট হেডমাষ্টার (হাই স্কুল) এর পদ মর্যদা কি একই? মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় অবশ্যই এর জবাব দিবেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট টা কেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হতে চলেছে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই মার্চ মাস এসে পড়বে, এই অল্প সময়ের এত বড় অংকের বরাদ্দকৃত টাকা, সরকার খরচ করতে পারবেন না। আমরা জানি যে অনেক সময়ে দেখা যায় সরকার এ, সি বিলে টাকা ড্র করে, পরে সেই টাকা নয় ছয় করে। কাজেই এই ধরনের সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। কারণ এই টাকা দিয়ে বামফ্রন্ট যে সমস্ত বড় বড় কাজ করবেন বলেছেন, তাও এত অল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। তবে হয়তো সরকার তার হাতিয়ার হিসাবে কর্মচারীদের একটা অংশকে বিশেষ করে যারা তাদের ক্যাডার নামে পরিচিত, তাদের হাতে রাখার চেষ্টা করবে, এছাড়া এর মধ্যে আমি অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এই হাউসের সামনে এসেছে, আমি তাকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে বামফ্রন্টের গত ৫ বছরের রাজত্বে কৃষিক্ষেত্রে কোন ডেভেলাপমেন্ট হয় নি, যদিও ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষির দিক থেকে তথা কৃষক সমাজের আরও ডেভেলাপমেন্ট হওয়া উচিত ছিল। এবং সেই ডেভেলাপ করতে হলে যে প্রসিডিউর অবলম্বন করার দরকার ছিল, তার কিছুই আমরা লক্ষ্য করতে পারছি না। বরং বলতে গেলে বলতে হয় যে কৃষকদের নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে ঠেলে ফেলা হয়েছে। কাজেই কৃষকদের উন্নতির জন্য তাদের যে অসুবিধাগুলি আছে, সেগুলিকে আগে দূর করতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ---দুই নাম্বার হচ্ছে যেখানে জনস্বার্থ জড়িত রয়েছে সেখানে এই ত্রিপুরার বিভিন্ন খাদ্য বিশেষ করে শিশু খাদ্যের এডালটারেশনের হাত থেকে মুক্ত করার কোন ব্যবস্থা এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছি না। আর তাছাড়া বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন জিনিষের উপর ভেজাল বন্ধ করার কোন প্রচেষ্টা এই সরকারের দেখতে পারি নাই এবং এখনও দেখতে পাচ্ছি না। বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের কথা এখানে বলা হয়েছে। অথচ বাস্তবে আমরা দেখছি যে বিদ্যুতে যে পরিমাণ সংকট আমরা দেখতে পাচ্ছি তার উপর যে ভাবে গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে তাদের বিদ্যুতের চাহিদা 8 গুণ বেড়ে যাবে এর ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি আরও বেড়ে যাবে। এর ফলে কৃষির উন্নতির জন্য যেসব জিনিষ এর প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদ্যুৎ সেই বিদ্যুতের ঘাটতি আরও বেড়ে যাবে। এই সব বিচার করে এই বাজেটে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন ব্যাপারে পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই সেজন্য কৃষির উন্নতি ব্যাহত হবে এবং শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও ত্রিপুরার বিদ্যুতের সংকট একটা প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সে জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। এবং অন্যান্য মাননীয় সদস্যরাও যাতে এই বাজেটকে সমর্থন না করেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করতে পারছি না। সমর্থন করতে পারছি না এই জন্য যে গত ১৯৮২-৮৩ ইং সালের জন্য আমরা এই হাউস থেকে ১৬৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদন দিয়েছিলাম এবং তখন সরকার পক্ষ থেকে

বলা হয়েছিল যে এই ১৬৯ কোটি টাকা দিয়ে আমরা ত্রিপুরার উন্নতি করতে পারব মাননীয় মন্ত্রীগণ এই রকম বিবৃতি রেখে ছিলেন। আর আজকে আমরা দেখছি যে আরও ৯২ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এই টাকা ত্রিপুরার কোন উন্নতির জন্য নয়। এই টাকা দিয়ে তারা নিজেদের পার্টির স্বার্থে ব্যয় করার জন্যই চাওয়া হয়েছে। কারণ আমরা দেখছি যে বিগত দিনগুলিতে যখন (ইণ্টারাপশান) বিগত প্রশ্ন উত্তরকালে আমরা জানতে পারলাম যে মাননীয় মন্ত্রীগণ বলেছিলেন উদয়পুর থেকে ১৮ মুড়া পর্যন্ত যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা এবং রাস্তার পুলগুলি ঠিক আছে। কিন্তু আমরা সেখানে গেলে কি দেখতে পাচ্ছি-সেখানে গেলে আমরা দেখতে পারছি যে রাস্তাঘাট খারাপ পুলগুলির দুরবস্থার জন্য আগরতলা থেকে টি, আর, টি, সির বাসগুলি এখনও চলাচল করতে পারেনা রাস্তাঘাট অচল হয়ে পড়ে আছে। পুলগুলি মেরামত করা এখানে হচ্ছে না অথচ এখানে আবার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তখন বলা হয়েছিল যে এই ১৬৯ কোটি টাকা দিয়ে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব আমাদের কোন অসুবিধা হবে না আর এখন বলা হচ্ছে যে আমাদের আরও অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে এই টাকা নিয়ে সরকার নিজের পার্টির স্বার্থেই ব্যয় করবেন। আমরা দেখছি যে কড়ইমুড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলে---সেই স্কুলে টেবিল নাই বেঞ্চ নাই কোন রকম সাজ সরঞ্জাম নাই। আমরা আরও দেখছি সেখানে গাঁও প্রধানের হাতে সেইস্কুল ঘরটি তৈরী করার জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল অথচ বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্কুলের একটিও জানালা দেওয়া হয় নাই এই ভাবে দুর্নীতি চলছে। আমরা জানি যে সেই স্কুলঘর মেরামতের জন্যও আবার অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হবে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের কোন যৌক্তিকতা নাই এবং সেজন্য আমরা এটাকে গ্রহণ করতে পারি না। এই টাকা দিয়ে নিজেদের দলীয় স্বার্থের জন্যই ব্যয় করা হবে---উদয়পুর গেলে দেখা যাবে বাগমা হাই স্কুলের দেওয়ালগুলিতে এখনও হাতুড়ি কাঁচির ছবিগুলি এখনও আঁকা রয়েছে। এই যে আমরা ১৬৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করেছিলাম সেই টাকা দিয়েই ইলেকশানের সময় এইসব ছবি আঁকা হয়েছিল। এই জন্যই আমি এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করতে পারি নাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীতরণী মোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ১৯৮২-৮৩ সনের অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন হাউসের অনুমোদনের জন্য আমি সেটাকে সমর্থন করি। এটাকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকার জনগণের আশাআকাঙ্খা পূরণ করার জন্য যে নির্দিষ্ট পথে চলেছে তার ইতিহাসগুলি এই ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে লেখা আছে। যে ইতিহাস বিগত ৩০ বৎসর কংগ্রেস সরকারের আমলে লেখা হয় নাই। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বুক ফেটে যাচ্ছে বামফ্রন্টের এই উ উন্নয়নমূলক কাজ দেখে কারণ বিগত ৩০ বৎসরে এত জনহিতকর কাজ ওরা কল্পনাও করতে পারে নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থীকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল যে আপনারা তো বলেন যে বামফ্রন্ট রাস্তাঘাট কিছুই করে নি তাহলে আপনি এখন কি করে এখানে আসলেন। প্রার্থী উত্তর দিয়েছিলেন যে আমি তো টেকসী করে এসেছি। গত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস সরকার যেটা করতে পারে নি বামফ্রন্ট সরকার গত পাঁচ বছরেই তা করেছে। আমরা বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্যের উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিচ্ছে। কংগ্রেস আমলে কংগ্রেসের বাজেটের টাকা ফেরৎ যেত, মানুষ অনাহারে মরত। মানুষ কাঁঠাল, আম খেয়ে জীবন ধারন করত। আজকে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে সেই কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করছে। তাই বলছে এই ব্যয় বরাদ্দ মানতে পারছি না। কংগ্রেস আমলে এই আষাঢ় শ্রাবণ মাসে হাজারে হাজারে মানুষ মরত, উপজাতিরা গাছের লতা পাতা খেয়ে বাঁচত। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মানুষ পেট ভরে না খেতে পারে কিন্তু এক বেলা তার আহারের ব্যবস্থা আছে। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের একজন মানুষকেও অনাহারে মরতে দেবে না।

আমরা বাজেটের টাকা জনস্বার্থে ব্যয় করছি, দলীয় স্বার্থে নয়। গত পাঁচ বছরে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড বেড়েছে। মিড ডে মিল চালু করেছে। সবাই এর সুযোগ পাচ্ছে। বামফ্রন্ট বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। বামফ্রন্টের এই উন্নয়নমূলক কাজ ভারতবর্ষে আগামী দিনে বিরাট প্রভাব ফেলবে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে জনস্বার্থে বাজেটের টাকা খরচ করছে। তাই আমি এই বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ---ফৈজুর রহমান।

শ্রীফৈজুর রহমান ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮২-৮৩ সালের যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ রাজ্যের মানুষের জন্য খরচ করার জন্য এই সভায় উৎথাপন করেছেন আমি তা সমর্থন করি। বিভিন্ন খাতে রাজ্যের কৃষক ছাত্র, পিছিয়ে পড়া উপজাতি ও শ্রমিক সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে বিভিন্ন খাতে তা আমি সমর্থন করি। দুঃখের বিষয় বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এই ব্যয়বরাদ্দকে সমর্থন করেন নি। নিশ্চয়ই তারা দেখেছেন এই ব্যয়বরাদ্দে কলিকাতা এয়ার কনডিশন বাড়ী কেনার জন্য কোন টাকা ধরা হয়নি তাই তারা এটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। এরাও যদি ত্রিপুরার জনগণকে ভালবাসতেন তাহলে নিশ্চয়ই এটাকে সমর্থন করতেন। এই ব্যয় বরাদ্দ ন্যায্য ভাবে করা হয়েছে, রাজ্যের মানুষের স্বার্থে করা হয়েছে, এটাকে সমর্থন না করলে সব উন্নয়নমূলক কাজ অচল হয়ে যাবে। তাই এটাকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দলের সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি এটাকে সমর্থন করার জন্য, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

কক্‌-বরক

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ--- মাননীয় Speaker Sir, বীসকাংগ রাং বেশী খরচ আঁংখা হীনীই যে Budget তুবুমানি আবন চাং কোন মতে বীখাবাই সমর্থন খীলাই মানয়া। তামহীনবা বাজেট' যে রাং বরকন' রীজাকমানি, রাং জনসাধারণনি কাহামনি বাগীই যে রাং রীজাকমানি আব' একমাত্র পার্টিনি স্বার্থে সে খরচ আঁংগ। আবনি বাগীই আং সানা নাইঅ যে জাগায় জাগায় রাং খরচ আঁংনা হীনীই সামানি যেমন, ত্রিপুরানি School সারা ত্রিপুরাঅ কোন কোন School তংগ বেবাগ মাষ্টারগ বেতন মান তংগ School নক্‌সে কীরীই। School নক্‌সে কীরীই। ঐ তীইসামা গাঁও সভা স্কুল নক কীরীই। আর School নক তংগ হনীই সাঅ। School নক কীরীই, ছাত্র তংগ; ছাত্র ব কীরীই কিন্তু মাষ্টারগ বেতন মানীই তংগ। অর অ বিল তুবুনাইরগন আং সীংনা নাইঅ, নরক থাংদা নাইখা? মাষ্টাররগ সালাইঅ, চিনি বামফ্রন্ট সরকার লে Mid-day-Meal রীখা।' খুব রীখা নরক। মাষ্টারগন খক্‌না কীরীংখা নরক। ছাত্ররগনি পুইসা ন চা অই বেহক কতর কতরখে তংগীই খা। কেরাম কেরামখে হাবীইবে বহক কতর কতর যে বুফাম খাঅ। সারা ত্রিপুরা চাং তেইব নুগ যেসব আশ্রম School হীনীই তংমানি কংগ্রেসনি 'আমল' আর চম্পকনগর হাই জাগাঅ ছাত্ররগতীই পর্যন্ত মা নীংয়া, তাবুক ব মানীংয়া। বার বারখে আং মুখ্যমন্ত্রীনি থানি চার বার Deputation রীখা। কিন্তু গত পাঁচ বছর যাবৎ কোন ব্যবস্থা কীরীই। তাবুকব কীরীই যেখানে কংগ্রেস নি আমল Industry তংমানি Industry পর্যন্ত কীরীই। তারপরে বগাফা আশ্রম School নি বাগীই সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পড়ে আরো দুই মিনিট সময় পাবেন।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আং যে কক সামানি অমহাইখে বাজেট নি বিসিংগ স্কুল মেরামত খীলাইমানি কক। যেমন, করবুক রেসিডেন্সিয়েল হাই স্কুলঅ Boarding সীনামনা কিন্তু তাবুক ফান আর পায়খানা নক এবং তীই নীংজাকনাই কীরীই।

আর যে রাং অগইমানি আবরগন মেরামত খৌলাইনা বাগৗই আব লামা অদেসন' ভাগাভাগি ঔং পাইখা বরক নি পার্টি নি বিসিংগ। বগাফা আশ্রম স্কুল অ ৭৫ আসন বিশিষ্ট একটা ছাত্রীবাস খুলকনা, তাই পুকুর খুরনা হৗনৗই সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বাজেট ঔংমানি আব সামংগ ফৗনাংজাকয়া, তারপর কিল্লা বাজার' ৭৫ আসন বিশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী নিবাস খুলুক জাকয়া, তারপর দেড়শ টাকা ষ্টাইপেণ্ড নি জাগাঅ ১২০ টাকা এবং Class XI & XII নি বাগৗই সারা ত্রিপুরা উমাকন্ত. বোধজং বাদে কোন বোডিং কৗরৗই। অথচ অর বাজেট যত রাং আব বিয়াং থাং? তারপরে তেইব রাং কৗবাংমা সানৗই তংগ? তারপর বাজার সংস্কারনি কক অর তংগ আবব আধামাধা খৌলাই তনবাইখা। গণ্ডাছড়া। অ তুলা বুফাংনি কাঠ রৗঅংই আর টিন রৗজাকয়া কৗলাই তংগ। গণ্ডাছড়া জগবন্ধুপাড়া, রইস্যা বাজার সংস্কার খালাইজাকয়া তারপর তৗই নৗংজানাইনি বাগৗই হাজার হাজার খরচ ঔং তংগ কিন্তু এমন কতগুলো জাগা তংগ যেখানে দেড় কিলোমিটার হাচাল নি তৗই মা তুবুঅ। ঐ যে সাংকুমা গাঁও সভা, মনাইজলা এলাকা আর দুনিয়াবাড়ী হৗনৗই একটা জাগা তংগ দেড় কিলোমিটার হাচাল নি তৗই মা তুবুঅ। তারপর এই লক্ষন সিং গাড়া দুনিয়া পাড়া, রামজয় পাড়া আরনি বররক তৗই মা নৗংয়া। অতএব আং সানা নাইঅ যে বাজেট খৌলাই রাং চাই আবন' তেইব তুবুনানি বাগৗই যে বাজেট খৌলাই মানি আবন আং সমর্থন খৌলাই মানয়া।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সামনে আরো অধিক টাকা খরচ হয়েছে বলে যে বাজেট এখানে আনা হয়েছে এটাকে আমরা কোন প্রকারেই মেনে নিতে পারি না। কেননাবাজেটের মাধ্যমে যে টাকা জনসাধারণকে দেয়া হয়, জনসাধারণের উন্নতির জন্য যে টাকাগুলো খরচ হবার কথা, সেইসব টাকা জনগণের কল্যাণের কাজে না লাগিয়ে কেবল মাত্র পার্টির স্বার্থে লাগানো হয়। সেইজন্যই আমি বলতে চাই বিভিন্ন জায়গায় টাকা খরচ হয়েছে বলে বলা হয়েছে যেমন বিদ্যালয়গুলো, ত্রিপুরার কোন কোন স্কুল রয়েছে শিক্ষক মহাশয়গণ নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন অথচ স্কুল ঘরই নেই। তইসামা গাঁও সভায় স্কুল ঘর নেই। সেখানে ঘর আছে বলা হয়েছে আসলে ঘর নেই, ছাত্র আছে বলে দাবী করা হয়েছে, ছাত্র ও নেই কিন্ত মাষ্টার মহাশয়গণ বেতন পাচ্ছেন ঠিক মতো। এখানে যারা এই বিল এনেছেন তাঁদের আমি প্রশ্ন করতে চাই আপনারা সেখানে গিয়ে দেখেছেন কি? মাষ্টার মশায়দের বলতে শুনি, 'আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তো মিড-ডে মিল দিয়েছে।' খুব দিয়েছেন আপনারা! শিক্ষক মশায়দের চুরি করতে শিখিয়েছেন। ছাত্রদের পয়সা খেয়ে ভুড়ি বৃদ্ধি করেছেন উনারা, ক্ষীণ কলেবরের শরীরে গিয়ে সবাই চর্বি যুক্ত পেট নিয়ে বেড়িয়ে আসেন। সারা ত্রিপুরায় আমরা আরো দেখি সে আশ্রম স্কুলগুলো রয়েছে চম্পকনগরের মতো জায়গায় কংগ্রেসের আমলে পানীয় জল পাওয়া যেতো না, এখনো সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। বার বার করে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চার বার ডেপুটেশন দিয়েছি, কোন ফল হয় নি। গত পাঁচ বছর যাবত কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে কংগ্রেসের আমলে একটা ইণ্ডাষ্ট্রি ছিলো। সেটা পর্যন্ত আজ নেই। তারপর বগাফা আশ্রম স্কুল এর জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকা---

মিঃ স্পীকার ঃ--মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পর আরো দুই মিনিট সময় পাবেন।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে কথাটা বলছিলাম, এভাবে বাজেটের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলো সংস্কারের কথা। যেমন, করবুক রেসিডেনসিয়েল হাই স্কুল এ যে ছাত্রাবাস রয়েছে অথচ সেখানে পায়খানা এবং পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। এইসব মেরামত করার জন্য সেখানে যে টাকা গেছে সেগুলো সবটাই মাঝপথেই শেষ হয়ে গেছে, কাজ হয় নি। বগাফা আশ্রম স্কুল ৭৫ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীবাস নির্মাণ এবং

একটি পুকুর খনন করার জন্য সারে তিন লক্ষ টাকার বাজেট করা হয়েছিলো কিন্তু সেটাও কাজে লাগানো হয় নি। তারপর কিল্লাবাজারে ৭৫ আসনের ছাত্র-ছাত্রীবাস খোলা হয়নি। দেড়শ টাকা স্টাইপেণ্ড এর জায়গায় ১২০ টাকা এবং ক্লাস XI & XII এর ছাত্রদের জন্য একমাত্র আগরতলা শহরের উমাকান্ত, বোধজং বাদে কোথাও ছাত্রাবাস নেই। অথচ বাজেটের এত টাকা কোথায় যায়? অথচ এর পরেও আরো বেশী করে টাকা দাবী করা হচ্ছে। তারপর বাজার সংস্কারের কথা এখানে রয়েছে সেগুলোও আধামাধা কাজ হয়ে পড়ে রয়েছে। গণ্ডাছড়ায় তুলা কাঠের দ্বারা কাজ করে এখন পর্যন্ত উপরে টিনের ছাদ নেই। গণ্ডাছড়া, জগবন্ধু পাড়া, রইস্যাবাড়ী এখনো সংস্কার করা হয় নি। তারপর পানীয় জলের কথা রয়েছে যারজন্য হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু এমন কতগুলো জায়গা রয়েছে যেখানে দেড় কিলোমিটার দূর থেকে পানীয় জল আনতে হয়। ঐ যে সাংকুমা গাঁও সভা, মনাই জলা এলাকা, দ্বনিয়া বাড়ী বলে একটা জায়গা আছে সেখানে দেড় কিলোমিটার দূর থেকে জল আনতে হয়। লক্ষ্মণ সিং পাড়া, রামজয় পাড়া সেখানেও এতো দূর থেকে জল আনতে হয়। অতএব বাজেট করে সেই টাকা খেয়ে আরো বেশী করে টাকা আনার জন্য যে বাজেট তাকে আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস, শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ এই সভায় পেশ করেছেন এটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে, আমি বলব, বিশেষ করে গত আর্থিক বৎসরে ১৯৮২-৮৩ সালের আর্থিক বৎসরে যে ব্যয়বরাদ্দ এই সভায় পেশ করা হয়েছিল তারপরে আমরা দেখলাম উন্নয়ন-মূলক কাজগুলি এই বামফ্রন্ট সরকার যা করলেন তাতে এই টাকা খুব বেশী আমরা দেখলাম না। কারণ আজকে শিক্ষার দিকে তাকালে আমরা দেখছি, বিগত দিনের তুলনায় স্কুলের সংখ্যা এবং মেরামতি, ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা প্রশ্ন করলেন, কেন শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ আনা হয়েছে? এই যে বিরো-ধীতা, এই বিরোধীতা কেন করলেন বুঝতে পারলাম না। উনারাই বললেন, স্কুলে মাষ্টারের সংখ্যা কম, ফার্নিচার নেই, ছাউনি নেই, রাস্তা নেই, পুল যা তৈরী ছিল তা মেরামত হয় নি। উনার প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু কেন? এটা তো পরিষ্কার কথা, যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটার দ্বারা সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই আজকে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রশ্ন এসেছে। বলেছেন, ফার্নিচার নেই আবার সাথে সাথে বলেছেন টাকার বরাদ্দ কেন? বলবেন, রাস্তা-পুল নেই আবার বলবেন টাকার বরাদ্দ কেন? এইগুলি কি পয়সা ছাড়া হবে। আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তা-ঘাট থেকে শুরু করে যত কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তা বিগত দিনে ছিল না। স্কুলের কথা ধরুন না কেন? আমি বলব, আগে কত স্কুল কলেজ ছিল তার তো হিসাব আছে। সেই হিসাব দেখুন না। এটা দেখলে, পরিস্কার বুঝা যায়, এখানে স্কুল কলেজ যথেষ্ট হয়েছে। এটা পরিষ্কার বলতে হবে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে যত স্কুল কলেজ করা হয়েছে তা কিন্তু আগে ছিল না। তাঁরা একবার বলছেন, স্কুলের দরকার নেই, আবার বলছেন স্কুল নেই কেন। একবার বলছেন, রাস্তা ঘাট নেই কেন? আবার পাশাপাশি বলছেন, টাকার দরকার নেই। এখানে বিরোধী-দের কাজ দেখে মনে হচ্ছে, বিরোধীতা করতে হবে বলেই বিরোধীতা করা হচ্ছে। এটা তো সোজা কথা। এটা তো নেহাৎ শিশুর মত কথা। কাজেই আমি মনে করি, এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর চেয়েও বেশী বরাদ্দের দরকার ছিল। আপনারা কি হিসাব জানেন না? কোন্ খাতে কত খরচ হয়েছে, কত ফেরত দেওয়া হয়েছে তা পরিষ্কার লেখা আছে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ—পার্টির কল্যাণে খরচ হয়েছে)

পার্টির কল্যাণে এই টাকা খরচ হয়েছে? কোথায় খরচ হয়েছে প্রমাণ করুন। গ্রামে জোচ্চুরি করা হয়েছে? স্পেসিফিক বলতে হবে, কোন্ গ্রামে জোচ্চুরি হয়েছে?

(পত্রিকা দেখুন)

পত্রিকার কথা আমাদের জানা আছে। "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা তো অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখেন, তারা দেখেন। দৈনিক সংবাদ অবশ্য অনেক কিছুই দেখে থাকেন। যেটা বাস্তব তা দেখুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, স্কুল কলেজের দরকার, রাস্তা ঘাটের দরকার, দরকার অনেক কিছুরই। একদিকে তাঁরা বলছেন, বেকারদের জন্য কি করলেন, ইণ্ডাস্ট্রির জন্য কি করলেন? এটা নেই, সেটা নেই। আবার বলছেন এত টাকার দরকার নেই। সব কিছুতেই শুধু নেই নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এইটুকু বলেই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীজওহর সাহা। মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করবেন এই অনুরোধ করছি।

শ্রীজহর সাহা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ড ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট ১৯৮২-৮৩ তুলে ধরা হয়েছে, কতগুলি কারণে এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টকে সমর্থন করতে পারছি না এবং এই গ্র্যান্টের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথম কথা হলো ২৫,২২,৭৯০,০০০ যেটা বলা হয়েছে আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সংবিধানের মধ্যে অল্প কিছু দিনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে বলে মনে হয় না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট এর উপর আপনারা বক্তব্য সীমায়িত রাখুন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ---এই সরকার আমরা দেখেছি গত বছরের আগের বছর অর্থাৎ ১৯৮১ ইং সনে পঞ্চায়েতগুলিকে দলবাজী করার জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং অনেক টাকা খরচ হয়েছে। জুট মিল ১৯৭৯ ইং সনে চালু করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে আজ ১৯৮৩ সাল আমরা কি দেখলাম প্রায় ২০০ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু সেখানে আসল কাজ কিছুই করা হচ্ছে না অর্থাৎ চাহিদা অনুযায়ী উৎপন্ন হচ্ছে না। কারণ সেখানে কিছু সংখ্যক অপারক লোককে নিয়োগ করা হয়েছে যার ফলে জুট মিলের আজকে এই অবস্থা হয়েছে। কেরালা থেকে রামেশ্বরম নামে একজন লোককে আনা হয়েছে কিন্তু উনার দ্বারাও যে পরিমাণ সাহায্য হওয়ার কথা ছিল সেটার কিছুই হচ্ছে না। পাঁচ বছর ধরে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখছি নিয়ম নীতি কিছুই মানা হচ্ছে না। ফলে বদলী এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি সেখানে কিছুই মানা হচ্ছে না। যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ভাল হতো তাহলে আজ এই অবস্থা হতো না।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি কি সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট এর উপর আলোচনা করছেন?

শ্রীজওহর সাহা ঃ---আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, আপনারা বলছেন বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর সিনিয়র বেসিক এবং জুনিয়র বেসিক স্কুল করেছেন কিন্তু সেই সমস্ত স্কুলে হেডমাষ্টার নেই কেন?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ---পুলিশ খাতে আমরা দেখছি টাকা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমরা দেখছি উগ্রপন্থী দমনে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। পুলিশের জন্য যে টাকা খরচ করা হয়েছে সে টাকাই কোন কাজে লাগছে না অথচ পুনরায় ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে এটার কারণ বুঝতে পারছি না। সমন্বয়ের কেডারভুক্ত অনেক লোক আছেন যারা অনেক রকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন এবং তারা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য এখানে শ্লোগান দেওয়া যায় না। উপমুখ্য মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেবকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী অতিরিক্তব্যয় বরাদ্দের জন্য যে অর্থ চেয়েছেন এটা খুব যুক্তিসঙ্গতভাবে সরকারের পক্ষ থেকে এই ডিমাণ্ড উত্থাপন করা হয়েছে। আমরা বাজেটে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরেছিলাম তা থেকে আন ফরসীন এক্সপেণ্ডিচার সেটা তো আর আগে থেকেই ধরা যায় না। কারণ দ্বিতীয় পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়েছি কাজেই এই বৃদ্ধি বেতন আগের বাজেটে ছিল না। বেতন বৃদ্ধির জন্য আপনারা আন্দোলন করতে পারেন, দাবী তুলতে পারেন অথচ সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট নিয়ে বিরোধীতা করবেন সেটা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। তাছাড়া সেন্ট্রাল ডি, এ, আমরা বাড়িয়েছি তার জন্য কিছু বাজেট বরাদ্দ করার প্রয়োজন আছে। জিনিষ পত্রের দাম বৃদ্ধির ফলে ছাত্রছাত্রীদের আগে যে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হতো সেই স্টাইপেণ্ড দিয়ে এখন আর চলে না কারণ আগে মাসিক ছিল ৬০ টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক দিন দু টাকা করে দেওয়া হতো।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করেছে। দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এটা করতে হয়। ১৫০ টাকা স্টাইপেণ্ড করা হলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যাপারে বাজেটের কলেবর বৃদ্ধি করতে হয়। আর তাছাড়া স্টাইপেণ্ড পাওয়ার ছাত্রছাত্রীদেরও সংখ্যাও আগের তুলনায় বেড়েছে। কাজেই সেদিক থেকে বাজেটের বরাদ্দের প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আমরা অনেক আলাপ আলোচনা করেছি, তাদের পড়াশুনার সুবিধার্থে আমরা টাকা বাড়ানোর জন্য বলেছি। কারণ আমাদের ছেলেমেয়েদের বাইরে পাঠাতে হয়। উড়িষ্যায় ডাক্তারী বিষয়ে অধ্যয়নরতদের স্বার্থে ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঐটায় সিট কেনা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ডাক্তারের পরিমাণ খুব কম। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থেই বামফ্রন্ট সরকার এই কাজগুলি করছে। তৃতীয়তঃ বামফ্রন্টের আমলে অনেক কর্মচারী বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং তাদের বেতন দিতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার আগের বাজেটে যে টাকা ধার্য করেছিলেন সেই টাকা বিভিন্ন বহুমুখী জনহিতকর কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকার জনগণের স্বার্থে কর্মবিরতি চায় না, কাজ অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে চায়। কাজেই কাজকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাইতে চাইলে বাজেটের প্রয়োজন আছে। সুতরাং অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী মঞ্জুরের জন্য চাওয়া হয়েছে সেটা হাউস মঞ্জুরকরবেন বলে আশা রাখি। তারপর যে ট্রাইবেল রিফিউজি এসেছিল, সেই রিফিউজিদের আমাদের ভরণপোষণ করতে হয়েছে। তারও কিছু টাকা এখনও রয়ে গেছে, সেই টাকা দিতেই হবে। তারপর জুনের দাঙ্গায় যারা উদ্বাস্তু হয়েছেন, তাদের কিছু কিছু কাজ এখনও বাকী আছে, তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন আছে এবং সেটা ত্বরান্বিত করার জন্য অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন রয়েছে। মাননীয় সদস্য একজন বলেছেন যে, অনেক স্কুলে হেডমাষ্টার নেই। অনেক স্কুলে হেডমাষ্টার নেই তা আমরা জানি। আমরা সিনিয়রিটির ভিত্তিতে হেডমাষ্টারে প্রমোশন দিয়ে থাকি। চাকুরীর ক্ষেত্রে সিনিয়রিটির ব্যতিক্রম হয় না। অ্যাডুকেশান ডিপার্টমেন্টে ত এরকম দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবে না। সুতরাং সিনিয়রিটির ভিত্তিতে হেডমাষ্টারের প্রমোশান দিতে গেলে আর একজন এসে বলবে আমি উনার চাইতে সিনিয়ার, তাকে কি করে হেডমাষ্টার করা হলো। সে তখন কোর্টে কেইস করে দিল। কাজেই কোর্টের কেইস যতদিন পর্যন্ত না মীমাংসা হয় ততদিন পর্যন্ত এই পোষ্টগুলি পূরণ করা হয় না। যতদিন পর্যন্ত কোর্টের কেইস ফয়সালা না হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা সেটা পূরণ করতে পারি না। কাজেই এই বাজেট সম্পূর্ণ জনগণের স্বার্থেই করা হয়েছে। যাতে সরকার তার পরিকল্পনা অনুযায়ী জনগণের স্বার্থে কাজকর্ম করতে পারে, তার জন্য আমি হাউসের কাছে সুপারিশ করছি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা করছেন। দাবী করছেন, কিন্তু টাকার কথা বলছেন না। এই প্রসঙ্গে আমার একটা গল্প মনে পড়ে, কোন এক রাজবাড়ীতে আগন্তুক এসেছিল। সেই দরজার একটা ময়না পাখি ছিল। ময়না পাখি আগন্তুককে দেখে বলছে, "হরে কৃষ্ণ বল, হরে কৃষ্ণ কও।" আগন্তুক তাকে

জিজ্ঞাসা করল, তুমি কার কাছ থেকে শিখেছ? পাখী বলে, হরে কৃষ্ণ কও। আগন্তুক বলে, পাখী, রাজা কেমন আছে? পাখী বলে, হরে কৃষ্ণ বল। আগন্তুক বলে, পাখী তুমি কি মুক্ত আকাশে বেড়াতে চাও? পাখী বলে, হরে কৃষ্ণ কও। একটা শেখানো বুলি 'হরে কৃষ্ণ কও" ছাড়া সে আর দুনিয়ার কিছু জানেনা। তেমনি বিরোধী দলের সদস্যরাও তাদের শেখানো বুলি ছাড়া আর কিছু খবর রাখে না। কাজেই আমি এই সুপারিশ হাউসে করব যাতে এই বাজেট মঞ্জুরী দেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ১৯৮২-৮৩ সনের যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস ফর গ্র্যান্টস হাউসের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, আমাদের রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয় মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যায় যে আগে পরিকল্পনার জন্য যে সব অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল কোন কোন দপ্তর সেটা প্রায় ২-১ মাস আগে খরচ করে ফেলেছেন। যার জন্য আরও টাকা বরাদ্দের জন্য এরা চাপ সৃষ্টি করছেন। কারণ অনেক কাজ আছে তারা যা শুরু করেছেন তা এখনও শেষ করা যায়নি। মাননীয় সদস্যদের অজানা নয়। এই হাউসের সামনে এসে তারা বলেছেন বিভিন্ন জায়গায় জল নেই, বিভিন্ন জায়গায় সেচের ব্যবস্থা নেই, স্কুল নেই। বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই, তারপর অনেক স্কুল ঘর মেরামত হচ্ছে। এটা মাননীয় সদস্যদের জানা দরকার যে এই কাজগুলি টাকা ছাড়া করা সম্ভব নয়। এর জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। সেই টাকা বরাদ্দের জন্য এখানে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কি কি বাবদে আমরা টাকা চেয়েছি, তা মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা বলেছেন। আমি তবুও মাননীয় সদস্যদের বলব ২-১ টা প্রধান প্রধান বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার সম্বন্ধে কর্মচারীদের যে বেতন বাড়ানো হয়েছে, তাদের ডি, এ, বাড়ানো হয়েছে, সেইসব বাবদেও আমাদের টাকা চাওয়া হয়েছে। তারপর আগরতলা মিউনিসিপ্যাল বলে তাদের আয়ের চাইতে ব্যয় বেশী। তাদের সেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে দিতে হবে। আমরা যেটুকু বরাদ্দ করে রেখেছি, তা যথেষ্ট নয়। তাদের অফিস ঘর পুড়ে গিয়েছিল, সেই অফিস ঘর তৈরী করতে যেটুকু অর্থের দরকার তা আমরা দিয়েছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন এইখানে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটীর বয়স অনেক হয়েছে, তাদের একটা নিজস্ব অফিস ঘরও নেই যেখানে তারা ঠিক মত বসতে পারেন। তার জন্য বরাদ্দ রাখা হয় নি। এইসব কাজের জন্য এক সময়ে আমাদের অনুদান দিতে হবে। তেমনি এমনি ধরনের অনেক সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। যারা পঙ্গু কোন দিন ভাতা পায়নি, তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তারা তা বিরোধীতা করছে, প্রাক্তন সৈনিকদের ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তারা তা বিরোধীতা করছে, যারা বৃদ্ধ তাদের আমরা ভাতা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছি, তারা তা বিরোধীতা করছে। এই ধরনের জনকল্যাণমুখী কাজের তারা বিরোধীতা করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, যাদের ঘরবাড়ী নেই, গৃহহীন যারা তাদের জন্য কিছু টাকা চাওয়া হয়েছে। জুমিয়াদের বর্তমানে প্রচণ্ড অভাব চলছে। গত বৎসরেও তাদের অভাবের সময় তাদের সারা বৎসর কাজ দিয়ে রাখা হয়েছিল। এই বৎসরও তাদের যতদিন না পর্যন্ত জুমের ফসল ঘরে না যায় ততদিন পর্যন্ত এবারও তাদের কাজ দিয়ে রাখতে হবে। এই জিনিষটাও উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা বিরোধীতা করছে। এটা বড় দুঃখ জনক। মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী বলেছেন বাংলা দেশ থেকে যারা রিফিউজি এসেছেন তাদের জন্য কিছু টাকা ধরা হয়েছে।

গ্রামের বাজারগুলির দিকে ৩৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম আমরা নজর দিয়েছি। তাই বাজার উন্নয়নের জন্য ৮ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু গ্রামের ঐ বাজার-গুলি উন্নয়নের জন্য আরও টাকার দরকার। রেগুলেটেড মার্কেটগুলি যাতে এল, আই, সি, ব্যাঙ্ক, হাডকো থেকে টাকা পেতে পারে তারজন্য আমরা চেষ্টা করছি। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি, হাডকো প্রভৃতির কাছেও আমাদের যেতে হবে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আরও প্রধান লক্ষ্য হল গ্রামের বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা। তাই এস, আর, পি, ও এন, আর, পি, প্রভৃতির মাধ্যমে গরীব মানুষেরা যাতে অন্ততঃ দিনে ১ বেলা খাবারের

সংস্থান করতে পারে চেষ্টা হচ্ছে। এক ভদ্র মহিলা সারা ভারতবর্ষে চীৎকার দিয়ে বেড়াচ্ছেন যে বামফ্রন্ট কেডার পুষছে। কিন্তু আমি বলতে চাই আমাদের কেডার ও তাদের কেডার আলাদা আলাদা ধরনের। ওদের কেডার হচ্ছে টাটা, বিরলা, জমিদার প্রভৃতি কিন্তু আমাদের কেডার হচ্ছে দেশের গরীব অংশের মানুষ। যারা এরকম দিনে ১ বেলাও খেতে পায় না। আমরা চেষ্টা করছি কি করে অন্ততঃ এই গরীব মানুষগুলিকে দিনে ১ বেলা খাবারের সংস্থান করে দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানে তাদের কেডার ত টাকার পাহাড় বানাচ্ছেন। আর আমরা কি করছি সেটা ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পেয়েছে বলেই ত্রিপুরার মানুষ আবার এখানে পাঠিয়েছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যখন এখানে এসেছিলেন তখন তাঁর জন্য আমাদের সরকার ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টে সেই টাকাটাও ধরা হয়েছে আজকে তাঁর দল যেখানে বিরোধীতা করছে সেখানে ত তাদের আগেই ভাবা উচিত ছিল তাদের ভলান্টিয়ার আছে, সেই ভলান্টিয়ার দিয়ে ত তারা এ কাজ করতে পারত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেষ্ট কর্পোরেশান যেটা আছে তার জন্য ২০ লক্ষ টাকা ধর হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আমার ফরেষ্টের ব্যাপক প্ল্যান্টেশান করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তাই আমি আশা করব ত্রিপুরার কল্যাণের জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট বরাদ্দ সকলে মঞ্জুর করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট ফর ১৯৮২-৮৩-এর ডিসকাশন শেষ হল।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি। ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি, এষ্টিমেইটস্ কমিটি, পাবলিক আণ্ডার টেকিংস্ কমিটি এবং কমিটি অন দি ওয়েলফেয়ার অব সিডিউলড কাষ্টস্ এণ্ড সিডিউল ট্রাইবস গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময় সীমা নির্দিষ্ট করে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, ১৯৮৩ ইং তারিখে আমি এই সভায় ঘোষণা দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির জন্য ৯টি করে মনোনয়নপত্র যথাসময়ে পাওয়া গিয়াছে। সবগুলি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলি মনোনয়নপত্রই বৈধ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন নি। উপরোক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ৯ জন। মনোনয়নপত্রও পাওয়া গেছে ৯ টি করে সব কয়টি বৈধ। কাজেই নির্বাচনের প্রয়োজন নাই। তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী সদস্যদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

সদস্যদের নাম হল ঃ—

১। পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি—

১। শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার —সদস্য
২। শ্রীভানুলাল সাহা —সদস্য
৩। শ্রীমাণিক সরকার —সদস্য
৪। শ্রীনকুল দাস —সদস্য
৫। শ্রীসুবোধ দাস —সদস্য
৬। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা —সদস্য
৭। শ্রীসুনীল চৌধুরী —সদস্য
৮। শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা —সদস্য
৯। শ্রীমতি গীতা চৌধুরী —সদস্যা

ত্রিপুরা বিধান সভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির চেয়ারমেন হিসাবে নিয়োগ করছি।

২। এষ্টিমেট কমিটি —

১। শ্রীসমর চৌধুরী —সদস্য
২। শ্রীকালি কুমার দেববর্মা —সদস্য
৩। শ্রীফৈজুর রহমান —সদস্য
৪। শ্রীহরিচরণ সরকার —সদস্য
৫। শ্রীরসিরাম দেববর্মা —সদস্য
৬। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া —সদস্য
৭। শ্রীরসিক লাল রায় —সদস্য
৮। শ্রীসমীর কুমার নাথ —সদস্য
৯। শ্রীকাশীরাম রিয়াং —সদস্য

আমি এখন ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারা ১ উপধারার মতে শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে এষ্টিমেইটস্ কমিটির চেয়ারমেন পদে নিয়োগ করছি।

৩। পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি—

১। শ্রীকেশব মজুমদার —সদস্য
২। শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী —সদস্য
৩। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস —সদস্য
৪। শ্রীলেন প্রসাদ মালশ্যাই —সদস্য
৫। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস —সদস্য
৬। শ্রীবিধুভূষণ মালাকার —সদস্য
১। শ্রীসৈয়দ বসিত আলী —সদস্য
৮। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ —সদস্য
৯। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া

আমি এখন ত্রিপুরা বিধান সভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারার মতে শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডার টেকিংস্ কমিটির চেয়ারমেন পদে নিয়োগ করছি।

৪। সিড্যুল কাষ্টস্ এণ্ড সিড্যুল ট্রাইবস্ কমিটি —

১। শ্রীবিদ্যা দেববর্মা —সদস্য
২। শ্রীকালি কুমার দেববর্মা —সদস্য
৩। শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার —সদস্য
৪। শ্রীনকুল দাস —সদস্য
৫। শ্রীযাদব মজুমদার —সদস্য
৬। শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা —সদস্য
৭। শ্রীনারায়ণ দাস —সদস্য
৮। শ্রীঅঞ্জু মগ —সদস্য
৯। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা —সদস্য

ত্রিপুরা বিধান সভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারার মতে আমি শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব এস, সি, এণ্ড এস, টি, কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

DISCUSSION AND VOTING ON SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1982-83.

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—১৯৮২-৮৩ ইং সনের অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ। আজকের কার্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবীসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম দেওয়া আছে। ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরী প্রস্তাব সমূহ সভার কর্য সূচীর সঙ্গে সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি

ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর কিছু সংখ্যক সদস্য ছাঁটাই প্রস্তাব দিয়েছেন। অনুমোদিত ছাটাই প্রস্তাবগুলো মাননীয় সদস্যদের ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ এবং ছাটাই প্রস্তাবসমূহ এক সঙ্গে হাউসে উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল।

প্রথমে ডিমাণ্ডগুলোর উপর আলোচনা হবে এবং আলোচনার শেষে ব্যয়বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেওয়া হবে। যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছাটাই প্রস্তাব থাকে তবে সেটি প্রথমে ভোটে দেওয়া হবে তারপরে মূল ডিমাণ্ডটি ভোটে দেওয়া হবে। আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে আহ্বান করছি।

মাননীয় সদস্য আপনার কাটমোশন যদি থাকে তাহলে কাটমোশান ও ডিমাণ্ড একই সঙ্গে আনবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস্ এর জন্য দাবী করা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্য মন্ত্রী তাদের ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে তারা ওটা এটা দাবী করেছেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দাবীর জন্য টাকা দিচ্ছেন না। কিন্তু আমি আগে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম যে যে সমস্ত ডিমাণ্ড করা হয়েছিল যে রিভিসন অব পে-স্কেল এবং সেন্ট্রাল ডি, এ, এর সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার পে কমিশন বসিয়েছিলেন সেই কমিশনের রিকমেণ্ডে-সন পুরোপুরি মানা হয়েছে কি না? সেই পে-কমিশনের রিকমেণ্ডেশন আদৌ মানা হয় নি। এবং এটাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। এবং যেটি দিয়েছেন সেটা শুধুমাত্র বঞ্চনা ছাড়া বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আমরা দেখেছি ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারী সমাজকে, সমন্বয় কমিটিকে যাদের উপর নির্ভর করে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিলেন—সে কর্মচারী সমাজকে তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি তারা পালন করেছেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী এটা অত্যন্ত সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছেন। সুতরাং আমার আপত্তি সেখানেই যে এটা একটা ভাওতা এবং বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বনায়ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে ফরেস্ট কর্পোরেশন আমরাই করেছি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বোধ হয় ভুলে গেছেন যে এই ফরেস্ট কর্পোরেশন কংগ্রেস আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়তো ভুলে গেছেন যে তিনিই এই ফরেস্ট করপোরেশন এর বিরুদ্ধে সরল প্রাণ আদি-বাসী ভাইদের বলেছিলেন যে "এই ফরেস্ট করপোরেশন তোমরা পুড়িয়ে দাও—কারণ এই করপোরেশন তোমাদের সর্বনাশ করছে।" আর আজকে তিনিই আবার বলছেন যে, 'এই ফরেস্ট করপোরেশন আমরাই করছি।' আজকে যে রাবার বাগান আমরা দেখছি উনারা বলছেন যে তারাই নাকি সেই রাবার বাগান করেছেন। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য যে, কম পক্ষেও পাঁচ বৎসর এর আগেও কি রাবার উৎপাদন হতে পারে? এটাও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা উচিত ছিল।

তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার এসেই সমস্ত রাস্তাঘাট স্কুল, কলেজ ইত্যাদি করেছেন। কিন্তু আমরা কি দেখলাম—বামফ্রন্ট সরকার এসব কিছুই করেন নি। শুধু কয়েকটি প্রাইমারী স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করেছেন। এবং এটা করেছেন যুগের প্রয়োজনে। যেটা ছিল তা একটু উন্নত করেছেন। কিন্তু নতুন কিছুই নয়। আর আমরা দেখছি কি—যে বামফ্রন্ট সরকার সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিকে জুনিয়র বেসিক স্কুলের হেড মাস্টার দিয়ে চালাচ্ছেন আর হাই স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলের হেডমাস্টার দিয়ে চালাচ্ছেন।

সুতরাং এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হয়েছে এটা নতুন কিছু নয় এটা আনতে হয় প্রচলিত পন্থা অনুসারে। কিন্তু তারজন্যে এত বড় বড় কথা তো ঠিক নয়। আমরা এই করেছি, সেই করেছি এসব বলার তো কোন মানে হয় না।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ভাষণে বলেছেন যে আমরা শুধু মাত্র কমিউনিষ্টদের জন করেছি। কিন্তু উনি হয়তো ভুলে গেছেন যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অন্য রাজনৈতিক দলের সমর্থকদেরও সেটা ভোগ করার রাইট আছে। আর তিনি একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে একথা বললেন কি করে। আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবের আলোচনাকালে বলেছিলাম যে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণমেন্ট হচ্ছে গভর্ণমেন্ট বাই দা কমিউনিষ্ট, গভর্ণমেন্ট ফর দ্যা কমিউনিষ্ট, এটাই তাদের ভাষণের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য মাননীয় সদস্য রাখছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ---সুতরাং আজকে যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ আনা হয়েছে তা গতানুগতিক। এই ব্যয়বরাদ্দ এনে তা কি কারণে ব্যয় করা হলো তার কারণ শুধু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে রাখা উচিত ছিল। তাছাড়া মাত্র অল্প কয়েক দিনের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছিল তার জন্য ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে আমি তার কোন সঙ্গত কারণ খোঁজে পাই না। কারণ এত অল্প সময়ে এত টাকা কি ভাবে খরচ হবে। সুতরাং আমি এটার বিরোধীতা করছি। কারণ আমি জানি যে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় কর হয়েছে শুধু মাত্র কেডার পোষতে গিয়ে। সুতরাং আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার :---মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানু লাল সাহা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে যেটা বলতে চাই সেটা হল, আমরা দেখেছি এই খানে যে ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ এ ১,৯৭,৩৪,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এবং সেটা দ্বিতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্য-করী করার ক্ষেত্রে পুলিশ, হোমগার্ড এবং ফায়ার ব্রিগেড এর কর্মীদের বেতন ভাতা এবং মাস মাইনে চালিয়ে যেতে হলে যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন সেটা আছে এবং আদার চার্জেস হিসাবে মাত্র ৪,৮০,০০০ টাকা ধরা আছে যেখানে বলা হয়েছে একটা ইলেকশান হওয়ার ফলে অতিরিক্ত আদার চার্জেস হিসাবে মাত্র ৪,৮০,০০০ টাকা ধরা আছে, সেখানে আমি দেখলাম মাননীয় সদস্য নগেন বাবু এক লক্ষ টাকার কাট মোশন এনেছেন। নির্বাচন হলে খরচ অবধারিত। আর দ্বিতীয় বেতন কমিশনের রায়ের ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য পুলিশ কর্মী, হোম গার্ড এবং ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীদের জন্য অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে। এটা করতেই হবে।

ডিমাণ্ড নাম্বার ১২---জেল দপ্তরে আদার চার্জেস ২ লক্ষ টাকা এবং সব মিলিয়ে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১৩,৬৪,০০০ টাকা এবং সেখানেও রিভিশান অব পে স্কেল এবং এলাউন্স ইত্যাদির জন্য চাওয়া হয়েছে। আমরা বিভিন্ন ডিমাণ্ডের মধ্যে যে ন্যূনতম অর্থ অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ হিসাবে চাওয়া হয়েছে, এই ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে এই ন্যূনতম ব্যয়বরাদ্দ যদি মঞ্জুর না করা হয় তাহলে ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত এই সমস্ত খরচ করা সম্ভব নয়। সেজন্য এই অতিরিক্ত মঞ্জুরীর বরাদ্দ আমাদের সময়মত দেওয়া প্রয়োজন।

আমরা দেখেছি বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২০ এ আরবন ডেভেলপমেন্টের উপর খরচ চাওয়া হয়েছে এবং সেখানেও আমরা দেখেছি ইনক্রিজড কষ্ট অব ম্যাটেরিয়েলসের জন্য অতিরিক্ত অর্থ চাওয়া হয়েছে। সেটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য। যে ধনবাদী ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থায় কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ১ লক্ষ টাকা। কারণ এক বৎসরের মধ্যে তিনবার রেট বাড়ান কেন্দ্রীয় সরকার। সেটা তো আগে জানা থাকে না। যেমন সিমেন্ট ইত্যাদির দাম বেড়েছে। তাই এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার--- মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া---অনারেবল স্পীকার স্যার, এখানে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর মোটামুটি ভাবে ১৯টি কাটমোশন দিয়েছে। প্রত্যেকটা কাটমোশন এর উপর আমি কিছু কিছু বলব। কেন আমরা কাটমোশন এনেছিলাম, তার মূল কারণ হল, এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আনার যে প্রয়োজনীয়তা সেটা আমরা দেখি না। কারণ বিগত বাজেটেও আমরা এই বিধানসভায় সর্বসম্মতক্রমে পাশ করে দিয়েছে ১৬৭ কোটি টাকা। কাজেই এখানে আমার কাট মোশন হলো ডিমাণ্ড নাম্বার ১---মেজর হেড ২৫৬। এখানে বলা হয়েছে-টু চেক ইমপ্রোপার ফুড সাপ্লাই টু প্রিজনার্স ইন জেল। এখানে সাপ্লিমেন্টারীতে চাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ডিউ টু এন হেন্সমেন্ট অব রেট অব রেশান' কিন্তু চাওয়া হয়েছে ৯ লক্ষ ৮ হাজার টাকার মত। কিন্তু গত বাজেটের সময় আমরা এই বিধানসভায় যেটা পাশ করেছিলাম সেখানে ৫৪,৫১,০০০ এর মত ছিল। কাজেই এই যে অতিরিক্ত চাওয়া সেটা যুক্তিসংগত বলে আমি মনে করি না। কারণ যে চাল রেশনে সরবরাহ করা হয়ে থাকে সেটা ঠিকমত করা হয় না। যেমন আমরা উদয়পুর, বিলোনীয়া, সোনামুড়া, সাব্রুম, অ রপুরে, দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় যে রেশন সরবরাহ করা হয় সেটা সঠিক ভাবে হয় না। অথচ টাকা খরচ হয়ে যায়। সেটা ভাবতে অবাক লাগে।

আমার আর একটা কাট মোশান হল ডিমাণ্ড নাম্বার ফোরটিন মেজর হেড---২৭৭ এর উপর। এখানেও দেখছি মোটামোটি ভাবে ৫ লক্ষ টাকার মত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন। এখানেও অনুরূপ ভাবে বলতে য় যে বিগত বাজেটেও নোয়াবাড়ী হাই স্কুল, কুইমুনা জে, বি, স্কুল, কাচিগাং জে, বি, স্কুল, চাম্পা শর্মা জে, বি, স্কুল, এবং থেলাকুণ্ড জে, বি, স্কুলের জন্য টাকা বরাদ্দ ছিল। আমি এখানে যে কয়েকটা স্কুলের কথা উল্লেখ করলাম, শুধু এগুলিই নয়, এভাবে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন স্কুল আছে, সেগুলির ব্যাপারেও বাজেটে টাকা বরাদ্দ থাকা সত্বেও আমরা দেখি যে ঐ সব স্কুল গুলির উপর আকাশই একমাত্র ছানি, এছাড়া অন্য কিছুর ছানি দেখা যায় না। আমরা আরও দেখি যে থেলাকুম জে, বি, স্কুলে ব্লেক বোর্ড পর্যান্ত নাই। সেখানে মাত্র দুই জন শিক্ষক আছেন, আমি জানি না একটা জে, বি, স্কুল দুইজন মাত্র শিক্ষক দিয়ে কি ভাবে চলতে পারে? হয়তো এটা বাম মাগিদের পক্ষে সম্ভব, কারণ তারা নিজেরা সাম্যবাদের সম্ভিসক-ওয়ালা। কাজেই এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষার মান কতটা বজায় রয়েছে। তাই এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ তারা যেটা চেয়েছেন, তাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না আর সেজন্যই আমার এই কাট মোশান। এই প্রসঙ্গে আমার বন্ধু রবীন্দ্র দেব বমারও একটি কাট মোশান রয়েছে ১৬ নং ডিমাণ্ডের উপর যার মেজর হেড হচ্ছে ২৭৭। এখানে বলা হয়েছে যে, the demand be reduced by Rs. 10/- 'Failure to control and elim nate the wasteful expenditure on scholarship and stipends। গত বছরও এই স্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার মত। কিন্তু স্টাইপেণ্ডির সব টাকা পুরাপুরি খরচ করা হয় নি। আমরা দেখছি যে সব ছেলে---মেয়ে বাইরে পড়াশুনা করে বিশেষ করে যারা শিলং এ পড়াশুনা করে তাদের এই বামফ্রন্ট সরকার একটি পয়সাও স্টাইপেণ্ড হিসাবে দেয় নি। অথচ তাদের জন্যও স্টাইপেণ্ডের বরাদ্দ ছিল। কাজেই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যেটা চাওয়া

হয়েছে, সেটা পুরাপুরি খরচ হবে না, কারণ এর আগেই আগের বছরে যে পরিমাণ টাকা ষ্টাইপেণ্ড হিসাবে বরাদ্দ ছিল সেটাই খরচ করা হয় নি। তারপরেও এভাবে চাওয়া হয়েছে ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। গত বছরে যেগুলি দেওয়ার কথা, আজকে ১৯৮২-৮৩ সাল এসে গেছে, এখনও সেগুলি দেওয়া হয় নি। কাজেই আমরা লক্ষ্য করছি যে বাম-ফ্রন্ট সরকারের এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী তার সংগে বাস্তবের কোন মিল নাই, তাই এই রকম একটা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। আর যদি সমর্থন করি, তাহলে আমাকে বলতে হচ্ছে, যে এর দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ফাঁকি দেওয়া হবে, কাজের কাজ কিছু করা হবে না। কাজেই এটা মনে করে আমরা এই কাটমোশানগুলি এনেছি এবং এই কাটমোশানগুলিকে বিচার বিবেচনা করে রুলিং পার্টির বিধায়কেরাও যাতে সমর্থন করেন তার জন্য আমি তাদেরকে আহ্বান করছি। এই বলে কাট মোশানগুলির পক্ষে আমার বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে প্রস্তাবগুলি পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। আমি বিশেষ করে ডিমাণ্ড নাম্বার ২২ এর উপর আমার বক্তব্য রাখছি। আমি এখানে লক্ষ্য করছি যে এই ডিমাণ্ডে গৃহহীন এবং বাস্তুহীনদের ঘর বাড়ী নির্মাণ ও মেরামত করার জন্য ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমি মনে করি যে এটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাহলে যেহেতু আমাদের সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য থেকেও সরকার গরীব অংশের মানুষদের সাহায্য করার জন্য যে ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন, তার জন্য আমি সরকারকে অভিনন্দন জানাই। কারণ আমরা এখানে যে সব প্রতিনিধি রয়েছি, আমরা সবাই ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে এসেছি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ লোকের প্রতিনিধিত্ব আমরা এখানে করছি যার শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে। এই সব অনেক লোকেরই জেল খানার মত একটা ছোট ঘর করার আর্থিক ক্ষমতা নাই। কাজেই সরকার তাদের কথা মনে রেখে যে টাকাটা বরাদ্দ করেছেন, তাকে আমি সমর্থন না জানিয়ে পারছি না। সরকার এই বরাদ্দ টাকা থেকে পরিবার পিছু সাড়ে সাত শত টাকা বরাদ্দ করা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু আমি মনে করি এটাকে বাড়িয়ে অন্ততঃ পক্ষে ১ হাজার টাকা করা উচিত এবং সরকারের কাছে ভবিষ্যতের জন্য আমার এই দাবী রইল। তাছাড়া পি, ডবলিউ, ডি,র যে অতিরিক্ত রাস্তা ঘাট করার জন্য ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৯ এ যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, সেটাকেও আমি সমর্থন করছি। বিরোধী পক্ষ থেকে ১০০ টাকার ব্যয় বরাদ্দ ছাঁটাই প্রস্তাব এনে যে বিরোধীতা করছেন, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ এই বিধানসভাতে আমরা যে ৬০ জন প্রতিনিধি গ্রাম গঞ্জ থেকে এসেছি, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি যে বামফ্রন্টের আগে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কংগ্রেসী সরকার ছিল, সেই আমলে রাস্তাঘাট বলতে খুব বেশী কিছু ছিল না। আমি খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুর এলাকা থেকে এসেছি, সেখানে বিগত ৩০ বছরের রাজত্বকালে কল্যাণপুরকে এই আগরতলা অথবা অন্যান্য এলাকার সংগে যুক্ত করার মতো কোন রাস্তাই ছিল না। কিন্তু এই বামফ্রন্ট আমলে সেই এলাকার দীর্ঘদিনের যে দাবী, সেটা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। শুধু কি তাই

কেউ যদি খোয়াই বিভাগের বিভিন্ন এলাকাতে যান, তাহলে দেখতে পাবেন, ঐ এলাকার বিভিন্ন শহর বাজার গুলিকে কি ভাবে একটার সংগে আর একটার যোগাযোগ সাধন করা হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মার বাড়ী খোয়াই বিভাগে, তিনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, যে তার বাড়ীর সামনে বা আগে পাছে কোন রাস্তাই আগে ছিল না, অথচ এখন তারা বাড়ীর সামনে দিয়ে শুধু মাত্র জীপ গাড়ী চলে না, বড় বড় ট্রাক গাড়ীও চলাচল করে।

উনি গাড়ী চড়ে বাড়ী থেকে আসতে পারেন। এর আগে উনি জীবনে গাড়ীর মুখ দেখেন নাই। আমরা দেখেছি ঐ জম্পুই হিলে, ঐ গণ্ডাছড়ায় টি, আর, টি, সির বাস চলছে। কাজেই সেই হিসাবে আজকে ত্রিপুরার অগ্রসর হচ্ছে এটা আজকে সারা ত্রিপুরার মানুষ লক্ষ্য করেছে এবং উনারাও এটা লক্ষ্য করছেন তবু বিরোধীতা করতে হবে তাই বিরোধীতা করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে হরে কৃষ্ণ, কউ হরে কৃষ্ণ কউ---তাই তারা এটা বলছেন। তাঁরা জনপ্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন তাই তাঁদের এটা বলতে হচ্ছে। নইলে এডুকেশানের উপর কোন বিরোধীতা থাকার কথা নয়--এবং এডুকেশানের উপর আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার যে কথা বলে-ছিলেন সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি যে আগে কংগ্রেসের আমলে জুনিয়ার বেসিক পাশ করার পর সিনিয়র বেসিকে ভর্ত্তি হতে গেলে অসুবিধায় পড়ত ক্লাস এইট পাশ করার পর তাদের আবার ক্লাস নাইনে ভর্তি হতে গেলে অসুবিধা হত। তাদের কোন সুযোগ ছিল না আর আজকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার ত্রিপুরার ছাত্রদের পরীক্ষার পাশের পর তাদের আর ভর্ত্তির সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। আর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে খোয়াইতে কলেজ হয়েছে উদয়পুরে কলেজ হয়েছে ধর্মনগরে কলেজ হয়েছে। তাই ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে বামফ্রন্ট সরকার যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেট ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হবে সেই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। তাই এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য জওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা---মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৪ মেজর হেড ২৭৭র উপর আমার একটি কাটমোশান ছিল। আমার কাটমোশানটির কারণ হচ্ছে চেলাগাং হাই স্কুল, বুরবুরিয়া জুনিয়ার বেসিক স্কুল এবং বামপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুল ঘর কনস্ট্রাকশান করার ব্যর্থতা সম্পর্কে। আমার দ্বিতীয় কাটমোশানটি হচ্ছে ডিমাণ্ডনং ২৮ মেজর হেড ৩০৫--আমার কাটমোশান আনার কারণ হচ্ছে অমরপুর ডেইলী মার্কেট এবং নূতন বাজার ডেইলী মার্কেট করার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে এবং আমার অপর কাটমোশানটি হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ৩৯ মেজর হেড ৫৩৭---আমার এই কাটমোশানটি আনার কারণ হচ্ছে অমরপুর-চেলাগাং, অমরপুর-কাঁচাইক মা ও অমরপুর-শিলাছড়ি, এবং আমবাসা গণ্ডাছড়া এই রাস্তাগুলি মেরামত করার উপযুক্ত

ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ্য মহোদয় আমি এই বলে অনুরোধ করব যে ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজে আমি যে যে আইটেমগুলির কথা এখানে উল্লেখ করেছি সেগুলি স্থান পাবে। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে এইসব এলাকায় রাস্তাঘাটের অভাবে জনসাধারণের বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াতের পক্ষে খুবই অসুবিধা হচ্ছে কাজেই এই সব রাস্তা গুলি যাতে মেরামত করে ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনার পথ সুগম করে দেয় এইজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার---শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার- -মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ-এর জন্য প্রস্তাব পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব কাটমোশান আনা হয়েছে আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। কাট-মোশানগুলির বিরোধীতা করতে গিয়ে আমার কাছে যা স্পষ্ট হয়েছে সেটা হল যে বিরোধী পক্ষের বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে স্কুল ঘর মেরামত, ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড এবং মার্কেট ডেভেলাপমেন্টের উপর---সবচেয়ে বেশী কাটমোশান পড়েছে এই ক'টি বিষয়েরউপর। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করতে গিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই যে, আজকে সারা রাজ্যে শুধু স্কুল ঘর পুরান হচ্ছে এবং বাজারও পুড়ান হচ্ছে এবং তার সঙ্গে এই কাট-মোশানগুলির যেন কোথায় একটু নিবির সম্পর্ক রয়েছে---এইগুলি পর্যালোচনা করলে এটাই বুঝা যায়। আবার এক দিকে দেখা যায় যে বামফ্রন্ট সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং অন্য দিকে যাতে আরও বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই ষ্টাইপেণ্ডের আওতায় আসতে পারে তার জন্য অনেক ব্যবস্থা নিয়েছেন। আগে ঐ সুখময় সেনগুপ্তের আমলে---ঐ কংগ্রেস সরকারের আমলে ষ্টাইপেণ্ডের হার ছিল মাসে ৬০ টাকা এল, আই, জি,র ষ্টাইপেণ্ডের জন্য পাশের নাম্বার ছিল শতকরা ৪০। যে সব ছাত্রছাত্রী বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটার রাখতে পারে তাঁদের পক্ষেই শতকরা ৪০ নাম্বার পাওয়া সম্ভব। যারা গরীব সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রী যাদের পরিবারে রোজী রোজগার কম শুধু নিজেদের অধ্যবসায়েই পাশ করতে হয় তাদের পক্ষে শতকরা ৪০ নাম্বার পাওয়া সম্ভব নয়। বামফ্রন্ট সরকার সেজন্যই বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের আওতায় নিয়ে এসেছে। এবং সেই সংগে স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়েছে আজকে আমরা দেখছি যে প্রতি ৪/৫ কিলোমিটার এর মধ্যে একটি করে হাই স্কুল পাওয়া যাচ্ছে। এমনি ভাবে জুনিয়ার বেসিক স্কুল হয়েছে। সেই ঘরগুলির ভাল ছাউনি নাই কাজেই সেই ঘরগুলির ছাউনির ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে সেজন্য আমাদের অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের দরকার। তার উপর দেখা যাচ্ছে সমাজ বিরোধীদের তাঁরা উসকে দিচ্ছেন যে স্কুল ঘর পুড়াও রাতের অন্ধকারে এবং তারপর দেখা যাচ্ছে যে সেই ঘরগুলি মেরামত করার জন্য বিভিন্ন ভাবে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সব ঘটনাগুলি নিশ্চয় রাজ্যের মানুষ দেখবে। স্যার বাজার কি জিনিষ ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের মানুষ জানত না, আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য সেই সব সুযোগ করে দিয়েছে।

বাজারগুলি উন্নয়ন করা হয়, শেগুলি উন্নয়ন করা হয় তার জন্য সরকার ১৯৮২-৮৩ সালের বাজেট করেছিলেন। কিন্তু যে টাকা বাজেটে ধরেছিলেন তার দ্বারা অকুলান হয়েছে তার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দরকার। এখন আমরা দেখছি নূতন করে বাজার পুড়ানো হচ্ছে, তার দায় ভার চাপানো হচ্ছে এই সরকারের উপর এবং ঘর পুড়ানো রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত করেছে। আমরা নিশ্চয় আশা করব কি কংগ্রেস (আই), কি টি, ইউ, জে, এস এবং নির্দ্দল তারা কেউ এইভাবে রাজনীতি করা থেকে বিরত থাকবেন। এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার একটা বিশেষ কারণ হল খরা। খরা মোকাবিলা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে বাড়তি কিছু করতে হয়েছে, নূতন করে কর্মসূচী নিতে হয়েছে। তার জন্যও এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দরকার হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে খরা হয়েছে, আমরা এই হাউসের মধ্যেও দাবী তুলেছিলাম যে খরার পরিস্থিতি দেখবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হোক। কিন্তু প্রথম বারের খরা গিয়ে যখন দ্বিতীয় বার খরা হল তখন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা আসলেন এইভাবে এই সরকারের দাবীগুলিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। কাজেই এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি এবং তার উপর যে সমস্ত কাট মোশনগুলি এসেছে তার তীব্র বিরোধীতা করছি এবং আশা করছি এই হাউস এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবী সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

কক-বরক

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ঃ---মান গীনাও ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি চাঁও অর' যে কাট মোশান তুবুমানি আবন' তাঁই আও অর' তাবুক কক-সানা নাইঅ। চাঁও তিনি কাট মোশান তুবুমানি কারন আঁংখা, চিনি অ ত্রিপুরা রাজ্য এসেম্বলী অ পার্লিয়ামেন্টারি বাজেট পাস আঁংগ ঠিকন' কিন্তু নানা রকম সামুং আঁংথানি চিনি রাজ্যনি সামুং কাহাম আঁং মানলিয়া আবনি বাগাঁই অর কাট মোশান তুবুনা নাংখা। কারণ' থাংনাইয়ে ৫ বছর' যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আঁংখা, সামুং আঁংখা কিন্তু আববাই কোন কিছু সামুং কাহাম আঁংনাখু। আবনি প্রমান তাবুক আপনেসংনি বাঁসকাংগ আজ সাইমান যে কৈলাশহর সাব-ডিভিশননি নেপাল টিলা সিনিয়র বেসিক স্কুলন হাই স্কুলঅ একস্টেণ্ড খীলাইখা আপগ্রেডেড খীলাইখা আবনি বাগাঁই বামফ্রন্ট সরকারন চাঁও ধন্যবাদ, জানক্গ কিন্তু অ হাই স্কুল তাবুক ব কনষ্ট্রাকশান আঁংয়াখু থাংনাই অ ফেব্রুয়ারীনি চার তারিখ' আই এস অব ছৈলেংটা আর স্কুলনি প্রেসিডেন্ট. বাই মালাইখা বন সাঁংনা বাঁসাক রাং রাঁখা? আই এস সাখা ৬ হাজার ৭৭৫ টাকা রাঁখা কিন্তু চাঁং নুগ তাবুক ফান কোন সামুং আর আঁংয়াখু। আর এলাকাবাসী সানাঁই তংগ সরকারনি থানি। বরকনি বাঁসা বাঁতাঁইরগন' পারিরাঁনানি ১০ টাকা, ৫ টাকা, ২০ টাকা খীলায় রাঁখা school constructionনি বাগাঁই কিন্তু তাবুক পর্যন্ত কোন কিছু সামুং আঁংয়াখু। আপনেসং থাং নাইদি তাবুক পর্যন্ত নেপাল টিলা school construction আঁংয়াখু। আবনি বাগাঁই তিনি বামফ্রন্ট সরকার যে Supplementary Budget তুবুমানি যে সামুং সংনানি বাগাঁই আবন চাঁং মানিই মানয়া। অমহাইখে অনেক সামুং ব্যর্থ আঁং থাংগ। যেমন, Lampsনি মাধ্যমে Rubber Plantation খীলাই রাঁনা

হীনীই, কীরীইরগন পাইদি হীনীই, দুমাছড়া Lamps, করমছড়া Lamps আবতীই জাগারগ' চীও Loan রীনীই বা Rubber Plantation খীলাইরীনাই চিনি আসীকরাং তংগ হীনীই সাকা, কিন্তু তাবুক পর্যন্ত কোন সামুং আঁংয়া, কোন সামুংনি সিদ্ধান্ত কীরীই। অরাংরগ বুর' থাং? তাবুক দুমাছড়া High School অ Head master কীরীই, ময়নামা নি সীলাই দুমাছড়াসে Student Streangth বাংকুগু আর সে Head master কীরীই Plus Science Teacher ক'রীই Teacherনি অভাব হীনীই অর' যে Supplementary Budget grant খীলায়মানি অথচ কোন মাষ্টার Appointment রীজাকয়া বা কক সায়া। আবনি বাং চীং Cut motion মা তুবুঅ। চীও সানা নাইঅ যে বামফ্রন্ট সরকার সামুং বীতাং তুবুখা কিন্তু সামুং তাংথানি আব সামুং নাংয়া। বিশেষ ক'রে, জায়গায় জায়গায় আনি এলাকা রাতাছড়া গাঁওসভা আরনি প্রধান আনি প্রধান, রাং তংগ কিন্তু সামুং তাংয়া। ব মাতাল আঁংসে সামুং নাইঅ। মাতাল আঁংসে সামুং খীলাইজাগ' অবনি বাগীই ন চীও অবন' সমর্থন খীলাই মানয়া।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আজকে এখানে যেসব Cut motion এনেছি সে সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখছি। আমাদের Cut motion আনার কারণ হলো, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের Assemblyতে Parliamentary Budget Pass হয় ঠিকই কিন্তু বিভিন্ন রকমের কাজ করতে গিয়ে সেগুলো কাজে লাগেনি বলেই আমাদের এ Cut motion আনতে হয়েছে। কারণ গত পাঁচ বছরে যে Supplementary Budget হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা ভালো রকমের কোন কান কাজ হয় নি। তার প্রমাণ আমি এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই তা হলো যে কৈলাশহর Sub-Division এর নেপাল টিলা Senior Basic Schoolকে High School-এ উন্নীত করা হয়েছে, যার জন্য সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি কিন্তু সেই High School এর Construction এখনো হয় নি। গত ফেব্রুয়ারীর চার তারিখে ছৈলেংটার বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় সেখানে গেছেন, বিদ্যালয়ের সভাপতির সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, এই বিদ্যালয়ের জন্য কত টাকা দেওয়া হয়েছে? তিনি বলেছিলেন ৬ হাজার ৭৭৫ টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি সেখানে এখনো কাজ হয় নি! সেখানে এলাকাবাসী চাইছেন সরকারের কাছে। তাঁদের সন্তান সন্ততিদের লেখা পড়া শেখানোর জন্য দশ টাকা, পাঁচ টাকা, বিশ টাকা করে সবাই দিয়েছেন স্কুল ঘর তৈরীর জন্য কিন্তু এখনো সেখানে কোন কাজ হয়নি। আপনারা গিয়ে দেখুন, নেপাল টিলা স্কুল এখনো কাজ হয়নি। এ কারণেই আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে সবকাজের জন্য Supplementary Budget এনেছেন এটাকে আমরা কোন প্রকারেই সমর্থন করতে পারি না। এভাবে অনেক কাজই ব্যর্থ হয়েছে। যেমন, Lamps এর মাধ্যমে Rubber Plantation করানোর নামে, গরীবদের সাহায্যের নামে, ধুমাছড়া lamps, করমছড়া lamps প্রভৃতি জায়গায় আমরা loan দেবো অথবা Ruubber Plantation করার কথা বলেছিলেন কিন্তু এখনো আসল কাজ একটাও হয় নি। সেই সব টাকা কোথায় যায়? এখন ধুমাছড়া High School এ Headmaster নেই। ময়নামা থেকে দুমাছড়ায় School এ Student Streangtht বেশী অথচ সেখানেই Head master নেই উপরন্তু

Science Teacher নেই। শিক্ষকের অভাব বলে এখানে যে বাজেট পাশ করানো হয়েছে অথচ কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। এইসব কারণেই আমাদের Cut motion আনতে হয়েছে। আমরা বলতে চাই বামফ্রন্ট সরকার কাজের পরিকল্পনা নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু বাস্তবে সে সব কাজ কোন কাজেই আসে না। বিশেষ করে জায়গায় জায়গায় আমার এলাকা রাতাছড়া গাঁও সভার প্রধান, আমার প্রধান তিনি মাতাল হয়ে কাজে যান। কোন কাজই হচ্ছে না। এই সব শৃংখলাহীন অবস্থা চলছে বলেই আমরা এই Budgetকে সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে যে কাটমোশনগুলি এসেছে আমি তার বিরোধীতা করছি। এখানে দেখছি জেলের উপরও একটা কাটমোশন আনা হয়েছে। এই হেডে তারা টাকা কমাতে চান। আজকে সারা ভারতবর্ষে কি চিত্র দেখছি জেলের। সেখানে বৃটিশ আমলের যে সমস্ত ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা এখন রয়েছে। বিহারে ভাগলপুরে সেখানে কয়েদীদেরকে ধরে তাদের চোখ উৎপাটন করা হয়েছে, জেলে গুলি করে মারছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে প্রিজনার্সরা যাতে সুষ্টু সমাজ জীবন পায় তার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধন করে সমাজ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। জেলের ভিতর তাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর জন্য অতিরিক্ত যে অর্থের দরকার তার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাঁরা বলছেন, এই কাজ ভালভাবে করতে হবে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, টাকার দরকার নেই। মুখে বলবেন সব করতে হবে কিন্তু কাজের বেলায় তা চাইছেন না। এই হচ্ছে তাঁদের নীতি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি দেখছি, ডিমাণ্ড নং ২৯---মেজর হেড ৩০৫ এখানে বিরোধীতা করা হয়েছে কিন্তু সাথে সাথে গণ্ডাছড়া বাজারে উন্নতি চাইছি। আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বের হাতে এই কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। এই সাথে সাথে আমরা এও দেখছি, বামফ্রন্ট সরকার সরকারে আসার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করতে চাইছেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবস্থা করতে চাইছেন। এই আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে গেলে, কৃষকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এ জন্য তাদের ট্রেনিং দিতে হবে। কাজেই আজকে তাঁরা এই সব কাজের বিরোধীতা করছেন। তাঁরা বিরোধীতা করলেও কিন্তু আমরা চাই, কৃষি ব্যবস্থার প্রসার হউক। আমাদের এই ব্যবস্থায় আজকে কৃষকরা ট্রাক্টর ব্যবহার করতে পারবে। সারা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে আমরা দেখব, জমিদার এবং জোতদার শ্রেণীই ট্রাক্টর ব্যবহার করে থাকে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, শুধু মাত্র গণ্ডাছড়া বাজার নয় গণ্ডাছড়াতেই আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু। সেখানে সংখ্যাগুরু অংশের মানুষ উপজাতিদের সংখ্যা লঘু করতে হবে। নয়ত রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি হবে না। কাজেই সেখানে বাঙালীদের পাঠানো হয়েছিল খাঁচার ভেতরে। আমরা দেখলাম, কংগ্রেসের ৩০টি বছরের শাসনে তাদের জন্য কোন কিছুই করা হয় নি। আজকে বামফ্রন্টের পাঁচ বৎসরের শাসনে গণ্ডাছড়াতে টি. আর. টি. সি. বাস যাচ্ছে, লাইট গিয়েছে। যাদের রক্তের বিনিময়ে আলো পেয়েছিল তাদের ঘরে কংগ্রেস আলো পৌঁছে দেয় নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে আর দু' মিনিট সময় দিতে হবে। ডিমাণ্ড নং ৩৬ সেখানে সাড়ে দশ কোটি টাকার মত খরচ। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আসছেন। নিশ্চয়ই তাঁকে আমরা স্বাগত জানাই। তাঁকে স্বাগত জানাতেই সাড়ে দশ লক্ষ টাকা খরচ আমারা করি। আমরা আশা করেছিলাম, তিনি ত্রিপুরাবাসীকে কিছু দিয়ে যাবেন। বলে যাবেন তিনি রেল লাইনের ব্যবস্থা করবেন, বেকারদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করবেন, কাগজ কলের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু মোটেই তিনি তা করেন নি। তিনি এখানে বলেছেন আমার দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোকের উন্নতি হয়ে গেছে। আর মাত্র ১০ ভাগ বাকী। যেখানে ৮২ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে সেখানে এই বক্তব্য শ্রীমতী গান্ধী কেন বললেন? ভোটের মুখে এই কথা বলা কি রিগিং নয়। যারা এখানে রিগিং হয়েছে বলে চেচাচ্ছেন তাঁদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই কথা কি রিগিংয়ের পর্যায়ে পড়ে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে প্রধান মন্ত্রী যে ভাওতারাজী দিয়ে গেলেন তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ উত্তর দিয়েছেন। কাজেই আমি আশা করব, আমাদের এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী সে দাবীকে সকলেই সমর্থন করবেন এবং সকলে একযোগে ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য কাজ করে যাবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশানের ডিমাণ্ড নাম্বার হচ্ছে ২৯---মেজর হেড ৩০৫। আমি এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব আনা হয়েছিল তাকে সমর্থন করতে পারছি না। এখানে যে ৯২.৬৮'০০০ টাকা চাওয়া হয়েছে সেখানে আমার কাট মোশানে ১০০ টাকা কমানোর প্রস্তাব করছি। এখানে আমার সব চেয়ে অবাক লাগল, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর একটি বক্তব্যের উপর। কেন না, উনি বললেন যে, আগে কোন কিছু পরিকল্পনা করে একটা প্রস্তাব আনা যায় না। এবং অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ কত হবে তাও বলা যায় না। তবে আমরা জানি, একটি মানুষের পেট থাকে। তার পেট অনুসারে তাকে ভাত খেতে হয়। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কয়টি পেন আছে উনি তা জানেন না। খাওয়ার পরে উনি বলবেন, পেছনে আরো একটি আছে ওটার জন্য আর একটু লাগবে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের ব্যয় হচ্ছে ঠিক এই রকম। বনারা বলবেন, দীর্ঘ ৩০ বছরে যা হয় নি আমরা বামফ্রন্ট সরকার পাঁচ বছরে তা করে ফেলেছি। একমাত্র করতে পারি না, মৃত মানুষকে জ্যাত করতে। আমরা দেখেছি, যে কাজের জন্য যত বরাদ্দ করা হয় সেটা ব্যয় করা হয় না। কোন কোন জায়গায় আমরা শুনেছি, প্রধানরা বলেছেন, আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের দুই ফ্রন্ট কমে গেল বাবাজী। এখন ৩৯টি আসন নিয়ে বসেছি আর পাঁচ বছরে থাকবে কিনা কে জানে। বামফ্রন্ট আমাদের নির্বাচন এক বছর পিঁছিয়ে দিয়েছে। এতদিন মন্ত্রী বাহাদুর অনেক কিছু নিয়েছেন, এখন প্রধানেরা কিছু খাও। তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব আনা হয়েছে। স্কুল মেরামতের জন্য আমরা দেখেছি এত এত টাকা দরকার। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত বছরেও একই স্কুলের জন্য এত এত টাকা ধরা হয়েছিল। আমি দেখেছি, রাইশ্যাবাড়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলে মাত্র তিন জন

শিক্ষক আছেন। মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কোর্টের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত মাষ্টার দিতে পারব না। সিনিয়রিটি অনুসারে দেওয়া যাবে না।

(মাননীয় শ্রীদশরথ দেব ঃ- হেড মাষ্টারের কথা বলেছি।
বড় বাড়ীতে একজন মাত্র শিক্ষক। উনারা বলেছেন, মাষ্টারের জন কিছু টাকা দরকার। যে, মষ্টার আছে তাই পাঠান না কেন? না, তা হবে না। উনার আণ্ডারে সব জমা রাখবেন। পেট খালি রেখে দাও। তারপর মার্কেটের জন্য যে খরচ পত্র তার হিসাব উনারা হাজির করেছেন। কিন্তু করলেন কি? গণ্ডাছড়া বাজারে প্ল্যাটফরম কর হবে। কিন্তু তাতে দেখলাম, ২।৩টি ইট নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কজ হলো না। রাস্তার কাছ জমা করা হলো। কারণ, জল জমে আছে। ড্রেন নেই। জগৎবন্ধু বাজার সম্প্রসারণ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নাকি খরচের জন্য হিসাবের প্রস্তাব করেছেন এবং কাজও নাকি শুরু হয়েছে। উনারা বলেছেন সেখানে নাকি বিল্ডিং করা হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত করা হয় নি। এইভাবে তারা যতগুলি প্রস্তাব এনেছেন নিজেদের পেট ভরানো ছাড়া এবং নিজেদের কাজে লাগানো ছাড়া অন্য কিছু করবে না এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, হাউসের সামনে যে সব ডিমাণ্ড উপস্থিত করা হয়েছে এবং সে সমস্ত ডিমাণ্ডকে সমর্থন করি এবং আমার বিরোধী বন্ধুরা যে কটি মোশন এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিরোধীতা করেছেন অনেকগুলি ডিমাণ্ডের উপর ১১, ১২, ১৪, ১৬, ২৯, ৩৯ তরে মধ্যে কাট মোশান দেখতে পাচ্ছি ১১, ১৬, ২৫ এই তিনটির বিরোধী উপর কাট মোশান এনেছেন এবং আর বাকীগুলির বিরোধীতা করেছেন। সদস্যরা বলছেন আরও স্কুলের দরকার, এবং মাষ্টারের দরকার, তাহলে তো টাকার দরকার হবে? সেগুলি তারা এখানে বলেছেন তার জন্য তো টাকা খরচ করতে হবে কারণ টাকা খরচ না করলে স্কুল বাড়ানো যাবে না, মাষ্টার বাড়ানো যাবে না সুতরাং তার জন্য বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। এ সব করতে গেলে তো বরাদ্দ কমালে হবে না? মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তো যন্ত্রনায় ভুগছেন? আপনারা যাতে মুক্ত পেতে পারেন তার জন্য বলছি এই পথগুলি ছেড়ে দিন এবং যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেগুলিকে মোটামুটি সমর্থন করুন। গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে অমেক ব্রীজ নেই, রাস্তা নেই তার জন্য আমরা তো লড়াই করছি। আসুন না মাননীয় বিরোধী বন্ধুরা আমরা তো অনেক লড়াই করেছি বছরের পর বছর বাজেট বাড়ানোর জন্য, এখন না হয় আপনারাই করুন কেন আপনারা বিরোধীতা করছেন এটা বুঝতে পারছি না? এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার কিছু অংশ সরকারী কর্মচার এবং শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর জন্য ব্যয় হয়েছে। বর্তমানে যে ডি, এ, দেওয়া হয়েছে সেটা অবশ্য প্রফিডেন্ট ফাণ্ডে জমা থাকবে কিন্তু মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন নগদে দেওয়ার জন্য। অথচ অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হলেই উনার চীৎকার আরম্ভ করে দেন। কারণ আমরা তো জানি এই উৎস কোথা থেকে পান কংগ্রেস (ই)র বন্ধু উপজাতি যুব সমিতি। কংগ্রেস ইর ৩০ বছর শাসনকালে আমরা তো দেখেছি তখনও অনেক আন্দোলন হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সরকারী কর্মচারীরা লাগাতর ধর্মঘট করেছিলেন,

তারা কি মিটিং-মিছিল করেন নি ? তাদের কি রাস্তায় নামতে হয় নি ? তাদের অনেককে জোর করে ফোর্স রিটায়ারমেন্ট করা হয়েছে। জিনিষপত্রের দাম দিনের পর দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে তার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানাচ্ছি কিন্তু কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া বাজেট বাড়ানোর জন্যও অমরা চেষ্টা করছি কিন্তু যে টাকা পাওয়া যায় প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যায় না। তার জন্য সব কিছু এক সঙ্গে করা যাচ্ছে না। আমরা তো বলেছিলাম বহুবার এই বিধানসভা থেকে সেন্ট্রাল ডি, এ, দেবার জন্য সেটা তো কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না। কর্মচারীদের জন্য যে বেতন বাড়ানো হয়েছে এটা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত হয়েছে কারণ এই শিক্ষক কর্মচারীরা অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে, অনেকে মার খেয়েছে, অনেককে খুন পর্য্যন্ত করা হয়েছে এই অবস্থায় মধ্যেও তারা কাজে এসেছেন সুতরাং তাদের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে ফিসারীর জন্য অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা তো বন্ধ করা যায় না কারণ ওরা তো বসে আছে সুতরাং এটা বন্ধ করা যায় না। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবু বলেছেন বামফ্রন্ট সরকার অনেক কিছু করেছেন শুধুমাত্র মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে না। হ্যাঁ, আমিও স্বীকার করছি বামফ্রন্ট সরকার অনেক কাজ করেছেন। এবং এই সঙ্গে এই অনুরোধ আপনাদের করবো এই জ্যান্ত মানুষকে মারার জন্য আপনারা যে আক্রমণ করছেন সেটা বন্ধ করুন কারণ তা না হলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আপনাদের বরদাস্ত করবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন করে কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা ঃ- মাননী ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাট মোশান নাম্বার ১৪; মেজর হেড ২৭৭ শিক্ষাখাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়-বরাদ্দ করেছেন কিন্তু এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না, বরং নিন্দা করছি এই কারণে যে আমি নিজেই দাবী করছি রামকৃষ্ণ লক্ষ্মীছড়া হাই স্কুল, মধ্য পাথরিয়া এস, বি স্কুল, পেকুয়ারজলা এস, বি, স্কুল এবং লাতিয়াছড়া এস, বি, স্কুল এই স্কুলগুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে এবং এই সমস্ত স্কুলে পড়াশুনা হচ্ছে না। কাজেই এই তিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে ব্যায় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাকে অমি সমর্থন করি। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে কাট মোশান এসেছে তার বিরোধীতা করি। আমরা দেখলাম কংগ্রেস আই এর কোন কাট মোশান নাই। এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই, কারণ এই বাজেটে ত্রিপুরার জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলির মাধ্যমে ত্রিপুরার জনগন উপকৃত হবে। কিন্তু এই সমস্ত পদক্ষেপগুলিকে বিরোধী দলের সদস্যারা বিরোধীতা করছে। যে সমস্ত কাজের কথা এখানে বলা হয়েছে তা ঠিক ঠিক ভাবে করতে হলে ত্রিপুরার ডেভেলাপমেন্টেই হবে। কিন্তু এই উন্নয়নমূলক কাজকে

বাধা দেওয়ার জন্য তারা মরীয়া হয়ে লেগেছে। আপনারা সবাই জানেন এখানে সাড়ে সাত কানি এখানে খাজনা মকুব দেওয়া হয়েছে। এইরকম সারা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে দেখতে পারবেন কি? ত্রিপুরা রাজ্যে স্কুলে যে টিফিন দেওয়া হয় তা আপনাদের প্রধান মন্ত্রীর দলের শাসিত রাজ্যগুলিতেও দেখাতে পারবেন না। কাজেই এইসব উন্নয়ন-মূলক কাজ তাদের সহ্য হচ্ছে না। তাই তারা এইসব কাজে বাধা দিচ্ছে। অশান্তির সৃষ্টি করছে। তাদেরকে হুঁসিয়ার করে দিতে চাই তারা যাতে এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে বাঁধা না দেয়। ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে তাদের অশুভ শক্তি কারা। তারও এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। সুতরাং ত্রিপুরার জনগণের সার্বিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাটমোশানকে বিরোধীতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে বিরোধীতা করছি এই কারণে, সরকারী টাকার অপব্যয় হচ্ছে এবং বাস্তবে জনস্বার্থের জন্য এই টাকা খরচ করা হচ্ছে না। এখানে আমার একটি কাটমোশান আছে ডিমাণ্ড নং ২৭। ডিমাণ্ড নং ১১, মেজর হেড ২৫৫। এখানে ৯ কোটি ২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল পরে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। তার মধ্যে ইলেক্‌শানের জন্য ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আমি মনে করি এইটা অপব্যয়। যারা বলতেন যে পুলিশ ছাড়াই তারা শাসন চালাতে পারেন, জনগণই তাদের সহযোগিতা করবে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি ঐ পুলিশ খাতে টাকার অংকে বিরাট পরিমানে বৃদ্ধি করেছেন। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমরা নাকি বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধী হয়ে এসেছি। সেই মতের সঙ্গে এক মত নই। উন্নয়নমূলক কাজকে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন জানাবো এবং সেটা যদি জনস্বার্থের বিরোধী হয় তাহলে পরে আমরা তার বিরোধীতা করব। তারাও কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করে গেছেন, এখনও লোকসভায়ও তারা তা করছেন। কিন্তু টি, ইউ, জে, এস, সেই মতের অবলম্বী নয়। তারা শুধু বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা করতে আসেনি। আমরা যদি জনগণের হিতার্থে কোন কাজ করতে দেখি তাহলে নিশ্চয়ই তার সমর্থন জানাবো কিন্তু জনগণের স্বার্থের বিরোধী যদি কোন কাজ করতে দেখি তাহলে পরে আমরা তার বিরোধীতা করব। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব। আমি যে কাট মোশানটা এনেছি তাতে দেখা যায় পঞ্চায়েত প্রধানদের ২০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত প্রধানদের ২০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দিলেই দুর্নীতিমুক্ত হওয়া যাবেনা। তার জন্য নির্বাচিত গাঁওসভার সদস্যদেরও প্রতিমাসে একটা ভাতা দেওয়া হত তাহলে দুর্নীতিরোধটা হয়ত কিছুটা বাস্তবোচিত হত। কর্মচারীদের বেতন তারা বাড়িয়ে দিতে পারছেন। পঞ্চায়েত সদস্যরা ত জনগণের নির্বাচিত সদস্য। তাদেরও যদি একটা ভাতার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজের উন্নতি হবে। তারাও তাদের কাজের মূল্য বুঝবেন। এটা বাজেটে রাখা হয়নি। তারজন্য আমি তার বিরোধীতা করছি। আর একটা জিনিষ বামফ্রন্ট সরকার ৫ বৎসর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা কোনবার একটিও পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরী করতে পারেননি। ভোটস্ অন্

অ্যাকাউন্টসের মাধ্যমে তারা কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৮২-৮৩ সনে ৪ মাসের ভোটস্ অন অ্যাকাউন্টস্ পাশ করিয়েছে এপ্রিল, মে, জুন, জুলাইয়ের জন্য, জুলাই মাসে পাশ হল অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বরের জন্য, আবার ৩ মাসের জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেট। তারা অর্থ কি পরিমাণে লাগবে, কিভাবে অর্থ খরচ করতে হবে তারা তা বুঝে উঠতে পারছেন না। যার জন্য টাকার নয়-ছয় হচ্ছে, হিসাব দেওয়া যাচ্ছেনা। তারা আজ পর্য্যন্ত ১ বৎসরের একটিও বাজেট পেশ করতে পারেনি। কিছুদিন পরেই বলেন তাদের টাকা নেই, টাকা চাই। অর্থাৎ তারা জনকল্যাণের হিতমুখী কাজ তারা ঠিকমত করতে পারছে না। কাজেই এটা বড়ই দুঃখজনক। এই অসুবিধা যদি প্রতি বৎসরই হয় তাহলে ঠিক ঠিকভাবে কাজ করা যাবে না। অসুবিধার সৃষ্টি হবে। কাজেই এই যে সাপ্লিমেন্টারী আনা হয়েছে তাকে আমি বিরোধীতা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ--- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাটমোশন হচ্ছে ৩টি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি না। সমর্থন করি না এই কারণে যে এই বরাদ্দের সহিত বাস্তরের যে ঘটনা হচ্ছে তারমধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছি না। পরস্পর বিপরিত মুখী হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমার মূল বক্তব্য হল-মার্কেট ডেভেলাপমেন্ট নিয়ে, বিলোনীয়া মার্কেটের যে ডেভেলাপমেন্ট হয়েছে সেটা বামফ্রন্ট সরকারের অগেই শুরু হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ আমি এখানে উল্লেখ করছি বিলোনীয়ার কাছে যে ত্রিপুরা বাজার আছে সেটার। ওখানে যাদের জন্য বাজার করা হয়েছে তারা কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা ক্ষেতে খামারে উৎপাদন করছে এবং উৎপাদন করে বাজারে আনছে তাদের অনেক সময়ে রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে থাকতে হয়। এই পরস্পর বিরোধী কাজ শহরাঞ্চলগুলিতেও চলছে। সেই দিক থেকে চিন্তা করলে আমার এই কাটমোশন যেটি এনেছি সেটি এই হাউজ অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করবে বলে আমার আশা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় মন্ত্রীরা যারা এখানে সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্টস্ চেয়েছেন তাদের মধ্যে আমি প্রথমে পূর্তমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়েকে আহ্বান করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ৭টা সাপ্লিমেন্টারি ডিমাণ্ড এনেছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ৬, ১৪, ৩৫, ৩৬, ৪২ ও ৩৯। তারমধ্যে ৬, ১৪, ৩৬-এর যে টাকা চাওয়া হয়েছে তা মূলত চাওয়া হয়েছে কর্মচারীদের যে পে রিভিশন হয়েছে এবং এডিশন্যাল ডি, এ, যেটা দেওয়া হয়েছে তারজন্য। এই খাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী সাড়ে দশ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন। ডিমাণ্ড নাম্বার ৪২-তে আমরা ৫ লক্ষ টাকা চেয়েছি। তা চেয়েছি টি, আর, টি, সি, কর্মচারীদের বাড়ী করার জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে। তা থেকে কর্মচারীরা বাড়ী করার জন্য ধার নিতে পারে। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৯, মেজর হেড ৫৩৭, প্ল্যান সেকটারে আমরা এই বছরে বরাদ্দ চেয়েছিলাম ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। আমাদের সারা ত্রিপুরায় এত রাস্তার কাজ করতে হচ্ছে যে সে সকল রাস্তা ও

ব্রীজের জন্য সব টাকা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু পুরোপুরি হয়নি তাই সে সমস্ত কাজ চালু রাখতে আমরা আরও ২ কোটি টাকা চেয়েছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪, মেজর হেড ২৭৭, এখানে বিভিন্ন স্কুল, পোলিটেকনিক ইত্যাদির মাইনর রিপেয়ারিং-এর জন্য ১ লক্ষের অনধিক গত বছরের মূল বাজেটে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল কিন্তু এইসব স্কুলের কাজ শেষ না হওয়াতে আরও ৫ লক্ষ টাকা এখানে আমরা চেয়েছি। আর ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৯ ও ৪০-টির উপর বিরোধীপক্ষের সদস্যারা কাটমোশন দিয়েছেন এবং সেই কাটমোশনের মধ্যে কয়েকটি রাস্তারও উল্লেখ করেছেন যেমন গণ্ডাছড়া, আগবাসা, শিলাছড়ি রাস্তা। গণ্ডাছড়া রাস্তার কাজ চলছে। শিলাছড়ির আইলমারা পর্য্যন্ত এষ্টিমেইট সেংশান হয়েছে। স্কুল মেরামতির কাজও চলছে। তবে এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট এস, আর, পি, এন, আর, পি, বি, ডি, ও, প্রভৃতির মাধ্যমেও কাজ করাচ্ছেন। আবার কিছু কিছু পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমেও হচ্ছে। করবুক স্কুলের কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বয়েজ বোর্ডিং হয়েছে আবার গার্লস বোর্ডিং-এর জন্যও রিকুজিশন দেওয়া হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে ওরা যে কাটমোশন এনেছে তার অর্থ হল --- আমরা যেভাবে কাজ করছি, ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের যে সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি, আমরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছি ওরা তারমধ্যে নেই। ওরা কি চোখ চেয়ে হাটবেন না চোখ বুঝে হাটবেন তা আমরা জানি না। আমরা বলেছিলাম যে কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও বেশী টাকা আদায় করে রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ, জল সেচের ইত্যাদির ব্যবস্থা আমরা করে যাব। ১৯৭২ সালে ত্রিপুরার বার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ ছিল মাত্র ৭ কোটি টাকা।

আমাদের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ আগের কংগ্রেস আমল থেকে অনেক গুণ বেড়েছে। কোন পরিকল্পনা না থাকলে তো দেশকে উন্নত করা সম্ভব হয় না। আর এটাই প্রমাণিত হলো যে রাজ্যে বিরোধী সরকার থাকলে রাজ্যের উন্নতি হয় না সেটা মিথ্যা। একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এমন কোন অঞ্চল বাদ নেই যেখানে উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বা রাস্তাঘাট করা হয়নি। যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে আগে কোন রাস্তাঘাট ছিল না সেখানে আমরা বিগত পাঁচ বৎসরে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছি। যেমন রামছড়াতে আগে কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে সেখানে বাস যাবার মত রাস্তা তৈরী হবে। সেই গণ্ডাছড়াতে কেউ ভাবতেও পারেনি যে আজকের মত এমনভাবে য়াস্তাঘাট তৈরী করে বাস চলবে এবং সেখানে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলবে, আমরা ত্রিপুরার অতি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও রিমোটেন্ট এরিয়াতেও রাস্তাঘাট নির্মাণ করে বাস বা অন্যান্য গাড়ী চলাচলের এবং প্রায় প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুতায়ন করে দিয়েছি। যেটি দীর্ঘ ত্রিশ বছরেয় কংগ্রেস শাসনে সেটা সম্ভব হয় নি। কংগ্রেসী আমলে বিগত ত্রিশ বছয়ে ৩৬৭টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছিল কিন্তু আমরা মাত্র পাচ বৎসরে ৯৫৫টি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত করেছি।

আগেও এই গোমতীর জলপ্রবাহ ছিল, মনু নদীর জলপ্রবাহ ছিল, খোয়াই নদীর জলপ্রবাহ ছিল। কিন্তু সেই নদীগুলির জলকে যে মানুষের কাজে লাগানো যেতে পারে সেটা তদানিন্তন কংগ্রেসী সরকার ভাবতেও পারেন নি। কিন্তু আমরা ক্ষমতায় আসার পরে মাত্র পাঁচ বৎসরে এই নদীগুলির বিভিন্ন স্থানে বাধ নির্মাণ করে জলসেচের ব্যবস্থা করছি। সুতরাং আমার মাননীয় বিরোধী বন্ধুগণ শুধুমাত্র মহাদেবী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ভজনা

করলে কিছুই হবে না। আমরা যে বছর এলাম সে বছর মাত্র ১৩ কোটি টাকার বাজেট ছিল। তার পরের বছর আমরা সেটাকে বাড়িয়ে ২৩ কোটি টাকা করেছি, তারপরের বছর সেটাকে আরো বাড়িয়ে ২৯ কোটি টাকা এবং এর পরের বছর সেটা হয়েছে ৩৯ কোটি টাকা। তারপর সেটা আরো বৃদ্ধি পেয়ে করা হয়েছে ৪৫ কোটি টাকা। আর এবার আমরা ৮২ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দের পরিকল্পনা করেছিলাম তারমধ্যে আমরা পেয়েছি ৫৮ কোটি টাকা।

বিগত ত্রিশ বছরে জলসেচের জন্য ১৩০টি ডিপ টিউরওয়েল ছিল আর আমরা বিগত পাঁচ বৎসরে করেছি ১৬৮টি আর নতুন পরিকল্পনায় ১৮৯টি স্কীম চালু করেছি। আরনা ৪৩টি চালু করবার এখনো বাকি আছে। এরফলে যেখানে আগে ১.৫৫ পারসেন্ট জমিকে লিফ্‌ট ইরিগেননের আওতায় ছিল আর এখন সেটাকে বাড়িয়ে আমরা এনেছি ৫ পারসেন্টে। আগামী বছরে এই মিডিয়াম প্রজেক্টগুলি যদি বাধাপ্রাপ্ত না হয় তবে আমরা আরো বেশী করতে পারব বলে কাশা রাখি। ৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৫৮ কোটি টাকা হয়েছে। কাজ করতে হলে টাকার দরকার। আমরা প্রতিটি পয়সা জনসাধারণের জন্য ব্যয় করব।

আর এই কংগ্রেসী সরকার কোন দিনই মানুষের নিকট কোন প্রতিশ্রুতি দেননি সুতরাং তারা সেভাবে কাজও করেনি। আর বিগত পাঁচ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার যে কাজ করেছেন তা তারা পরিস্কার চক্ষুতে দেখতে পারে না। যদি পারতো তবে আজকে এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বায় বরাদ্দের দাবী আনা হয়েছে তার উপর কাট মোশান আনত না। সুতরাং এরা যে কাট মোশান এনেছেন তার কোন ভিত্তি নেই।

সুতরাং আজকে বিরোধীরা যে কাট মোশান এনেছেন তা বাতিল করে এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী ব্যয়বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে তা মাননীয় সদস্যগণ সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার ব্যক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদীনেশ দেববর্মা মহোদয়কে উনার কর্তৃক আনীত সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলির উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ছিল ২৭, ৩২ এবং ৩৩।

এই ডিমাণ্ডগুলির উপর কয়েকটি কাট মোশান এসেছে। এই কাট মোশানগুলির সমর্থনে বিরোধী দলের অনেকেই এখানে বক্তব্য রেখেছেন। পার্টিকুলারলি আমি বলতে চাই যে, উনাদের বক্তব্য হচ্ছে পঞ্চায়েতের উপর। কিন্তু আমি বলব যে, এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিচালিত হবার পর ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কি উপকার হয়েছে সেটা উনাদের অজানা থাকার কথা নয়। যে হেতু গরীব মানুষের উপকার হোক এটা তারা কামনা করেন না। কারণ তারা জোতদার, মহাজন এবং বে-আইনী লগ্নীদার যারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বে-আইনীভাবে লগ্নী করে থাকে তাদের পক্ষ হয়ে এরা কথা বলতে চাইছেন। কাজেই গত পাঁচ বছরে বামফ্রন্ট সরকার গোপন ভোটের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন করেছে। তাতে অংশগ্রহণ করেছেন খেতমজুর, রিক্সাওয়ালা এবং অধিকাংশ গরীব মানুষ আজকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর আগে যারা পঞ্চায়েত-এ আসত তারা হলো বাজারের কালোবাজারী, মহাজন, দাদনদার, মালদার, থাই 'লদার,

মাতব্বর, এরাই আসত। সুতরাং এরা কোনদিনই গরীব মানুষের মঙ্গল কামনা করতে পারে না। সুতরাং আজকে যে এই পঞ্চায়েত গরীব খেটে খাওয়া মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা আলাপ আলোচনা করে তার সমাধানের জন্য ব্যবস্থা করে এবং বি, ডি, সি'-এর মাধ্যমে তারা সরকারের কাছে তাদের সিদ্ধান্তগুলি পাঠায়। আজকে এই পঞ্চায়েত গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ করছে, লুঙ্গা ভরাট করে তাকে মানুষের বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছে, গ্রামের স্কুল ঘর নির্মাণ করছে, এইভাবে পঞ্চায়েত বি, ডি, সি,র মাধ্যমে নিজ নিজ কনস্টিটিউয়েন্সিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করছে।

আমি ১৯৬২ সালের বিধানসভায় প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলাম। তখন এটা আঞ্চলিক পরিষদ ছিল। পরে ১৯৬৩ সালে বিধানসভায় রূপান্তরিত হয়। তারপর আমি কয়েকটি বি, ডি, সি'র মিটিং-এ উপস্থিত ছিলাম। সেখানে পঞ্চায়েতের কোন ভূমিকা ছিল না। অফিসার, কর্মচারী, মাতব্বর এবং থাইপ্পল এবং যাদের চাপার জোর ছিল তারাই টিউবওয়েল পেয়ে গেল। কাজেই এরা যে বলেছেন, আমরা পঞ্চায়েতকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছি---গ্রামের সাধারণ মানুষ সেটা দেখবেন যে পঞ্চায়েত কাদের জন্য কাজ করছে। কারণ যেখানে আমরা মরুভূমির মধ্যে এসেছি, ৩০ বছর শোষণ করে যেখানে মানুষকে সর্বসান্ত করেছে সেই জায়গাতে আমরা সরকার গঠন করে কাজ করার চেষ্টা করেছি। আজকে মরুভূমির সৃষ্টিকারীরা সেটা ব্যর্থ করতে পারছেন না। কাজেই আজকে যারা ভেস্টেড ইনটারেস্ট ছাড়তে চায় না, যারা জোতদার, চোরাকারবারীদের পক্ষে আছে তাদের কাছে এটা অসহ্য। আজকে আমরা ঠিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি বলেই পঞ্চায়েতের উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আজকে কেন আমাদের এত টাকার দরকার? উনারাই বলছেন অমুক জায়গায় এই হচ্ছে না, সেখানে বাজার উন্নয়নের দরকার। আমি বলেছি গত বছর ত্রিপুরা রাজ্যে ৭০টা পঞ্চায়েত মার্কেট ডেভেলাপ করে দিয়েছি। কাজেই আজকে সেটা তাদের সহ্য হচ্ছে না। তারা চায় গরীব মানুষের তুলা, চাল, তিল, ডাল ইত্যাদি এসে সেই চোরাকারবারীদের হাতে জমা হোক। কাজেই পঞ্চায়েতের কাছে ক্ষমতা দেওয়ার আমরা চেষ্টা করেছি। এইখানে একটা প্রশ্ন উঠেছে পঞ্চায়েতের নির্বাচন কেন নির্দিষ্ট সময়ে করা হলো না? গত পরশু দিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েত সম্পর্কিত আইনের রেফারেন্স দিয়ে বলেছেন কেন সেটা হলো না। কাজেই আমি আর বলব না। কারণ আমরা চাই পঞ্চায়েতকে ঢেলে সাজানো হোক। অটোনমাস ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে পঞ্চায়েত আছে। তার বাইরে পঞ্চায়েত আছে। কাজেই যারা এই পঞ্চায়েতের অ্যাকটিভিটিজ দেখে চীৎকার করছেন তাতে পঞ্চায়েতের কিছু হবে না। আমরা চাই জনগণের উন্নতি হোক। এমন কি সরকারী টাকা হাতে রেখেও যাতে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারি তার জন্য এইখানে বিল এনে আমরা টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। সুতরাং এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের বিরুদ্ধে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে আমি তার বিরোধীতা করছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট উত্থাপন করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় কারা মন্ত্রী শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা কাটমোশন এসেছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১২—মেজর হেড ২৫৬ এর উপর। তার বিরুদ্ধে মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া যে কাটমোশন এনেছেন তার আমি তীব্র বিরোধীতা করি। তিনি বলেছেন যে উদয়পুর, বিলেনৌয়া, সাব্রুম, অমরপুর, সোনামুড়া প্রভৃতি জেলে ঠিক মত খাদ্য দেওয়া হচ্ছেনা। তার কাট মোশনটা হচ্ছে---নীড টু চেক দি ইম্প্রো-পার ফুড সাপ্লাই টু দি প্রিজনার্স। এই কাটমোশনের উত্তর হচ্ছে এই যে প্রত্যেক জেলে একটা স্কেল ভাতা আছে। তিনিও উদয়পুরে ক্লাস ওয়ান প্রিজনার ছিলেন। নগেন্দ্র জমাতিয়াও ক্লাস ওয়ান প্রিজনার ছিলেন এবং আমরা প্রিজনারদের জন্য কতটা খাদ্য বাড়িয়েছি কংগ্রেস আমল থেকে সেটা তাঁরা জানেন এবং প্রত্যেক জেলে প্রিজনারদের কমিটি করে তাদের রেশন তারা বুঝে নেয়। অতএব সেখানে এই কাটমোশন---নীড টু চেক ইম্প্রোপার সাপ্লাই অব ফুড, এটা তাঁরা কি করে আনেন? রতিমোহন ত্রিপুরা, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যখন জেলে ছিলেন তাঁরা সব বুঝে নিয়েছেন। তখন তাদের কোন কমিটি ছিল না। সাধারণ কয়েদীদের কমিটি আছে। কাজেই এই কাটমোশনের বিরোধীতা করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চোধুরী---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার ডিমাণ্ড নাম্বার হচ্ছে ২৯। এইখানে মাননীয় কিছু সদস্য কাটমোশন এনেছেন। বিশেষ করে বাজার তৈরীর যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন, তা কেন বাতিলের জন্য কাটমোশন এনেছেন এটা আমাদের বুঝতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আমরা হিসেব করে দেখেছি সারা রাজ্যে বাজারের সংখ্যা হচ্ছে ২৬১টি এবং মোটামুটিভাবে বড় বাজার বলতে গ্রামে যেটা বুঝায় তার সংখ্যা ৬৪টির মত। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে যে সব বাজার গড়ে উঠেছে সেগুলি কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে উঠে নি। সেখানে মাল নিয়ে যাবার জন্য রাস্তাঘাট ছিল না। গ্রামের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে সেগুলি গড়ে তুলেছে। বিশেষ করে মহাজনেরা, কায়েমী স্বার্থের লোকেরা এই বাজারগুলিকে ব্যবহার করেছে। গত বাম-ফ্রন্ট সরকার আসার পর যে উন্নতি করেছে, যারা কায়েমী স্বার্থ এতদিন দেখে এসেছে তারা সেই উন্নতির দিকটা দেখেন না। গ্রামের মানুষ যারা ফসল বা ক্রপস্ ইত্যাদি উৎপন্ন করত তারা। সেগুলি বেচা কেনার সময় মহাজনদের শিকার হত। অন্য দিকে তারা যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র কিন্তু সেগুলির জন্য তাদের অনেক বেশী দাম দিতে হত। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে জুমিয়াদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু ঐ শোষণকারী মহাজনদের সংখ্যা অনেক কম, তারা সংখ্যায় কম হলেও সাধারণ গরীব কৃষক এবং জুমিয়াদের শোষণ করার শক্তি তাদের কম নয়, বরং বলা যেতে পারে সংখ্যার দিক থেকে শোষণ করার শক্তি তাদের অনেক বেশী। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতে এই পর্যন্ত ৪৪টি বাজার তৈরী করেছে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় মার্কেট শেডও তৈরী করে দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রামের মানুষ সেই বাজারে এসে ব্যবসা করতে পারেন। অর্থাৎ গ্রামের মানুষ যাতে তাদের উৎপাদিত ফসলের জন্য ন্যায্য দাম পেতে পারে, তার একটা

উপযুক্ত পরিবেশ সেই বাজারগুলির মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে। এর আগে এখানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী রাজ্যপালের ভাষণ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই সম্পর্কে অনেক কিছুর আলোচনা করেছেন, এটা আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন। কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার সব সময়ে সচেষ্ট এবং ভবিষ্যতেও যাতে এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে, তার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, এই প্রতিশ্রুতি আমি হাউসের সকল সদস্যদের দিতে চাই। কিন্তু এই দিক থেকে আমাদের সব চাইতে বড় একটা বাধা আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকেও আমরা চেষ্টা করছি অন্ততঃ পক্ষে গরীব কৃষক এবং গরীব জুমিয়ারা যে ফসল উৎপাদন করেন এবং তাদের উৎপাদিত ফসল বাজার জাত করার ব্যাপারে যাতে প্রাইস সাপোর্ট পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং তাদের যাতে আগের মত মহাজনদের হাতে খাপড়ে না পড়তে হয়, তাব নিশ্চিত ব্যবস্থা করা। আমরা চেষ্টা করছি গ্রামের গরীব কৃষক যারা তিল, তুলা এবং কার্পাস উৎপাদন করে অথবা আলু উৎপাদন করে তারা সেই সব উৎপাদিত ফসল বাজারে এনে যাতে ন্যায্য দাম পেতে পারে তার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা। বিগত কংগ্রেস আমলের ৩০ বছরে আমরা দেখে এসেছি যে লেভীর নাম করে বিভিন্ন রাস্তার উপর ড্রপ গেইট বসানো থাকত যাতে গ্রামের উৎপাদিত ফসল কৃষকেরা বাজারে না তুলতে পারে বা বিক্রি না করতে পারে। অথচ মরসুমের সময় সেই ফসল বিক্রি করে কৃষকদের মুনি-বদলার টাকা পয়সা দিতে হয়। ফলে গ্রামের মানুষ বাধ্য হয়ে ঐ ফড়িয়া অথবা মহাজনদের কাছে কম দামে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হত। এভাবে তখনকার সময়ে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল, যার ফলে তারা আরও গরীব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমরা ক্ষমতায় আসার পর গ্রামের মানুষকে তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারে এনে বিক্রি করার জন্য প্রথমেই রাস্তাঘাট তৈরী করে একটা লিঙ্ক আপ ব্যবস্থ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি, ফলে গ্রামের কৃষকেরা এখন তাদের উৎপাদিত ফসল অনায়াসে বাজার জাত করতে পারছে এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমাদের ৪৪টি বাজার তৈরী হয়ে গেছে এবং ১৯৮২-৮৩ সালে এই ধরণের আরও বেশ কয়েকটি বাজার তৈরী করা হবে, তার সংখ্যা হচ্ছে ৩৫টি। কিন্তু ১৯৮২-৮৩ সালে এর জন্য যে টাকা ধরা হয়েছিল, তার পরিমাণ হল মাত্র ৪৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, আমরা হিসাব করে দেখেছি যে বাকী যে গুলির কাজ এখনও শেষ করা হয়নি সেগুলির কাজ শেষ করতে হলে এই টাকায় সংকুলান হবে না। আমাদের বাড়তি আরও কিছু টাকা চাই, আর সেজন্য অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দে তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তার পরিমাণ হচ্ছে আরও ২৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এর বিরোধীতা করে যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন, তাতে বাজার উন্নয়নের ব্যাঘাত সৃষ্টি করা ছাড়া, এর মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ফলে গ্রামের কৃষকেরা যারা উৎপাদন করে, তাদের সেই উৎপাদিত ফসল বাজার জাত করতে অহেতুক বাধা সৃষ্টি করা হবে। এছাড়া বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রাম গঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারগুলির সংস্কার করার জন্য ইতিমধ্যে একটা আইন পাশ করা হয়েছে। সেই আইন এখনও রাজ্যপালের অনুমোদন লাভ করেনি ফলে আমরা সেটা কার্যকর করতে পারছি না। কাজেই গ্রামের উন্নতি করতে হলে যে আর্থিক ব্যবস্থার দরকার, সেটা আমাদের খুবই কম।

আর সেজন্য আমাদের নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে বাজার আছে, সেগুলি যথাযথ উন্নয়ন করা যাচ্ছে না। তবু আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে সীমিত আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে অনেকগুলি বাজারে ইতিমধ্যে শেড তৈরীর কাজ শেষ করে ফেলেছি, বাকীগুলিও আস্তে আস্তে করব, এই আশা আমরা রাখি। কারণ গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলির উন্নয়ন আমাদের করতে হবে, এবং সেই সব বাজারগুলির উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আমরা গ্রামের হাজার হাজার কৃষক, জুমিয়া যারা উৎপাদন করছে, তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারে এনে যাতে বিক্রি করে ন্যায্য মূল্য পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। কাজেই বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব কাট মোশানগুলি এসেছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করেছি, কারণ, তাদের দেওয়া কাট মোশানের মাধ্যমে ত্রিপুরার গরীব মানুষের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং সেই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে প্রস্তাব হাউসের সামনে এসেছে, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাবের উপর যে সমস্ত কাট মোশানগুলি এনেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে কাট মোশান দুইটি উদ্দেশ্য নিয়ে আনা হয়। তার প্রথমটা হচ্ছে কোন একটা বিশেষ গ্রিভায়েন্স বা কোন একটা বিষয়ে কিছু উপস্থিত করা অথবা সরকারের কোন একটা পলিসি, সেটাকে সমালোচনা করা। দুঃখের বিষয় যে মাননীয় বিরোধী সদস্যদের দুই একজন ছাড়া আর কেউ এই দুটো জিনিসের কোনটারই ধারে কাছে যান নাই। তবে তাদের অনেকে নূতন হয়তো বুঝতে পারেন নি, আমি আশা করি তারা এই জিনিসটা বুঝে নেবেন। তাহলে এই কাট মোশান আনার যে পারফাস, সেই পারফাসটা সার্ভ হবে। আমাদের এই রাজ্যের শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে থাকেন এবং ৯০ জন লোক গ্রামের মধ্যে যে দুইটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন তার একটা হল পঞ্চায়েত আর অন্যটা হল সমবায় সমিতি। অথচ এই দুইটা সংগঠনই বিরোধী দলের আক্রমণের মুখে পড়েছে। গণতন্ত্রে যারা শ্রদ্ধা করেন, মানুষের ভোটে যারা নির্বাচিত হন, সেই মানুষগুলির প্রতি তাদের কিছু শ্রদ্ধা থাকা উচিত। আমরা তো লক্ষ্য করেছি যে মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, এমন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও আনতুলে হয়ে যান, কোটি কোটি সরকারী টাকার লুটপাট করে বে-সরকারী ঘুষ খান। তারাও তো ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেন। তাদের কপালে কি লেখা আছে, তাও মাননীয় সদস্যরা দেখেছেন যে কেন বছরে ২/৩ বার করে মুখ্যমন্ত্রী বদলানো হয়। আমাদের এখানে তো মুখ্যমন্ত্রী বদলানো হচ্ছে না। আবার প্রাক্তন যে মুখ্যমন্ত্রী তিনি উঠে আসতে পারছেন না, উঠবেন বলে আশাও নাই। এখানে দুর্নীতির কথা উঠেছে, দুর্নীতি যে কেউ করতে পারেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ৭ শত পঞ্চায়েত আছে এবং মাননীয় মন্ত্রী যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে ৫০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, তার মধ্যে ১০ জন অভিযুক্ত হয়েছেন, তাদের শাস্তি হবে। যারা আজকে দুর্নীতি করছে, তাদেরকে আজকে জনতার হাতে ছেড়ে দিন, সামনেই ভোট আসছে, সেখানে তাদের বিচার হবে, সেই বিচারে জনতা তাদের শাস্তি দেবে। ওদের গণতন্ত্রে বিশ্বাস নাই, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ওরা আমলাতন্ত্রে বিশ্বাসী। গ্রামের মধ্যে যে চৌকিদার আছে, তাদের একজনকে পাল্টাবার ক্ষমতাও আমাদের নাই, কিন্তু একজন মুখ্যমন্ত্রীকে তারা পাল্টাতে পারেন। কারণ

গণতন্ত্রে বিশ্বাস থাকলেই কেবলমাত্র এটা হতে পারে। সেজন্য আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং গ্রামে গণতান্ত্রিক এক সংগঠন গড়ে তুলতে আমরা চেষ্টা করছি, পঞ্চায়েতের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আর ওরা তার বিরোধীতা করছেন। আমলা জাতীয় কায়েমী স্বার্থে তা'দের সব চাইতে বেশী শ্রদ্ধা, আর তাহলে পরেই তারা গ্রামের ঐ শতকরা ৯০ জনের উপর জুলুম করতে পারবে, অত্যাচার করতে পারবে। এখানেও তারা ঐ আমলাদের সংগে কায়েমী স্বার্থের জোট মিলিয়ে আশা করেছিল যে এবার তারা বিধান সভায় আসবে, সরকার দখল করবে। না, তাদের সেই আশা পুরণ হয় নি, তাই তারা এখন হতাশায় পড়েছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কর্মচারীদের কথা এখানে বলা হয়েছে। কর্মচারীদের জন্য পে-কমিশনের যে রিপোর্ট, আমরা তার সংশোধন করেছি। কাদের স্বার্থে করেছি? না কর্মচারীদেয় স্বার্থে, অধিকাংশ কর্মচারী-দের স্বার্থে। আমি মাননীয় সদস্যদের চেলেঞ্জ করে বলতে পারি যে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের বেতন হার আর ডি,এ মিলিয়ে যা হয়, তা ভারতের যে কোন রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের চেয়ে অনেক বেশী। একটা রাজ্যও উরা দেখাক আজকে এখানে চিৎকার করা হচ্ছে যে কর্মচারীদের উপর আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। ৩০ বছর যাবত উরা যুদ্ধ করেছে আজকে এখানে কর্মচারীদের উস্কানী দেওয়া হচ্ছে। আমি শুধু এই কথাই মাননীয় সদস্যদের বলব যে আগামীতে আরও কঠিন দিন। কারণ এখন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ধনতন্ত্রের যে সংকট সেই সংকট ভারতবর্ষের মধ্যেও দেখা দিয়েছে। এখানে শতকরা ৮০ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। এই সংকটের মধ্যে আবার বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এগিয়ে আসছে তাদের বিরুদ্ধে মাননীয় সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে জনসাধারণের স্বার্থে জনসাধারণের কল্যানের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচী নিয়েছেন তা সে রূপায়িত করার জন্য সাহায্য করবেন এই আশা রেখে আমি আমার সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রান্ট ফর ১৯৮২-৮৩কে সমর্থন করবেন কামনা করছি।

মিঃ স্পীকার---আলোচনা শেষ হল। আমি এখন ডিমাণ্ডগুলি আলাদা আলাদা ভাবে ভোটে দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যেহেতু অনুপস্থিত ছিলেন সেজন্য তাঁর আনীত কাট মোশানগুলি বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছে। Of course, I shall first put to Vote the cut motions of other Members, if any. relating to the quetsion before the house is that a further sum not exceeding Rs. 87,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 3st March, 1983 in respect of Demand No. 2 (Major Head 213—Council of Minister Rs 87,000/-.

It was put to voice vote and passed.

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs. 19.28,000/- (exclusive of charged expenditure of Rs. 22,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March. 1983 in respect of Demand No. 3 (Major Head 214—Administration of Justice Rs. 18,54,000/- and Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 74,000/-.)

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs. 1,97,34,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 11 (Major Head 255—Police ; Rs. 1,59,51,000/-, Major Head 260—Fire Protection and Control Rs. 8,91,000/-, Major Head 265—Other Administration Services (Home Guard) Rs. 14,74,000/-; Major Head 265—Other Administrative Svrvice (Civil Defence) Rs. 32,000/-, Major Head 344—Other Transport & Communication Services (Police Radio) Rs. 13,86,000/-).

(It was put to voice vote and passed)

Now question befor the House that a further sum not exceedings Rs. 2,92,44,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 13 (Major Head 247—Other Fiscal Services Rs. 77,000/- ; Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 1,89,000/- ; and Major Head 268—Miscellaneous General Services Rs. 2,89,000/-).

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs. 62,0000/- be granted to defray the charges which will come in conrse of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 22 (Major Head—265, Other Administrative Services Rs. 10,000/- and Major Head 288—Social Security & Welfare Rs. 52,000/-).

(It was put to voice vote and passed.)

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs. 24,71,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 24 (Major Head 288—Social Security & Welfare Rs. 1,92,000/- and Major Head 309—Food Rs. 22,79,000/-).

(It was put to voice vote and passed)

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs, 1,29,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 28 (Major Head 314—Community Development [State Planning Machinery] Rs. 1,29,000/-).

(It was put to voice vote and passed)

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs. 4,93.00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 42 (Major Head 509—Capital Outlay on Food Rs, 4,93,00,000/-).

(It was put to voice vote and passed)

Now question before the House that a further sum not exceeding Rs. 7,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 48 (Major Head—500—Investment in General Financial & Training Institution Rs. 7,00,000/-).

(It was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is that the cut motion moved by Shri Rabindra Deb Barma, Demand No. 16, Major Head—277 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 10/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on scholarship and stipends,"

(Then the cut motion was put to voice vote and lost)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 3,43,47,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 16 (Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 13,000/-, Major Head 277—Education Rs. 3,41,13,000 and Major Head 278—Arts & Culture Rs. 2,21,000/-.

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 29,95,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 17 (Major Head 277—Education Rs. 22,06,000, Major Head 278—Arts & Culture Rs. 1,57,000 and Major Head 288—Social Security & Welfare Rs. 6,32,00.

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 40,30,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 23 (Major Head 276 —Sectt. Social and Community Services Rs. 34,000, Major Head 288—Social Security and Welfare Rs. 39,72,000/- and 309—Food & Nutrition Rs 24,000/.

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 22,57,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 15 (Major Head 259—Public Works Rs. 3000, Major Head 284—Urban Dev. (Assistance to Agartala Municipality) Rs. 17,30,000, jor Head 284—Urban Dev. (Notified Areas) Rs. 45,000 and 287—Labour & Employment Rs. 4,79,000).

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,94,000/-, be granted to defray the charges which will come in couse of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 28 (Major Head 287—Labour & Employment Rs. 1.94,000).

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 4,89,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 29 (Major Head 312—Fisheries Rs. 4,89,000).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 57,000/-, be grented to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 6 (Major Head 241—Taxes on vehicles Rs. 42,000 and Major Head 344—Other Transport & Communication Services Rs. 15,000).

(Then the Demand was put to voiee vote and passed).

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Jawhar Saha, Demand No. 14, Major Head—277 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to construct the school houses of Chellagong High School, Burburia J. B. School, Hapaiabari J. B. School and Banpur J. B. School of Amarpur.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhwal, Demand No 14, Major Head-277 "That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to construct the school houses of Nepal tilla T. M. C. High school, Dhumachara High school and Kamalacherra J. B. school, Raipassa J.B. School."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia, Demand No. 14, Major Head-277 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to construct the school houses of Noabari High school, Kuaimura J.B. school, Kachigang J. B. School, Chappasirma J. B school and Thelakung J. B. school."

Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Rabindra Deb Barma, Demand No. 14, Mojor Head-277 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific

grievance that need to construct the school houses of Rashiabari J. B. school, Barbari J. B. School, Gandacherra High school and Carbook High school."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Budha Deb Barman Demand No. 14, Major Head-277 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to construct the school hauses of Pekuarjala S. B. school, Latiacherra S. B. school, Madhya Pathalia High school, Gopinagar S. B. school and Ramkrishna Laxmicherra S. B. school (Camchanmura).

(Then the cut motion was put to voice vote and lnst).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 82,21,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March. 1983 in respect of Demand No. 14 (Major Head 259-Public Works Rs. 65,31,000 Major Head 277-Education Rs. 5,00,000 and Major Head 282-Public Health, Sanitation & Water Supply Rs. 11,90,000/-.

(Then the dhmand was put to voice vote and passed).

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হচ্ছে সময় বাড়ানো দরকার। তাই আমি প্রস্তাব করছি এটা ডিসপোজ অব করার জন্য আরও ১৫ মিনিট সময় বাড়ানো হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি হাউসের সেনস্ নিয়ে আরও ১৫ মিনিট হাউসের টাইমটা এক্সটেণ্ড করালাম।

Now the question before the House is that a furhther sum not exceeding Rs. 97,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 20 (Major Head 284-Urban Development (Town and Regional Planning Rs. 97,000/-).

(Then the damand was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 4,50,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 20 (Major Head 337-Roads & Bridges Rs. 4,50,000/-).

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 10,50,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 36 (Major Head 459—Capital outlay on Public Works Rs. 10,50,000).

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 30,24,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 35. (Major Head 245—Other Taxes & Duties on Commodities and Services Rs. 4,000/-, Major Head 306 -Minor Irrigation-Rs. 5,16,000, Major Head 333—Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Project—Rs. 1,13,000/- and 334-Power Project-Rs. 20,91,000), was put to voice vote and passed by the voice vote.

The Demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the cut motion on Demand No. 39 Major Head—537 to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Jawhar Saha, that the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that :—

"Need to repair the road from Amarpur to Chelagang, Amarpur to Kachikma, Amarpur to Shilachari & Ambassa to Gandacherra."

(The Cut motion was put to voice vote and lost).

Now The question before the House is the motion moved by Shri Buddha Deb Barma, that the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that :—

"Need to construct a Bridge at Gopinagar on Burima river nearby Sepaijala School & a bridge nearby Golaghati bazar on the same river."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,99,81,000/- (exclusive of charged expenditure of RS. 19,000). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No, 39 (Major Head 537—Capital Outlay on Roads and Bridges Rs. 1,99,81,000, was put to voice vote and passed by the voice vote.

(The Demand was put to voice Vote and Passed).

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 5,00,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 42 (Major Head 758—Loans for Roads 'Water Transport Services Rs. 5,00,000, was put to voice vote and passed by the voice vote (The Demand was put to voice vote and passed).

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 6,42,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period

from 1st April, 1982 to 31st March. 1983 in respect of Demand No. 21 (Major Head 285—Information & Publicity Rs 6,30,000 and Major Head 339—Tourism Rs. 12,000, was put to voice vote and passed by the voice vote.

(The Demand was put to voice vote and passed).

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 16,97,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 34. (Major Head 321-Village & Small Industries Rs. 16.97,000/-, was put to voice vote and passed by the voice vote,

(The Demand was put to voice vote and passed).

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs, 44,00,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983. in respect of Demand No. 44 (Major Head 526—Capital Outlay on Consumer Industries Rs. 400,C0,000/- was put to voice vote and passed by the voice vote.

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the Cut motion on Demand No. 27 Major Head 314 to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Shyama Charan Tripura, "That the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that :—

Need to provide T. A. & D. A. for members of Goan Sabhas."

(The Cut motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 31,04,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st to March, 1983 in respect of Demand No. 27 (Major Head 314—Community Dev. Rs. 31,04,000, was put to voice vote and passed by the voice vote.

(The Demand was put to voice vate and passed)

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 53,87,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No 32 (Major Head . 314—Comunity Dev. Rs. 53,87,000, was put to voice vote ane passed by the voice vote.

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next question before tee House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 20,13,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 33 (Major Head 314 Cummunity Development Rs. 20,13,000, was put to voice vote and passed by the voice vote.

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now I am putting the Cut motion on Demand No. 12, Major Head 256 to vote..

The question before the House is the motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia, "that the Demand be reduced by 100/-to ventilate the specific grievance that :

Need to check inproper food supply to imprisoners to jails."

(The Cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 9,38,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Dempnd No. 12 (Major Head 256—Jail Rs. 9,38.000/- was put to voice vote and passed by the voice vote.

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a forthen sum not exceeding Rs. 33,68,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 25. (Major Head 288—Social Security & Welfare—Rs 33,68,000, was put to voice vote and passed by the voice vote.

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 37,77,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect to Demand No. 26. (Major Head 289—Relief on Account of Natural Calamities Rs. 37,77,000/- was put to voice vote and passed by the voice vote.

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now I am putting the cut motion on Demand No. 29. (Major Head—305 to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Diba chandra Hrangkhwal, "that the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to develop the markets of Nepaltilla Market and Dhumacherra Market, Ambassa Market."

(The Cut motion was put to voice vote and lost.)

Now I am putting the another cut motion on Demand No. 29.

Major Head—305 to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Rabindra Deb Barma that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that :—

Need to develop the markets of Gandacherra Bazar, Jagabandu Bazar in Amarpur".

(The Cut motion was put to voice vote and lost).

Now I am putting the another cut motion on Demand No. 29 Major Head—305 to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Budha Deb Barma "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to develop the markets of Gabardi, Golaghati, Latiacherra and Guliray".

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Now I am putting the another cut motion on Demand No 29.

Major Head—305 to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Jawhar Saha "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that :—

Need to develop the markets of Amarpur daily market, Nutan Bazar market"

(The cut motion was put to voice vote to lost).

Now I am putting the another cut motion on Demand No. 29

Major Head—305 to vote

The question before the House is the motion moved by Shri Monoranjan Majumder, "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that :—

Need to develop the markets of Bankar Market, Tipra Bazar of Belonia and Lowgung bazar of Belonia".

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Now I am putting the Demand 29 to vote. The question before the House is the Demand No. 29 moved by the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department that a further sum not exceeding Rs. 98,30,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 29. (Major Head 305—Agriculture Rs. 92,68,000 and Major Head 307 —Soil & Water Conservation Rs. 5,62,000)'

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

মাননীয় সদস্যগণ ১৫ মিনিট সময় প্রায় শেষ। আমার মনে হয় আরও কিছু সময় লাগবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, এটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হাউস চালিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার---হাউসের সেন্স নিয়ে আরও ১৫ মিনিট সময় বাড়ানো হলো।

Now I am putting the Demand No. 30 to vote. The question before the House is the Demand No. 30 moved by the Hon'ble Minister in charge of the Animal Husbandry Deptt. that a further sum not exceeding Rs. 14,11,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 30 (Major Head 310—Animal Husbandry—Rs. 9.38,000/-, Major Head—311 Dairy Dev. Rs, 4,73,000).

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the Demand No. 27 to vote. The question before the House is the Demand No. 27 moved by the Hon'ble Minister in charge of the Co-operative Deptt that further sum not exceeding Rs. 4,83,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April. 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 27 (Major Head 298—Co-operation Rs. 4,83,000).

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the the Demand No. 4 to vote. The Question before the House is the Demand No. 4 moved by the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Deptt. that further sum not exceeding Rs. 30,35,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect to Demand Ni. 4 (Major Head 220-Collection of Taxes on Income and Expenditure-Rs. 27, 00/. Major Head 229-Land Revenue Rs. 24,21,000, Major Head 230-Stamps & Registration-Rs. 2,65,000 and Major Heads 240-Sale Tax Rs. 33 37.000).

(Them the Demand was put to voice vote ans passed.)

Now I am putting the Demand No 10 to vote. The question before the House is the Demand No. 10 moved by the Hon'ble Minister in charge of the the Forest Deptt. the that a further sum not exceeding Rs. 5,40,000/- (exclusive of charged expenditure of Rs. 40,00,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 10 (Major Head 253-Dist. Administration—Rs. 5, 40,000.)

(Then the demand was was put to voice vote and passed).)

Now I am putting the demand no 18. to vote. The question befort the Houes is the Demand No. 18. moved the Hon'ble Minister in charge of the Forest Deptt. that a further sum not exceeding Rs. 1, 09,54,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1sr April, 1983 to 31st march, 1983 in respect of demand no. 18 (Major Head 265.-other Administrative Services -Rs. 46,000, Major Head 280-Medical-Rs. 89,69,000, Major Head 282-Public Health Sanitation and Waster Supply—Rs 19,39,000).

(Then the demand was put to voice vote and passed)

Now I am putting the Demand No. 26 to vote. The question before the House is the demand no 26 moved by the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Deptt that a further sum not exceeding Rs. 2,04,000/-be granted to defray the charges which will come in corse of payment during the periad from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 26 Major Head 295 Other Social & Community Services Rs. 2,04,000).

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the Demand No. 13 to vote. The question before the House is the demand no 13 moved by the Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs. 2,03,000/- be granted to defray the charges which will come in caurse of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 13 (Major Heaf 258--Stationcry & Printing Rs. 2,03,000).

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 31. to vote. The question beforo the house is the demand no 31 moved by the Hon'ble Minister in charge of Forest Deptt. that a further sum not exceeding Rs. 65,74, 000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending oh the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 31 (Major Head. 287-Labour & Employment Rs. 10,00,000, Major Head 307-Soil & Water Conseruation Rs. 28,64,000, Major Head 313-Forest Rs. 27,10,000).

(The Demand was put to voice Vote and passed).

House is lhe Demand No. 5 moved by the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department that a further sum not exceeding Rs. 1,53,000/-, be granted to defray the charges which will come in courses of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 5 (Major Head 239-State Excise-Rs. 1,53,000).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 1 to vote. The question before the House is the Demand No. 1 moved by the Hon'ble Minister in charge of the

P. A. Department and Industries. Department that a further sum not exceeding Rs. 3,74,000/- (exclusice) of charges expenditure of Rs. 4,000/- be Granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 1 (Major Head 211-Parliament/State/Union Territory- Rs. 2,83,-000/- and Major Head 288-Social Security & Welfare-Rs. 91,000).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 22 to vote. The question before the House is the Demad No- 22 moved by the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department that a further sum not exceeding Rs. 18,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 22 (Major Head 283-Housing Rs. 18,00,000)

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Now I am putting the Demand No 12 to vote. The question before the is the Demand No. 12 moved by the Hon'ble Minister in charge of the Printing & Stationery Department that a further sum not exceeding Rs. 4,26.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1282 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 12 (Major Head-296 Sectt. Economic Services Rs. 84,0 0/-). Major Head 339 Other General Economic Services Rs. 3,42,000).

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Now the question before the house is that a further sum not exceeding Rs, 30,09,000/-. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 9 (Major Head 252-Secretariat Admn. Services-- Rs 22,74,000, Major Head 265--Other Admn. Services Rs, 1,36,000, Major Head 265--Other Admn Services (Guest House)- Rs. 97,000, Major Head-- 265--Other Admn. Services (Training) Rs. 5,00,000, and and 295.- Other Social and Community Services (Republic Day) Rs. 2,000)/-

(Demand is passed by voice vote)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 87,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1982 to 31st March. 1983 in respect of Demand No. 28(Major Head 304- Other General Economic Services-- Rs. 87,000).

(Demand is passed by voice vote)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 20,00,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from the 1st April 1982 to 31st March, 1983 in respect of Demand No. 37 (Major Head 500-. Investment in General Financial & Training Institution (Forest) Rs. 20,00,000/-).

মিঃ স্পীকার ঃ- এই সভা আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED QUESTION NO. 1 (UNSTARRED)

By—Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ১৯৮০ ইং সনের জুনের দাঙ্গার সময়ে ত্রিপুরা সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থায় যে সব কর্মচারী গ্রেপ্তার ও বরখাস্ত হয়েছিলেন তাদের নাম, ঠিকানা, দপ্তর ও পদের নাম ; এবং

২। এদের মধ্যে যাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনবহাল করা হয়েছে, তাদের নাম, ঠিকানা, দপ্তর ও পদের নাম ?

ANSWER

১।
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted unstarred question No. 2

By— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the State Planning Machinery Department be pleased to state :—

১ নং প্রশ্ন

১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৮২-৮৩ আথিক বছরে রাজ্য সরকার কোন প্রকল্পের জন্য কত টাকা এন, ই, সি, থেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছেন ;

১ নং প্রশ্নের উত্তর

আর্থিক বছর অনুযায়ী প্রকল্পপ্রতি বরাদ্দের হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো ঃ-

আর্থিক বছর	বরাদ্দ (লাখ টাকার হিসাব)

আর্থিক বছর	বরাদ্দ
১৯৭৮-৭৯	(লাখ টাকার হিসাবে)

১৯৭৮-৭৯

I কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত

(১) (ক) ফেলোশিপ্ এ্যাণ্ড শর্টটার্ম ট্রেনিং	২.০৬
(২) ক্রপ্ হাজব্যাণ্ড্রী হরটিকালচার	
(ক) রিজিওনাল ফ্রুট্গার্ডেন নার্সারী	৭.৯০
(খ) কারডামম্ নার্সারী	০.২০
১৯৭৮-৭৯	(লাখ টাকার হিসাব
(৩) সয়েল্ এ্যাণ্ড ওয়াটার কন্জারভেশন	
(ক) জুম কন্ট্রোল হাওড়া মনু ক্যাচ্ম্যান্ট	১৭.৪৬
(৪) এ্যানিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রী এ্যাণ্ড ডেয়ারী	
(ক) রিজিওনাল ডাক্ব্রিডিং ফার্ম	১০.৫০
(খ) রিজিওনাল এক্জোটিক্ ক্যাটেল ব্রিডিং ফার্ম	১১.০০
(৫) ফিসারী	
(ক) রিজিওনাল ফিশ্ ব্রিডিং ফার্ম	৮.৬৫
মোট ঃ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত ঃ	৫৭ ৬৭

III শিল্পখাত

সেরিকালচার

(ক) প্রোডাক্শান অরিয়েন্টেড্ ইন্টিগ্রেটেড্ স্কীম	১.৯০
(খ) রিজিওনাল সিল্করিলিং ইউনিট্	১.০০
(গ) মুগাফুড্প্লান্ট এ্যাণ্ড্ ওক্প্ল্যান্ট নার্সারী	০.৭১
(ঘ) সেরিকালচার ট্রেনিং	০.১০
(ঙ) মালবারী নার্সারী কাম্ চৌকি রিয়ারিং সেন্টার	১.০৯
মোট ঃ শিল্পখাত ঃ	৪.৮০

IV সড়ক ও যোগাযোগ খাত

রোড্স্ এ্যাণ্ড ব্রিজেজ মোট ঃ	১১৩.০০

V সমাজসেবামূলক খাত

(ক) রিজিওনাল কলেজ অব্ ফিজিক্যাল এডুকেশন্	৬.০০

আর্থিক বছর	বরাদ্দ (লাখ টাকার হিসাবে)
১৯৭৯-৮০	
(খ) ফ্যাসিলিটিস্ এট্ দি ত্রিপুরা ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজ	৪·০০
(গ) ফার্মাসী ইন্‌ষ্টিটিউট	১০·০০
মোট ঃ সমাজ সেবামূলক খাত ঃ	১৭·০০
সর্বমোট ঃ—	১৯২·৪৭
I কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত	
(১) (ক) এগ্রিকালচারেল এডুকেশান এ্যাণ্ড ট্রেনিং	২·০০
(২) ক্রপ্ হাজব্যাণ্ড্রী	
(ক) রিজিওনাল সীড্ ফার্ম ফর মেজর ফিল্ড ক্রপ্	২·০০
(৩) সয়েল্ এ্যাণ্ড ওয়াটার কনজারভেশান্	
(ক) জুম কন্‌ট্রোল—হাওড়া মনুক্যাচ্‌ম্যান্ট	৪·৪২
(৪) হরটি কালচার	
(ক) রিজিওনাল ফ্রুটগার্ডেন নার্সারী	৫·০০
(৫) প্ল্যান্‌টেশান	
(ক) নার্সারী ফর কফি	১·২৪
(খ) বাড্ উড্ নার্সারী ফর রাবার	৫·৬০
৬। এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রী এ্যাণ্ড ডেয়ারী	
(ক) ফোডার সীড্‌প্রোডাক্‌শান কাম্-ডিমোনস্ট্রেশান ফার্ম	৭·০০
(খ) রিজিওনাল গোট ব্রিডিং ফার্ম	০·৫০
৭। ফিসারী	
(ক) রিজিওনাল ফিস্ পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক	২·৭৫
মোট, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত ঃ	৩০·৫১
III শিল্প খাত—	
সেরিকালচার—	
(ক) মুগা ফুড প্ল্যান্ট ওক্ প্ল্যান্ট নার্সারী	০·২২
(খ) ট্রেনিং ইন্‌সেরিকালচার	০·২০

আর্থিক বছর ১৯৭৯-৮০	বরাদ্দ (লাখ টাকার হিসাবে)
(গ) মালঞ্চারী নার্সারী কাম চৌকি রিয়ারিং সেন্টার	৫·৯৭
মোট ঃ শিল্প খাত ঃ	৬·৩৯
IV সড়ক ও যোগাযোগ রোড্স্ এ্যাণ্ড ব্রিজেজ — মোট ঃ	৭৭·৫০
V সমাজ সেবা মূলক খাত	
(ক) ফ্যাসিলিটিস্ এট্ দি ত্রিপুরা ইন্জিনীয়ারিং কলেজ	১৫·০০
(খ) ফার্মাসী ইন্স্টিটিউট্	১০·০০
মোট ঃ সমাজসেবা মূলক খাত ঃ	২৫·০০
সর্ব মোট ঃ—	১৩৯·৪০

আর্থিক বছর ১৯৮০-৮১	বরাদ্দ (লাখ টাকার হিসাবে)
I কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত	
১। (ক) ফেলোশীপ এ্যাণ্ড শর্ট টার্ম ট্রেনিং	২·০৫
২। ক্রপ হাজব্যাণ্ড্রী	
(ক) রিজিওনাল সীড্ ফার্ম মেজর ফিল্ড ক্রপ্স্	৭·০০
(খ) রিজিওনাল ভেজিটেবল সীড্ ফার্ম	৩·০০
৩। হর্টিকালচার	
(ক) রিজিওনাল ফ্রুট্ গার্ডেন নার্সারী	৬·০০
(খ) নার্সারী ফর কোকোনাট	২·০০
	(অনুমোদন সাপেক্ষ)
৪। সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কনজারভেশন	
(ক) জুম কনট্রোল মনুহাওড়া ক্যাচম্যান্ট	২·৫৩
(খ) সার্ভে, ইন্ভেস্টিগেশান সেল ফর ওয়াটার শেড্ ম্যানেজম্যান্ট	৩·০০

আর্থিক বছর ১৯৮০-৮১	বরাদ্দ (লাখ টাকার হিসাবে)
৫। প্ল্যানটেশান্	
(ক) নার্সারী ফর কফি	২·১০
(খ) বাড্ উড্ নার্সারী ফর রাবার	১·৫০
(গ) ক্লোনাল্ নার্সারী কাম্ মাদার বুশ্ ফার্ম ফর টি	২·৫০

আর্থিক বছর	বরাদ্দ
১৯৮০-৮১	(লাখ টাকার হিসাবে)
৬। এ্যানিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রী এণ্ড ডেয়ারী	
(ক) ফোডার সীড্ প্রোডাকশান কাম্ ডেমোনস্ট্রেশান ফার্ম	৭.৩০
(খ) রিজিওনাল গোট্ ব্রিডিং ফার্ম	১০.০০
৭। ফিসারী	
(ক) রিজিওনাল ফিশ্পিটুইটারী গল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক	৪.৮৬
মোট : কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত :	৫৩.৮৪

III. শিল্পখাত

সেরিকালচার	
(ক) মুগা ফুড প্ল্যান্ট---ওক্ প্ল্যান্ট নার্সারী	০.২৩
(খ) সেরিকালচার ট্রেনিং	০.১০
(গ) মালবারী নার্সারী কাম্ চৌকি রিয়ারিং সেন্টার	৬.০০
মোট : শিল্প খাত	৬.৩৩

IV. সড়ক ও যোগাযোগ খাত

রোড্স এ্যাণ্ড ব্রিজেজ :	মোট---৭৫.২০

V. সমাজ সেবামূলক খাত

(ক) ফ্যাসিলিটিস এ্যাট্ দি ত্রিপুরা ইন্জিনীয়ারিং কলেজ	২০.০০
(খ) রিজিওনাল ফার্মাসি ইন্‌স্টিটিউট	১০.০০
মোট : সমাজসেবা খাত	৩০.০০
সর্বমোট :	১৬৫.৩৭

আর্থিক বছর	বরাদ্দ
১৯৮১-৮২	(লাখ টাকার হিসাবে)
I. কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত	
(১) ক্রপ্ হাজব্যাণ্ড্রী	
(ক) রিজিওনাল সীড্ ফার্ম ফর মেজর ফিল্ড ক্রপ্স্	৫.৫৯

আর্থিক বছর ১৯৭৯-৮০	বরাদ্দ (লাখ টাকার হিসাব)
(খ) রিজিওনাল ভেজিটেবল সীড্ ফার্ম	৩'০০
(২) হর্টিকালচার	
(ক) অর্চার্ড কাম নার্সারী ফর সাব ট্রপিক্যাল ফ্রুট্স্ নালকাটা	৩'০০
(খ) কোকোনাট নার্সারী কাম্ অর্চার্ড	৩·০০
(গ) সার্ভে অব এরিয়া এ্যাণ্ড প্রোডাক্শন অব হর্টিকালচারেল ক্রপস্	০'৮৫
(ঘ) পাইলট পাইন এ্যাপেল এ্যাণ্ড অরেনজ জুস কন্সেনট্রেট প্ল্যান্ট	৫'০০
(৩) সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কন্জারভেশান	
(ক) পোষ্ট রিক্লামেশান এ্যাসিসটেন্ট হাওড়া-মনু ক্যাচম্যান্ট	০.২৩
(খ) সার্ভে, ইন্ভেস্টিগেশান সেল ফর ওয়াটার শেড্ ম্যানেজম্যান্ট	২.০০
(৪) প্ল্যানটেশান	
(ক) নার্সারী ফর কফি	২'৬৯
(খ) বাড উড নার্সারী ফর রাবার	৯'৫০
(গ) ক্লোনাল নার্সারী কাম্ মাদার বুশ ফার্ম ফরটি	১২'০০
(ঘ) টি ফ্যাক্টরী ফর স্মল ফার্মার্স টী এস্টেট	৩৪·৬৫
(ঙ) শেডট্রি সিডলিং নার্সারী ফর কফি নার্সারী	২'০০
(চ) বাড্ উড্ নার্সারী	৪'৪৫
(৫) এ্যানিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রী এ্যাণ্ড ডেয়ারী	
(ক) রিজিওনাল ফোডার সীড প্রোডাকশান কাম ডেমোনস্ট্রেশান ফার্ম	৮'৪২
(খ) রিজিওনাল গোট্ ব্রিডিং ফার্ম	১০·০০
(গ) ফার্মার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম ইন্ ডেয়ারী এ্যাণ্ড পোল্ট্রি	০'০৩
(ঘ) রিজিওনাল পিগ্ ব্রিডিং ফার্ম	৫'০০
(৬) ফিসারী	
(ক) রিজিওনাল ফিশ পিট্ইটারী প্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক	৩·১৩
মোট ঃ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত ঃ	১০৭ ৩৪

আর্থিক বছর	বরাদ্দ
১৯৮১-৮২	(লাখ টাকার হিসাব)
III, শিল্প খাত	
সেরিকালচার	
ক) মালবারী নার্সারী কাম চৌকি রিয়ারিং সেন্টার	৭·৮০
খ) অম্বর স্পিনিং ইউনিট্	১·৫২
গ) আপ্ গ্রেডিং অব্ এক্‌জিসটিং রিলিং ইউনিট্	০·৬৩
মোট ঃ শিল্প খাত ঃ	৯·৯৫
IV, সড়ক ও যোগাযোগ	
রোড্‌স এ্যাণ্ড ব্রিজেজ মোট ঃ	৫০·০০
V. সমাজসেবামূলক খাত	
ক) ফ্যাসিলিটিস্ এট দি ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ	১৩·০০
খ) রিজিওন্যাল ফার্মাসী ইন্‌স্টিটিউট	৬·০০
গ) ফেলোসীপ্ এ্যাণ্ড শর্ট টার্ম ট্রেনিং প্রোগ্রাম	৩·৭৫
ঘ) সেরিকালচার ট্রেনিং	০·০৯
ঙ) ইন্‌স্টিটিউট ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্যাপড্	১·২৫
মোট ঃ সমাজসেবামূলক খাত ঃ	২৪·০৯
সর্বমোট ঃ—	১৯১·৩৮

১৯৮২-৮৩	
I. কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত	
১) এগ্রিকালচার	
ক) ফাউণ্ডেশান্ সীড ফার্ম ফর মেজর ফিল্ড ক্রপস্	২·১৯
খ) জুম কন্‌ট্রোল-পোল্ট রিক্‌লামেশান এসিস্টেন্স-হাওড়া-মনু-ক্যাচম্যান্ট	০ ১০
গ) ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট	৭·০০
ঘ) সার্ভে, ইন্‌ভেস্টিগেশান ফর ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট	২·০০

আর্থিক বছর	বরাদ্দ
১৯৮২-৮৩	(লাখ টাকার হিসাব)
২) হর্টিকালচার	
ক) রিজিওনাল ভেজিটেবল সীড ফার্ম	৫'৯০
খ) সার্ভে অব্ এরিয়া এ্যাণ্ড প্রোডাকশান অব হর্টিকালচারেল ক্রপস্	১'৫০
গ) রিজিওনাল অর্চার্ড কাম নার্সারী ফর সাব ট্রপিক্যাল ফ্রুটস-নালকাটা	৩'৫০
ঘ) রিজিওনাল কোকোনাট্ সীড গার্ডেন	৬'০০
ঙ) পাইলট প্ল্যাণ্ট ফর প্রিপারেশন অব পাইনএ্যাপেল এণ্ড অরেঞ্জ জুস কন্‌সেনট্রেট	২.৫০
৩) প্ল্যানটেশান	
ক) টী নার্সারী কাম্ মাদার বুশট্রি	১৩'২৬
খ) ফ্যাক্টরী ফর স্মল ফার্মার্স টী এস্টেট	৩৪'০০
গ) নার্সারী ফর কফি	১'৮৫
ঘ) ওপেনিং অব শেডট্রি সিডলিং নার্সারী	০'৭৫
ঙ) বাড্‌উড্ নার্সারী ফর রাবার	১'৫৫
চ) নিউ বাড্‌উড্ নার্সারী ফর রাবার	৪'০৫
৪) ফরেস্ট্রি	
ক) সার্ভে অব্ ফরেস্ট রিসোর্সেস	০'৭৫
খ) ডিপার্টমেন্টাল অপারেশন	৫'০০
গ) নার্সারী ফর এ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি এ্যাণ্ড সোসাল ফরেস্ট্রি	২'০০
৫) এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রী	
ক) রিজিওনাল গোট্ ব্রিডিং ফার্ম	১০'০০
খ) রিজিওনাল ফোডার সীড্ প্রোডাক্শান কাম ডেমোন-স্ট্রেশান ফার্ম	৫'০০
গ) রিজিওনাল পিগ ব্রিডিং ফার্ম	৫'০০

আর্থিক বছর	বরাদ্দ
১৯৮২-৮৩	(লাখ টাকার হিসাবে)
(৬) ফিসারী	
ক) রিজিওনাল ফিস্ পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক	২·৫০
	মোট কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত ঃ ১১৬·৩৫
III. শিল্প খাত	
১) লার্জ এ্যাণ্ড মিডিয়াম ইণ্ডাস্ট্রীজ	
ক) পোজোলানো প্ল্যান্ট	৫·০০
২) সেরিকালচার	
ক) মালবারী নার্সারী কাম চৌকি রিয়ারিং সেন্টার	২·০০
খ) আপ্গ্রেডিং অব্ মালবারী রিলিং ইউনিট	২·৩৭
গ) পাইলট স্কীম ফর অম্বর স্পিনিং কাম উইভিং অব্ এরিসিল্ক	১·৫০
	মোট ঃ শিল্প খাত ঃ ১০·৮৭
IV. সড়ক ও যোগাযোগ	
রোডস্ এ্যাণ্ড ব্রিজেজ ঃ	মোট ঃ ১৭৪·০০
V ম্যানপাওয়ার ডেভেলাপমেন্ট খাত	
ক) ফেলোশীপ্ এ্যাণ্ড শর্ট টার্ম ট্রেনিং ইন এ্যাগ্রিঃ এ্যাণ্ড এলাইড ডিসিপ্লিন	৪·৫০
খ) ফার্মার্স ট্রেনিং ইন ডেয়ারী এ্যাণ্ড পোল্ট্রি	০·০৪
গ) ট্রেনিং অব পার্সোনাল্ ইন্ সেরিকালচার	০·০৯
ঘ) এক্স্পান্শান্ অব ত্রিপুরা ইন্জিনীয়ারিং কলেজ	২০·০০

আর্থিক বছর	বরাদ্দ
১৯৮২-৮৩	(লাখ টাকার হিসাবে)
ঙ) রিজিওনাল ফার্মাসী ইনস্টিটিউট	১০'০০
চ) ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্যাপড	৩'০০
ছ) রিজিওনাল সেণ্টার ফর ট্রেনিং অব হেলথ্ টেক্‌নিশিয়ানস্	৪'০০
	মোট ঃ ৪১'৬৩
VI. সমাজসেবামূলক খাত	
ক) ডায়ালিসিস সেণ্টার এ্যাট জি, বি, হস্‌পিটাল	১০'৫০
খ) রেডিয়েশান মেডিসিন ইউনিট	৩'৫০
	মোট ঃ ১৪'০০
	সর্বমোট ঃ ৩৫৬'৮৫

২নং প্রশ্ন ঃ

অনুমোদিত সমস্ত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে কি ? এবং

২নং প্রশ্নের উত্তর

নিম্নবর্ণিত নতুন প্রকল্পগুলি বাদে উপরোল্লিখিত সমস্ত প্রকল্পই চালু হয়েছে।

নতুন প্রকল্পসমূহ

ক) ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্যাপড্

খ) রিজিওনাল সেণ্টার ফর ট্রেনিং অব্ হেলথ্ টেকনিশিয়ানস্

গ) ডায়ালিসিস সেণ্টার এ্যাট জি, বি, হসপিটাল

ঘ) রেডিয়াশান মেডিসিন ইউনিট।

এন, ই, সি উক্ত প্রকল্প সমূহের জন্য নতুনভাবে প্রোজেক্ট রিপোর্ট চেয়েছেন।

৩ নং প্রশ্ন

বর্তমানে কি কি প্রকল্প চালু আছে ও কি কি নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব এন্, ই, সি-এর বিবেচনাধীন আছে ?

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

২ নং প্রশ্নোত্তরে বর্ণিত নতুন প্রকল্প সমূহ বাদে সব প্রকল্পই চালু হয়েছে।

১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরের জন্য ৩৮টি নতুন প্রকল্প এন, ই, সি-এর ১৯৮৩-৮৪ বছরের বার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পাঠানো হয়েছে। ১৯৮৩ ইং-এর

১০ই মার্চ তারিখে এন, ই, সিতে সদস্য রাজ্য সমূহের যে বৈঠক ডাকা হয়েছে তাহাতে উক্ত নতুন প্রকল্প সমূহের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ৩৮টি নতুন প্রকল্পের নাম ও প্রস্তাবিত আর্থিক বরাদ্ধ নিম্নে বর্ণিত হলো।

১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে জন্য প্রস্তবিত প্রকল্প সমূহ।

প্রকল্প সমূহ	প্রস্তাবিত বরাদ্দ
এগ্রিকালচার	(লোখ টাকার হিসাবে)
১। এস্টাব্লিসমেন্ট অব রিজিন্যাল জয়েন্ট ইন্‌পুট টেসটিং লেবরটারী এট এগ্রি রিসাস ফার্ম এট অরুনধুতীনগর।	৫.২৫
২। প্রডাক্‌শন এণ্ড ইউটিলাইজেশন অব বায়ো ফারটিলাইজার ইন ত্রিপুরা।	৫.৫৫
৩। এস্টাব্লিশমেন্ট অব এ রিজিওনাল ফার্ম ফর মালটিপ্লিকেশন অব টিউবার ক্রপস্‌।	৪.০০
৪। এস্টাব্লিসমেন্ট অব এ সিড গারডেন ফর স্লাইসেস এণ্ড আদার রিলেটেড ক্রপস।	৪.০০
৫। সেটিং আপ অব এ রিজিওন্যাল প্রসেসিং ইউনিট ফর প্রসেসিং অব জিনজার, টারমারিক এণ্ড টপাইকা।	৪.০০
৬। এস্টাব্লিসমেন্ট অফ রিজিওনাল সিড ফার্ম ফর অয়েল সিড এণ্ড পালসেস।	১৪.০০
৭। এস্টাব্লিসমেন্ট অফ পেস্টিসাইডস্‌ ফরমুলেশন প্ল্যান্ট ইন ত্রিপুরা।	৪.০০
ফরেস্ট	
৮। ক্রিয়েশন অফ প্রোজেনি সিড/বাড্‌উড মাদার প্লেন্টস্‌ অর্চার্ড স্টেণ্ড ফর ফরেস্ট স্পেসিস্‌ অফ হাই কমার্শিয়াল ভ্যালু।	১.৩৫

ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভলেপমেন্ট করপোরেশন

৯। সেটিং আপ অফ রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টার ইন রাবার কালচার।	২২.১২
১০। সেটিং আপ্ অফ্ রাবার প্রসেসিং ফ্যাক্টরিস্ ইন্-ক্লোডিং কন্সালটেন্সি সারভিসেস্ ইন্ ত্রিপুরা।	১৮.৬৭
১১। রিজিওনাল ট্যাপারস্ ট্রেনিং স্কুল।	১৬.২৫
১২। ইকুইটি পারটিসিপিশন ইন্ টি, এফ, ডি, পি, সি।	১২৫.০০

প্রকল্প সমূহ	প্রস্তাবিত বরাদ্ধ
ফিশারিজ	(লাখ টাকার হিসাবে)
১৩। এস্টাবলিসমেন্ট অফ এ ফিশারি ভিলেজ লেবেল ওয়ারকারর্স্ এণ্ড ফিশ্ ফার্মারর্স্ ট্রেনিং ইন্স্টিটিউট।	২.৪৬
এনিমেল্ হাস্বেণ্ডারী	
১৪। রিজিওনাল স্কিম্ ফর ট্রেনিং অফ্ ফার্মারস্ অন্ রিয়ারিং টেক্নিক অফ্ প্রডাক্টিব এনিমেল অফ্ লাইভষ্টক্।	৭.৯৫
১৫। রির্সাস্ অন এনিমেল হেল্থ প্রব্লেম্।	৩.৭৩
পাওয়ার	
১৬। ইউটিলাইজেশন্ অফ্ নন্ কন্ভেন্শনেল সোর্সেস্ অফ্ এনারজী।	৩.৮২
১৭। সেটিং আফ্ অপ্ বায়ো-গ্যাস প্লেন্ট্ ইন্ ত্রিপুরা।	২.২০
ইণ্ডাষ্ট্রি (টি, আই, ডি, সি,)	
১৮। এস্টাবলিস্মেন্ট অফ্ ওয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়েল এরিয়া কম্প্লেক্স এট্ ডুক্লি এণ্ড মধুবন নিয়ার আগরতলা টাউন্।	২৫.০০

প্রকল্প সমূহ	প্রস্তাবিত বরাদ্দ
ইন্ডাস্ট্রি (টি, আই, ডি, সি,)	(লাখ টাকার হিসাবে)
১৯। কম্পোসাইট্ অটো মোবিল ওয়ার্কস্প।	২০.০০
২০। বেকারী ইউনিট (ব্রেড-বিস্কুট এণ্ড কন্ফেকশনারী ইউনিট)	৮.০০
২১। ডিজিট্যল ইলেকট্রনিক্ ওয়াচ এসেম্বিলং ইউনিট।	২০.০০
রোডস্ (পি, ডাব্লিউ, ডি,)	
২২। পেভমেন্ট টু এ পার্ট চেবরী-পেচারথল রোড/১০ কে, এম, লং পোরশন্ অফ্ দি রোড্ মানিকভাণ্ডার টুওয়ার্ডস্ ফটিকরায়।	১০.০০
এডোকেশন	
২৩। স্টারটিং অফ্ ডিপ্লোমা কোরসেস্ ইন ইলেকট্রনিক এণ্ড টেলি-কমুনিকেশন্ ইন্জিনিয়ারিং ইন্ দি পলিটেক্নিক্ ইন্স্টিটিউট, ত্রিপুরা।	৮.৬৮
২৪। স্কিম ফর এডিশনেল হোস্টেল একোমুডেশন্ এণ্ড আদার ফেসি-লিটিস্ ফর দি ত্রিপুরা ইন্জিনিয়ারিং কলেজ, বড়জলা, জিরানিয়া, ত্রিপুরা।	১২.০০
২৫। প্রভিশ্ন অফ্ এডিশনেল ফেসিলিটিস্ ইন্ দি ত্রিপুরা ইনজিনিয়ারিং কলেজ, বড়জলা, জিরানিয়া, ত্রিপুরা টু কোপ উইথ্ ইন্ক্রিজেস ইন্টেক্ এণ্ড রিভাইসড সিলেবাস।	৪.৫০
২৬। স্কিম ফর রিসার্স এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ্ অলটারনেটিভ সোরসেস্ অফ্ এনার্জি এট্ ত্রিপুরা ইন্জিনীয়ারিং কলেজ।	১.০০

প্রকল্প সমূহ	প্রস্তাবিত বরাদ্দ (লাখ টাকার হিসাবে)
২৭। স্টাডি অব্ সোলার মাইক্রোওযেভ এ্যাণ্ড এক্শরে।	১,০০
২৮। এক্স্পানশান্ অব ফেসিলিটিস্ এণ্ড ডেভেলাপমেন্ট্ অব্ স্ট্যাণ্ডার্ড অব গেমস্ এণ্ড স্পোর্টস্ ইন ত্রিপুরা নর্থ ইষ্টার্ন ষ্টেটস্।	৩৯.৭৫
মেডিক্যাল	
২৯) কম্বাইণ্ড লেবোরেটরি	১৭·৫০
৩০) হস্পিটাল ইকুইপ্মেন্টস্ রিপেয়ার এণ্ড মেন্টেনেন্স ইউনিট	৬·৬০
ইন্ফরমেশন এ্যাণ্ড পাবলিসিটি	
৩১) প্রিপারেশন অব ফিল্মস্ অন ইন্টার ষ্টেট ইন্টিগ্রেশান/ন্যাশানেল ইন্টিগ্রেশান এ্যাণ্ড সলিডিরাটি	৫·০০
৩২) এক্সচেঞ্জ অব কালচারেল টিমস্ বিটুইন ষ্টেটস্ অব দি রিজিওন	২·০০
৩৩) সেমিনার/কন্ফারেন্স অন্ ইন্টিগ্রেশান ইনক্লুডিং ফেয়ারস্/ফেস্টিভেলস্ অব্ রিজিওনাল ইম্পরটেন্স	২·০০
ট্রাইবেল রিসার্স	
৩৪) রিভাইবেল্ অব ট্রাইবেল কালচার	০·০৯
৩৫) প্রিজারভেশন অব ট্রাইবেল হিস্ট্রি এ্যাণ্ড কালচার	০·৩০
৩৬) অডিয়োভিসুয়াল ইউনিট	০·৫০
৩৭) এষ্টাব্লিশমেন্ট অব টু ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চেস্ অব রিসার্স ডাইরেক্টোরেট	০·৩০
৩৮) এস্টাব্লিশমেন্ট অব কালচারেল ইন্স্টিটিউট	৩·০০
সর্বমোট :	৪২১·৫৭

Admitted Unstarred Question No. 3

Name of M. L. A. :—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

১। ১৯৮২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আধা সরকারী ও স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থাগুলিতে মোট কর্মচারীর সংখ্যা কত, (কন্‌টিনজেন কর্মচারী সহ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

২। উপরিউক্ত বিভিন্ন বিভাগে ও সংস্থার কর্মচারীদের মধ্যে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি কর্মচারীদের সংখ্যা কত, এবং

৩। তাদের শতকরা হার কত ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Appointment & Services Department.
(Sri N. Chakraborty) Chief Minister.

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTFD QUESTION No. 5 (Un-starred)

Name of the Member : Shri Rabindra Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১) ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে খুন, ডাকাতি, ছিনতাই ও চুরির ঘটনার সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক হিসাব)।

২) উপরোক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কতজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছেন ; এবং

৩) বিচারে কতজনের শাস্তি হয়েছে (প্রত্যেক ঘটনার জন্য পৃথক হিসাব) ?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১নং, ২নং, ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল ঃ

১-১-৮২ ইং হইতে ৩১-১২-৮২ইং পর্যান্ত রেজিষ্টারীকৃত খুন, ডাকাতি, ছিনতাই ও চুরির ঘটনার সংখ্যা	গ্রেপ্তারীকৃত আসামীর সংখ্যা	শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা
খুন— ১১১	২২৬	মামলাগুলি এখনও বিচারাধীন আছে।
ডাকাতি— ২০০	৪৪৬	ঐ
ছিনতাই— ১৭৬	১১৩	ঐ
চুরি— ১২৭২	৫৪২	৫ জনের সাজা হইয়াছে বাকিদের মামলা বিচারাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 7.

Name of Member : Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge, of the Law Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৩ সনের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা আদালতে দায়ের করা মামলার সংখ্যা কত ; (বছর ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কয়টি মামলা আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে ; এবং

৩। কয়টা মামলা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ছিল ;

৪। মামলা পরিচালনার জন্য পি. পি, ও এ, পি, পিদের ফিঃ এবং অন্যান্য বাবদ খরচের পরিমাণ কত ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১
২
৩ | তথ্য সংগ্রহাধীন
৪

Admitted Unstarred Question No. 9.

Name of M. L. A. Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased ta State—

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কত পদ শূন্য পড়ে আছে ; (পদের শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। পদগুলি শূন্য থাকার কারণ কি ;

৩। ১৯৮৩-৮৪ সালে ত্রিপুরা সরকার এই পদ সহ কত লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যাবস্থা করতে পারবেন বলে আশা করেছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Appointment & Services Depaıtment.
(Shri Nripen Chakraborty) Chief Minister.

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTED QUESTION NO. 11. (UN-STARRED)

Name of the Member :—Shri Matilal Sarkar, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য, সীমান্ত এলাকায় ডাকাতি বন্ধ করার জন্য রাজ্যে উপযুক্ত সংখ্যক বি-এস-এফ নেই,

২। সত্য হইলে, উপযুক্ত সংখ্যক বি-এস-এফ নিয়োগের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ;

৩। ইহা কি সত্য, দেবীপুরের কেনানিয়ায় যে এ, ডি, পি, সি ক্যাম্প ছিল তাহা তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে ;

৪। সত্য হইলে তুলিয়া নেওয়ার কারণ রাজ্য সরকারের জানা আছে কি,

৫। পুনরায় ঐ ক্যাম্পটি বসানোর কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। রাজ্যের সীমান্তের বিভিন্ন বি–এস-এফ চৌকির মধ্যে দূরত্ব ৮-১০ কিলোমিটার। ঐ দূরত্ব যথাযথ ভাবে পাহাড়া দেওয়া কঠিন কাজ।

২। আরও এক ব্যাটেলিয়ন বি-এস-এফ ত্রিপুরায় প্রেরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। ইহার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সসস্ত্র পুলিশ না থাকায় তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। যেহেতু দেবীপুর বি-এস-এফ ক্যাম্প হইতে কেনানিয়ার দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার এবং দেবীপুর হইতে উহা দেখা শুনা করা সম্ভব।

৫। বর্তমানে আর প্রয়োজন না থাকায় এবং লোকাভাবের জন্য কেনানিয়ার এ-ডি-পি-সি ক্যাম্প নিকট ভবিষ্যতে পুনরায় আবার চালু করা সম্ভব নহে।

——::——

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Taipura on Tusday, the 15th February, 1983 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, the Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 10 Ministers, and 44 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

Mr. Speaker :—আজকে কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে, উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নম্বর জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নং—২

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নং—২

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ডিসেম্বর মাসে ত্রিপুরা সরকার কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুরীর আদেশ দিয়েছেন ;

২। উক্ত মহার্ঘ ভাতা কর্মচারীদের নগদ না দিয়ে তাহাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা ;

৩। কর্মচারীদের ব্যাক্তিগত লিখিত সম্মতি ছাড়া ঐরূপ জমা দেওয়া আইন সম্মত কিনা ;

৪। আইন সম্মত না হইলে ঐরূপ নির্দেশ দেওয়ার কারন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়।

২। ৩১শে মার্চ ১৯৮৪ ইং পর্য্যন্ত ঐ বাবদে প্রাপ্য টাকা কর্মচারীদের নিজ নিজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড একাউন্টে অথবা স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনায় রাজ্যের স্বার্থে জমা রাখার নির্দেশের সহিত তাহাদের ঐ টাকা নগদে লইবার জন্য আবেদনের অধিকারও দেওয়া হইয়াছে।

২ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, যাতে কর্মচারীরা নগদে এই অর্থ পাইতে পারেন তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী এদের সাথে বার বার যোগাযোগ করেছি। ব্যাক্তিগতভাবে দেখা সাক্ষাৎও করা হয়েছে।

কিন্তু আমরা সেই অর্থ পাইনি। যদি আমরা পেতাম তাহলে আমরা নগদে দিতে পারতাম। যেহেতু জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে সেহেতু এখানকার কর্মচারীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আমরা তাদের কাছে আবেদন করেছি যে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন স্বার্থে, বিশেষ করে ত্রিপুরায় যেসব উন্নয়ন মূলক কাজ হচ্ছে সেগুলি যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য তারা যেন এই স্বল্প সময়ের জন্য এই টাকা স্বেচ্ছায় প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে অথবা স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনায় গচ্ছিত রাখেন, এবং আজ পর্য্যন্ত আমরা যা দেখেছি তাতে আমরা তাদের কাছ থেকে প্রচণ্ড সাড়া পেয়েছি। যদিও তাদের এই টাকা তোলাবার অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি ব্যাপক অংশের কর্মচারী এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৪। শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে উত্তর দিলেন, আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই যারা নগদে টাকা চাইছেন, অর্থাৎ আবেদন করেছেন এমন কোন খবর আছে কিনা যাদের এই আবেদন না মঞ্জুর করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এরকম কিছু কিছু থাকতে পারে। তবে তা কর্মচারীর সংখ্যার তুলনায় খুব নগন্য। যদি এরকম কেউ আবেদন করে থাকেন তাহলে তা দপ্তর বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রী নকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যখন মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল তখন কংগ্রেস আই এর লোকেরা গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র প্রচার করলেন যে ডি, এ, বাড়ানো হল কিন্তু তাদের সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু এখনও আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে শুনতে পারলাম যে তাদের কাছ আবেদন রাখা হয়েছে যাতে তারা স্বেচ্ছামূলকভাবে তাদের টাকা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমা রাখেন। কাজেই জনগনকে এইভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—মাননীয় সদস্য, এই প্রসঙ্গটি এই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :—অ্যাডমিটেড্ কোয়েশ্চান নং ৩

শ্রী দশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড্ কোয়েশ্চান নং ৩

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭এর জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কত সংখ্যক উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে ;

২। বর্ত্তমানে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৩ইং পর্য্যন্ত কত সংখ্যক উপজাতি জুমিয়া ও ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের অপেক্ষায় আছে ?

উত্তর

১। ৬৬১৩ জুমিয়া ও ভূমিহীন পরিবারকে

২। ইদানীং কোন সমীক্ষা করা হয় নাই। তবে ১৯৭৭ইং সনে যে সমীক্ষা করা হইয়াছিল সেই অনুযায়ী আরও বার হাজার পরিবার পুনর্বাসনের অপেক্ষায় আছে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ৮৩-৮৪ সনে আরও কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রকল্প সরকারের আছে ?

শ্রী দশরথ দেব :—এই বৎসরে একটা পরিকল্পনা হয়েছে। জুমিয়া পুনর্বাসন স্কীমটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। জুমিয়া রিহেবিলিটেশান প্ল্যানটেশান কর্পোরেশান গঠন করা হয়েছে। গত ৩.২.৮৩. ইংরেজীতে রেজেষ্ট্রি করা হয় এবং কোন কোন এলাকায় রাবার প্ল্যান্টেশানের মধ্যে দিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হবে সেটা প্রথম পর্যায়ে ডিস্কাশান হয়েছে। সিলেক্শান এখনও হয়নি।

শ্রী নকুল দাস :—জুমিয়া পরিবার যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ৬ হাজার ৫১০ টাকা স্কীমে, তাতে দেখা যায় অনেক জায়গাতে ৬ হাজার ৫১০ টাকার জিনিষপত্র বা টাকা দেওয়ার কথা, সেই সব জিনিসপত্র বা টাকা যথাযথ ভাবে ইম্প্লিমেণ্টেড হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য জানা আছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :—এটা জেনারেল কোয়েশ্চান হয়না, স্পেশিফিকেলি যদি কোন একটা এরিয়া বা পরিবার সম্পর্কে করা হলে তবে তা তদন্ত করে সঠিক জবাব বা তথ্য উপস্থাপন করা যাবে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কংগ্রেস আমলে ৭৭ সনে যে সমস্ত জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাদের অনেকেরই নির্দ্ধারিত জমি নেই। জমি ছাড়া তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—এই ধরনের ঘটনা আছে। সেগুলি রিহেবিলিটেশান স্কীমের মাধ্যমে দেওয়া যায় কিনা তা দেখা হচ্ছে। যেমন ধরুন ডম্বুরে যারা আউটষ্টেটেড হয়েছিল তাদের সেই আমলে ৪ হাজারের কিছু কম টাকা দেওয়া হয়েছে। এখন ৬ হাজার ৫১০ টাকা করে রিহেবিলিটেশান স্কীমে আমরা দিয়েছি। কিন্তু তা সত্বেও সেই আমলে জমিতে পুনর্বাসন প্রাপ্ত ব্যক্তি যাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয়নি তাদের রিভাইটেলাইজেশান স্কীমের মাধ্যমে পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং চেষ্টা করা হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ৫০০ টাকা ৩০০টাকা করে কংগ্রেস আমলে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, তাদের জমির এ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয় নি। সেই পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—তাদের যদি ঠিক ঠিক মত পুনর্বাসন না হয়ে থাকে জুমিয়া ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের যে স্কীম আছে সেই স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার; ছাওমনু ব্লকে লাংছড়া গ্রামে ১৯৬২ সনে এই ধরনের ১০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, তাদের জমি দখলে আছে কিন্তু সেটা অ্যালটম্যাণ্ট করা হয় নাই এবং তারা এখনও জমি পায় নাই। তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না জানা থাকলে কি ব্যবস্থা করছেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—এই জায়গাতে পারটিকুলার কি হয়েছে জানিনা, তবে অনেক ক্ষেত্রে জুমিয়ারা জমি দখল করে আছে, কিন্তু সেই জমিটা তাদের পাটা দেওয়া হবে, সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১২।

শ্রীদশরথ দেব : – মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১২।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার ধুমাছড়া হাইস্কুলটি পাকা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিজ্ঞান শিক্ষক না থাকার কারণ কি ?

উত্তর

হ্যাঁ। এই ধুমাছড়া হাইস্কুলটি পাকা করার জন্য ৬,০২,৫০০ টাকা প্রশাসনিক স্তরে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৮২-৮৩ সালে পূর্ত দপ্তর ৮২ হাজার টাকা খরচ করেছেন। পরে এই স্কুল গৃহটি বিল্ডিং করার জন্য আরো অনুমোদন দেওয়া হবে।

২। প্রধান শিক্ষক না থাকার কারণ হচ্ছে যে এই পদটি প্রমোশনের ভিত্তিতে পূরন করতে হয়। কিন্তু এই প্রমোশনের ক্ষেত্রে যারা এফেকটেড বলে মনে করছেন তারা আদালতে মামলা করছেন। কাজেই আদালতের মামলাগুলির রায় বাহির হতে বিলম্ব হওয়ার দরুন হেডমাষ্টার পদ পূরনে বিলম্ব হচ্ছে। এইরকম একটি কেস আদালতে চলছে যার দরুন অনেকগুলি প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণে বিলম্ব হচ্ছে। কাজেই শিক্ষা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরকে অনেক অসুবিধার সর্ম্মুখীন হতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ গত জুন মাসে ধুমাছড়া হাইস্কুলে দুজন বিজ্ঞান শিক্ষক নিয়োগ (posting) করা হয়েছিল কিন্তু তারা কি কারণে সেখানে গিয়ে তাদের চাকুরীতে জয়েন করেন নি সেটা অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষক-এর পদের জন্য অনেক বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতেও কোন উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীসমর চৌধরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই আদালতগুলি কত দিনের মধ্যে তাঁর রায় দিতে হবে এই রকম কোন সময় সীমা আইনগতভাবে রয়েছি কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমার জানা নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে যে, আদালতের কিছু উচ্চ পদস্ত অফিসার বামফ্রণ্টের শিক্ষানীতিকে ব্যহত করার জন্য চেষ্টা করছে ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার এই প্রশ্নটি মূল প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এটা অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধুমাছড়া হাইস্কুলে দূরদূরান্ত থেকে উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে আসে। প্রতিদিন এইভাবে তাদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। সুতরাং তারা যাতে স্কুলের নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকতে পারে তার জন্য ঐ স্কুলে কোন প্রকার বোর্ডিং স্থাপন করবার কোন পরিকল্পনা শিক্ষা দপ্তরের আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেবঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ রকম কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া অনুপস্থিত।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫।

শ্রীদশরথ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫।

প্রশ্ন

১। ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য রাইমাশর্মা থেকে উচ্ছেদকৃত পরিবারের মোট সংখ্যা কত?

২। এদের মধ্যে ১৯৮৩ সনের জানুয়ারী পর্যন্ত কটি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং কটি পরিবার এখনও পুনর্বাসন পায় নাই।

৩। ইহা কি সত্য যে পুনর্বাসন প্রপ্ত পরিবারগুলো এখনো স্বাবলম্বী হতে পারে নাই?

৪। সত্য হলে তার কারন কি?

উত্তর·

১। ১৬৬২ টি পরিবার।

২। ১৫০৮ টি পরিবার পুনর্বাসন পেয়েছে। এখনো ১৫৪টি উপজাতি পরিবার পুনর্বাসন পায় নাই।

৩। হ্যাঁ, তবে স্বাবলম্বী সারা ত্রিপুরা কেন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে কয়টা লোক স্বাবলম্বী আছেন তা চিন্তার বিষয়।

৪। কারণ হলো অধিকাংশ পরিবারকেই টিলাভূমিতে পুনরবাসন দেওয়া হয়েছে যেখানে চাষআবাদে তারা অভ্যস্ত ছিলনা এবং সেই সব টিলা ভূমি ভাল ফসল ফলানোর পক্ষে উপযুক্ত নয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেব :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখনো যারা পুনর্বাসন পায়নি তাদের পুনর্বাসন নতুন করে দেবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা এখনো পুনরবাসন পায়নি তাদের যাতে নতুন করে পুনরবাসন দেওয়া যায় তারজন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে। এই ব্যাপারে সর জমিনে তদন্ত করে পুনরবাসনের ব্যবস্থা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে যেমন মৎস্য দপ্তর, পশু পালন দপ্তর, উপজাতি কল্যান দপ্তর, তারা সরজমিনে তদন্ত করে এইসব পরিবারকে পুনরবাসন দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবেন।

উহাছাড়া রাইমা শর্মা থেকে উচ্ছেদকৃত যেসব পরিবার এখনো তালিকাভুক্ত হতে পারেনি তারা ত্রিপুরার যেখানেই থাকুন না কেন তারা এস, ডি, ও, এর অফিসে দরখাস্ত করলে আমরা তাদের যথাসম্ভব পুনরবাসনের ব্যবস্থা করব।

শ্রীনকুল দাসঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উচ্ছেদকৃত পরিবারগুলির মধ্যে বাঙ্গালী পরিবার কতটি এবং তাদের কতটি পরিবারকে পুনরবাসন দেওয়া হয়েছে এবং কোথায়।

শ্রীদশরথ দেবঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, উল্লেখিত পরিবারগুলির মধ্যে উপজাতি পরিবার রয়েছে ১৩১২টি এবং বাঙ্গালী পরিবার রয়েছে ৩৫০টি মোট হলো ১৬৬২টি পরিবার। মোট

পুনরবাসন প্রাপ্ত পরিবার এরমধ্যে ১৫০৮টির মধ্যে বিলোনিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে ১০৮৫টি পরিবারকে পুনরবাসন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনকুল দাসঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিলোনিয়ার পশ্চিম পাহাড়ে যে সকল পরিবারকে ৬৫১০ টাকা স্কীমে পুনরবাসন দেওয়া হয়েছিল সেই সুখময় বাবুর আমলে, তখন সেই পুনরবাসন প্রাপ্ত পরিবারগুলি তাদের টাকা পাননি। সেই কংগ্রেসী মাতাব্বদের জন্য। সেইকংগ্রেসী মাতাব্বররা তাদের টাকা পাইয়ে দিবে বলে তাদের নিকট থেকে অর্থ নিয়েছে এবং এরা বহু আশা করে অনেক টাকা গাড়ীভাড়া এবং ঐ মাতাব্বরদের পিছনে ব্যয় করেও সেই টাকা পাননি। এ রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ রকম কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই তবে খবরের কাগজে সেটা দেখেছি।

(নেপথ্যে শ্রী সুধীর মজুমদারঃ—সত্য হলে তো তথ্য থাকতো। এটা সত্য নয় তাই সরকারের কাছে কোন তথ্য নেই।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা—তৈসা বাড়ীতে ট্রাইবেল স্কীমে যেসব ট্রাইবেলকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং ল্যাণ্ড লেভেলিং করে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের সেই তথ্য জানা আছে কিনা এবং সরকার তাদের আবার পুনর্বাসনের জন্য কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রী দশরথ দেব—সেখানে যাতে ভালভাবে জুমিয়াদের পুনর্বাসন হয় তার জন্য আমরা একটা স্কীম গ্রহণ করেছি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা—এর আগে চীফ মিনিষ্টারের সংগে বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে যাদের ২০ বছর ধরে জমি দখলে আছে অথচ পাট্টা নেই সেই সমস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। সেই বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা নেবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব—দরখাস্ত আমরা আহ্বান করেছি। সেই দরখাস্ত এলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার—রতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩।

শ্রী দশরথ দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩।

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমার নোয়াবাড়ী হাইস্কুল গৃহটি পাকা বাড়ী বা দালান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২) উক্ত বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক আছে কি ;

৩) না থাকিলে, কবে পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে ?

উত্তর

১) এখন নেই।

২) প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয় শিক্ষক নাই। সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ১৩। এখনও কিছু দরকার আছে।

৩) বর্তমান শিক্ষা বর্ষের মধ্যেই দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। তবে নোয়াবাড়ী হাই স্কুলটাকে মেরামত করার জন্য আবার ১০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে উক্ত হাই স্কুলটি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত। কাজেই উপজাতি ছাত্র ছাত্রীরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা এবং উক্ত বিদ্যালয়ে যারা দুরদুরান্তর থেকে এসে পড়াশুনা করছে তাদের জন্য ২০ আসন বিশিষ্ট একটা বোর্ডিং হাউস করবেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব—প্রথমত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই সরকার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে হাইস্কুল দিয়েছেন। তার মধ্যে নোয়াবাড়ী একটি। এটা এই সরকারের আমলেই দেওয়া হয়েছে। সমস্ত হাইস্কুলগুলির সংগে হয়ত বোর্ডিং বা হোষ্টেলের ব্যবস্থা করা যাবেনা। তবে অনেকগুলি স্কুলের জন্য স্কীম আমাদের আছে। কিন্তু তার সংগে আছে অর্থের ব্যবস্থা করার চিন্তা। তবু বোর্ডিং দিয়ে মাস এডুকেশান চলেনা। কাজেই উইদিন দি রীচ যদি অনেকগুলি হাইস্কুল হয়, নিজের বাড়ীতে থেকেও পড়াশুনা করতে পারে। এবারও আমরা ২২টা সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করেছি।

শ্রী কেশব মজুমদার—এই নোয়াবাড়ী হাইস্কুলটি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং মুলতঃ উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে পড়ছেন এটা হলেও এই স্কুলটিকে দুস্কৃতিকারীরা দুইবার পুড়িয়ে দিয়েছে এবং সেখানে শিক্ষার অসুবিধা হচ্ছে, যার জন্য ঐ স্কুলের ছাত্ররাও উদয়পুরে এসে ভীড় করছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং এই অবস্থায় যাতে সেখানে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা যায় সেজন্য এইসব যারা করছে তাদের কাছে সরকার আবেদন রাখবেন কিনা যাতে তারা সরকারের সংগে সহযোগিতা করে ?

শ্রী দশরথ দেব—নোয়াবাড়ী হাইস্কুলটি দুইবার পুড়ে গিয়েছে এই তথ্য সরকারের কাছে আছে এবং সেই এলাকাতে উপজাতি যুব সমিতির প্রভাব আছে এটা আমাদের কাছে জানা আছে। কিন্তু কারা এই ঘর পুড়িয়েছে সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা— ঐ স্কুলটিতে প্রায় ১০ জন ছাত্র একটা খালি ঘরে বোর্ডিং করে আছে। তবে ঐ ঘরটাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে ওয়াটার সাপ্লাই থেকে। একটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব— সেটা যদি ওয়াটার সাপ্লাই এর যদি ঘর হয় তাহলে ছাত্ররা এটা দখল করে থাকলে ওয়াটার সাপ্লাই দপ্তর বলবেই যে, তোমরা উঠে যাও, আমাদের দরকার আছে।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া— বিগত ১৯৮১ সালে একটা দরখাস্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৮১ সালে কয়েকজন ছাত্রকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং গত ১৯৮২ সালে উক্ত ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় নাই যার ফলে এই ছাত্ররা পড়াশুনার ক্ষেত্রে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করছে। এইখানে বোর্ডিং হাউস না থাকাতে, বিশেষ করে দূর থেকে যাঁরা আসছে তাঁরা অসুবিধা ভোগ করছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব— ষ্টাইপেণ্ড তো সব সিডিউলড কাষ্ট সিডিউলড ট্রাইব ছেলেরাই পায়। তবে যারা হোষ্টেলে থাকে তারা পুরোটা পায়। যারা বাইরে থাকে তারা পুরোটা পায় না। তবে তারা দুই একজন মেস করে বাইরে আছে এই সার্টিফিকেট কোন শিক্ষক মহাশয় দিলে

পাবে। তবে যদি নির্দিষ্ট নাম দেওয়া হয় তাহলে আমি তদন্ত করে দেখব কি কারণে তাদের স্টাইপেণ্ড বন্ধ হয়েছে। তবে স্কুলের সংগে যদি এটাচ না থাকে তাহলে বাইরের ছেলেরা কিছু অসুবিধা ভোগ করবেই।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধদেব দেববর্মা— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

প্রশ্ন

১) সরকারী ছাপাখানায় বর্তমানে কর্মী সংখ্যা কত ?

২) ১৯৮২ইং সনের ১৫ই জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কতজন কর্মচারীকে ওভার-টাইম বাবদ মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছে ;

৩) এই সময়ে দপ্তরের মোট কত আয় (আউট-পুট) বৃদ্ধি পেয়েছে ?

উত্তর

১) প্রিন্টিং স্টেশনারী ডিপার্টমেন্টের মোট পদের সংখ্যা ৪৪০টি। তার মধ্যে ১০টি পদ শূন্য রয়েছে।

২) টাকার অংক মোট ২,৯৯,৩৯৪·৯৫ পঃ

৩) এই সময়ের উৎপাদনের মাসিক গড় ২১,৭৫,০২১ ইম্প্রেশনস্। তার পূর্ববর্তী বারো মাসের মাসিক গড় ছিল ১৩,৭৬,৭৫২।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে বিশেষ ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীরাই ওভার-টাইমের টাকাটা পেয়ে থাকেন, অন্যরা ওভার-টাইমের টাকা পান না ?

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা— ওভার টাইমের টাকাটা যারা প্রডাক্শন করে তারাই পেয়ে থাকে। এর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে মোট কর্মীর সংখ্যা হচ্ছে ৪৪০ তবে এর মধ্যে ১০টি পদ এখনও শূন্য আছে। আমি জানতে চাইছি এই যে ১০টি পদ শূন্য আছে, তার মধ্যে কতটি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য আর কতটি তপশিলী জাতির জন্য।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা— এই সম্পর্কে আমার কাছে এখন তথ্য নাই। তবে যে পদগুলি শূন্য রয়েছে, সেগুলির বেশীর ভাগই টেক্‌নিক্যাল পদ। কোন সম্প্রদায়ের জন্য কতটা, তার তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১।

শ্রীদশরথ দেব— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১।

প্রশ্ন

১) উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের এরিয়ার দুর্গম এলাকায় (যেমন লোনাছড়া, কাকরাছড়া, আঠারমূড়া বা অন্যান্য দুর্গম অঞ্চল) ছাত্রাবাস নির্মাণ করে প্রাইমারী স্তর হইতে

ছাত্রাবাসে রেখে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে কিনা ?

২) উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। তবে সোনাছড়া, কাকড়াছড়া বা আঠারমুড়ায় ছাত্রাবাস খোলার কোন প্রস্তাব বর্ত্তমানে নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে কিনা তা আমার জানা নাই। এই সব জায়গায় ছাত্রাবাস খুলতে হলে নানা রকমের অসুবিধা দেখা দেবে, কারণ ছাত্রাবাস খোলতে হলে প্রাথমিক যে জলের প্রয়োজন, সেটা সেখানে পাওয়া যাবে না। কাজেই ঐ সব পাহাড়ী গ্রাম-গুলিতে ছাত্রাবাস খোলা সমীচীন নয়।

২) পরিকল্পনা হচ্ছে—কমলপুরের সত্যরাম চৌধুরী পাড়া ও অমরপুরের করবুকের অন্তর্গত পূর্ণজয় পাড়াতে একটি আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সাব্রুমের হরিনায় উপজাতি ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সত্যরাম চৌধুরী পাড়াতে ৩০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাসের জন্য একটি অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে, যার আনুমানিক ব্যয় হচ্ছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু এর মধ্যেই এই ছাত্রাবাসে আগুন ধরানোর চেষ্টা হয়েছিল, সৌভাগ্য বশতঃ কিছু ছাত্র ও কর্মচারীদের সহযোগীতায় তা রক্ষা করা হয়েছে। এই ইনষ্টিটিউশানের জন্য মোট ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা সেংশন ছিল যাতে ২০০ আসন বিশিষ্ট একটি ছাত্রাবাস নির্মান করা যায় এবং তার সঙ্গে ১৯ জন কর্মচারীও থাকবে।

তারপরে করবুকে ৭৬ আসন বিশিষ্ট বিদ্যালয় গৃহ নির্মানের জন্য মোট ১৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে। এই বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ করতে আরও অধিক পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, কিন্তু সেই টাকা আমরা এক্ষুনি দিতে পারছি না। এই বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ কাজই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, সামান্য কিছু কাজও এখনও বাকী আছে। আশা করছি যে সেই কাজও শেষ হয়ে যাবে। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এখানে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। এখানে যাতে ১০০ ছাত্রী এবং ১০০ জন ছাত্র আবাসিক পড়াশুনা করতে পারে, তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, আর এ জন্য আরও ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার প্রশাসনিক ব্যয় মঞ্জুরী হয়ে গেছে। এই আবাসিক বিদ্যালয়টির সংগে ১৯ জন ষ্টাফও থাকবে।

তারপর হরিনা আবাসিক বিদ্যালয়টির সঙ্গে কুষ্ঠ রোগীর নিরাময়ের জন্য একটি ক্যাম্প করা হয়েছে যেটা আমাদের ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট গ্রহণ করেছে এবং তার প্রাথমিক ব্যয় হিসাবে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। উপরোক্ত আবাসিক বিদ্যালয়-গুলিতে মোট ২০৭৫ জন ট্রাইবেল ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করার সুযোগ পাবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী—এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে আমার প্রশ্নে উল্লেখিত জায়গাগুলির কথা বলেছেন। এই অঞ্চলে ১০ থেকে ১৫টি স্কুল দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল। কিছুদিন আগে এ, ডি, সির শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্ত্তারাও আমাদের সঙ্গে সেই

অঞ্চলগুলি পরিদর্শনে গিয়েছিল. আমরা দেখলাম যে সেখানে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সাধারণতঃ দুর্গম অঞ্চল বলে সেখানকার ছেলেমেয়েরা স্কুলে খুব একটা আসতে চায় না, কিন্তু দুর্গম এলাকার বিভিন্ন টং ঘরে গিয়ে মাষ্টার মশাইরা তাদের পড়াবার ব্যবস্থা করতে পারেন। কাজেই ঐ অঞ্চলে যাতে এই ধরণের একটা আবাসিক শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে, তার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি।

শ্রীদশরথ দেব—লংতরাই বা আঠারমুড়া এই ধরণের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে বড বড স্কুল করার সুযোগ নাই বলে আবাসিক হিসাবে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সরকার সচেষ্ট। যেমন—হরিনা, দশদা, এবং কাঞ্চনপুরের মত অঞ্চলে এই ধরণের স্কীম নেওয়া হয়েছে। ঐ খানে মছিয়া পাড়া বলে একটা জে, বি, স্কুল আছে, মাননীয় সদস্যরা শুনে সুখী হবেন, যে সেই মছিয়া পাড়া জে, বি, স্কুলটাকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে পরিণত করার জন্য আজই আমি অর্ডার দিয়েছি, কারণ সেখানে অন্যান্য অঞ্চল থেকে জলের কিছু সুবিধা আছে। এ ধরণের স্কীম যাতে আরও অন্যান্য অঞ্চলেও করা যায়, বিশেষ করে যেখানে জলের সুবিধা আছে, সেটা সরকার বিবেচনা করে দেখবে। কারণ সেখানে অনেক ছাত্র থাকবে, জলের সুবিধা না থাকলে অসুবিধা হতে পারে। যেমন চম্পকনগর লোক শিক্ষালয়। সেখানে ইঞ্জিনীয়ার নিয়েও দেখানো হয়েছে যাতে জলের ব্যবস্থা করা যায় কি না, এমন কি সেই সব অঞ্চলের পুকুরগুলিতে জল থাকে না, পাম্প সেটগুলি নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এটা একটা বিরাট অসুবিধা। এই সব কাজ করার জন্য আমাদের অনেক টাকার দরকার যেগুলির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে, সেগুলি শেষ করতে হলে আমাদের আরও ২০ লক্ষ টাকার দরকার, অথচ আমরা সেই টাকা জোগার করতে পারছি না। মাননীয় সদস্যরা, অবশ্যই এই সব অসুবিধার কথাগুলিও চিন্তা করে দেখবেন এটা আমি আশা করি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়ার স্কুল ঘরটি তৈরী করতে এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই তবে ২৭ লাখ টাকার এষ্টিমেট ছিল।

শ্রীমানিক সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গত '৮০ ইং জুনের দাঙ্গার পর কেন্দ্রীয় সরকার দীনেশ সিং কমিটি গঠন করে ত্রিপুরায় পাঠান হয়েছিল এবং সেই কমিটি সামগ্রিকভাবে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য কি কি করা দরকার এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কি কি করা দরকার উল্লেখ করেছিলেন। তার মধ্যে আছে স্কুলের সংখ্যা বাড়ান, আবাসিকের সংখ্যা বাড়ান, বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করা। বিশেষ ধরণের পাঠক্রম চালু করা এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য করা। এই সুপারিশ কার্য্যকরী করতে কেন্দ্রীয় সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের সিডিউলড কাষ্ট ও সিডিউলড ট্রাইবদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অতিরিক্ত এমন কিছু সুবিধা দেওয়া হয় নাই—অন্যান্য রাজ্যগুলির ন্যায় বাজেটের মাধ্যমে যা দেওয়ার তাই দিচ্ছেন।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল যে ত্রিপুরায় ককবরক স্কুল করেছিলাম এবং এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনার পর ঠিক হয় যে ৩০০ প্রাইমারী স্কুল ট্রাইবেল এলাকায় হবে এবং প্রতিটি স্কুলের জন্য একজন ককবরক শিক্ষক ও একজন সাধারণ শিক্ষক মোট ৬০০ শিক্ষক-এর জন্য কেন্দ্র অনুদান দেবেন। তারপর আমরা সেই ৬০০ জন শিক্ষক নেওয়ার জন্য ইন্টারভিউ নিয়ে যখন আমরা তাদের নিয়োগপত্র দিয়েছি তখন কেন্দ্র থেকে জানান হল যে না এই জন্য কোন অনুদান দেওয়া হবে না। এর থেকেই বুঝতে পারেন যে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকায় শিক্ষার সম্প্রসারনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি ধরনের মনোভাব রাখেন আপনারা অনুমান করতে পারবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়া স্কুলের জন্য স্থানীয় জনসাধারনের তরফ থেকে কোন অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছেকরা হয়েছে কি না এবং এই স্কুলটাকে আরও পূর্ব দিকে নেওয়ার জন্য কোন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন প্রস্তাব আমার কাছে আছে বলে মনে হচ্ছে না তবে সাইট সিলেকশন স্থানীয় লোকেরাই করেন। তবে জায়গার ক্ষতি-পূরণের জন্য একটি দরখাস্ত আমার কাছে এসেছিল। আমি ডিপার্টমেন্টের কাছে এটা পাঠিয়ে দিয়েছি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

শ্রীসুধীর মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে ৩০০ জন ককবরক শিক্ষক নিয়োগের কথা বললেন এবং এই প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষারূপ করলেন যে ত্রিপুরার ট্রাইবেল এরিয়াতে শিক্ষার বিস্তারের জন্য কেন্দ্র অত্যন্ত কৃপণ। এই ৬০০ শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্র অতিরিক্ত সাহায্য করবেন এটা কি জানিয়েছিলেন?

শ্রীদশরথ দেব— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে অবশ্যই জানিয়েছিলেন, প্ল্যানিং কমিশনে আলোচনা হয়েছিল এবং তার ভিত্তিতেই ৬০০ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমতী গীতা চৌধুরী

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী—কোয়েশ্চেন নাম্বার—৯২।

শ্রীদশরথ দেব— কোয়েশ্চান নং ৯২

প্রশ্ন	উত্তর
১। তেলিয়ামুড়াতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?	এখন নাই। কারন এখন পর্যন্ত মহাকুমা হেড কোয়ার্টার ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র অন্য কোথাও নাই।
২। থাকিলে কবে পর্যন্ত তাহা কার্যকরী করা হইবে বলে আশা করা যায়?	এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তেলিয়ামুড়াতে ১৮০ জন ছাত্র এবং কল্যানপুরের ছাত্রসংখ্যা মিলিয়ে ৪০০ জন ছাত্র আছে। এই ৪০ জন ছাত্রের খোয়াইতে

থেকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাসস্থানের অভাব হবে এই জন্য আমি অনুরোধ রাখছি তাদের অসুবিধার কথা চিন্তা সরকার তেলিয়ামুড়াতে একটা কেন্দ্র খোলার কথা বিবেচনা করবেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিভিশন্যাল হেড কোয়ার্টার ছাড়া অন্য কোথাও পরীক্ষার কেন্দ্র করা যায় না এই রকম কোন আইন নাই। বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে অন্য কোথাও পরীক্ষার কেন্দ্র খোলার কথা আমরা বিবেচনা করতে পারি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তেলিয়ামুড়া ছাত্রাবাসে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী সেখানে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা হয় নাই এবং তাদের ষ্টাইপেণ্ডও বাড়ান হয় না।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, আলোচ্য প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাপ্লিমেণ্টারী আসে না।

মিঃ স্পীকার,—মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার

শ্রীমতিলাল সরকার—কোয়েশ্চান নং ৯৯

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার:—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৯,

এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৯৯।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে ১৯৮২ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দশমশ্রেণী ও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত?

২। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সংখ্যা কত ছিল?

৩। ইহা কি সত্য যে, মফঃস্বলের অনেক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নেই?

৪। এই অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

উত্তর

১। ১৪৭ টি ও ৮২ টি।

২। ১০৫ ও ৩০ টি।

৩। হ্যাঁ।

৪। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ৮০০ শিক্ষক জুলাই ১৯৮২ পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায়, তাহারা ১৫ই মার্চ ১৯৮৩ ইং সনের মধ্যে কাজে যোগদান করিবেন।

শ্রীমতিলাল সরকারঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সাধারণতঃ শহরাঞ্চলে এবং মেইন রোডের পাশে যে স্কুলগুলি আছে সেগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা বেশী থাকে। কাজেই সেই সমস্ত স্কুল থেকে কিছু সংখ্যক শিক্ষক সরিয়ে দিয়ে যে সব স্কুলে শিক্ষকের অভাব আছে সেখানে বদলি করে দিতে সরকারের কোন অসুবিধা আছে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে শহর এবং বড রাস্তার পাশে কিছু কিছু স্কুলে যেখানে আগরতলা থেকে বাসে গিয়ে স্কুল করা যায় সেই সব স্কুলে সবাই ভির করছে এবং সরকার চেস্টা করছেন সার্পলাস শিক্ষক সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। বিশেষ করে যারা লং ডিউরেশন অর্থাৎ অনেক দিন যাবত আছেন তাদেরকে ট্রেনসফার করার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। এর মধ্যে ৩৫১ জন শিক্ষককে ট্রেনসফার করা হয়েছিল কিন্তু তার একটা ভাল অংশ সেই ট্রেনসফারটা এড়ানোর জন্য কোর্টে চলে যায় এবং ইনজেকশন জারি করে। ফলে ট্রেনসফার অর্ডারটা কার্য্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। টোটেল কোর্টে কেস আছে ৬৯৯ টি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে হেডমাষ্টার প্রমোশন সংক্রান্ত। যারা প্রমোশনের বেলায় সিনিয়রিটিকে চ্যালেঞ্জ করে কোর্টে কেস করেছে এবং তার সংখ্যা ৩৭৭ টি। সরকার যাহাই করুক একটা নীতির উপর ভিত্তি করে করে কিন্তু কেসগুলি যদি কোর্টে বছরের পর বছর পেনডিং থাকে তাহলে প্রসাসন চলে কি করে?

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, ১৯৮২ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিয়েছেন সেই সংখ্যায় অলিখিত সেই স্কুলগুলির সংখ্যাও আছে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব :—এটা আমার কাছে নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে জানাব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মানিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৮ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকা হইতে বাদ পড়া উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সমূহ ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। বাদ পড়া উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা হইতে এমন কোন আবেদন সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। আপততঃ নাই।

২। আছে।

শ্রী মানিক সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বা বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের কল্যানের জন্য যে সমস্ত কল্যাণের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে তার যে সুফল সেটা স্বশাসিত জেলাপরিষদের বাহিরের উপজাতিরা পাবেন কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতি কল্যাণের জন্য যে সমস্ত স্কীম সাব-প্ল্যান এরিয়ার ভিতর আছে সেগুলি সাব-প্ল্যান এরিয়ার বাহিরেও এক্সটেণ্ড করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী ভানুলাল সাহা।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১২০, এডুকেশন ডিপার্ট-ম্যান্ট।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়াশ্চান নং ১২০।

প্রশ্ন

১। বিশালগড় আই. এস. এলাকা ভুক্ত ঢাকা বাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং অফিস টিলা হাইস্কুলটি পুড়িয়ে দেওয়ার কোন সংবাদ সরকারের নিকট আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহলে এগুলি পুনরায় তৈরী করে বিদ্যালয়গুলির পড়াশুনা চালু করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ?

৩। না হয়ে থাকলে পুনরায় ঐ স্কুলে কবে নাগাদ পড়াশুনা করার ব্যবস্থা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আছে।

২। হ্যাঁ, স্কুল গৃহ নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে ঢাকা বাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য একটি বড ঘরে আপাততঃ ক্লাশ চালু রাখা হয়েছে এবং অফিস টিলা হাই স্কুলের উপরের শ্রেণীগুলির ক্লাশ আপাততঃ গাছ তলায় নেওয়া হচ্ছে।

৩। আশা করা যায় মার্চ মাসের মধ্যে পড়াশুনা পুরোদমে শুরু করা যাবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ঢাকাবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গৃহটি নির্মাণের জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঢাকা বাড়ী আলাদা ভাবে কোন কিছু ডাইরেক্টরেট থেকে করা যায় না। ডাইরেক্টরেটে বিশালগড় আই. এ. এস. এর অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলির মেরামতের জন্য বি. ডি ওকে ৩৫৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং দপ্তর থেকে আই.-এ. এস. ও বি. ডি ওকে তাড়াতাড়ি মেরামত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—'A" & "B")

সর্ট ডিস্কাশন অন্ মেটারস্ অব আর্জেণ্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স্

মিঃ স্পীকার :- এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :- সর্ট ডিস্কাসন অন্ মেটারস্ অব্ পাবলিক ইম্পটেন্স্'। এই নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :-" নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের সরবরাহ বিঘ্ন সম্পর্কে।' রিসেস্-এর পর আজকে এ সম্পর্কে আলোচনা হবে।

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহাশয় একটি নোটিশ এনেছেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :- "কৃষি জমিতে জল সেচের জন্য সরকারের উদ্যোগ কার্যকরী করা সম্পর্কে"। এছাড়া মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয়ের কাছ থেকে ও একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো :- "গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে।" আমি নোটিশ দুইটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উৎথাপনের অনুমোদন দিয়েছি। এই নোটিশ দুইটির উপর আলোচনা হবে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী বুধবার, ১৯৮৩ ইং।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :- আমি আজ নিম্নলিখিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :- গত ২৭শে জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং বিলোনিয়া থানা অন্তর্গত পশ্চিম মনু নিবাসী শাহ আলম কতিপয় দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য. শ্রী রবীন্দ্র কুমার দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, এই বিষয়টির উপরে আমি আগামী ১৬ ই ফেব্রুয়ারি এই হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকর : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :-' গত ২৭ শে জানুয়ারী রাতে বিলোনীয়া বীরচন্দ্র নগর গাঁও সভার খাসটিলা গ্রামের ইউনিস মিয়ার বাড়ীতে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থিত দুবৃর্ত্তগন কর্ত্তৃক ডাকাতি ও তার পুত্রকে খুন করা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরুদ্ধ করছি, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমার পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, আমার মনে হচ্ছে একই ঘটনার উপর কলিং এটেনশান নোটিশ এসেছে। আমি একই সঙ্গে আগামী ১৬ ই ফেব্রুয়ারী বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :- আগামী ১৬ ই ফেব্রুয়ারী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিবেন।

আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়ের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে :- 'গত ২২ শে জানুয়ারী জিরানীয়া থানা অন্তর্গত মান্দাই অঞ্চলের মানিকুং গ্রামের শ্রী পরশুরাম দেববর্মা কতিপয় দুষ্কৃতকারীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্ত্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনে সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে আমি এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে আপরগ যন তাহ'লে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পরেবেন।

শ্রী নৃপেনচক্রবর্ত্তী :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি সম্পর্কে ১৬ই ফেব্রুয়ারী সভার সামনে বিবৃতি দেব।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী কালি কুমার দেববর্ম্মা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :-

"১৯৮২ ইং সনের ডিসেমবর মাসের শেষ সপ্তাহের নির্ব্বাচনী প্রাক্ মুহূর্ত্তে তেলিয়ামুড়া অন্তর্গত কোঃ অপারেটিভ (রাংখল) বাজার নিবাসী ডি, ওয়াই, এফ, কর্মী হারাধন মালাকারকে উগ্রপন্থী কর্ত্তৃক হত্যা করা সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য শ্রী কালি কুমার দেববর্ম্মা যে কলিং এটেনশানের নোটিশ দিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, ১৯৮২ ইং ডিসেম্বর মাসে তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত কোঃ অপারেটিভ রাংখল বাজার নিবাসী শ্রী হারাধন মালাকার নামে কোন ব্যক্তি নিহিত হয় নাই। তবে তেলিয়ামুড়া থানা অন্তর্গত সুরজকারকারী (রাঙ্গামুড়া) গ্রামের শ্রী হরেকৃষ্ণ দাসের বাড়ীতে ঘটনা একটি ঘটিয়াছে।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ গত ৩০, ১২. ৮২ ইং রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় ২ জন অপরিচিত উপজাতি যুবক তেলিয়ামুবা থানার অন্তর্গত সুরজকারকারী রাঙ্গামুরা গ্রামের হরেকৃষ্ণ দাসের বারীতে আসিয়া শ্রী দাসকে বাবীর বাহিরে আসিতে বলে। ডাক শুনিয়া শ্রী দাস সঙ্গে সঙ্গে দরজা

খুলিয়া বাহিরে আসা মাত্র ঐ তিনজন অপরিচিত উপজাতি যুবক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রিভলবার হইতে তিনবার গুলি ছুড়ে এবং তিনটি গুলিই শ্রী দাসকে আঘাত করে। ফলে তাহার মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনাটি তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (এ) মোকদ্দমা নং ১৫ (১২) ৮২ নথী ভুক্ত করা হয়।

মৃত ব্যক্তি স্থানীয় 'গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সদস্য বলে পরিচিত। আততায়ীরা উপজাতি উগ্রপন্থী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রী নকুল দাস :—পয়েন্ট অব ক্লোরিফিকেশন। এই ঘটনার পর ঐখানকার কংগ্রেস দাবী করে যে, তাদের ছেলে খুন হয়েছে এবং সি পি এম খুন করেছেন। এই ঘটনা নিয়ে তাঁদের নেতা রাজেন্দ্র কুমারী বাজপেয়ী নির্বাচনী কমিশনারের কাছে লেখেন, ত্রিপুরার

নির্বাচন শান্তি পূর্ণ ভাবে হবে না। কাজেই নির্বাচন বন্ধ করা হউক। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই খবর খবরের কাগজে বেড়িয়েছে। তবে পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করেনি।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টী আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :- "গত ১৮ই এবং ২২শে ডিসেম্বর আমবাসা থানার অন্তর্গত জামিরছড়া ও বলরামে সি পি আই (এম) নেতা ও বামফ্রন্টের উপজাতি উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী দশরথ দেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে উপজাতি যুব সমিতি সমর্থক ও দুষ্কৃতকারী উগ্রপন্থীগণ কর্ত্তৃক পুলিশের গাড়ীতে শক্তিশালী হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ গুলি বর্ষণ এবং সি আর পি কর্ম্মী ও গাড়ী চালক সহ কয়েকজন নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রী বিদ্যা দেববর্মা যে কলিং এটেনশান এনেছেন সেই সম্পর্কে বক্তব্য হলো, গত ১৮. ১২. ৮২. ইং মনু থানার অন্তগর্ত ধূমাছড়ায় বামফ্রন্টের একটি নির্বাচনী জনসভা আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত জন সভায় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী দশরথ দেব ভাষণ দেন। শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী দশরথ দেব জন সভা শেষে মনুতে ফিরিয়া আসার পথে আনুমানিক ৫-২৫ মিঃ মনু থানার অন্তর্গত জামিরছড়ার নিকট কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী শিক্ষা মন্ত্রীর গাড়ী লক্ষ্য করিয়া একটি গ্রেনেড্ নিক্ষেপ করে। গ্রেনেডটি ফাটে নাই। কিন্তু টি আর জি ৩৪৩ নং গাড়ীর সামনের কাঁচটি ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে গাড়ীর আরোহি এস আই শ্রী রবীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, গাড়ীর চালক শ্রী চন্দ্র হাস সিং ও অপর এক আরোহী শ্রী নগেন্দ্র দেব বর্মা সামান্য আহত হন। ঘটনাটি মনু থানার ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৪২৭।৩০৭ ও অস্ত্র আইনের ২৫ (এ) মোকদ্দমা নং ২৩ (১২) ২৮ নথীভুক্ত করা হয়। পুলিশ তদন্ত কালে জমিরছড়ার তিন ব্যক্তিকে যথা :- (১) শ্রী সঞ্জয় মারাক, পিতা গয়ানন্দ মারাক, (২) শ্রী পবেশ মারাক, পিতা-মৃত দ্বীজেন্দ্র মারাক, (৩) শ্রী ক্রানতন মারাক, পিতা- শ্রী অখিন্দ্র মারাক-গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দেয়। পরে তাহারা আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পায়। ঘটনাটি উপজাতি উগ্রপন্থীদের কাজ বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

গত ২২-১২-৮২ ইং ১২. ৫৫ মিঃ সময়ে যখন ৬ জনের একটি পুলিশ দল আমবাসা হইতে বলরাম গ্রাম অভিমুখে সেখানে শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী দশরথ দেব একটি নির্ব্বাচনী জন সভায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল-রওযানা হয় পথে বাগমাথার নিকট একদল সশস্ত্র উপ-জাতি উগ্রপন্থী ওৎ পাতিয়া ছিল। বেলা ১২-৫৫ মিঃ সময় উগ্রপন্থীদলের সংগে পুলিশ দলেব গুলি বিনিময় হয়। ফলে কনষ্টেবল মনোন্দ্র দেববর্মা এবং পুলিশদল কর্তৃক ব্যবহৃত বেসরকারী গাড়ীব চালক শ্রী প্রিয়তোষ সাহা ঘটনা স্থলে মারা যান এবং চার জন পুলিশ ও গুলিতে আহত হন। তাহাদের মধ্যে কনষ্টেবল ধনীরাম মালাকারের আঘাত গুরুতর। দুষ্কৃতিকারীরা তিনটি রাইফেল নিয়া যায়। এই ঘটনাটি আমবাসা থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির

৩৯৬/১২০ (বি) এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (এ) ধারায় মোকদ্দমা নং ৮ (১২) ৮২ নথীভুক্ত করা হয়। এই ব্যাপারে পুলিশ চার ব্যক্তিকে যথা— ১) চৈত মগ পিতা মংগ বাগমারা। ২) সুভাষ কলই পিতা মালী কলই, কাছিমছড়া। ৩) কল্যাণ রিয়াং, পিতা জয়ন্ত রিয়াং, বাগামারা। ৪) ধরম সিং, পিতা মঙ্গল সিং হালেম, বাগমারা গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সকল গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিদিগকে পুলিশ আদালতে চালান দেয় এবং পরে সকলেই জামিনে মুক্তি পান।

ঘটনাটির তদন্তকার্য্য চলিতেছে। মনে হয় এই দুইটি আক্রমণে রাজনৈতিক কারণে মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেবকে খুন করার উদ্দেশ্য সেই সংঘটিত হয়াছিল। তিনি কোন ক্রমে রক্ষা পেয়ে যান।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— পয়েণ্ট অব্ ক্যারিফিকেশান স্যার, গত ১৮ই ডিসেম্বর মনু থানার অন্তরর্গত জামির ছড়ায় যে গ্রনেডটি উগ্রপন্থী কর্তৃক ছোড়া হয়েছিল সেটি ভারত সরকারের সেনা বাহিনীর কারখানার কিনা এবং এই গেনেডটি সম্পর্কে ভারত সরকারের কিছু জানানো হয়েছে কিনা এবং এর জন্য ভারত সরকার কোন নিন্দা করেছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, সমগ্র বিষয়টি এখন তদন্তাধীন আছে।

শ্রীনকুল দাস:—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই গ্রেনেডটি ইণ্ডিয়ান এ্যাকসপ্লোসিভ কারখানায় তৈরী এবং একটা গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে এটা উগ্রপন্থীদের হাতে আসে। বিশেষ করে তখন কেন্দ্রীয় উপ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী নীহার রঞ্জন লস্কর এখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বি. এস. এফ ক্যাম্পে গিয়ে একটা গভীর ষড়যন্ত্র করেন এবং যে ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে এট উগ্রপন্থীদের হাতে আসে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তীঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশ যখন তদন্ত করবে তখন এই সমস্ত তথ্য গুলিও বিচার বিবেচনা করবে।

শ্রী নকুল দাস :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তখন ত্রিপুরায় উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনার জন্য তিনি কোন নিন্দা করেছেন কিনা এবং নিন্দা জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট কোন চিঠি দিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এ রকম কোন চিঠি আমি পাই নি।

শ্রী কেশব মজুমদার :—পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিগত ২২.১২,৮২ ইং তারিখে পুলিশ এবং উগ্রপন্থীদের সংগে যে গুলি বিনিময় হয়েছে তাতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী দশরথ দেবকে খুন করার একটা গভীর ষড়যন্ত্র ছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, পুলিশ এ পর্য্যন্ত যে তদন্ত করেছে তাতে দেখা যায় যে উপজাতি যুব সমিতি উগ্রপন্থীর একটা অংশ, শ্রী দশরথ দেবকে খুন করার জন্য একটা চক্রান্ত করেছিল। তাদের দুভাগ্য যে তারা দেরীতে গ্রেনেডটি নিক্ষেপ করেছিল যার ফলে শ্রীদশরথ দেব রক্ষা পেয়ে যান। এ পর্য্যন্ত যে তদন্ত হয়েছে তাতে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে যে, তারা মনে করেছিল শ্রী দশরথ দেবকে যদি খুন করা যায় তাহলে নির্বাচন বন্ধ রাখা

যাবে এবং এসব তথ্য পুলিশ আরও তদন্ত করে দেখছেন এবং কারা কারা ওর সংগে জড়িত তার অনেক তথ্যই পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটা জিনিষই পরিস্কার হচ্ছে যে উপজাতি যুব সমিতির একটা প্রকাশ্য অংশ আছে এবং একটা গোপন অংশ আছে। যে সব তথ্য এসেছে তাতে এটা স্পষ্ট যে এই গোপন অংশ খুন করে, ডাকাতি করে টাকা পয়সা সংগ্রহ করে, এমনকি এককানি জমির মালিকদের কাছ থেকেও তারা ৫ টাকা করে চাঁদা আদায় করেছে। তবে এই ঘটনা গুলি খুব বেশী এলাকায় না হলেও উপজাতি যুব সমিতির সংগঠন যেখানে শক্তিশালি সেখানেই তারা এই সব কার্যকলাপ বেশী করে চালাচ্ছে। অনেক রিপোর্ট আমার কাছে এসেছে যে তারা বিভিন্ন জায়গাতে খুন, ডাকাতি বা বিভিন্ন রকম হুমকি দিচ্ছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :--পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। সুতরাং তদন্তের সময় এটাও দেখা হবে কিনা যে গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ১। শ্রী কার্ত্তিক কলই ২। শ্রী মনোজিৎ গারো ৩। শ্রীমিত্র হাম রিয়াং ৪। শ্রী দেবেন্দ্র রিযাং ৫। শ্রী গোঁসাংগী হালাম ৬। শ্রী ধনরাম রিয়াং ৭। শ্রী বাবু কুমার ত্রিপুরা ৮। শ্রী মন্তাসাই মগ ৯। শ্রী বিনন্দ রিযাং ১০। শ্রী বীর মোহন রিয়াং ১১। শ্রী জয়রাম হালাম ১২। শ্রী চন্দ্র কুমার রোয়াজা ১৩। শ্রী মতিয়ান হালাম ১৪। শ্রী ধনসন হালাম ১৫। শ্রী অংথোয় মগ ১৬। শ্রী সাবিসাম হালাম ও ১৭। শ্রী আপাই মগ—এই লোকগুলি বলরাম পাড়ায় মিত্রাহার রিয়াং-এর বাড়ীতে একটা গোপন মিটিং করে এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ত্রিপুরার নির্বাচনকে যদি বানচাল করতে হয় তাহলে খুন খারাপি করেই নির্বাচনকে বানচাল করা যাবে। তারপরেই ত্রিপুরার শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী দশরথ দেবকে খুন করার একটা পরিকল্পনা করে এবং শ্রীদশরথ দেবকে যদি খুন করা যায় তাহলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সারা পড়ে যাবে, তখন ত্রিপুরার নির্বাচনবাতিল হয়ে যাবে। এই সিদ্ধান্ত করেই এই আক্রমনটি সংগঠিত করা হয়। এই তথ্যটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি আবেদন করছি তদন্তের স্বার্থে আর কোন তথ্য এখানে পেশ করতে আমাকে অনুরোধ না করেন।

শ্রী নকুল দাস :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, যারা এই সব কাজের প্ল্যান করছে তারা সি. আই, এ, লোক এবং তাদের সংগে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা জড়িত এবং কংগ্রেস (ই) র কোন কোন অংশও তাদের সংগে জড়িত। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এ সম্পর্কে নুতন কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :—আরোও একটি দৃষ্টী আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্ম্মা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৯ই ডিসেম্বর ১৯৮২ ইং টাকার জলা থানার অন্তর্গত বুদ্ধি বাজারের নিকটবর্ত্তী

এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পুলিশ কনষ্টেবল শচীন্দ্র জমাতিয়ার মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্ম্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি :—

গত ৯,১২,৮২ ইং তারিখে বেলা প্রায় আড়াইটার সময় সামবারীয়া পুলিশ ক্যাম্পের ও, সি. সাব ইন্সপেকটর শ্রী বি, বি. থাপা তিনজন কনেষ্টবল ১) শ্রী প্রমোদ কর ২) শ্রী চেলাক্রু মগ এবং ৩) শ্রী শচীন্দ্র জমাতিয়া সহ প্রত্যেকে নিজ নিজ অস্ত্র সহ নিয়ে বৃদ্ধি বাজার এলাকার দিকে টহলদারী কাজে যান। তাহারা পায়ে হেটে গ্রামের রাস্তা বরাবর চলতে থাকেন। বেলা প্রায় সাড়ে চারটার সময় তাহারা যখন সোমবার বাজার পুলিশ ক্যাম্পের দিকে গ্রামের পথে ফিরিতেছিলেন হঠাৎ পথের দুই দিক থেকে অপরিচিত দুষ্কৃত-কারীরা তাদের উপর গুলি ছোড়ে। সাব ইনস্পেকটর বি, বি, থাপা সঙ্গে সঙ্গে তার রিভলভার থেকে দুষ্কৃতকারীদের উপর গুলি ছোড়েন। কনষ্টেবল ছেলাক্রু মগও তার রাইফেল থেকে তিনবার গুলি ছোড়েন এবং দুষ্কৃতকারীদের গুলির আঘাত তার হাটুর উপর এসে পড়ে। ঐ গুলি ছোড়ার সময় কনেষ্টবল শ্রী শচীন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রী প্রমোদ কর, সাবইন্সপেক্টর ও কনস্টেবল চেলাক্রু মগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরেন। কনষ্টেবল শ্রী প্রমোদকর দ্রুত সোমবার বাজার পুলিশ ক্যাম্পে চলে আসেন এবং এ্যাসিষ্টেন্ট সাব ইনস্পেক্টর শ্রীননী দেববর্ম্মাকে রাত্রি ৭-৩০ মিঃ এ ঘটনাটি জানান। এ, এস, আই, শ্রী ননী দেববর্ম্মা পুলিশ ক্যাম্পের ৬ জন কনস্টেবল নিয়ে এস, আই এবং অপর কনেষ্টবলের উদ্ধারের জন্য সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে যান। ঘটনা স্থলে পৌছে তাহারা এস, আই, শ্রী থাপা ও কনষ্টেবল শ্রীমগকে আহত অবস্থায় একটি টিলার নীচে মাটিতে পরে থাকতে দেখতে পান। যেখান থেকে গুলি ছোড়া হয়েছিল তাহা ঐ টিলা থেকে একটু দূরে। এ, এস, আই এবং তাহার সহকর্মীরা শ্রীশচীন্দ্র জমাতিয়াকে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু তাহারা তার কোন সন্ধান পান নাই। তারপর ঐ পুলিশ দলটি আহত কনেষ্টবল শ্রীছেলাক্রু মগকে বহন করে সামবারিয়া বাজারে নিয়ে আসেন।

৯১০ ডিসেম্বর আহত কনেষ্টবলকে নিয়ে টাকারজলা পুলিশ ষ্টেশনের ওসির নিকট উপস্থিত হন। খবর পেয়ে টাকার জলার পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত দারোগা শ্রী পি. মজুমদার এবং টাকার জলা ক্যাম্পের বিশালগড় থানার সি, আই, পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে যান এবং নিখোঁজ কনেষ্টবল শ্রী শচীন্দ্র জমাতিয়ার খোজে ঘটনাস্থলের চতুর্দিকে তল্লাসী চালান। জায়গাটি ঘন বনে আচ্ছাদিত থাকায় রাত্রির অন্ধকারে তাহারা নিখোঁজ কনেষ্টবলের কোন খোঁজ পান নাই।

১০।১২।৮২ ইং তারিখ সকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং শ্রী আর-এন-ব্যানার্জি কমাডেন্ট ১ নং টি-এ-পি ব্যাটেলিয়ন ঘটনাস্থলে যান এবং তল্লাসী চালাইয়া শচীন্দ্র জমাতিযার মৃতদেহ টিলার কিনারায় রাস্তার পাশে জঙ্গলে দেখতে পান। তার রাইফেল গুলি এবং বাক্স হারানো যায়। কিন্তু তার মৃত দেহের পাশে একটি এস-বি এম-এল বন্দুক এবং একটি গুলির বাক্স পাওয়া যায়।

ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৩.৩০৭।৩৯৬ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় টাকার জলা থানায় মোকদ্দমা নং ২ (১১) ৮২ নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ কুপিলং গ্রাম

নিবাসী (১) শ্রীশত্রুচরন জমাতিয়া (২) শ্রীদ্বিজমতি জমাতিয়া (৩) শ্রী ফুলকুমারী জমাতিয়া (৪) শ্রীগতীন্দ্র কুমার জমাতিয়া (৫) শ্রীচরণপদ জমাতিয়া (৬) বৃহন্নলা জমাতিয়া (৭) শ্রীশোভারুদ্র জমাতিয়া এবং (৮) শ্রীকর্ণবাসী জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়। পরবর্তী সময় কোর্ট তাহাদিগকে মুক্তি দেন। পুলিশ কয়েক বার তল্লাসী চালাইয়া গত ১০ই জানুয়ারী ১৯৮৩ইং শ্রী যবলা জমাতিয়া নামে আর এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং কোর্টে চালান দেন। ঐ ব্যক্তি এখন জেল হাজতে আছেন। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

এই ঘটনার জন্য ত্রিপুরার উপজাতি যুবসমিতির উগ্রপন্থী দল দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কি, শ্রীচেলাফ্রু মগকে হাসপাতালে আনার পর উপজাতি যুবসমিতির নেতারা যখন দেখতে যান তখন শ্রীমগ বলেছিলেন রাত্রে বেলা আপনারা খুন করেন এবং দিনের বেলা সহানুভূতি দেখাতে আসেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী=স্যার, এটা আমার জানা নেই।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ঘটনার কিছু দিন আগে যাদের নাম বলা হয়েছে তারা সূর্য্য নগর গ্রামে গিয়ে টাকা চেয়েছিলো এবং বলেছিলো পুলিশকে জানালে কোন কাজ হবে না। এ সমন্ধে মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই তথ্য আমার জানা নেই।

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় বিধায়ক শ্রী তরনী মোহন সিনহার কাছ থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পড়ার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় বিধায়ককে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রী তরনী মোহন সিনহা :—আমার নোটিশটি হলো :—

গত ১১-২-৮৩ ইং মনু থানার অন্তর্গত করাতীছড়া গ্রামে সশস্ত্র উপজাতি যুবসমিতির দুর্বৃত্তদের হাতে কপিল মুনি শর্মার গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়া সম্পর্কে, ।
আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং পরে কবে তার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি এখনি এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখবো কারণ আজ সকালে শ্রী কপিল মুনির সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি এখন জি বি. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১১.২.৮৩ ইং আনুমানিক রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় ৩।৪ জনের এক দুস্কৃতকারী দল ছোরা, লাটি, বন্দুক এবং দেশীয় পিস্তল সহ মারাত্মক অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাধা রিয়াং পাড়ার (করাতী ছড়ায়) শ্রী কপিলমুনি শর্মার বাড়ীতে প্রবেশ করে।

তার পর দুস্কৃতকারীরা শ্রী কপিলমুনি শর্মার নিকট বিশ হাজার টাকা দিবার জন্য দাবী

জানাইলে তিনি বলেন আমি গরীব এত টাকা দিতে পারবো না। তাহার স্ত্রী শ্রী মতি গনবার শর্মা ভীত হইয়া ৫০।৬০ টাকা প্রদান করেন। ইহার পর দুষ্কৃতকারীরা পিস্তল হইতে এক রাউণ্ড গুলি ছোড়ে স্থান ত্যাগ করে। পিস্তলের গুলিতে শ্রী কপিলমুনি শর্মা তাহার বা কনুই এর উপর আঘাত পান।

শ্রী কপিলমুনির বিবৃতি অনুসারে দেখা যায় এর আগে তার কাছে কয়েক বার টাকা চেয়েছিলো। ইলেকশনের সময়ে দুষ্কৃতকারীরা টাকা চেয়েছে এবং উপজাতি যুবসমিতির নেতারা বলেছে সি. পি. এমের কাজকর্ম কি ভাবে কর দেখবো ? তিনি বলেছেন দুষ্কৃতকারীদের তিনি চিনতে পেরেছেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে উপজাতি যুব সমিতি এই কাজ করেছে ।

উক্ত ঘটনায় ফটিকরায় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৪।৩৯৮ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪ (২) ৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

আহত শ্রী কপিলমুনি শর্মাকে মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রথমে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে গত ১৩-২-৮৩ইং তাহাকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

উগ্রপন্থী দলটিকে ধরার জন্য বিশেষ তল্লাসী চালানো হচ্ছে। কিন্তু এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি। পুলিশ অফিসারগণ এলাকা পরিদর্শন করেছেন। দুষ্কৃতকারীগণ টি ইউ-জে এস- এর উগ্রপন্থী গোষ্ঠী বলিয়া পুলিশের সন্দেহ।

ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

LAYING OF RULES

Mr. Speaker :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল : Laying of the Tripura Industrial Disputes Rules, 1981 as required under Sub-Section (4) of Section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947.

আমি এখন মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Biren Dutta :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House "The Tripura Industrial Disputes Rules, 1981 as required under Sub-Section (4) Section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947"

Mr. Speaker :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—"Laying of the Tripura Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1982 as required under Sub-Section (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939."

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House "The Tripura Motor Vehicles (Amendment) Rules. 1982 as required under Sub-Section (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939."

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, শ্রম বিভাগের এবং পরিবহন বিভাগের মন্ত্রীদ্বয় যে দুইটি রুলস্ আজকের সভায় টেবিলে রেখেছেন সেগুলির প্রতিলিপি আপনারা "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবেন।

GOVERNMENT BILLS

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—"The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 2 of 1983) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 2 of 1983)"

অধ্যক্ষ মহোদয় :—এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কতৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল :—"The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 2 of 1983) এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক"।

(বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)।

পাশিং অব্ দি মোশান্ অন ভোট অন্ একাউণ্টস্ ফর এ
পার্ট অব্ দি ফিনান্সিয়াল ইয়ার ১৯৮৩-৮৪।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—১৯৮৩-৮৪ সনের আর্থিক বৎসরের ভোট অন্ একাউণ্টস অনুমোদন। ভোট অন্ অ্যাকউণ্ট গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বুধবার, ১৯৮৩ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। যদি কোন সদস্য এই মোশানের উপর আলোচনা করতে চান, তাহলে আলোচনা করতে পারেন।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) কর্তৃক উত্থাপিত ভোট অন্ অ্যাকাউণ্ট মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হল :—"That a sum not exceeding Rs. 84,63,75,000/- excluding the Charged Expenditure of Rs. 9,17,85,000/-, be granted on account for or towards defraying charges for the different Services and purposes for the part of the Financial year ending 31st March, 1984, as per list circulated to the honourable members."

অতএব, ১৯৮৩-৮৪ইং সনের আর্থিক বৎসরের ভোট অন্ অ্যাকাউণ্ট সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

(সরকারী বিল বিবেচনা ও পাশ করা)

Mr. Speaker :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—"The Salary Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Third Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 3 of 1983)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that "the

Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Third Amendment) Bill 1983 (Tripura Bill No. 3 of 1983)."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—এই প্রস্তাবের উপর যদি কেউ আলোচনা করতে চান তাহলে করতে পারেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে বিলটি আনা হয়েছে ত্রিপুরা বিল নং—৩ অব্ ১৯৮৩ স্যালারী, অ্যালাউন্সেস এ্যাণ্ড পেন্সান অব্ মেম্বারস অব দি লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্বলি ত্রিপুরা থার্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৮৩, এই বিলের উপর আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। কারণ এইটা বিশেষ করে এম, এল, এদের বেতন ভাতা ও পেনসন সম্পর্কে। এখানে উল্লেখ করা আছে একজন এম, এল, এর ৪ বৎসর তার সদস্য পদ পূর্ণ হলেই সে তার পেনসন পাবে। ১৯৭৬ সনে এই বিধানসভায় এই বিলটি আনা হয়েছিল। তখন ছিল কংগ্রেসী আমল এবং তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুখময় সেনগুপ্ত। তখন দি সেলারী, অ্যালউন্সেস অ্যাণ্ড পেনশান অব্ মেম্বারস্ অব্ দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৭৬, ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৭৬ এই বিলটা যখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের আমলে বিধান সভায় পেশ করা হল তখন আজকে প্রিন্টিং অ্যাণ্ড স্টেশনারী মিনিষ্টার আছেন, সুধন্য বাবু তিনি এই বিলের বিরোধীতা করতে গিয়ে বলেছেন, ত্রিপুরার বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অনাহারে রয়েছে, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রতিনিধি হয়ে এই পেনসন নিতে পারি না। কাজেই আমি এই দিক থেকে বিলটিকে বিরোধীতা না করে পারি না। যিনি বিধান সভায় দাঁড়িয়ে এই বিলের বিরোধীতা করতে গিয়ে এই কথা বলেছিলেন। সেই জায়গায় আজকে কেমন করে গদীতে বসে এই বিলটিকে সমর্থন করেছেন? এটা ভাবতেও অবাক লাগে। এখন কেমন করে ৫ বৎসরের জায়গায় ৪ বৎসরে পেনসন পাওয়ার ব্যবস্থা করলেন? ওরা না জনপ্রতিনিধি? কাজেই এই বিলটি আমি সমর্থন করতে পারিনা কারন আমি মনে করি যে এই বিলটি পুরাপুরিভাবে এখানে আনা হয়নি। এখানে পাঁচ বৎসরের জায়গায় চার বৎসর করে জনসাধারনকে ধুকা দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি। আর যারা নতুন মুখ যারা আবার পাশ করে আসতে পারবে কি না সন্দেহ রয়েছে তাদেরই স্বার্থে এটা করা হয়েছে। সুতরাং আমি এটাকে সমর্থন করতে পারিনা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীপরিমল সাহা কিছু বলবেন কি?

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর আগে কংগ্রেস আমলে এ ধরনের একটা বিল এসেছিল। সেদিন এই বামফ্রন্ট সরকারের অনেক মন্ত্রীই যারা এখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, আবার অনেকেই আছেন যারা নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেননি, জনসাধারণ তাদের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছেন, তারাই উহার বিরোধীতা করে বলেছিলেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে এই পেনশন বিল আনা ঠিক হয়নি। অথচ আজকে আমরা দেখছি তারাই আবার এই অর্ডিন্যান্স জারী করে পেনসন নিচ্ছেন। এতে তাদের লজ্জা হওয়ার কথা।

গত নির্বাচনের আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল এই বামফ্রন্ট সরকার। সুতরাং তারা তাদের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছিল। আবার তারা নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারবে না এটা তারা বুঝতে পেরেছিল। তাই তড়িঘড়ি করে পাঁচ বৎসরের জায়গায় অর্ডিন্যান্স জারি করে চার বৎসর করে দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখছি এই ত্রিপুরার হাজার হাজার বেকার ছেলে কর্ম সংস্থান করতে পারছে না। আর বামফ্রন্ট-এর সদস্যগণ সারা জীবনের জন্য একটা মোটা অঙ্কের পেনসনের ব্যবস্থা করবার জন্যেই এই বিল আনা হয়েছে। পাঁচ বৎসর থেকে কমিয়ে চার বৎসর করা হয়েছে। এরা নিজেদের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছিল। ফলে তাদের অনেকেই নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেনি আর যারা এসেছে তারা রিগিং করে ক্ষমতায় এসেছে। সুতরাং আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের নিকট আবেদন রাখব যে, আপনারা যদি সত্যিই জনদরদী হয়ে থাকেন তবে আপনারা এই পেনসন বিল বাতিল করুন এবং আপনারা যে জনগনের কল্যান চান তার প্রমান করুন। এই বলে আমি বিলের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলটিকে কেন্দ্র করে এখানে যে সব তীর ছোড়া হচ্ছে তা লক্ষভ্রষ্ট হতে বাধ্য। কারন নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যার জন্য আমরা একটা অর্ডিন্যান্স পাশ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা ভারতের ইলেকসন কমিশনের নিকট দাবী করলাম যে নির্বাচন যেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই হয়ে যায়। উত্তরে নির্বাচন কমিশন আমাদের জানান যে নির্বাচন এগিয়ে নিয়ে এলে অনেক এম, এল, এ, আছেন যাদের পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবে না, ফলে তারা পেনসন লাভে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু আমরা সেই এম, এল, এ, দের বঞ্চিত করতে পারিনি। কারন আমরা দেখলাম যে যেখানে ৪ বৎসর ১০ মাস পূর্ণ হয়েছে সেখানে মাত্র দু মাসের সময়ের জন্য তারা পেনসন পাবেন না। সুতরাং এটা অন্যায় হবে। অধিকাংশ সময়েই তারা কাজ করেছেন। সুতরাং এই আইন পাশ করে সরকার নতুন কিছুই করেনি। এটা আগেও ছিল। বর্তমানে আমরা সেটা চালু করেছি মাত্র।

মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে, পার্লামেন্টের মেমবাররাও সেটা পান। কিন্তু যারা এখানে আপত্তি করছেন তারাতো সবাই ওদের ভক্ত। শুধু পার্লামেন্টে কেন ভারতবর্ষের সকল কংগ্রেস (ই) রাজ্যেই তো এটা প্রচলিত আছে। সুতরাং এটা আমরা যে নতুন করে করছি তা নয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রথম পার্ট বললাম। দ্বিতীয় পার্ট যেটি সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটা আমি পড়ে শুনাচ্ছি।

"Provided that any pension (whether known as Swatantrata Sainik Samman Pension or by any other name) received by such person as a freedomfihter shall not be taken into account for the purposes of this sub-section and such person shall be entitled to receive such pension in addition to the pension to which he is entitled under sub-section (1).'

অন্যান্ত যেসব পেনসন তারা পান তা এই পেনসন থেকে কাটা যাবে না। আর আমরা এটা রেট্রোসপেক্টিভ এফেক্ট দিয়েছি। এখানে তাদের সংখ্যা বেশী নয়। তারা ফ্রিডম ফাইটার হিসেবে অনেক হার্ডসিপ-এ আছেন, তাদের এই হার্ডসিপ দূর করার জন্যই এটা করা হয়েছে। এবং পার্লামেন্টেও এই ব্যবস্থা আছে সুতরাং আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্যরা এই বিলটিকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবট। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবট হলো—

"দি স্যালারী, অ্যালাউন্সেস অ্যাণ্ড পেনসন অব মেম্বার্স অব দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী (ত্রিপুরা) (থার্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮৩)" বিবেচনা করা হোক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :—আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩ নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো—"দি সালারী, অ্যালাউন্সেস অ্যাণ্ড পেনসান অব মেম্বার্স অব দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী (ত্রিপুরা) (থার্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮৩) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি প্রস্তাব করছি যে দি স্যালারী, অ্যালাউন্সেস অ্যাণ্ড পেনশান অব মেম্বার্স অব দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী (ত্রিপুরা) (থার্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮৩) পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবট। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—

"দি স্যালারী, অ্যালাউন্সেস অ্যাণ্ড পেনশান অব মেম্বার্স অব দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী (ত্রিপুরা) (থার্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮৩) পাশ করা হউক।"

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

শর্ট ডিসকাশন অব ম্যাটার্স অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপোর্টেন্স

মিঃ স্পীকার—এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"শর্ট ডিসকাশন অন ম্যাটার্স

অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপোর্টেনস"। আজকের কার্যসূচীতে একটি 'শর্ট নোটিশ' আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো -"গ্রামাঞ্চল ও পাহাড়ী অঞ্চলে তীব্র খাদ্য সংকট সম্পর্কে"। আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর নোটিশটির উপর আলোচনা করতে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা- মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্য জুড়ে, বিশেষ করে পাহাড়ী এলাকায় এখনি যে খাদ্য সংকট শুরু হয়েছে সেই সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। যদিও সমতল অঞ্চলে মোটামুটি ফসল ভাল হয়েছে কিন্তু পাহাড়ী এলাকায় সদর মোহনপুরের আনন্দবাজার, কৈলাসহরের কাঞ্চনবাড়ী এলাকায়, অমরপুরের রাইমাভ্যালীতে ইত্যাদি অঞ্চলে যারা জুম চাষ করে তাদের ফসল ভাল হয় নি। ফলে এখন সেখানে তীব্র খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে। আর পাশাপাশি এন আর পি, এল আর পি এর কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও নির্বাচনের সময় কিছু কিছু দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কাজও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যদিও বিভিন্ন এলাকায় কাজের অভাবে লোক খুব কষ্টে আছে। ফলে তাদের এক বেলা ভাতও জুটছে না। টাকার জলা, জম্পুই জলা এলাকাতেও এরকম হচ্ছে। সেখানেও এন আর পি এর কাজ বন্ধ আছে। ফলে লক্ষীন্দর পাড়া জম্পুই জলা গাঁও সভা এলাকায় শ্রীমতী বুড়ী কন্যা জমাতিয়া যদি আর কয়েকদিন কাজ না পান এবং অন্নের সংস্থান না হয় তাহলে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবেন। তারপর সদরের তুষপুরং গ্রামে বিন্দুরি জমাতিয়া কাজ পাচ্ছেনা। তিনিও অনাহারে রয়েছেন। এছাড়া এন আর পি, এল আর পি কাজের ব্যবস্থা না থাকায় ফলে তাদের বাধ্য হয়ে অনাহারে কাটাতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি সরকারীভাবে তাদের কোন কাজের ব্যবস্থা করে না দেওয়া হয় এবং বিশেষ করে জুমিয়া এলাকায় সুষ্ঠু কোন পরিকল্পনা না করা হয় তাহলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মনগর মহকুমার খেদাছড়া এলাকায় এই ধরণের ঘটনা দেখতে পেয়েছি। তাদের ত্রিপুরার কোন বাজারের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থাও নেই। মিজোরামের দিয়ে যে রাস্তা আছে সেখান দিয়েই তাদের যাতায়াত করতে হয় এবং তাদের নিকটতম বাজার লক্ষীছড়া যেটা নাকি মিজোরামে পড়েছে। অথচ তাদের জন্য কোন সরকারী প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে না। তার কারণ হলো যোগাযোগের অভাব। বামফ্রন্ট সরকার বলছেন তাঁরা যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করেছেন। হয়ত হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে পারি যে খেদাছড়াতে এখনও ২০ মাইল রাস্তা হেটে যেতে হয়। সেখানে জিনিসের দাম সাংঘাতিক বেশী। ফলে হালাম, লুসাই প্রভৃতি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে কাজের ব্যবস্থা যদি না করে দেওয়া হয় তাহলে মৃত্যু ছাড়া আর উপায় থাকবে না। যদিও বামফ্রন্ট সরকার থেকে বলা হয়েছিল যে কোন লোক সেখানে অনাহারে মরে যায় নি। কিন্তু বাস্তব চিত্র বিপরীত। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব এই সমস্ত পাহাড়ী অধ্যুষিত এলাকায় জুমিয়াদের যাতে কাজ দেওয়া যায় তার জন্য যেন শীঘ্রই ব্যবস্থা করা হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য রিসেসের পরে রাখতে পারবেন। এখন সভা ২ টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

After Recess at 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরাকে তাঁর অসম্পূর্ণ আলোচনা আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে খাদ্য সমস্যার কথা বললাম, এটা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বলিনি বা যারা শাসক দলে আছে, তাদের হেয় করবার জন্যও বলিনি। এটা এই ত্রিপুরা রাজ্যের একটা চিরস্থায়ী সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তব উপযোগী পরিকল্পনা থাকার দরকার, আর সেই কারণেই আমি এই কথাগুলি বলছি। এই সমস্ত অবস্থার জন্য ত্রিপুরাতে যারা কংগ্রেসী রয়েছেন, বা সি, পি, এম, রয়েছেন অর্থাৎ যারা সরকারে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তারা সবাই সম ভাবে দায়ী। আমি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির একজন সদস্য হিসাবেই এই কথা বলছি না, আমি ত্রিপুরা রাজ্যের একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে, এই যে বিরাট একটা খাদ্য সমস্যা, এই সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছি। আপনারা সবাই জানেন যে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী অঞ্চলে যারা জুমের চাষ করেন, সেই জুম চাষ ১০/১০ বছর আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে, আর তাদের বছরে ৬ মাসের কোন কাজই থাকে না বলে চলে। কাজেই এই সময়ে যদি তাদের কাজ না দেওয়া হয় বা তারা যদি কাজ করার সুবিধা না পান, তাহলে তাদের অভাব হবেই, স্বাভাবিক কারণেই এর প্রভাব ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য অংশের মানুষের উপরও বিস্তার করবে। যারা জুম চাষ করেন পাহাড়ী কি অ-পাহাড়ী তারা সবাইকে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য এবং তাদের সবার স্বার্থের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থ জড়িত। কাজেই আজ কিছু সংখ্যক উপজাতি জুমিয়া বছরের পর বছর অভাব অনটনের শিকার হবেন অথবা তাদের একটা দুর্ভাগ্য জনক পরিস্থিতির মধ্যে যেতে হয়, এটা সত্যি আমাদের সবার কাছে বেদনাদায়ক এবং আমাদের সবার কাছে এটা একটা মানবিক প্রশ্নের সামিল। কাজেই এই সমস্যাটাকে আমি দল মতের উর্দ্ধে বিবেচনা করার এবং এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। এই সমস্ত হতভাগ্য যারা, তাদের সমস্যা সমাধানে যাতে একটা সুষ্ঠু এবং সাবলম্বী পরিকল্পনার মাধ্যমে করা যায়, তার জন্য আমি সরকারকে যেমন আহ্বান জানাচ্ছি, তেমনি বিরোধী পক্ষে কি কংগ্রেস, উপজাতি যুব সমিতির এবং অন্যান্য যে সব শক্তি আছে, তাদের সবার কাছে আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা মহোদয় ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে ও পাহাড়ী অঞ্চলে তীব্র খাদ্য সংকট সম্পর্কে যে সর্ট ডিস্কাশনের সূত্রপাত করেছেন, সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আমি বলতে চাই যে, এটা ঠিক সমগ্র পাহাড়ী অঞ্চলে, বিশেষ করে দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে যেটা উপজাতি অধ্যুষিত, এলাকা, তারা একটা নিদারুন অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাদের এই অবস্থাটা এক দিনে হয়নি গত দুই বৎসর যাবত এই ত্রিপুরা রাজ্যে পর পর যে খরা হয়ে গেল, তা আমরা সবাই জানি। সেই প্রচণ্ড খরার সমগ্র পাহাড় অঞ্চলে সমগ্র কৃষি কাজ সাংঘাতিক ভাবে ব্যাহত হয়েছে।

শুধু মাত্র গত দুই বছরই নয়, এর আগের বছরও একই ভাবে তাদের ফসল, তাদের জুম ফসল সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া সমতল অঞ্চলেও আউস এবং আমন ফসল খরার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা দেখলাম খাদ্যের ব্যাপারে দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা খাদ্য মন্ত্রীদের যে বৈঠক হয় সেখানে খাদ্য সমস্যার সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা হয়েছে। সেই বৈঠকে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ খাদ্যের ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীর কাছে একটা মেমোরেনডাম দিয়েছিলেন, সেই মেমোরেণ্ডামে একটা দেখানো হয়েছিল যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিদিন দেড লক্ষ লোক যারা খাদ্যের জন্য অনাহার ক্লিষ্ট, তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য ত্রাণের দরকার। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে রেশনে চাউলের যোগান দেওয়া হয়, এই চাউলের যোগান অব্যাহত রাখতে হলে ত্রিপুরা রাজ্যের চাহিদা প্রতি মাসে ১২ হাজার মেট্রিক টন, এই পরিমাণ চাউল কেন্দ্রকে সরবরাহ করার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্রকে অনুরোধ করা হচ্ছে। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতিটা কি তা বুঝাবার জন্য আমাদের [illegible] অংশ যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল তার একটা চিত্র এখানে তুলে ধরছি। এতে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের মোট পপুলেশানের ৪৪ পারসেণ্ট সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, এছাড়াও টুয়েনটিফোর পারসেণ্ট যারা এগ্রিকালচারেল লেবার, এর মধ্যে উপজাতিও আছে, তারাও সম্পূর্ণভাবে জুম চাষ তথা কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই সংখ্যাটা হচ্ছে আমাদের বামফ্রণ্ট আমলে কৃষির উপর যে সার্ভে হয়েছিল, তার থেকে আমি পাচ্ছি। সেই সার্ভে রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে যে উপরোক্ত সংখ্যাটা ছাড়াও আরো প্রায় ২৭ হাজার পরিবার, তাদের অন্য রকমের আয়ের ব্যবস্থা থাকলেও, তাদেরও প্রতি বৎসরই জুম চাষ করতে হয়, জুম চাষের উপর তাদেরও নির্ভর করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অনগ্রসর রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে এবং সেই অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠবার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে যা বুঝায়, তার কিছুই করা হয় নি। ফলে এই অনগ্রসরতা তাদেরকে আরও পিছনের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে আজকের এই পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত দুই বছর অথবা এর আগে যে ড্রট হয়ে যাওয়ার দরুন যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বাঁচানোর জন ব্যাপকভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই ধর্মনগর, জম্পুই অঞ্চলের জম্পুই পাহাড় সেখান থেকে শুরু করে সাব্রুমের সীমান্ত পর্যন্ত যে পাহাড়ী অঞ্চল যেখানে হার্ড কোর জুমিয়া অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন। একটি লোকও না খেয়ে মরতে দেওয়া হয় নি। এখনও রাজ্য সরকার সেই দায়িত্ব বহন করে যাচ্ছে। সরকারী ভাবে খাদ্যের অভাব এবং সেই অভাব পুরণ করবার জন্য সমতলে যে সমস্ত নাল জমি আছে, সেগুলিতে যাতে ব্যাপক ভাবে জলসেচের আওতায় আনা যায়, তার উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছেন। আর উপজাতিদের ক্ষেত্রে শুধু ঋণ দিয়ে নয়, তাদের যাতে খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হয়, তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। সরকার এস, ই, আর, এন, আর, ই, এন ইত্যাদি প্রোগ্রামের মাধ্যমে উপজাতিদের যাতে কাজ দেওয়া যায়, তারও চেষ্টা করছেন। সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের কি উপজাতি, কি অ-উপজাতি সকল অংশের কৃষকরা যাতে আরও বেশী পরিমাণে খাদ্য

উৎপাদন করে খাদ্য সংকট থেকে ত্রিপুরাকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারেন, সেজন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আগেও চেষ্টা করেছেন, এখনও সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

গ্রামে সারা বছর কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেনিফশারী যারা তারা যাতে আগামী দিনগুলিতে জয় করতে পারেন তার জন্যও চেষ্টা করা হচ্ছে। স্যার, এখনকার অবস্থা যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে কি সাঙ্ঘাতিক অবস্থার মধ্যে আমরা পড়েছি। শুধু তাই নয় রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে সেই উদ্যোগ খুবই সামান্য তার মধ্যেও আমরা শুনেছি যে কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার অনুরোধ করা হচ্ছে এই পরিস্থির মোকাবিলা করার জন্য। আমাদের আরও খাদ্যের দরকার, আমাদের আরও খাদ্য পাঠাও। স্যার, গ্রামাঞ্চলে প্রচুর কাজের দরকার, ১৯৭৮-৭৯ সালে আমরা ফুড ফর ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে ৭ হাজার মেট্রিক টন চাউল খরচ করা হয়েছিল, ১৯৭৯ সালে ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউল খরচ করা হয়েছিল আর ১৯৮০ সালের জুনের এত বড় দাঙ্গার মধ্যেও আমরা ২০ হাজার মেট্রিক টন চাউল আমরা ফুড ফর ওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে খরচা করেছি। ১৯৮০র পর আমরা কি দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত বন্ধ হয়ে গেল এন, আর, ই, পি, আসল সমস্ত কেটে দেওয়া হল। কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিলেন নূতন স্কীম করতে হবে ব্লকের মাধ্যমে তাতে যে কাজের সৃষ্টি হবে সারা রাজ্যে তাতে মাত্র ১৩,৭ হাজার শ্রম দিবসের সৃষ্টি হবে। যেখানে ১৯৭৯ সালে, ১৯৮০ সালে ১ কোটি শ্রম দিবসের সৃষ্টি করা হয়েছিল সেখানে মাত্র ১৩, ৭ হাজার শ্রম দিবসের সুযোগ দেওয়া হল। স্যার. এন, আর, ই, পি, তে মাত্র ৫১০ টন চাউল দেওয়া হয়েছে। যেখানে বামফ্রন্ট সরকার ৭ হাজার ১০ হাজার ২০ হাজার মেট্রিক টন চাউল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিলি করা হয়েছিল সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৫১০ টন চাউল দিলেন কাজের সৃষ্টি করার জন্য কি সাঙ্ঘাতিক অবস্থা। স্যার, আমাদের এই স্কীমগুলির মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলের যারা কৃষক তাদের বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামেগ্রামে ল্যাম্পস এবং প্যাক্স গঠন করে কৃষকদের ৪০ টাকা দিয়ে সাহায্য করে তাদের সেগুলির শেয়ার কিনে তার সদস্য করে দিলেন। সরকার তাদের বললেন যে আমরা তোমাদের কাজ দিচ্ছি জমি দিচ্ছি হালের জন্য বলদ কিনে দিচ্ছি আমরা তোমাদের খোরাকীর জন্য ঋণ দিচ্ছি তারপর দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বন্ধ করে দিলেন। সেখানে তারা এস, এফ, ডি, এ চালু করলেন এটাকে নেওয়ার পর দেখা গেল যে যে সমস্ত উপজাতিদের আমরা ১৯ টাকা করে খয়রাতি সাহায্য দিয়ে বিভিন্ন সমিতিতে শেয়ার কিনে দেওয়ার পর তার বিনিময়ে তারা ৭/৮ শত টাকা ঋণ নিতে পারত তারপর দেখা গেল যে সেগুলি বন্ধ হয়ে গেল। কোন স্কীম আর একসেপটেড হচ্ছে না তারা আর কোন ঋণ পাচ্ছে না—গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের খুব অভাব। স্যার আমি আর একটু সময় চাই—উটাকে [illegible] তাহলে গ্রামের গরীব মানুষ বাঁচবে কি করে গ্রামের গরীব মানুষকে আমাদের বাঁচাতে হবে তাদের বাঁচাবার জন্য কোন ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারকে দেওয়া হচ্ছে না। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে এই লোকগুলিকে আমাদের বাঁচাতে হবে। সেজন্য আমি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই যে সমস্ত শক্তি এর জন্য মোকাবিলা করতে হবে, এবং সঙ্গে

সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকেও অনুরোধ করব যে—এদের বাঁচাতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের প্রতি চিরদিন অবহেলা দেখিয়ে আসছিলেন এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে গ্রামের গরীব মানুষদের বাঁচাবার উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকাকেই নিতে হবে। এই সংগে আমি রাজ্য সরকারকেও আর একটি অনুরোধ করছি সেটি হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে রেশন সপের মাধ্যমে যে চাউল দেওয়া হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু আমলাতন্ত্র বিভিন্ন ভাবে বাধার সৃষ্টি করছে। এমন কি রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ল্যাম্পস এবং প্যাকসের মাধ্যমে রেশনিং ব্যবস্থার চালু করা সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে আমলাতন্ত্র বিভিন্ন ভাবে বাধার চেষ্টা করছে। সেজন্য আমি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই যে রাজ্য সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁরা সমস্ত শক্তি সেখানে মোকাবিলাইজ করে এই সংকট মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য জওহর লাল সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা খাদ্য সংকটের উপর যে সর্ট ডিস্কাশান উত্থাপন করেছেন আমি সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে আজকে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ব্যাপক খাদ্য সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। আজকে এই খাদ্য সংকটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সরকারের নীরব ভূমিকা। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এন, আর, ই, পি, কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে—এবং এন, আর, ই, পি,র কাজ বন্ধ কেন হয়েছে সেটাও অজ্ঞাত আছে। কাজেই আজকে এই সব এলাকার মানুষ-এর বাঁচার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য নজর দেওয়ার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে এখানে যে খাদ্য সংকটের কথা বলা হচ্ছে এবং সরকার পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য কথা বলেছেন যে তারা এই ব্যপারে উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমি প্রশ্ন করতে চাই ত্রিপুরার খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্র থেকে যে চাউল দেওয়া হয় সেই চাউল সঠিক ভাবে বটন করা হয় না। আজকে আমরা রেশন সপ এবং ল্যাম্পসগুলির মাধ্যমে যে চাউল দেওয়ার কথা—কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই সব চাউল খোলা বাজারে আসামের চাউল বলে বিক্রী করা হচ্ছে এবং এই ব্যাপারে সরকারের কোন ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি না।

কংগ্রেস আমলে কালোবাজারী, মজুতদার এদের বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হত এবং এখন যারা সরকারে আছেন তারাও এই চোরাকারবারী মজুদদারদের সম্পর্কে বিরোধী দল হিসাবে তারা সংগ্রাম করতেন। কিন্তু বিগত পাচ বছরে আমরা কি দেখেছি? তারাই সরকারে অধিষ্ঠিত হয়ে কালোবাজারী, মজুতদারদের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এদের রাজত্বে আমরা দেখেছি কালোবাজারী ও মজুতদারদের পোয়াবার। তার ফলস্বরূপ আজকে আমরা দেখছি এই তীব্র খাদ্য সংকট। এই খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। সরকার এই ব্যাপারে কেন নীরব ভূমিক নিয়েছেন তার কারণ আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা জেনেছি এন, আর, ই, পি স্কমে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ চাউল দিয়েছেন তার হিসাব নাকি এই সরকার দিতে পারেন নি। এই ব্যাপারে

আমরা আশা করব মাননীয় মন্ত্রী এই সঠিক তথ্যটা আমাদেরকে এই হাউসে জানাবেন। আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাচ্ছি খাদ্যের জন্য মানুষ হাহাকার করছে। আমি নিজে কতকগুলি ঘটনা দেখেছি যে মানুষ খাদ্যের জন্য আলু পর্য্যন্ত পাচ্ছে না। ভাতের মাব খেয়ে তাদের জীবন ধারণ করতে হচ্ছে। এই খাদ্য সংকট মোকাবিলার ব্যাপারে সরকারের যে একটা প্রাথমিক দায়িত্ব সেটাও সরকার পালন করছেন না। তাই আমি এই হাউসে সরকারের কাছে আবেদন রাখছি যে আপনারা এই সমস্ত কালোবাজারী, মজুদদার ও মোনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী সঠিক ব্যবস্থা নেন এবং এই খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করুন। আমাদের চাউল কোথা থেকে আসছে? এবং সেই চাউল কিভাবে কালোবাজারে চলে যাচ্ছে সরকার এই হাউসে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা তদন্ত করুন। আসুন আমরা দলমত নির্বিশেষে কাজ করি তাদের জন্য যারা আজকে না খেয়ে মরছে। আসুন হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করি। আমি এই টুকু বলতে চাই সরকার যে এই সংকট মোকাবিলা করার জন্য সঠিক ব্যবস্থা নেন এবং কেন্দ্র থেকে যে চাউল আসছে তা সঠিক পথে ব্যয়িত করার জন্য এই সরকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিন যাতে জনসাধারণের কাছে সেই চাউল পৌছতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:—শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং:—মাননীয় স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলে যে খাদ্য সংকট চলছে বিশেষ করে জুমিয়া ট্রাইবেল এরিয়াতে যে খাদ্য সংকট চলছে সেটা নূতন নয় বহুদিন আগে থেকেই এই সংকট আমরা দেখে আসছি। কারণ জুমিয়ারা জুম চাষ করে তারা বছরের খোরাক জোগাতে পারে না। জুম ফসল ভাল হচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকার বলছে চেষ্টা করছে, শুধু চেষ্টাই করছে কিন্তু আসল সমস্যা সমাধান হচ্ছে না। এই পাঁচ বছরে বহু লোক অনাহারে অর্ধাহারে রয়েছে বিশেষ করে সংকট এখন তীব্রতর হয়েছে। উপজাতিদের জুমের ফসল ইঁদুর হাতীর উপদ্রবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই সরকার তাদের ফসল রক্ষা করার জন্য কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। এই ব্যাপার সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসার এবং অন্যান্য অফিসারদের নিকট আবেদন করেও কোন সুরাহা হয় নি। যার ফলে জুম চাষের ফসল এখন শূন্যের কোটায় গিয়ে পৌচেছে। স্যার, মাননীয় সদস্য জহর সাহা যেটা বলেছেন যে কেন্দ্র থেকে যে চাউল আসছে সেটার সুষ্ঠু ডিষ্ট্রিবিউশন হচ্ছে না এবং এই বামফ্রন্ট সরকারে সেই চাউলকে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে পারছেন না। আমরা জানি কংগ্রেস আমাদের চেয়ে এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সরকার দ্বিগুণ চাউল দিচ্ছেন কিন্তু সেটা বামফ্রন্ট সরকার সুষ্ঠুভাবে বিলি করতে পারছেন না। এই খাদ্য সংকট পাহাড়ী এলাকায় তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই সরকারের উচিত রেশন শোপের মাধ্যমে চাউলের সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করা এবং এই কালোবাজারী, মোনাফাখোর ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অ্যাকশন নিতে হবে। তাহলেই উপজাতি ভাইদের আজকে যে খাদ্য সংকট চলছে সরকার উদ্যোগী হলে তারা কিছুটা রিলিফ পাবে। শুধু কিছু দিনের জন্য নয়। সরকারের উচিত এর জন্য একটা স্থায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের আশু প্রয়োজন হচ্ছে এই সংকটের

মোকাবেলার জন্য কর্মসূচী গ্রহন করা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা হাউসে যে শর্ট আলোচনা উপস্থিত করেছেন সেটা সঠিক। কিন্তু আজ ত্রিপুরা রাজ্যে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে সেটা আজকের নয়। ৩০ বৎসর কংগ্রেস এখানে রাজত্ব করে গেছে। তারা এই ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয় নি কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তার সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে যে সমস্ত কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছেন তার জন্যই মানুষ আজকে এক বেলা খেতে পাচ্ছে। কংগ্রেস যদি গত ৩০ বৎসর এই সমস্ত ব্যবস্থা নিত তাহলে আজকে এই হাউসে এই আলোচনার কোন দরকার ছিল না। মাননীয় একজন সদস্য বলেছেন, কিন্তু এটা দীর্ঘ দিনের ঘটনা। দীর্ঘ দিন হতে পারে। কেন করলো না তাঁরা দীর্ঘ ৩০ বছরের শাসনে। আমরা পাঁচ বছরের মধ্যে ট্রাইবেলদের জন্য যে সব কাজ করেছি তা নিশ্চয়ই জানেন। দেখেও যদি না দেখেন তাহলে বলার কিছু থাকে না। কারণ আপনারা জানেন, ছামনু এলাকা দীর্ঘ দিন যাবৎ অভিশপ্ত ছিল। কংগ্রেস আমলে শত শত লোক মারা যেত। কিন্তু আজকে এই পাঁচ বছরের মধ্যে কেউ কি শুনেছেন, না খেয়ে একটি লোকও মারা গেছে? আমরা বলি না, সব কিছু আমরা করতে পেরেছি। দীর্ঘ দিন সেখানে রাস্তা ঘাট ছিল না। আজ বামফ্রন্ট সরকার এন, আর, ই, পি. এস, আর, ই, পি, র মাধ্যমে সেখানে কিছু করতে পেরেছেন। আমি এখানে আশ্চর্য্য হয়ে যাই, এই খাদ্য সংকটের দিনে আপনারা একবারও বলছেন না, আসুন আমরা এক যোগে কাজ করে যাই। আপনারা বিরোধী দলের তরফ থেকে আপনাদের নেতৃ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বলুন না, ত্রিপুরাকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু এই কথা আপনারা বলবেন না। তাহলে আমাকে এই কথা বলতে হয়, ১৯৭২ সালে এই বিধান সভায় যখন সুখময় বাবুকে জানান হয়েছে ছামনু এলাকায় শত শত মানুষ না খেয়ে মরছে, রাইমা শর্মাতে মারা যাচ্ছে তখন সুখময় বাবু তার উত্তরে বলছেন এ রকম কিছুই নাকি ঘটছে না। কিন্তু আমরা এখানে স্বীকার করছি, আমরা সব কিছু সমস্যার সমাধান এখনও করতে পারছি না। কিন্তু তাঁর আমলে বলা হত, আমরা অমুক করব তমুক করব। সুখময় বাবু থাকলে ভাল হতো। কাজেই মাননীয় সদস্যরা আজকে বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা নিচ্ছেন সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য, রাজ্যের মানুষকে সুষ্ঠ ভাবে বাঁচাবার জন্য। এই টুকু বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার। অনুপস্থিত। সৈয়দ বাসিত আলী।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় ত্রিপুরার খাদ্য সংকট সম্পর্কে আজকে হাউসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই প্রস্তাবের উপর আমি বক্তব্য রাখতে চাই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে খাদ্য সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের দলীয় স্বার্থ এবং মজুৎদার ও মুনাফাখোরদের স্বার্থেই সৃষ্টি করেছেন। আমি জানি, ত্রিপুরার এফ, সি, আই, খাদ্য গুদামে যে পরিমান খাদ্য মজুত আছে তাতে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের ২।৩ বৎসর চলতে পারে। এই কথা বলতে গেলে আমাকে বলতে হবে, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরার জন্য যে

৮১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে রেশন সপের মাধ্যমে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সে টাকা অপচয় করা হয়েছে। কাজেই আজকে এফ, সি, আই, থেকে খাদ্য কিনে জনসাধারণকে দিতে পারছেন না। আমি উদাহরণ স্বরূপ বলতে চাই, বিগত মার্চের অধিবেশনে রাজ্য বিধান সভার বিরোধী দলের পক্ষ থেকে খাদ্য সংকট সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উত্তরে খাদ্য মন্ত্রী বলেছিলেন, ত্রিপুরায় খাদ্য সংকট নেই। কিন্তু দেখা গেল, মার্চ মাসের পরেই ১৬ই এপ্রিলের মধ্যে টাকা অপচয় হওয়ার কারনে এফ, সি, আই, থেকে চাল কিনতে পারলেন না। ১৮ হাজার টন চালের মধ্যে তাঁরা ৩ হাজার টন চাল কিনেছিলেন। এবং তাও কিনেছিলেন বাকীতে। কারণ, অর্থ দপ্তর এবং খাদ্য দপ্তরের মধ্যে তখন টানা হেচড়া চলছিল। এবং এই কারণে উন্নত মানের খাদ্য কেনা যায় নি। নিম্ন মানের অল্প পরিমাণ চাল কিনে খাদ্য সংকটের সৃষ্টি করা হয়েছিল। মাননীয় সরকারের জানা আছে, ত্রিপুরা রেশন সপের সিংহ ভাগ ধনী লোকের হাতে রয়েছে। তাদের কাছ থেকে রাজ্য সরকার দলীয় স্বার্থে মুনাফা নিচ্ছেন। তার কারণ স্বরূপ বলতে হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রেশনসপের চাল বাজারে পাচার হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটি রেশন সপের ডিলারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিতে পেরেছেন? না পারেন নি। তবে এটা কার স্বার্থে এবং কেন হয়েছে এটা আমরা জানতে চাই। আজকে ত্রিপুরায় যে খাদ্য সংকট চলছে এটা দলীয় স্বার্থে এবং ত্রিপুরার মুনাফাখোর ও মজুতদারদের স্বার্থেই হচ্ছে। তারা আসাম থেকে চাল কিনে এনে উচ্চ মুল্যে বিক্রি করছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই মুনাফা খোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অক্ষম হয়েছেন। আমরা এও জানি, কৈলাসহরের জনৈক রেশন সপ মালিক (সি, পি. এম. সমর্থক) এফ সি, আই গুদামে গিয়ে বলেছেন, আমাকে উন্নত মানের চাল দেবেন না। জনসাধারণ নেবে না। খারাপ চাল নিলে জনসাধারণ কিনতে চায় না। আমি বেশী দামে বিক্রী করতে পারি। এই রকম অবস্থা চলছে। গুদামে উন্নত মানের চাল থাকলেও সে চাল কেনা হয় না।

গুদামে উন্নত মানের চাউল রয়েছে, কিন্তু তা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী হচ্ছে, বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। কৈলাশহরের পুলিশের সামনে দিনের বেলায় নদী পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রশাসন এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে। প্রশাসনকে রাজ্য সরকার নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। তারা কোন কাজ করতে গেলে তাদেরকে আগে তাদের চাকরীর চিন্তা করতে হয়। আমাদের একজন ডি. এস. পি, তিনি কিছু চাউল আটক করেছিলেন। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী সে ব্যপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাদেরকে চাউল ফেরৎ দেবার জন্য বলেন। যদি ফেরৎ না দেওয়া হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। সুতরাং এই অবস্থার জন্য আজকে প্রশাসন সম্পূর্ন অচল। ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরা বাসী খাদ্য সংকটে ধুকছেন এবং রাজ্য সরকার নিজের ব্যার্থতা ঢাকতে কেন্দ্রের উপর দোষারোপ করছেন। আমি রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি ত্রিপুরা বাসীর সার্বিক স্বার্থে দলীয় সংকীর্ন মনোভাব পরিহার করে খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্য খুব সংক্ষেপে আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীমতিমোহন জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা "গ্রামাঞ্চলে ও পাহাড়ী অঞ্চলে তীব্র খাদ্য সংকট সম্পর্কে" যে শর্ট ডিসকাসন নোটিশ এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং তার উপর আমার বক্তব্য পেশ করছি। স্যার, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত সময়োপযোগী। সুতরাং শাসক দলে যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন। সারা ত্রিপুরায় যে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে সেটা মোকাবিলা করার জন্য আমি বামফ্রন্টের মন্ত্রী এবং এম. এল.দের কাছে অনুরোধ করছি। কারন বিগত দিনগুলিতে আমরা দেখেছি এই বামফ্রন্ট সরকার খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে গিয়ে অনেকবার ব্যাথতায় পর্যবসিত হয়েছেন। এবং গতকালও আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী প্রশ্নোত্তরের সময় স্বীকার করেছেন যে বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে যে সব জুমিয়ারা রয়েছে, যারা জুমের ফসলের উপর নির্ভরশীল তারা তীব্র খাদ্য সংকটে ভুগছে। তাদের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন এই সমস্ত অঞ্চলে যে জুম ফসল নষ্ট হয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলে যে সমস্ত লুঙ্গা জমি আছে, সেই সমস্ত লুঙ্গা জমিতে ১৯৮১-৮৩ইং সালে যে পরিমান আমন, ও আউস ফসল উৎপাদন হয়েছিল সেগুলি বন্য শূকরের উপদ্রবে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই পাহাড়ী অঞ্চলে খাদ্যাভাব তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে। স্যার, উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত উত্তর বড়মুড়া গাঁও সভায় তিনশত পরিবার পাহাড়ী আছে, বিশেষ করে কলই ও মুরশুম। এখানে তাদের এক কড়াও জমি নাই। কাজেই জুমের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। তাদের সমস্ত জুম ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্ত এলাকাতে এখনও কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা নিচ্ছেননা যাতে তাদের খাদ্যাভাব দুরীভূত হয়। উত্তর বড়মুড়া গাঁও সভায় এখনও পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে কোন এস. আর. ই. পির কাজ হচ্ছে না যার মাধ্যমে এই গরীব জুমিয়ারা বাঁচতে পারে। তারপর ছয়ঘরিয়া গাঁও সভায়, উত্তর ব্রজেন্দ্র নগরে বেশ কিছুদিন আগে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এবং খেতে না পেয়ে অমৃতকন্যা জমাতিয়া মৃত্যু বরণ করে। আমি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই ঘটনাটির তদন্ত করার জন্য এবং সেখানে খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য যেন যথোপোযোগী ব্যবস্থা গ্রহন করেন। তারপর তুইনানি গাঁও সভা বিশেষ করে তৈহারজনী পাহাড়ী এলাকাতে রিয়াং বসতি। সেখানে তারা খাদ্যাভাবে ঝুকছে। অথচ বামফ্রন্ট সরকার নীরবতা পালন করেছেন। স্যার, পাহাড়ী এলাকাতে যে তীব্র খাদ্যাভাব চলছে, তা মোকাবিলা করতে বামফ্রন্ট সরকার ব্যার্থ হয়েছেন। আমি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি সরকারী ভাবে এই সব এলাকাতে উদ্যোগ গ্রহন করে যেন খাদ্যাভাব দূর করার জন্য সচেষ্ট হন। আমি দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার-এর কয়েকজন গাঁও প্রধান কৃত্রিমভাবে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করছেন। উত্তর ছয়ঘরিয়ার গাঁও প্রধান এবং গাঁও সভার সদস্য যারা আছেন তারা রেশন সপগুলি থেকে এক একজন ৪০/৫০ টাকা কুপন নিয়ে যান। অথচ যারা গরীব মানুষ তারা একটা কুপনও পাচ্ছে না। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার-এর কর্মনীতির চেহারা। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখছি এই সমস্ত দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে কঠোর হাতে দমন করেন। না হলে খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যাবে না। স্যার, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহোদয় খাদ্য সংকট দূরীকরণে সচেষ্ট হবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা আজকে যে আলোচনা করেছেন তার উপর বলতে গিয়ে আমি যে জিনিষটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এইবার ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ী অঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জুম ফসল করা সম্ভব হয় নি তারফলে ত্রিপুরার গোটা গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে এবং তিনি কয়েকটি বিশেষ জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার জন্য তিনি আহ্বান করেছেন "আসুন আমরা সবাই এক সাথে মিলিত হয়ে কাজ করি"। উনার এই যে আহ্বান সেই আহ্বানকে আমি সমর্থন করে বলতে চাচ্ছি যে এই জিনিষটা তিনি বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন যে, এইবার ত্রিপুরা রাজ্যে যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে এর চেয়ে অনেক বেশী খাদ্যাভাব এর আগেও দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৭৪ সালে সেই ভয়াবহ খরার দিনে ত্রিপুরার গ্রামে-গঞ্জের মানুষ কোথাও কোথাও পাহাড়ে বনের আলু, লতা-পাতা খেয়ে রয়েছে। সেই দিনগুলিতে শ্যামাচরন বাবুরা কোথায় ছিলেন? তখন গ্রামের বিভিন্ন জায়গার সাধারণ মানুষ ভুখা মিছিল করেছিল। আমার যতটুকু মনে আছে খোয়াই মহকুমায় ১৯৭৪ সালে প্রায় ১০ হাজার মানুষ এই মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছিল সেদিন বর্ত্তমান ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও বিধায়ক শ্রীবিদ্যা দেববর্মা সেই মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তখন আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, সরকার তো তখন খাদ্য দেননি বরং তাদের উপর লাঠি চার্জ করেছিলেন। অনেক মা তাদের ছোট ছোট শিশু নিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছিলে তাদেরও রেহাই দেননি তখনকার সরকার। তখন তো শ্যামাচরন বাবুরা কিছু বলেননি? কিন্তু আজকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন কোন জায়গায় খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে তার জন্য আপনারা এত চীৎকার আরম্ভ করেছেন? কিন্তু সে সময় কি করেছিলেন? এটা স্বীকার করতে হবে বামফ্রন্ট সরকার মানুষের জন্য চিন্তা করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মতো খাদ্য শষ্য দিচ্ছেন না বলে আজকে এই খাদ্যাভাব সৃষ্টি হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিশেষ করে এন. আর. ই. পির মাধ্যমে জুম চাষের জন্য সাহার্য্য করা হচ্ছে। কৃষির ব্যাপারেও আমরা লক্ষ্য করেছি, বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে বাঁধ দিয়ে যাতে কিছু পরিমাণ ফসল গ্রামে করানো যায় তার জন্য চেষ্টা চলছে। মৎস্য দপ্তরের জন্য বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ব্যারেজ সৃষ্টি করা হচ্ছে, পাহাড়ী অঞ্চলে এন. আর. ই. পির বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বন দপ্তরে কিছু পরিমাণ কাজ করানোর চেষ্টা হচ্ছে। তবে আমরা যে জিনিষটা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত করা হয় নি, তার জন্য বহু জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হয় না। সেই সব জমিতে জল দেওয়ার জন্য টিউব ওয়েল, পাম্প মেশিনের, রিংওয়েল বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু কাজও চলছে। আমরা লক্ষ্য করেছি গত বছর যখন ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল তখন কংগ্রেস (ই) নেতা রাজেন্দ্র বাজপেয়ী তিনি ধর্মনগরে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং কিছু উপজাতি যুব সমিতির নেতাকে ডেকে বলেছিলেন, পাহাড়ে-বন্দরে লঙ্গরখানা খোলার জন্য আহ্বান তুলেছিলেন। তখন আমরা বলেছিলাম, প্রতি মাসে আমাদের ১২ টন খাদ্য দিতে হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি, তারা আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্য এবং এই

সরকারকে লোক-সমক্ষে হেয়-প্রতিপন্ন করার জন্য এই সব কথা বলছেন। শ্রীমতী বাজপেয়ী ত্রিপুরার সমগ্র অংশের মানুষের জন্য এন. আর. ই. পির মাধ্যমে যে কাজ এবং আমাদের যে সমস্ত দাবী সেগুলি তাঁরা বিরোধীতা করছেন। তাই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আবার জানতে চাই, যদি সত্যিই তারা সার্বিকভাবে মানুষের কল্যাণ করতে চান তাহলে শ্যামাচরন বাবুরা এই সব বক্তব্য পরিহার করে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা খাদ্যাভাব সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন এই সম্পর্কে যে এই সম্পর্কে আমিও একমত। ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্য-এর অভাব-এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারূপ করে কিছু হবে না। বামফ্রন্ট সরকারই গ্রামেগঞ্জে এই খাদ্যাভাব সৃষ্টি করেছেন। গ্রামে-গঞ্জে যে খাদ্যের অভাব তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার "ফুড ফর ওয়ার্কের ব্যবস্থা করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার এসে বলছেন তারা গ্রামের গরীব মানুষের খেয়ে বেচে থাকার জন্য তারা এই ব্যবস্থা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমানে দিয়ে থাকেন, তা কংগ্রেসের আমলের যা দিতেন তার চাইতে অনেক বেশী। কিন্তু আমি বলতে চাই ফুড ফর ওরার্কের কাজ দলীয় স্বার্থে ওরা যদি ব্যবহার করেছে তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য থেকে খাদ্যের অভাব যাচ্ছে না ওরা যদি দলীয় স্বার্থে ব্যবহার না করেন সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করতেন তাহলে এই অভাব থাকত না। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা উদার মনোভাব নিয়ে দলীয় স্বার্থাব বড় করে না দেখে ত্রিপুরার জনগনের সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করে যাবেন। তারা ত্রিপুরা রাজ্যের নীচু তলার মানুষকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। কেবলমাত্র ইন্দিরা গান্ধীকে দোষারোপ করলে চলবে না। আগের তুলনায় বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক বেশী খাদ্য অর্থ রাজ্য সরকারকে দিচ্ছেন। কিন্তু পূর্ব্বকার কংগ্রেস সরকার তার সীমিত অর্থের মধ্যে থেকেও আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্যান্ত রাস্তা করে দিয়ে গেছেন। যা দিয়ে অতি সহজেই এখন খাদ্য আমদামী করতে পারেন। কিন্তু আপনারা কি করেছেন? আপনারা বলেছেন, সাধারন মানুষকে বাঁচাবার জন্য আপনারা জমিতে ফসল ফলাবেন তার জন্য আপনারা স্কীম নিয়েছেন। আমরা অন্ততঃ পক্ষে এইটুকু বুঝি ইরিগেশান স্কীম উনারা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। উনারা এই ব্যাপারে কারচুপি করেছেন। আপনারা যে মেশিন কিনেছেন সেটা কোন কোম্পানীর মেশিন আমার জানা আছে। কার্য্যক্ষেত্রে এগুলি নকল হয়ে থাকে। একটা মেশিন যদি বামফ্রন্ট সরকার ৫ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করে থাকেন, তাহলে এর পার্টস কিনতে হয় ১০ হাজার টাকার। দলীয় স্বার্থে যদি এই ইরিগেশান স্কীমের ব্যবস্থা না করতেন তাহলে এই অভাব থাকতনা। আমরা লক্ষ্য করেছি, আমি বহু অফিসে গিয়েছি দেখেছি সেখানে ক্যাডার পোষনের নীতি। সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য আমি আশা করব যেহেতু উনারা দাবী করেছেন জনগণের ভোট পেয়ে উনারা এই বিধানসভায় এসেছেন য দণ্ড আমরা তা স্বীকার করছিনা, তবুও জনগণ তাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে। আমরাও আশা করব, ঐ ঘরিওয়ালা, বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকের টোকেন না দিয়ে গরীব মানুষের জন্য

কিছু করবেন, এই চিন্তাধারা তাদের থাকবে। ইন্দিরা গান্ধী যেটুকু দিচ্ছেন, সেইটুকুই আপনারা সুষ্ঠ্ভাবে বণ্টন করে তাদের অভাব অনটনের হাত থেকে রক্ষা করুন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা ত্রিপুরায় গ্রামাঞ্চলে, পাহাড়ী অঞ্চলে যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে বলে যে আলোচনা এনেছেন তাতে আমি অংশ গ্রহণ করে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমে, সবচেয়ে অবাক লাগে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে একটা কথা বলেছিলেন। কথাটা সত্যি। কথাটা কি? আমরা যদি কোন দিন গদীতে আসতে পারি ত্রিপুরার উপজাতিদের একজন একজন করে স্বর্গে পাঠাব। এইভাবে উনারা বলেছিলেন যে, ত্রিপুরার জনগণকে আর না খেয়ে অনাহারে মরতে দেবনা। আজকে যারা মন্ত্রী মহোদয় আছেন যারা কক্‌বরক ভাষায় বক্তব্য রাখেন, তারাও বলেছিলেন "(কক্‌বরক ভাষায় বক্তব্য)—

'তাবুক চিনি সরকার ফাইকা বা—থাইপং কুমুন চানাই কীরাইখা পক পক খে কালাই খা'বাইখা তাঁ।"

(এখন যেহেতু আমাদের সরকার এসেছে, পাকা কাঁঠাল খাবার লোক নেই, সব ঝড়ে ঝড়ে পড়ে যাচ্ছে)। এইভাবে তিলকে তাল করে বানিয়ে বলেছিলেন। ত্রিপুরার উপজাতিগণ বিশ্বাস করতেন ঠিকই যদি বামফ্রন্ট সরকার গদীতে আসেন তাহলে ওরা স্বর্গে যেতে পারবে। স্বর্গটা কোন স্বর্গ তারা তা বুঝেন নি। গত বৎসর যখন নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছিলেন খেদাছড়াতে ৪০ জন লোক অনাহারে মারা গেছেন। ওরা তা অস্বীকার করলেন। বললেন, না মারা যায়নি। তখন আবার নগেন্দ্র জমাতিয়া বললেন, না অনাহারে অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে তাদের মৃত্যু বরন করতে বাধ্য হয়েছে। সাব্রুমের কথা বলেছেন। সেটাও তারা অস্বীকার করেছেন। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের স্বর্গে পাঠানোর নমুনা।

যেহেতু বিরোধী দলের সদস্যরা এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন তার জন্যই এই প্রস্তাবটিকে বিরোধীতা করছেন। ত্রিপুরার বাস্তব জিনিসটাকে তারা বিরোধীতা করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ যেখানে বেশী, অনুন্নত শ্রেণীর লোক যেখানে বেশী সেখানে অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে মারা যাচ্ছে ওরা তা অস্বীকার করছেন, এইরকম আর কোন খানে দেখিনি। ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব চিত্র যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই, ত্রিপুরার উপজাতি ভাই বোনেরা এখনও সেই একই অবস্থায় আছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের চিত্র আমি এখানে তুলে ধরতে চাইনা। আমার বিশ্বাস মন্ত্রী মহোদয়গণ যারা গদীতে বসে আছেন উনারা নিশ্চয় জানবেন, যেহেতু উনারা গদীতে বসে আছেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি টাকা উপজাতিদের জন্য সবচেয়ে বেশী খরচ করা হচ্ছে। আর একটা কথা উনারা বলছেন বামফ্রন্ট সরকার এন এন, আর, ই. পি, এবং এস, আর, ই, পির মাধ্যমে সমস্ত গরীব অংশের মানুষকে তাদের দারিদ্রতা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু একথাটা কি ঠিক? যদি আমরা গ্রামের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখি প্রধানই ভিলার, আর ভিলারই প্রধান।

ভগীরথ গাঁওসভার প্রধান দশরথ ত্রিপুরা সেখানকার ডিলার। সেখানে ২ বৎসর ধরে ডিলারশীপ বন্ধ। ভগীরথ পাড়ার লোকেরা ভগরথ পাড়া থেকে চাল নিয়ে যায়। বি, আমি ডি, ওকে বললাম এখানে দুই বৎসর ধরে ডিলারশীপ বন্ধ হয়ে আছে আপনি কি জানেন? বি, ডি, ও, বলেন, না জানিনা। ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী নিশ্চয় জানেন দলপতি গাঁয়সভায় ২ মাস ধরে রেশন বন্ধ। উনি ফুড ইন্সপেকটরকে ডেকে বলেছিলেন, আপনি কি কোনদিন গো-ডাউনে গিয়েছিলেন? এই কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন। আপনি কি করতে এখানে আছেন? আমার কথা হচ্ছে যেখানে সরকার ১০ টাকা বা ১০ পয়সা বা যত পয়সাই হোক গরীবের জন্য বরাদ্দ করেন তা গরীবের কাজে না লেগে তা কেন অন্যের পকেটে চলে যায়। জুম চাষের জন্য তারা টাকা দেন ঠিকই। কিন্তু তা দেওয়া হয় অসময়ে। যেমন জুম কাটার সময় জুম নিড়ানোর টাকা দেওয়া হয়, জুমের ফসল যখন কেটে তারা ঘরে ধান গোলায় রাখেন তখন দেওয়া হয় জুমদের টাকা। এই হচ্ছে তাদের দেওয়ার নমুনা। তারা হচ্ছে গরীবের বন্ধু। ভগীরথের মত দুর্গম এলাকা রাইমা শর্মাতে যে হাজার হাজার পরিবার উচ্ছেদ হয়েছেন, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাদের পুনর্বাসন এখনও পাওয়া যায়নি বা পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি এমন অনেক পরিবার এখনও রয়ে গেছে। সেখানে যে অবস্থা এন, আর, ই, পি, এবং এস, আর, ই, পি সেখানে বন্ধ নভেম্বর মাস থেকে। নারায়ন পাড়া, গোমতী পাড়া এইসব পাড়াতে আপনারা গিয়ে দেখুন সেখানে এন, আর, ই, পি, এবং এস, আর, ই, পি বন্ধ।

এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খেদাছড়া, বৈঠাংবাড়ী, ধর্মনগর প্রত্যেকটি উপজাতি এলাকার যারা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল তাদের এই রকম অসুবিধার মধ্যে কাটাতে হয়। সুতরাং শুধু শাসক দল বলে নয় সকলের সমর্থন চাই। এই প্রস্তাবটি বিরোধী দল কর্তৃক আনীত হলেও এটা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের সমস্যাম সমাধানের দাবী। সুতরাং এই প্রস্তাবকে সকলেই সমর্থন করবেন বলে আমি আশা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখব।

আমরা দেখতে পেলাম বিগত ৫ বছরে এই ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের যে খাদ্যনীতি চালু করা হয়েছে সেই খাদ্যনীতির ফলে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জীবন কি সমতল অঞ্চলের গ্রামে কি পাহাড় অঞ্চলে সর্বত্র তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার বামফ্রন্ট সরকারকে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে ত্রিপুরার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তা সঠিকভাবে প্রয়োগ না করে সেগুলি নয় ছয় করে সেই কোটি কোটি টাকাকে নিজেদের দলের কাজে লাগিয়ে নিজেদের পকেট পূর্তি করছে। আর খাদ্য উৎপাদনের প্রচেষ্টাকে বানচাল করছে। অপর দিকে আমরা দেখতে পাই কেন্দ্রীয়

সরকার ত্রিপুরার জন্য যে চাল পাঠাচ্ছে সে চাল রেশনের দোকানের মাধ্যমে বিক্রি না করে সরকার বাজারের কালোবাজারীদের নিকট বিক্রি করছে। শুধু তাই নয় এই চাউল বাংলাদেশের চাউলের দাম যখন বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন সে চাল বাংলাদেশেও পাচার হয়েছিল। আমরা দেখেছি এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রত্যক্ষ মদতেই এই কালোবাজারীরা অবাধ তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং জিনিষ পত্রের দাম বাড়াচ্ছে। একদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে অন্যদিকে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। এটা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের খাদ্যনীতি-যার ফলে ত্রিপুরার পাহাড়ে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র মানুষ না খেয়ে মরছে। তার তথ্য মাননীয় বিরোধী সদস্য মাননীয় শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া তার বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। যখন খাদ্য সংকট দেখা দেয় তখন কেন্দ্রীয় সরকার ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করেছিলেন যাতে করে সাধারণ মানুষ তার আহার যোগাড় করতে পারে অথচ বামফ্রণ্ট সরকার বলছেন যে তারাই নাকি এই 'ফুডফর ওয়ার্ক' চালু করেছিলেন।

সুতরাং আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষের জন্য কেন্দ্রিয় সরকার যে প্রকল্প গ্রহণ করেন তা ত্রিপুরায় ও চালু হয় আর বামফ্রণ্ট সরকার জনগনকে ভুল বুঝিয়ে বলেন যে এটা তাদেরই পলিসি। আর যখন কোন কিছুর অভাব ঘটে তখন তারা বলেন যে কেন্দ্রিয় সরকার কিছুই দিচ্ছেন না যারফলে এই অভাব দেখা দিয়াছে। এখানে বলা হয়েছে যে এন, আর, ই, পি এবং এস. আর, ই, পি, র টাকা নাকি কেন্দ্রিয় সরকার দিচ্ছেন না। এবং সেই কারনে ত্রিপুরার মানুষের অভাবকে মিটাবার জন্য তাদের বাজেট থেকে নাকি সেটা মোকাবিলা করা হচ্ছে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার চাপিয়ে যাচ্ছেন যে, তারা বিগত পাঁচ বৎসরে ফুড্ ফর্ ওয়ার্কের কেন্দ্রিয় সরকার যে টাকা দিয়াছেন তার সঠিক হিসাব এখনো বামফ্রণ্ট সরকার দিতে পারেন নি। কেন্দ্র থেকে বার বার বলা হচ্ছে যে আগের হিসাব ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে তবে এন, আর, ই, পি, র টাকা নিয়ে যাও। কিন্তু সে টাকা দিয়ে তারা পার্টির ফাণ্ড বৃদ্ধি করেছেন নয় ছয় করে, আর এখন টাকার অভাবে এন, আর, ই, পির, এবং এস, আর, ই, পি,র কাজ করতে পারছেনা টাকার অভাবে। তাই এখন সাধারণ মানুষকে ধকা দেবার জন্য বলা হচ্ছে যে কেন্দ্রিয় সরকার টাকা দিচ্ছেন না। সুতরাং এই ভুল খাদ্যনীতির ফলে ত্রিপুরার এই খাদ্য সংকট।

আমি তাই দাবী করছি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দেবার জন্য আপনারা যেভাবেই হোক অবিলম্বে একটা হিসাব দিয়ে এই এন, আর, ই, পি, এর টাকা নিয়ে আসুন এবং সেই টাকা দিয়ে খাদ্য উৎপাদনের জন্য কেন্দ্রিয় সরকার যে সমস্ত প্রকল্পগুলি চালু করেছে সেগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ান। আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে এবং পাহাড় অঞ্চলে যেখানে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে সেখানে আপনারা লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী রাম কুমার নাথ মহোদয়কে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রী রামকুমার নাথ :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামা চরন ত্রিপুরা ত্রিপুরার খাদ্য যে সম্পর্কে প্রস্তাব এনেছেন এটা এখন আলোচনার প্রয়োজন আছে। এবং এই

সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে, ত্রিপুরায় এখন কোন খাদ্য সংকট নেই এবং কি গ্রাম কি পাহার অঞ্চলে কোথায় কোন গরীব মানুষ অনাহারে মারা যাননি এটা অত্যন্ত সুখের বিষয়। আমি আরো বলব যে ১৯৮১ সনের খরায় ত্রিপুরায় খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল সত্যি। কারণ সে খরার কবলে পড়ে ত্রিপুরা আউস, আমনফসল সম্পূর্ণরূপে পুড়ে গিয়েছিল। সেই সংকটের সময়ে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের মুখে যথাঅথভাবেই খাদ্য যুগিয়েছেন। তাই আজকের এই দুদিনে খাদ্য সংকট স্বীকার করছি না। অভাব আছে এবং আমরা অভাব মেটাব। আমি বলছি গত বৎসরে যেমন ফসল ভাল ছিল এবং সংগে সংগে জেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার পর জেলা পরিষদের মাধ্যমে যাতে জুম চাষ ভাল হয় তার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং বীজ ধান লাগানোর জন্য অনুদান এবং জংগল কাটার জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে, যেটা নাকি ত্রিপুরায় কোন দিন দেওয়া হয় নি। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে এই অবস্থা হয়েছে। তার ফলে ত্রিপুরায় খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। এই বৎসরও সংকট রাখা হবে না। পরিষ্কার এই বিষয়ে আশ্বাস দিতে পারি। ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য গুদামগুলিতে ১০,৫০০ টনের মত চাল এবং ১৮০০ টনের মত গম মজুদ আছে। উপরন্তু ভারতীয় খাদ্য নিগমের হাতেও এই রাজ্যে ৩৫০০ চাল মজুত আছে এবং ৩,০০০ টন গম মজুদ আছে। আমি ধর্মনগর গিয়ে জানলাম বেশ কিছু টন চাল এসে পৌছেচে। এই মাত্র ওয়াগন আসতে শুরু করেছে। এইভাবে যদি সরবরাহ ঠিক থাকে তাহলে ত্রিপুরার একটা মানুষও না খেয়ে থাকবে না।

ধর্মনগরে খেদাছড়া এবং ভাণ্ডারিমা এলাকার খাদ্য পরিস্থিতি কি সেটা আমি জেনেছি। সেখানে খাদ্য পাঠানোর ব্যাপারে কোন সময়েই অসুবিধা হবে না। ত্রিপুরা সরকারের হাতে যে খাদ্য আছে, ভারতীয় খাদ্য নিগম থেকে যে চাউল দেওয়া হয় তা সাধারণত ভোক্তা সাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না, এই বিষয়ে বহুবার বলা হয়েছে। এই সমস্ত খারাপ চাউল যদি না আসে, আমরা বলেছি ভাল চাল না এলে খারাপ চাল নেব না। কিন্তু তারা ভাল চাল আনবে না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে আমাদের মানুষের খাদ্যের উপযুক্ত ভাল চাল দেন। আমাদের উত্তর ত্রিপুরায় আতপ চালের চাহিদা বেশী। কিন্তু ভারত সরকার শুধু সেদ্ধ চাল দিচ্ছেন। সুতরাং যেভাবে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, সকলে যদি সহযোগিতা করেন, সরকারী কর্মচারীরা যদি সহযোগিতা করেন, তাহলে সকলের ভূমিকায় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখতে পারব এবং সেইজন্য সকলকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। সংগে সংগে আসামের যে পরিস্থিতি চলেছে সেই পরিস্থিতিতে যদি খাদ্য ত্রিপুরায় আসতে অসুবিধা হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে। আজকে ফেব্রুয়ারী মাস। এই সময়ে ভাল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রয়োজন। তার জন্য সকলেরই সহযোগিতা দরকার। আমরা সরকার পক্ষ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

খোলা বাজারে রেশন চাল বিক্রি হচ্ছে। আমার অনুরোধ যে যদি কারো চোখে এটা পড়ে তাহলে সরকারের দৃষ্টিতে সেটা আনা হয়। ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের হাতে চাল ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী এই সরকার নয়। আমি খাদ্য সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে চেষ্টা করবো এই আশা নিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ত্রিপুরা আলোচনার জন্য যে মোশানটা উপস্থিত করছেন আমি সেই সম্পর্কে কিছু বলব। ত্রিপুরায় খাদ্য সমাস্যাটা খাদ্যের নয়। সমস্যাটা হচ্ছে কেনাবার। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় চালের দর সর্ব্বনিম্ন আড়াই টাকা এবং সর্ব্বোচ্চ হচ্ছে সাড়ে তিন টাকা। কোন কৃষক আড়াই টাকার নিচে বিক্রি করতে পারে না। এর কমে তার পোষায় না। আগরতলা শহরে চালের দরটা বেশী এবং সেটা হচ্ছে ভাল চালটা সাড়ে তিন টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যে যান একমাত্র দক্ষিণ এলাকায় দুই একটি বাজা ছাড়া, এই দরে ভাল চাল পাবেন না। দিল্লীতে যান. সেখানেও এই দরে ভাল চাল বিক্রি হয় না। কলকাতায় যদি যান তাহলেও এর চেয়ে আরও এক টাকা বেশী দর আছে। এমন উড়িষ্যাতেও যদি যান, আরও বেশী। যদিও উড়িষ্যা সারপ্লাস এরিয়া। কাজেই খাদ্যের অভাব নেই। খাদ্যের অভাব সেখানে যেখানে খাদ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু কেনবার ক্ষমতা নাই।

এই যে শতকরা ৮২ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে, এই লোকগুলি কোথায় থেকে এসেছে ? না, এরা এই দেশেরই লোক. এদের অধিকাংশই জুমিয়া, এদের জুম চাষ করে খাদ্যের সংস্থান করতে হয়। কাজেই এই যে কতগুলি এলাকা আছে, এই এলাকাগুলিতে প্রতি বছর এমন সময় বৎসরই খাদ্যের অভাব দেখা যায়। তাদের বছরে দুই তিন মাসের খোরাকী হয় কিনা, সন্দেহ। জুমিয়ার জমিতে বেশী বৃষ্টি হলে, তাদের ফসল নষ্ট হয়, আবার কম বৃষ্টি হলেও ফসল নষ্ট হয়, অথচ তাদের এই জুম চাষের উপরই নির্ভর করতে হয়। এ যেন একটা কঠিন অবস্থার সঙ্গে তাদের লড়াই করে বাঁচতে হয়। এখানে মাননীয় একজন সদস্য বলেছেন, তাদের নাকি জুম কাটতে দেওয়া হয় না। কিন্তু আমি বলব তাঁর একথা আদৌ ঠিক নয়। সেই দিন পার হয়ে গেছে, যখন জুম কাটার জন্য ট্যাক্স দিতে হত, জুম কাটার জন্য হাজার হাজার কেইস হত। মাননীয় সদস্য, একটা কেইসও দেখাতে পারবেন না যে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর জুম কাটার জন্য একটি কেইস হয়েছে। আমরা সরকারে আসার পর স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি যে জায়গায় হউক, সেটা রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যেই হউক, জুমিয়াকে জুম কাটার জন বাধা দিতে পারবে না। আমাদের আগে তাদের খোরাকির ব্যবস্থা করতে হবে, আমাদের দায়িত্ব তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এই সব করা শেষ হলেই আমরা জুম বন্ধ করব। মানুষ গাছের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। এটা কংগ্রেসের আমলে ছিল না মানুষের জীবন মূল্যবান ছিল না। আজকে বামফ্রন্ট আসার পরেই এ কথাটা চিন্তা করা হচ্ছে যে গাছের চেয়ে মানুষের জীবন মূল্যবান। দিল্লীতে এই কথা কেউ চিন্তা করে না। দিল্লীর যে রিজার্ভ ফরেষ্ট এ্যাক্ট আছে, সেই এ্যাক্টের মধ্যে রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় কোন জুমিয়া পরিবারকে জুম কাটার ব্যবস্থা করে দেবেন কি ? না, তারা কখনই তা করে দেবেন না। আমি রাও বীরেন্দ্র সিংএর সঙ্গে যে সব চিটি পত্র দিয়েছি, সেগুলি কেউ চাইলে আমি দেখাতে পারি। তাদের সেই এ্যাক্টে একটা রাবার প্লেন্টেশান পর্য্যন্ত করা যাবে না। কি নীতিতে দিল্লী পরিচালিত হচ্ছে ? মানুষকে সাহায্য করবার জন্য, না কি মানুষের সর্বনাশ করবার জন্য ? আমি মাননীয় কেন্দ্রীয় সরকরের মন্ত্রীকে বলেছি যে আপনাদের আইন যদি আমার রাজ্যে প্রয়োগ করার ক্ষমতাও দেন, তাহলে আমার পক্ষে

সেটা মানা সম্ভব নয়। কারণ তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের সর্বনাস হয়ে যাবে, তারা মারা যাবে। আমরা তাদের পুর্ণবাসনের ব্যবস্থা না করে, ট্রাইবেল এলাকায় একটা সম্ভু না করে, রাবার বাগান না করে কিম্বা এ্যাফোরেষ্টেশান না করে, আমাদের পক্ষে সম্ভবতঃ এটা মানা সম্ভব নয়। দিল্লীর মত এই রকম সরকার এখানে বসে নি। টিপসই সরকার আর এখানে সেই, তার মৃত্যু হয়েছে, সেই রকম সরকার আর হয়তো এখানে হবে না। আমরা কিন্তু টিপ-সই দেওয়ার জন্ত এখানে আসি নি। আমরা মানুষকে বাঁচাবার জন্ত এখানে এসেছি। মাননীয় সদস্য শ্রীত্রিপুরা যে কয়েকটা এলাকায় কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, আমরা সেই এলাকাগুলি চিহ্নিত করেছি। যেমন কান্চনপুরে কয়েকটা জায়গা আছে, আমি কয়েকদিন আগে ধর্মনগর গিয়েছিলাম। সেখানকার ৮টা পঞ্চায়েত খুবই দুরাবস্থার মধ্যে আছে। সেই দুরাবস্থা খাদ্য নেই বলে নয়। খাদ্য আছে, কিন্তু কিনবার পয়সা নেই। সেই এলাকাগুলি চিহ্নিত করে সেখানে যাতে সব রকমের কাজ দিতে পারা যায়, তার জন্ত আমি বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি। আমি সেখান থেকে ফিরে এসে ফয়েই দপ্তরকে বলে দিয়েছে যে আপনারা শীঘ্রই সেখানে যান এবং সেখানে গিয়ে অভাবী লোকদের কাজ দিন। কিন্তু তাতে কি হবে? উগ্রপন্থিদের আক্রমণে আমাদের দপ্তরের রেসনশপ পর্য্যন্ত সেখানে চালানো সম্ভব নয়। তাই কয়েকদিন আগে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সেখানে পুলিশ ক্যাম্প বসিবে পুলিশের হাত দিয়ে এসব কাজ করানো হবে। কি করব সেখানে বি, ডি, ও যেতে পারে না, কর্মচারী যেতে পারে না, এমন কি মাস্টার মশাইরা সেখানে থাকতে পারছেন না। কাজেই এই অবস্থায় সেখান কার কাজ কর্ম কাদের দিয়ে চালানো হবে? মানুষ সেখানে শান্তিতে দিন কাটাতে পারছে না, তারা সেখানে বনে যেতে পারছে না লাকড়ি, ছন, বেত কিছুই সংগ্রহ করতে পারছে না যে, ঐ সমস্ত জিনিষ বিক্রি করে তারা জীবন যাপন করতে পারবে। মহাজনেরা সেখানকার বাঁশ, বেত, ছন আগরতলায় নিয়ে আসত্তে, তারা সেই জায়গায় দাম পাবে না, কাজেই মহাজনেরা অল্প দামে সেই সব জিনিস পত্র কিনতে পারবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে কংগ্রেসী আমলে এক গোছা ছন বিক্রি করার জন্য ট্যাক্স আদায় করা হত, লাকড়ি বিক্রি করার জন্ত ট্যাক্স আদায় করা হত। কিন্তু আমরা বলেছি, যারা জীবিকা অর্জনের জন্ত এগুলি করছে, তাদের উপর কোন ট্যাক্স নেই। আর যারা কনট্রাক্টার বা ঠিকাদার তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করতে হবে। তাই আমি যে কথা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি তাদের সারা বছর ধরে কাজ দিতে পারি। মাননীয় সদস্ত, যিনি এই আলোচনার সূত্রপাত করেছে, আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ১৯৭৩ সালে ঐ ছা-মজুর ব্লকে যখন আমরা ২ থেকে ৩ হাজার লোক নিয়ে কাজের দাবীতে বসেছিলাম, ২৪ ঘণ্টা বসেছিলাম, তখন বি, ডি, ও আমাদেরকে দুই টাকা করে দিয়েছিলেন, মেয়েদের বোধ হয় দেড় টাকা করে দিয়ে ছিলেন। সেই গোবিন্দ বাড়ীতে ২/৩ হাজার লোক নিয়ে ২৪ ঘণ্টা বসার পর ঐ সুখময় সেনগুপ্তের সরকার আমাদের কে দেড় থেকে দুই টাকা দিয়েছিলেন। আজকে সেটা ইতিহাস হয়ে গেছে, সেদিন আর ফিরে আসবেনা। মানুষ সেই অতীত দিনের কথা আজ স্মরন করবে। আমরা এ, ডি, সি, কে সেই এলাকা দিয়ে দিয়েছি, আমরা বলে দিয়েছি ভূমি-

যাদের দেখার দায়িত্ব তোমাদের। তারা ইতিমধ্যে জুমিয়াদের দেওয়ার জন্য জুম বীজ কিনবার চেষ্টা করছেন। মাননীয় সদস্য অবশ্য বলেছেন যে আমাদের দপ্তর থেকে অনেক কাজ দেরীতে করা হয়। এটা ঠিক যে এর আগেই জুম বীজ কেনা উচিত ছিল। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে জুমিয়াদের জুম লাগাবার টাকা সময় মত দিতে পারি। আমি এখানে এই প্রতি শ্রুতি দিচ্ছি যে কোন লোককে আমরা না খেয়ে মরতে দেবনা। আমি বি, ডি, সির মিটিং এ গ্রাম প্রধানদের বলেছি যে কোন লোক না খেয়ে মারা গেলে, আপনাদেরই কাট গড়ায় দাঁড় করাব, মানুষকে বাচানোর জন্য বামফ্রণ্টের টাকার অভাব হবেনা। একথা কোন লোক বলতে পারবে না যে বামফ্রণ্টের আমলে আমরা সাহায্য চেয়ে, সাহায্য পাই নি। টাকা মানুষ কে বাচাবার জন্য, মানুষকে মারবার জন্য নয় অথবা বড় বড় হোটেল করবার জন্য নয়। শ্রীমতি গান্ধী টাকা খরচ করেন ফাইভ ষ্টার হোটেল তৈরী করার জন্য। এই তো কিছুদিন আগে ১৮শ কোটি টাকা খরচ করেছেন এশিয়াডের জন্য, গরীবের জন্য নয়। আমরা গর্বিত যে আমরা ঐ গরীব লোকদের জন্য কিছু করতে পারছি। কিন্তু তারা বলছেন আমরা টাকা খরচ করছি ক্যাডার পোষার জন্য। ঐ সমস্ত গরীব মানুষই আমাদের ক্যাডার, আমরা গরীব মানুষকে বাচানোর জন্য টাকা খরচ করি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, বলা হয়েছে টাকার হিসাব দিতে পারছি না বলে ফুড ফর ওয়ার্কের বদলে এন, আর, ই, সি চালু করা হয়েছে। অজ্ঞতারও একটা সীমা থাকা উচিত। এটা শুধু কি আমাদের জন্য হয়েছে, এটা সারা ভারতবর্ষে চালু হয়েছে। আমেরিকা বলে দিয়েছে যে আমরা ঋণ দিচ্ছি, কিন্তু দাদন খয়রাতি করার জন্য নয়। জনতা সরকার এই সুযোগটা চালু করেছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এসে এটাকে এক বছর চালু রাখলেন, তারপর বন্ধ করে দিলেন। কারন আমেরিকা বলে দিয়েছে ঋণ দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু এই দিয়ে দাদন খয়রাতি দেওয়া যাবে না। কিন্তু এই ঋণ নেওয়ার ফল কি? তা আপনারা হয়তো আজ রাত্রিতেই জানতে পারবেন যে রেল এর ভাড়া বেড়ে গিয়েছে, ডিজেলের দাম বেড়ে গিয়েছে, এমন কি কেরোসিনের দাম বেড়ে গিয়েছে। নিয়ন লাইটের দাম নয়, ঐ কেরোসিনের দাম বেড়েছে। কাজেই একথাটা বুঝতে হবে যে কেন নিয়ন লাইটের দাম বাড়েনি, অথচ কেরোসিনের দাম বেড়েছে। অর্থাৎ বড়লোক যারা নিয়ন লাইট জ্বালায়, তাদের উপর মূল্য বৃদ্ধির হাত পড়লো না, কিন্তু যে একটা কেরোসিনের আলো জ্বালত, তার সেই আলোটা দাম বৃদ্ধি করে নির্ভয়ে দেওয়া হল। এই সব কথা বুঝার লোক বিরোধী দলে খুব কমই আছে। তারপরে বলা হয়েছে ব্লেকে চাউল পাচার হচ্ছে। এফ, সি, আই,র কত চাউল ধরা পড়েছে, হাতে নাতে ধরিয়া দেওয়া হয়েছে, তবু সেই চাউল ঐ গোলবাজারে চলে যায়। কারা ধরিয়ে দিয়েছেন? ঐ দপ্তরের কর্মচারীরা, নিম্ন শ্রেনীর কর্মচারীরা যারা খুবই গরীব, তাদেরকে কি বলা হবে আমাদের ক্যাডার। বলুন, তাতে আপত্তি নাই, তারা যদি একটা ভাল কাজ করে থাকেন, তাহলে আমাদের ক্যাডার হবেন, এত ভাল কথা। কাজেই ব্লেক করার সময়তে ওদের সাহায্য করবার জন্য ওরা যদি আসে, তাহলে কালো বাজার আলো করে রাখতে পারেন, কালো বাজার আরও আলো হবে। কালো বাজার আর আলো হবে না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে

কালো বাজার আর আলো করার জন্য আর কেউ আসবে না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে কালো বাজার আর আলো কারার জন্য আর কেউ আসবে না। বিরোধী দলের মাননীয় মাননীয় চেষ্টা করেও আর আনতে পারবেন না। উদের ধর্মঘট একেবারে ব্যর্থ হল। উদের এটা বুঝতে হবে যে কালো বাজারের বন্ধু কারা। মাননীয় স্পীকার স্যার বাংলা দেশে কোন চাউল এখন যাচ্ছে না আর বাংলাদেশের বর্ডার পাহাড়া দেওয়ার দায়িত্ব বি. এস. এফ. এর রাজ্য সরকারের নয়। আমরা আরও বি. এস. এফ. চেয়েছি যদি আরও বি. এস. এফ. আমরা পাই তাহলে বাংলা দেশের বর্ডার আরও কঠোর ভাবে পাহাড়া দেওয়া যাবে। এবং সেই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বলা হয়েছে খাদ্য নিয়ে রাজনীতির কথা—আমিতো ভেবেছিলাম যে শুধু আমরাই চিৎকার করছি। সেই ১৯৮১ সাল থেকে চিতকার করছি—মাত্র ২ হাজার মেট্রিক টন চাউল যা যে কোন গোদাম সাফ করলেই পাওয়া যায়—এখানে আর একটা কথা না বলে পারছি না তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে খাদ্যের জন্য অনশন করতে হয়। তামিলনাড়ু ত্রিপুরার মত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য নয়। তাঁকেও অনশন করতে হয় সামান্য চাউলের জন্য। যে রাজ্য চাউলের জন্য সারপ্লাস ছিল আজকে দুর্দিনে পরে চাউল চেয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী বললেন যে আগে হিসাব দাও তারপর চাউল পাঠাব। কতখানি দরদ মানুষের জন্য দেখুনতো : তামিলনাড়ুতে শ্রীমতী গান্ধী তার সরকার নয় সেজন্য বলা হচ্ছে যে আগে হিসাব দাও তারপর চাউল পাবে। আর পশ্চিম বঙ্গের কথাতো আলাদা সেখানে তো বামফ্রন্ট সরকার। শতকরা ৫০ জন কৃষক একটা প্রচণ্ড খরার মধ্যে এক ছিটা চাউল ঘরে তুলতে পারে নাই। তাদের হাতে পয়সা নেই তারা আমাদের মত এস. আর. ই. পি. চালু করে দিল—জানতো না আমাদের কাছ থেকেই শিখেছে। আমরা ছোট রাজ্য হইলেও আমরা তাদের শিখিয়েছি। সমস্ত দপ্তরের টাকা একত্র করে ঐ গরীব মানুষদের আমরা কাজ দিয়েছি। আমি এখানকার ট্রাইবেল বন্ধুদের জিজ্ঞাস করতে চাই যে গত বছর কি ভাবে আমরা চাউল দিয়েছি, টাকা দিয়েছি। আমরা উদের বলেছি যে, তোমরা ঠিক করে দাও, কারা কাজ করবে। ৫ হাজার ১০ হাজার ১৫ হাজার টাকা দিয়েছি পি. ডবলিউ. ডি.র কাজ করুক, ব্লকের কাজ করুক বিভিন্ন দপ্তর থেকে তাদের আমরা কাজ দিয়েছি। অস্বীকার করতে পারবেন। কেন দিয়েছি কেডার পোষার জন্য নয়। গরীব মানুষকে বাঁচাবার জন্য দিয়েছি। আসলে উদের আক্রোশটা কেন আক্রোশ হচ্ছে যে সব কিছু নীচের তলায় চলে যাচ্ছে উপর তলায় যাচ্ছে না। উপরে তোলার সিড়ি আমরা কেড়ে নিয়েছি এটা বামফ্রন্ট কেড়ে নিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এটা আর আসবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি খাদ্য যে সমস্ত দোকান আছে আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল দুঃখের বিষয় সেটা আমরা কার্য্যকরী করতে পারি নাই। সেটা হচ্ছে ডিলারশিপটা ল্যাম্পস্, প্যাক্স, কোপারেটিভের হাতে তুলে দেওয়া। প্রাইভেট ডিলারশিপ তুলে দিয়ে সেটা কোপারেটিবের হাতে দিয়ে দেওয়া এটাই তাদের আক্রোশের কারণ। এই প্রাইভেট ডিলাররা বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতির জন্য ধরা পড়েছে এবং তাদের শাস্তি হয়েছে। সেগুলি আমরা ল্যাম্পসের হাতে প্যাক্সের হাতে আমরা তুলে দিতে চাইছি এবং প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ চলে গিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সেই সব ক্ষেত্রে কৃতিত্বের দাবী করতে পারে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফুড ওয়ার্ক আগে জোর করে লেভী আদায় করার জন্য রাস্তায় রাস্তায় বাঁশ দিয়ে গাড়ী আটক করে দক্ষিণা আদায়

করা হত। আমরা সেই লেভী আদায় বন্ধ করে দিয়েছি ত্রিপুরায় রাস্তায় রাস্তায় আর বাঁশ পরবে না পয়সা আদায় করার জন্য। সেই পথ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। সেই লেভী আদায়ের সুযোগে এই সমস্ত প্রধান আর দালালরা গ্রামের গরীব মানুষদের কাছ থেকে জোর করে ধান আদায় করত আর সেই সব দালালরা আর গ্রামে ঢুকতে পারবে না। আমরা আসার পর ত্রিপুরায় কোন সময় চাউলের দাম বাড়ে নাই। চাউলে আর গুদামজাত করতে পারে নাই এবং খাদ্যের সংকটও তৈরী করতে পারে নাই। আমাদের সমস্যা হচ্ছে কিনার সমস্যা এবং আমরা চেষ্টা করব সেই সমস্যা সমাধান করতে। আমাদের খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। মাননীয় সদস্যদের এটা বুঝা উচিত যে এত বড় খরা যদি না হত তাহলে এই ৫ বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারতাম। আমি আশা করছি আগামী ৫ বছরের মধ্যে আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারব। অবশ্য সেই সংগে খাদ্যের চাহিদাও বাড়বে। এটা মনে করার কারণ নাই যে খাদ্যের চাহিদা বাড়বে না কারণ আমরা গরীব মানুষের হাতে পয়সা তুলে দেব এবং যারা আজকে এক বেলা খাচ্ছে তারা তখন দুই বেলা খাবে তখন খাদ্যের চাহিদা আরও বাড়বে। সেই দিন আর বেশী দূরে নয়। এবং সেই আশা রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—আলোচনা শেষ হল। আমি একটা সর্ট ডিস্কাশনের নোটিশ পেয়েছি সেট এনেছেনমাননীয় সদস্য মানিক সরকার। সেটির বিষয় বস্তু হচ্ছে "নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ বিঘ্ন সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য মানিক সরকারকে অনুরোধ করছি তাঁর নোটিশটির উপর আলোচনার জন্য।

শ্রী মানিক সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে স্বল্পকালীন আলোচনার জন্য নোটিশ দিয়েছি তার মধ্যে বলা হয়েছে ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের সরবরাহের বিঘ্ন সম্পর্কে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল যে আসামে বিচ্ছিন্নতাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের ফলে ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটা সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই সভায় যারা আছি তাঁরা প্রত্যেকেই জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি অত্যাবশ্যক সামগ্রীর জন্য এই রাজ্যের মানুষকে বাইরের উপর নির্ভর করতে হয়। এবং আমরা এও জানি যে এই রাজ্যের তিন দিকে বাংলাদেশের সীমানা দিয়ে ঘেরা এবং সেই দিকগুলি দিয়ে কোন সাহায্য পাওয়ার সুযোগ নাই। মাত্র একটি দিক আসামের সংগেযুক্ত আছে এবং আসামের মধ্য দিয়ে রেল লাইনের উপর ভিত্তি করে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন সময়ে যান্ত্রিক গোলযোগ প্রাকৃতি কারণে, বা অন্য কোন গণ্ডগোলের কারণে রেল চলাচল বিঘ্নিত হতে পারে। এবং পরিণতিস্বরূপ ত্রিপুরা রাজ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হবে এবং ত্রিপুরায় ২১ লক্ষ মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি পাওয়ার প্রশ্নে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এই বিধান সভায় বার বার এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং একটা দাবী প্রায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়েছিল যে ত্রিপুরা রাজ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহকে নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সরবরাহের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং এই পণ্য সামগ্রী মজুত রাখার জন্য, রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য গোডাউনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে

হবে। এফ. সি. আই. যে সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করছে সেই এফ. সি. আই. সম্পর্কে এই বিধানসভায় বিভিন্ন প্রস্তাব ইত্যাদির মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে যোগান বা সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য। বলা হয়েছে যে আপনারা গোডাউনের ব্যবস্থা করুন। এই প্রশ্নে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বরাদ্দকৃত চাউল এফ. সি. আই. দিচ্ছে না এবং বলেছে যে গোডাউন নেই। এই অজুহাত দেখিয়ে বরাদ্দকৃত চাউল অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এবং এর ফলে চাউলের অভাবের দরুন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং অপর দিকে কালো-বাজারী, মজুতদাররা এর সুযোগ নিচ্ছে। এফ. সি. আই. কে বার বার অনুরোধ করা স্বত্বেও দেখা গেল যে তারা গোডাউন করার জন্য কোন উদ্যোগ নেয় নি। রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করে তাদের সমস্ত কাজকর্ম চালাবার চেষ্টা করেছে। প্রসংগত ত্রিপুরা রাজ্যে ইস্পাত তৈরী হয় না। ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যেই সেটা উৎপাদিত হয় না। কিন্তু ত্রিপুরার মত একটা অনুন্নত রাজ্য তার কলকারখানা শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে তার ইনফ্রাসট্রাকচার তৈরী করতে ইস্পাত, লোহার বিশেষ প্রয়োজন। তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ষ্টিল অথরিটিকে অনুরোধ করেছিলেন যে আপনারা এখানে ইস্পাত মজুত করার জন্য গোডাউনের ব্যবস্থা করুন এবং ষ্টিল অথরিটির অনুরোধে ধর্মনগরে গোডাউনের জন্য জায়গাও দেখা হয়েছিল কিন্তু আজ পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল আজকেও গোডাউন হল না। এই ঘটনাগুলি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার একটা বৈমাতৃসুলভ মনোভাব পোষণ করছেন। গত সাড়ে তিন বৎসরে আমরা লক্ষ করেছি আসামে বিদেশী শক্তির মদত পুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি সেখানে একটা জাতীয় ঐক্য বিরোধী দেশের সংহতি বিরোধী একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং সেখানকার মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছে। এর ফলে আসামের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে এবং সেখানকার মানুষও বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এই আন্দোলনের জন্য সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই বিচ্ছিন্নতা বাদী শক্তিগুলি সেখানে আন্দোলন করতে গিয়ে রেল লাইন বিকল করে দিচ্ছে এবং যারা সরবরাহের কাজ করছে তাদেরকে খুন করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সরবরাহও বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এই রাজ্যের কালোবাজারী, মজুতদাররা হাড়ে হাড়ে তার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে আসামে নির্বাচনকে ঘিরে তাতে জন জীবন এবং রেল চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। কিছু দিন আগে আমি কাছারে গিয়েছিলাম সেখানে শিলচর থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস উলটা আসামে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। এই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন আসামের মানুষ। এই অবস্থায় এই আসামের উপর দিয়েই আসছে ত্রিপুরার সামগ্রী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকেও তার দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আমরা এখানে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য পেট্রোল জাত কোন দ্রব্য রেলের মাধ্যমে বুকিং হচ্ছে না এবং তার ফলে পেট্রোল, কেরোসিন ও ডিজেলের স্কারসিটি থাকছে এবং কালোবাজারী মজুতদার তার সুযোগ নিচ্ছে। গত দশ দিন যাবত কোন বুকিং হচ্ছে না। গত এক পক্ষ কালের মধ্যে ৬০ ওয়াগন চাউল এবং ১১ ওয়াগন গম ধর্মনগরের চুরাই বাড়ীতে এসেছে এবং জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে ত্রিপুরার জন্য ১১৮ টন চাউল এসেছে।

এইভাবে সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পরেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি বর্ত্তমানে আসাম আনন্দোলনের নামে হিংসাত্মক কাজ সংগঠিত হচ্ছে এবং তার ফল ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে। এটাকে নিছক আসামের আভ্যন্তরী আন্দোলন বা গণ সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন এভাবে দেখলে এটাকে ভুল করা হবে। শ্রীমতী গান্ধী ১৯৮০ সালের লোকসভার নির্ব্বাচনের সময়ে বলেছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা ক্ষমতায় গেলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে না, মুদ্রাস্ফীতি হবে না, বেকার সমস্যার সমাধান হবে ইত্যাদি। আরও বলেছিলেন যে জনতা সরকার এই আসামের সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং দেশের অর্থনীতিকে তছনছ করে দিয়েছে। কিন্তু আসামের যে সমস্যা সে সমস্যার সৃষ্টি করেছে কে? শ্রীমতী গান্ধী কেন্দ্রে যখন জনতা সরকার ছিল তখন এই আসু ও গণ সংগ্রাম পরিষদের সংগে সুর মিলিয়ে বলেছিলেন যে আসামে অসমিয়াদের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে ৮০ ভাগ রিজার্ভ রাখতে হবে। এইভাবে সেই দিন শ্রীমতী গান্ধী আসামের জনগণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিভ্রান্ত হয় নি। কিন্তু গত সাড়ে তিন বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি যে শ্রীমতী গান্ধী তার প্রতিশ্রুতি পালন করেন নি এবং গত কয়েক বছর ধরে শ্রীমতী গান্ধী আন্দোলন সমর্থনকারীদের সঙ্গে বার বার বসে শলা পরামর্শ করছেন।

শ্রীমতী গান্ধীর এ ব্যাপারে মূল উদ্দেশ্য ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদীর হাত থেকে দেশ ও আসামকে রক্ষা করা নয়, মুল উদ্দেশ্য ছিল না উত্তর পূর্বাঞ্চলের শান্তি স্থাপন করা, লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিধানসভার ক্ষমতা দখল করা। যেখানে ইন্দিরা গান্ধীর বিধায়কের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ জন সেখানে তা বেড়ে দাঁড়াল ৪৫ জন। মাননীয় সদস্যরা জানেন, ৮০ সালের পর সেখানে আর নির্ব্বাচন হয় নি। যারা সেখানে বি, জে, পি, এবং আর, এস, এস, দের সমর্থন করত তাদের নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী বিধানসভা গঠন করলেন। সংখ্যা লঘিষ্ঠ একটি সরকার অগণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়ে গেল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সারা ভারতবর্ষে আজ কি চলছে? প্রতিদিন সেখানে মন্ত্রী পাল্টাচ্ছে। প্রতিদিন আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের বলে দিতে হচ্ছে, কারা কোন মন্ত্রী। রেষ্টুরেন্টে গেলে দেখা যায় মেনু লিষ্ট। অর্থাৎ আজকে কি কি পাওয়া যাবে। শ্রীমতী গান্ধী মন্ত্রীসভা ঠিক সেই রকম। আমাদের প্রতিদিন ঠিক করতে হচ্ছে, আজকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কারা। আসামে কেশব গগৈ মন্ত্রিসভা কারা হলো। কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। কিংবা হচ্ছে না। এইসব কারণে, শ্রীমতী গান্ধী, কংগ্রেস দল, কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য তাদের মুখোস উন্মোচন করছেন না। যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চক্রান্ত করছে সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আতাত করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে শ্রীমতী গান্ধীরাই বিপন্ন করে তুলছেন। এর পরিণতি হিসাবে আমরা লক্ষ্য করছি, আসাম জ্বলছে। এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিসের জন্য বাইরের দিকে তাকাতে হয়। তাদের উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা দেখলাম, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিগত বিধানসভার নির্ব্বাচনের সময় শ্রীমতী গান্ধী যে আঞ্চলিক দলের সর্ব্বভারতীয় কোন স্বীকৃতি নেই, যাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং স্বৈরাচারী ভাব সক্রিয়, যাদের বিধানসভায় পাঠান উচিত নয়, সেইসব লোকদের যারা জুনের দাঙ্গার নিয়ন্ত্রক, আসামীর কাঠগড়ায়,

জুনের দাঙ্গার জন্য দায়ীদের জনবিচ্ছিন্ন করতে ত্রিপুরা সরকার একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন সেইসব রক্তমাখা অন্ধকারের জীবদের গর্ত থেকে বের করে এনে যে সরকার গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করছে তাদের সরকার থেকে হঠানোর জন্য চেষ্টা চলছে। আসামের মধ্যে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। শত শত বছরের কষ্টের ফল যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি সেই স্বাধীনতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। শ্রীমতী গান্ধী তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন, সারা ভারতবর্ষে ১৯৫২ সালের পর থেকে যে কোন নির্বাচনই এক দিনে নির্বাচন হয়। কিন্তু আমরা দেখছি, আসামে সেই এক দিনের নির্বাচন তিন দিনে অনুষ্ঠীত হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরা রাজ্যের বিগত বিধানসভার নির্বাচনে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা নেই বলে দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু আসামে কি চলছে। শ্রীমতী গান্ধীর হিম্মৎ নেই, গৌহাটিতে নির্বাচনী জনসভা করার। সি, আর, পি. মেলিটারী পরিবেষ্টিত হয়েতিনি নির্বাচনী জন সভায় বক্তৃতা করেন। এইভাবে কি মানুষের মনের মধ্যে সাহস সৃষ্টি করা যায়? ত্রিপুরা সরকারের হিম্মৎ ছিল বলেই এখানে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপের মোকাবিলা করে আমরা সুষ্ঠ ভাবে নির্বাচন করতে পেরেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে আমার যে প্রস্তাব এনেছি, সেই প্রস্তাবকে আমি বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চাই না। তাই আমি বলতে চাই, যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি তা মিলিয়ে দেখতে হবে। এখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, রাজ্য সরকার যে দায়িত্ব নিয়েছেন ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচানোর জন্য সেটাই কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। আসামের উপর দিয়ে ধর্মনগর পর্য্যন্ত মাল পৌঁছে দিলে চলবে না। এটা তো করতেই হবে। আমাদের দাবী ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট নয় ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যান্ত আমরা রেল লাইন চাই। ভায়া বাংলা দেশ হতে পারে এটার মধ্যে নিশ্চয়তা নেই। তার উপর নির্ভর করে কেন আমাদের বেঁচে থাকতে হবে? আমাদের দাবী এফ. সি. আই. কে রাজ্যের চাহিদা পূরণ করতে হবে। এটা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মদত পুষ্ট আমু এবং গণ সংগ্রাম পরি দ এবং ত্রিপুরার ভেতরে পাহাড়ে জঙ্গলে সন্ত্রাসের সৃষ্টির যে চেষ্টা চলছে তাদের মদত দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। যদি মদত দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে ত্রিপুরার মানুষ রেহাই দেবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখানে যে প্রস্তাব রেখেছি সেই প্রস্তাবকে সকলে সমর্থন করবেন এই আশা নিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এক্ষণ যে আলোচনা চলছে এ আলোচনা মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার উত্থাপন করেছেন। এই আলোচনা হচ্ছে "নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহ বিঘ্ন সম্পর্কে" এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক কথা তিনি বলেছেন। এই গুলি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা হয়েছে। কিন্তু মূল সমস্যা এ আলোচনার মধ্যে রয়েই গেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বি. জে. পি.—এর সাথে যোগসাজস করছেন, আবার এই বি. জে. পি,-এর সাথে চিক্‌মাগুলুতে

শ্রীনৃপেন বাবুদের ভোট দানের নীতিও আমরা দেখেছি। সুতরাং এই একটা কথাই বলা যায় যে, ভোট দানে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাতে ত্রিপুরায় আমাদের সমস্যার সমাধান হবে কি? আসামের পরিস্থিতি সংকট জনক এ কথা সত্যি। কিন্তু তা বলে ত্রিপুরা পরিস্থিতিও যে খুব শান্তিপূর্ণ এবং গর্ব করার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। যেখানে মানুষ গাড়ীতে চলতে পারে না, রাস্তাঘাটে গাড়ীর উপর গুলি পড়ে, যেখানে থানা লুঠ হচ্ছে, ফরেষ্ট অফিস থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা উগ্রপন্থীরাই বলুন বা যে দৃষ্টি কোন থেকেই বলুন হচ্ছে তো ত্রিপুরায়? সুতরাং স্বাভাবিক জীবন যাত্রা বা শান্তির অত্যুজ্জল ভূমিকা আমরা দেখতে পাই তাও নয়। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এমন একটা অশান্তি বিরাজ করছে যার থেকে ত্রিপুরাও বাদ যায় নি। ত্রিপুরাতেও সমস্যা আছে। এটা অনস্বীকার্য্য। এখন এখন প্রশ্ন হচ্ছে সরবরাহ সমস্যা আমাদের অনুদান নির্ভর এটা আমরা বুঝি। কিন্তু যুগ যুগ ধরে এই অনুদানের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে এটা তো ঠিক না। আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার চিন্তা আমাদের করতে হবে। সমস্যা আমাদের আছে। কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান আমাদের করতে হবে। সরবরাহ সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলাদেশের উপর দিয়ে রেল লাইন আনা এটা টেম্পরারী ব্যাপার। এটা সত্যি কথা। কিন্তু সেখানেও তো বিঘ্ন আছে। সেখানেও তো একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে যা সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্ন ঘটাতে পারে। তাহলে সরবরাহ কি করে হবে? তারপর গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহে উগ্রপন্থী বা মধ্যপন্থী থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। সেখানেও তো সরবরাহ ব্যবস্থার বিঘ্ন হতে পারে। ধর্মনগর চাউল এসে পৌছলো, সেখান থেকে সাব্রুম যাবার পথে হযতো গাড়ীতে লুঠ হয়ে গেল। সুতরাং তাতেও তো সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্ন হতে পারে। এটাও চিন্তনীয় ব্যাপার। আজকে গাংগ্রেসের উপর চরম পরীক্ষা নীরিক্ষা চলছে। যার জন্য আপনারা গণতান্ত্রিক দোহাই দিচ্ছেন এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। পড়েন নি একথা ঠিক নয়। সেই দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে যেমন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা এই রাস্তাঘাটে বাঁশ ফেলে আর খাদ্য আটক করব না। কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে ধান আদায় করব না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সীমান্ত দিয়ে যাতে আরও চাল পাচার না হতে পারে তার জন্য আমরা বি এস. এফ আনব এবং কেন্দ্রীয় সরকারও এ ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু সীমান্ত তো থাকবে। মানুষ তার প্রয়োজনেই এই সীমান্ত সৃষ্টি করেছে। এই সীমান্তে শুধু বন্দুক দিয়ে পাহারা দিলেই কি সীমান্তের সমস্যা সমাধান হবে? এই বিষয়টা আমাদের চিন্তা করতে হবে। এই সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তা মাননীয় উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে আমি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খাদ্য সরবরাহ, বণ্টন ও সংগ্রহ এই তিনটি জিনিস পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বলে আমি মনে করি। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটি হবে না। যেমন, আমাদের সংগ্রহের একটা চিন্তা আছে। সেই সংগ্রহ করতে গিয়ে আপনারা যদি মনে করেন যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় সেনগুপ্তের আমলের সংগ্রহের নীতি সন্তোষজনক নয়, তাহলে আপনাদের তো একটা সংগ্রহ নীতি আছে? তাহলে সেটা কি? সীমান্ত দিয়ে বাংলা দেশে ধান বা চাউল পাচার হয় না সেটাতো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সেই ধান যদি আপনারা সংগ্রহ করতে পারতেন তাহলে আমাদের নিজস্ব একটা ষ্টক থাকত।

হয়তো সেই সংগ্রহের বাজার দামের মধ্যে তফাৎ আছে। আপনারা যদি কৃষকের উদ্বৃত্ত ধানটা ভর্তুকী দিয়ে সরকারী ভাবে ক্রয় করতেন তাহলে হয়তো সীমান্ত দিয়ে পাচার সমস্যার সমাধান হত এবং আমাদের কৃষকরাও হাতে দুটো পয়সা পেতেন। স্যার, সরবরাহের দিক থেকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একটা আইন করেছিলেন এসেনসিয়েল ম্যানটিনান্স এ্যাক্ট। এই আইনটি করার জন্য আপনারা চীৎকার করেছিলেন যে এটা করা ঠিক হবে না, এটা করা হলে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই সরবরাহেরও বণ্টন ব্যবস্থার উপর যে আইন করা হয়েছে এই সমস্ত দিক গুলি চিন্তা করেইতো এটা করা হয়েছে। এখন এই আইন যদি কল্যাণমূলক হয় তাহলে এই আইনটি সম্পর্কে ভাবতে আমাদের আপত্তি কোথায়? এই আইনটি যদি মানুষের অকল্যাণে যায় তাহলে এটার বিরোধীতা করার অধিকার তো আমাদের আছে। এখন আসামে যদি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে অবস্থার জন্য নিত্য প্রযোজনীয় জিনিষের যোগান অপ্রতুল হয়ে পড়ে ত্রিপুরা রাজ্যে, তাহলে তো ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বাঁচতে পারবে না। কারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অধিকাংশই ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানী করা হয়। এখন যে কোন কারণেই যদি এই সরবরাহ বিঘ্নিত হয় তাহলে আমাদের দুরবস্থার সীমা থাকেনা। এখন রাজনৈতিক ফয়দা লুঠার জন্য যদি বক্তব্য রাখতে হয় তাহলে সেটা এখানে না রেখে মাঠে ময়দানে রাখা যায়। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি যে ত্রিপুরার সার্বিক স্বার্থে সরবরাহ, বণ্টন ও সংগ্রহ এই তিনটি জিনিস চিন্তা করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আমাদের রাজ্যের গরীব মানুষকে যোগান দিতে পারি তার জন্য একটা সুষ্ঠ পরিকল্পনা নিলেই হয়তো এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। শুধু কেন্দ্রের উপর দোষ দিয়ে, কেন্দ্র কোন দিচ্ছে না, ইত্যাদি এ কথা বলেই যে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ মঙ্গল হবে, ত্রিপুরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে সেটা আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের নিজস্ব একটা চিন্তা, নিজস্ব একটা খাদ্য নীতি থাকতে হবে যার মাধ্যমে আমরা আগামী দিনের ত্রিপুরাকে খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তুলতে পারি। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার —মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিষপত্রের সরবরাহ বিঘ্ন এই সম্পর্কে বর্ত্তমানে আসামের যে অবস্থা এই নিয়ে আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। এই আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে তথা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এক হাত নিয়েছেন। মাননীয় সদস্য ভুলে গেছেন আসামে যে আসু আন্দোলন সেই আন্দোলন শুরু হয়েছে জনতার আমলে। জনতা সরকার যখন শাসনে ছিলেন তখন আসামে গণসংগ্রাম পরিষদের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় মাননীয় সদস্যরা যারা এখন শাসন ক্ষমতায় আছেন সেই দল থেকে তো তখন আমরা একটা কথাও শুনতে পাই নি। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে বা এই সম্বন্ধে আপনারা কোন ভূমিকা নিয়েছিলেন কি? যাদের কাছ থেকে আজকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কথা শুনছি এবং যারা বি. জে. পির আন্দোলনকে মদত দিয়েছিলেন এবং কেন্দ্রের সেই সরকারকে বলেছিলেন বন্ধু সরকার তাঁরাই আজকে বলছেন আমরা গরীব মানুষের

সরকার। আজকে তাঁরা বলছেন দেশে সমাজতন্ত্র চাই, আজকে তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই আপনারা কি ধরনের সমাজতন্ত্র চান? তাঁরা বলছে সমস্ত কিছু পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেছে এবং তার জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দায়ী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনার জানা আছে এবং এই হাউসের সদস্যদেরও জানা আছে জনতা সরকারের যখন পতন ঘটলো এবং সেখানে যখন কংগ্রেস (ই) সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন আমরা দেখলাম বামফ্রন্ট তথা সি. পি. এম সরকার তাকে সমর্থন জানিয়েছিল। সেই সরকার যখন এই আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করতে চেয়েছিল সেদিন তাঁরাই পেছন থেকে ছুরি মেরে সর্বনাশ করেছিল। আবার আজকে তাঁরাই জনসাধারণের সামনে বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা বলছেন কিন্তু তারা কি বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা বলছেন এটা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। বিজয় রাংখলের দলের উপর সমস্ত দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আপনারা বড় হবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি মাননীয় চীফ মিনিষ্টার বিজয় রাংখলের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকের পরই দেখা গেল জুনের দাঙ্গা। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা মুখে বলছেন বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে তারাই এই সমস্ত কাজে সহযোগিতা করছে অন্য দলের উপর দোষ চাপিয়ে তাঁরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী:—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যে বিষয়বস্তু উপর আলোচনা হবার কথা তিনি কি সেই বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা রাখছেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—মাননীয় সদস্য, আপনি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহ বিঘ্ন সম্পর্কে আপনার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার:—আপনারা আজকে সঠিকভাবে সমস্ত কিছু আলোচনা না করে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন সেটা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছেড়ে দেবেন না। আপনার ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে নিজেদের খেয়াল খুশীমতো যা ইচ্ছা তাই বলছেন। আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে আমি এটা প্রমাণ করতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কখনও অসহযোগিতা করেন নি। সুতরাং আতংকগ্রস্থ হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি। আসামে নির্বাচন চলছে এবং সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠিত হতে চলছে সেই মুহূর্তে এই সমস্ত কথা তুলে দিয়ে আজকে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে আলোচনা উপস্থিত করেছেন আমি সেই আলোচনার উপর দুই একটি বক্তব্য রাখতে চাই। প্রথমে আমি বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন একটা অংশ যেটা আসামের সঙ্গে সংযুক্ত এবং মিজোরামের সঙ্গে সংযুক্ত। আমাদের আন্তর্জাতিক সীমারেখা যেটা সেটা হচ্ছে ৮,৩৯ কিলোমিটার কাজেই এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরা

রাজ্যের মধ্যে আমরা অবস্থান করছি, যেখানে অন্য কোন দিক থেকে এটা সম্প্রসারিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই কাজেই একমাত্র আসাম এবং মিজোরামের সঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্য সংযুক্ত। আসামের রেল পথের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্য সম্ভার আনতে হয়। কাজেই প্রথমে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার সেটা মাসে প্রায় ১২ থেকে ১৫ মেট্রিক টন আমাদের আনতে হয়। তার মধ্যে লবণ, আটা, চাউল, পেট্রল ডিজেল, গম ইত্যাদি আনতে হয়। খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে ঔষধ পর্য্যন্ত এই রেলপথ দিয়ে আনতে হয়। বিকল্প কোন রাস্তা নেই। কিন্তু সেখানে আমরা কি দেখেছি আসামে আজ অশান্তির পরিবেশ, শান্তির বাতাবরণ নেই। সুদীর্ঘকাল ধরে এই অশান্তি চলছে। যার জন্য রেল পথে সেই নিত্য সামগ্রী জিনিষগুলি আনতে দেরী হচ্ছে যার জন্য ত্রিপুরার জনগণের অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। এই নিত্য সামগ্রী জিনিষগুলি আনতে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে আসামের গণ্ডগোলের জন্য। যার জন্য দেখা যায় পেট্রোলের সংকট, ডিজেলের সংকট। এইভাবে নিত্য সামগ্রী জিনিসের অভাব থাকে তাহলে ত্রিপুরার জনগণের জন্য কিছু করা যাবেনা। তারজন্য একটি বিকল্প ব্যবস্থা থাকা দরকার। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেখা গিয়েছিল লবণ সংকট। সেই লবণও এই রেলপথ দিয়ে আসে। আরব সাগর থেকে লবণ আনতে হয়। এই লবণ আসামের যে রেলপথ সেখান দিয়ে আসার সময় আটক পড়ে যায়। সেই লবণ আসে ১ বৎসর পরে। কাজেই মাননীয় সদস্যদের এই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কি অবস্থা চলছে দেশের মধ্যে। আসামে আজকে এই পরিস্থিতি কেন? আসামের বিধানসভা শ্রীমতী গান্ধী আগেই ভেঙ্গে দিতে পারতেন। কিন্তু তা দেননি। ৮ জনকে বাড়িয়ে ৪৮ জন কেন করা হল? কেন তখন নির্বাচন করা হলনা? এরা কোন দলের? এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন কেন? আজকে আসামে নির্বাচন হচ্ছে। কি পরিস্থিতির মধ্যে হচ্ছে, তা আমাদের দেখতে হবে। সব জিনিস লক্ষ্য করা আমাদের উচিত। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মনোরঞ্জনবাবু বলেছেন বামফ্রন্ট সরকারের নাকি কোন খাদ্য নীতি নাই। না একথাটা ঠিক নয়। বামফ্রন্ট সরকারের একটা সুনির্দিষ্ট খাদ্য নীতি আছে। ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে চাল কিনে নেওয়া হয়। তারপরে তারা বাজারে বিক্রী করে দেয়। আমরা যদি সংগ্রহ করতাম তাহলে ১২ হাজার মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করে সমস্যার সমাধান করতে পারা যেত, তা অবাস্তব কল্পনা। উনি এই কল্পনা করতে পারেন আমি করি না। তারপর তারা বলছেন চাল সীমান্তের দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সীমান্ত রক্ষী বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বাহিনী। তাদের সরকারের তাদের সম্পর্ক। কিছু দিন আগে দেখা গেল নীহার রঞ্জন লস্কর বলেছেন সি. আর, পি এবং বি, এস, এফ, হচ্ছে আমাদের আপনারা চাল বাংলাদেশে পাচার করুন কেউ কিছু বলবেনা। সোনামুড়াতে দেখা গেল চাল পাচার হয়ে যাচ্ছে। কাজেই জিনিষটা বুঝতে হবে। সি, আর, পি এবং বি, এস, এফ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্য সরকারের কনট্রোল করবার ক্ষমতা নেই। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার এই আলোচনা আমি মনে করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির জন্য এবং সংকট থেকে ত্রিপুরার জনগণকে মুক্ত করার জন্য এই প্রস্তাবটি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :—মাননীয় সদস্য শ্রীকালি কুমার দেববর্ম্মা।

কক-বকর

শ্রীকালীকুমার দেববর্মা :—মাননীয় Speaker Sir, মাননীয় মানিক সরকার যে কক তুবুমানি, তাম হীনবা আসাম, বিচ্ছিন্নতা বাদী আন্দোলন চলেমানি বাই চিনি অর, জিনিসপত্র নি সংকট চিনি অ ত্রিপুরা অ আং তংগ। যে কোন সময় নানা রকম জিনিসপত্র সময় মতো ফাই মানয়া আংগাই মান'। যে শতকরা ৮৩ ভাগ বিগীরা তংনাই সম, থক সবকিছু পাইনা নাংগ। অথচ সময়, পাই মানথা। মাচায়া থাইনা নাংনাই। আবনি বাগাই জিনিস-পত্র সরবরাহ নি শ্চন্ত থালাইনা বাগাই অ কক মা তুবুথা। আবনি ব্যপার' যে কোন রকম সহযোগিতা থালাইনা বাগাই আও বিরোধী দলরগন, নিশ্চিন্ত মনে সহানুভূতি রীঅই মাচায়া বয়কনি বাগাই সমর্থন থালাইনানি আহবান নাবাগাই আনি কক পাইরীথা।

বঙ্গানুবাদ :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন। কেননা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ফলে আসামের উপর দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে আমদানীতে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংকট আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বৃদ্ধি হচ্ছে। যে রাজ্যে শতকরা ৮৩ ভাগই গরীব মানুষ তেল লবণ থেকে শুরু করে সব কিছুই কিনতে হয় অথচ প্রয়োজনের সময় কিনতে গেলেও পাওয়া যাবেনা। এমন অবস্থা হলে না খেয়ে মরতে হবে এই সমস্ত জিনিসপত্র আমদানী নিশ্চিত করার জন্য ই এই প্রস্তাব আনতে হয়েছে। এ বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানাই। ভুখা মানুষের এই দাবীকে সকল প্রকার সমর্থন দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় : – মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে আলোচনাটি এখানে উপস্থিত করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে অনেক আলোচনাই হয়েছে। জিনিসটাকে কোন মতেই দলীয় ব্যাপার হিসাবে দেখা উচিত নয়। কারণ এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থ হিসাবে সকলকেই বিচার করতে হবে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয় সেগুলি সময়মত ঠিক ঠিকভাবে যদি ত্রিপুরাতে না পৌছায় তাহলে সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারটাকে দলীয় ব্যাপার হিসাবে গ্রহণ না করে সার্বিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্য সমস্যা হিসাবে দেখা দরকার এবং বিশেষ করে আসামের যে পরিস্থিতি এখন, তাতে সরবরাহ লাইন যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কেন আসামে এই পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে মতামতের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু এখন যে উদ্বেগ জনক পরিস্থিতি চলছে এই সম্পর্কে যদি কারো মতভেদ থাকে তাহলে বুঝতে হবে উনি ঘুমিয়ে আছেন। গত ৩ বৎসর ধরে আসামে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলেছে। তাতে ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, এবং নাগাল্যাণ্ড এইসব রাজ্যগুলিতে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক জিনিষপত্র আমরা ঠিক ঠিক মত আমরা পাইনা। ত্রিপুরা

রাজ্যের ত শুধু চালের ব্যাপার নয়। মাননীয় সদস্য যিনি বিলোনীয়া থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, উনি বলেছেন বামফ্রন্ট সরকারের ত একটা খাদ্য নীতি থাকা দরকার। হাঁ। রাজ্য সরকারের খাদ্য নীতি আছে। সুনির্দিষ্ট খাদ্য নীতির ভিত্তিতেই বামফ্রন্ট সরকার কাজ করে চলেছে। প্রশ্নটা এই নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য আসার পথ দুইটি। রাস্তা হচ্ছে রেলপথ, যেটা আসাম হয়ে আসে।

আরেকটি রাস্তা অবশ্য ত্রিপুরাতে চালু আছে সেটা হচ্ছে এরোপ্লেন লাইন। কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে ভারী মালপত্র আনা কখন সম্ভব নয়। তারপর ত্রিপুরাতে খাদ্যের অভাব রয়েছে ঠিকই কিন্তু জলসেচ প্রভৃতির মাধ্যমে এটার উন্নতি করা সম্ভব এবং এমন এক সময় হয়তো আসবে যখন ত্রিপুরাকে আর খাদ্য আমদানী করতে হবে না। কিন্তু আরো কতগুলি জিনিষ আছে যেগুলিকে অবশ্যই ত্রিপুরার বাইরে থেকে আনতে হবে। কারণ শত চেষ্টা করলেও সেগুলি ত্রিপুরাতে উৎপাদন করা সম্ভব হবে না। যেমন লবণ এটা সাগরের জল দিয়ে প্রস্তুত হয়। ত্রিপুরার সঙ্গে সাগরের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং যতই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটুকনা কেন ত্রিপুরাতে সমুদ্র আনা কখনই সম্ভব নয়। আরো কতগুলি জিনিষ আছে সেগুলি প্রাকৃতিক ম্যাটেরিয়ালস্ এর উপর নির্ভর করতে হয়। ত্রিপুরায় আকরিক লৌহ পাওয়া যায়না। এখানে লৌহ আকরিক পাওয়া যাবে কি না তা এখনো পরীক্ষা করে দেখা হয় নাই। সুতরাং ত্রিপুরাতে লৌহ ইস্পাত প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। অথচ বিভিন্ন কনস্ট্রাকসন করতে হলে লৌহ ইস্পাত এর দরকার রয়েছে। এইসব জিনিষগুলিতে ত্রিপুরা কখনই স্বয়ম্ভর হতে পারবে না। সুতরাং এইদিক দিয়ে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি নেই তারা এক চোখা হরিণের মত একদিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন।

আরেকটা কথা সকলেরই জানা আছে যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে সরকার, ত্রিপুরা সরকার, ত্রিপুরার জনগণ অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন রয়েছেন। সেটা হচ্ছে আসামের সাম্প্রতিক ঘটাবলী। সেই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব যদি আসামের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং কেন্দ্রের শ্রীমতি ইন্দিরাজী সেই গণতান্ত্রিক শক্তিকে সাহায্য করেন তবেই সম্ভব।

এখানে মাননীয় সদস্যরা একটা কথা বলেছেন যে আসামের মত ত্রিপুরাতেও একটা বিশৃঙ্খলা আনার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি প্রচেষ্টা নিচ্ছে। এটা ঠিক। যার জন্যে সি. আর. পি. এফ, দিয়ে আমরা ত্রিপুরার এই লাইফ লাইনটিকে নিরাপদ রাখার জন্য সজাগ রয়েছি। এই লাইফ লাইন বন্ধ হতে কখনই সরকার দেবেন না। তবে নিশ্চয়ই যারা ত্রিপুরাতে শান্তি চান, তারা এই উগ্রপন্থীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে উগ্রপন্থীদের আড়াল না করে এই উগ্রপন্থীদের রুখে দেবার জন্য আপনারাও এগিয়ে আসবেন, এটা ত্রিপুরার মানুষ দেখতে চান। কারণ শুধু মুখে বললেই হবে না কাজেও দেখাতে হবে।

আরেটা কথা এখানে বলতে চাই যে এই যে আসামের পরিস্থিতি সে পরিস্থিতি সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলতে চেয়েছিলেন যে জনতা সরকারের সময় আসুর আন্দোলনের উৎস ছিল। এটা ঠিক। কিভাবে ভোটারলিষ্ট থেকে বাইরের লোকেদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল তা আমরা বিভিন্ন কগজপত্রে দেখেছি। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই

মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি লড়াই করে আসছে এর প্রমাণ সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন কাগজ পত্রে রয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলন এক দুই দিন নয় তিন বৎসর ধরে চলছে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান হোক সেটা আমরাও চাই কিন্তু যদি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেটা না হয় তবে কঠোর হস্তে সে আন্দোলনকে মোকাবিলা করা উচিত। অথচ আমরা দেখেছি কংগ্রেস আই সেই সমস্যার মোকাবিলা না করে আরো অধিক সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন রাখার চেষ্টা করেছিল কিন্তু একমাত্র মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং আরো কয়েকটি বিরোধী দল আন্দোলন চালানোর ফলেই নির্বাচন হতে চলেছে। আমরা আরো একটা জিনিষ দেখতে পাই যে, পার্লামেণ্ট শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এখনো সংসদের সম্পদে দুই তৃতীয়াংশ সমর্থন লাভ করতে পারেনি। সুতরাং সংবিধান বিষয়ক কোন সংশোধন করতে হলে এখনো একটি বিরোধী দলের সাহায্য নিতে হয়। তা না হলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যর সমর্থন থাকে না।

কাজেই এরা যে বলেছেন আসামের অবস্থার উন্নতি করার জন্য চেষ্টা করছেন বলে দাবী করেছেন এটা দেশের মানুষ ভালভাবেই জানেন। যদি তাদের ভুল হয়ে থাকে তবে তারা যেন তা শুধরে নেন। শ্রীমতি গান্ধী এখনো ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং তাঁকে এটা বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, শুধু মাত্র এসমা, নাসা, দিয়ে বন্দুক দিয়ে কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না। যাই হোক এটা হলো সর্বভারতীয় ব্যাপার। এটা আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বলে আমি আলোচনা করেছি। আমি শুধু বলব যে আমাদের যে লাইফ লাইন রয়েছে তা আমরা যেমন করেই হোক রক্ষা করব। আর কেন্দ্রীয় সরকার যেন আমাদের ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের চাহিদার দিকে নজর রেখে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহের প্রতি একটু দৃষ্টি দেন তাহলেই আমরা ২১ লক্ষ মানুষের মুখে খাদ্য দিতে পারব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার : এইসভা আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ইং বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী রইলো।

"ANNEXURE—A"

Admitted Starred Question No. 13

By—Shri Diba Chandra Hrankhwal

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার নেপাল টীলা হাই স্কুলের ঘর নির্মাণের কাজ এ যাবৎ সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণ কি ;

২। উক্ত স্কুলে বর্তমানে কতজন শিক্ষক আছে?

১। উত্তর ত্রিপুরায় নেপাল টীলা হাইস্কুল নামে কোন স্কুল নাই। তবে নেপাল টীলায় অবস্থিত কাঁঠাল ছড়ায় ট্রাইবেল মডেল কলোনী হাই স্কুল নামে একটি স্কুল আছে। এই স্কুলটির নির্মাণের কাজ এ সালের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

২। ১১ জন।

Admitted Starred Question No. 16.

By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেটে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন মূলক খাতের অর্থ ব্যয় করার জন্যে জেলা পরিষদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কি,

এবং

২। না দেওয়া হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 22.

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Edueation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুরের কাফেক জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। না থাকিলে, তার কারণ ?

উত্তর

১। অমরপুরে এই নামে কোন বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের অধীনে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 23.

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুরের নগরাই সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। না থাকিলে তার কারণ।

উত্তর

১। এখনই এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। উন্নীত করণের সকল নির্দ্ধারিত মাপ কাঠি বর্ত্তমানে পূরণ করে না বলিয়া।

Admitted Starred Question No. 28.
By—Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুরের ডম্বুরনগর ব্লক এলাকার জন্য পৃথক বিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়োগ করা হবে কি ?

২। না হইলে, তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 52
By—Shri Budha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পশ্চিম কাঞ্চনমালা জুনিয়র বেসিক স্কুল ও প্রতাপপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে এবং লক্ষীছড়া রামকৃষ্ণ উঃ বুঃ বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে, তবে আগামী শিক্ষা বর্ষে উন্নীত করার কাজ সম্পন্ন হবে কি না ? এবং

৩। যদি না থাকে তার কারন কি ?

উত্তর

১। এখনই এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। উন্নীতকরনের সকল মাপকাঠি পুরন করে না বলিয়া।

Admitted Starred Question No. 53
By—Shri Budha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড ব্লক অন্তর্গত সিপাইজলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ ও উপজাতি ছাত্রাবাস ভবনটি স্থায়ী নির্মান ও রিং ওয়েলটির সংস্কারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২। যদি থাকে উক্ত কাজগুলি আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে করা হবে কি না ?

উত্তর

১। বিদ্যালয় গৃহ স্থায়ীভাবে নির্মানের পরিকল্পনা আছে। আনুমানিক ১০,০৯,০০০ টাকা ব্যয়ে উক্ত গৃহ নির্মানের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অর্থের অভাবে কাজ আরম্ভ করা যায় নাই।

২। এখনই বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 70

By—Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারন নীতি অনুযায়ী ত্রিপুরার দরিদ্রতম ছাত্র-ছাত্রী-দের প্রাইমারী স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক দেওয়ার বা পাঠ্য পুস্তক কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে তাহা কার্যকরী করা হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরেও ঐ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 79.

By—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শিলং এ পাঠরত ত্রিপুরার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস নির্মানের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। যদি না থাকে তার কারন কি ?

উত্তর

১। না।

২। এন, ই, সি হইতে উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রদের থাকার জন্য শিলং এ একটি বড় হোষ্টেল তৈয়ার হইতেছে। সেখানে ত্রিপুরার ছাত্রগন ও থাকিতে পারিবেন, তাই পৃথক হোষ্টেল নির্মানের পরিকল্পনা আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 93

By—Smti. Gita Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। মহারানীপুর এস, বি, স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

উত্তর

১। এখনই এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 97.

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় বর্তমানে মোট কয়টি ফিডিং সেন্টার আছে,

২। এই সব সেন্টারে শিশুদের খাদ্যের জন্য মাথাপিছু দৈনিক বরাদ্দের হার কত?

৩। এই বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য কোন উদ্যোগ সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় ১৯৮২ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৯৯৬ টি ফিডিং সেন্টার আছে।

২। মাথা পিছু দৈনিক বরাদ্দের হার ৩৫ পয়সা।

৩। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 107

By—Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার বিধানসভাতে রাজ্যের উপজাতিদের জন্য সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশিলী চালুর জন্য যে প্রস্তাব গ্রহন করেছিল এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের নিকট কোন মতামত ব্যক্ত করেছেন কি?

উত্তর

১। ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করার জন্য বিধান সভায় ১৯।৩।৮২ ইং তারিখে গৃহীত প্রস্তাবটি ৯।৬।৮২ ইং তারিখে ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়। তার পর ভারত সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে ত্রিপুরা সরকারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে চাওয়া হয়। এই সব তথ্য ২।১২।৮২ ইং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তারপর এ বিষয়ে তাদের কাছ থেকে আর কিছু জানা যায় নি।

Admitted Question No. 117

By—Shri Bhanulal Saha

Will the Hon'ble Ministe in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিশালগড় ইন্সপেক্টরেট-এ আওতাধীন সদর দক্ষিনাঞ্চলে বহু বিদ্যালয় শিক্ষকের অভাবে ভুগছে, অপরদিকে কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা এত বেশী যে সবার জন্য এক পিরিয়ড ও ক্লাশ করার প্রয়োজন হয় না।

২। সত্য হইলে শিক্ষক বন্টনে এই অসমতা দূরীকরনে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ; এবং

৩। না হয়ে থাকলে অতিদ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আংশিকভাবে সত্য।

২।৩। সুষ্ঠু-বদলীনীতির মাধ্যমে অতিদ্রুত এই অসমতা দূরীকরণ করার চেষ্টা চলছে, তবে অনেক বদলীর মামলা আদালতে পেণ্ডিং থাকতে সুষ্ঠুভাবে সব স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক দিতে অসুবিধা হচ্ছে।

Starred Question No. 144 (Admitted No. 119)

By—Shri Parimal Ch. Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সরকারী ছাপাখানায় কর্মীদের বেতন, ওভার টাইম মাধ্যমে কত টাকা মাসিক খরচ হয় (গত ১ বৎসরে মাস ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত ছাপাখানায় গড়ে মাসিক কত সিট কাগজ ছাপা হয় (গত ১ বৎসরের তার মাস ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৮২ সালের (ক্যালেণ্ডার বছর) হিসেব নীচে দেখা হল :—

জানুয়ারী ১৯৮২ ইং—		২,৫২,০৭৫·১০ পঃ
ফেব্রুয়ারী ,	—	১,৮৭,৭৭৯·৯০ ,
মার্চ ,	—	২,০৬,৬১৭·৯৫ .
এপ্রিল ,	—	৩,০৬,৭০৩·০৫ ,
মে ,	—	২,৩৩,৩১২·৪৫ ,
জুন ,	—	২,০৮,৭৭৯·৬৫ ,
জুলাই ,	—	২,০৯,৫৪৫ ২০ ,
আগষ্ট ,	—	২,১২,৬৪২·৮৫ ,

সেপ্টেম্বর	,	—	২.৩১,৫১১ ২০ ,
অক্টোবর	,	—	৫,৩৫,৮৫১·২০ ,
নভেম্বর	,	—	৩,১৩,৫৭০·৯৫ ,
ডিসেম্বর	,	—	২,৬৯,১৭৫·৭০ ,
			৩১,৫৭,৩৪৬·০০

২। বছরে কত শিট কাগজ ছাপা হয় সে ধরনের হিসেব রাখা হয় না– বিশেষ করে শিটের আবতন বয়েছে। তবে প্রতি মাসে কত ইম্প্রেশন হয়েছে তার ১৯৮২ সালের হিসেব নীচে দেওয়া হ'ল :—

জানুয়ারী ১৯৮২ ইং—			২১,০০,৯৭১ ইম্প্রেশন
ফেব্রুয়ারী	,	—	২০,২৪,৯৪১ ,
মার্চ	,	—	২২,৬৮,১১৫ ,
এপ্রিল	,	—	২৮,৯১,৬৪১ ,
মে	,	—	১৫,৭২,৫৬৫ ,
জুন	,	—	১৭,০২,৮৯৩ ,
জুলাই	,	—	২৫,০৭,৫৭৭ ,
আগষ্ট	,	—	৩০,৬১,৫৮৩ ,
সেপ্টেম্বর	,	—	৩২.৩১,৮৬৫ ,
অক্টোবর	,	—	২৫,১৬,৪৭৬ ,
নভেম্বর	,	—	২৬,০৩,৫৮৫ ,
ডিসেম্বর	,	—	২১,২৬,৬৬১ ,
			২,৮৬,৭৮,৮৭৬

ANNEXURE—"B"

Admitted Starred Question No 12

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Minster in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ সালের ৩১ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন।

২। এ পর্য্যন্ত কি কি উন্নয়নমুলক কাজ এই পরিষদ হাতে নিয়েছেন ;

৩। ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য এই পরিষদ কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। জেলা পরিষদ এস্টাব্লিশমেন্ট বাবদ খরচ হয়েছে—	১৭,৫৩,০০০ টাকা
উন্নয়নমুলক খাতে খরচ হয়েছে—	৪২,২৩,০০০ ,,
মোট খরচ :—	৫৯,৭৬,০০০ টাকা

২। নিম্নলিখিত উন্নয়নমূলক কাজগুলো রাজ্যে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প অনুযায়ী হাতে নেওয়া হয়েছে।

(ক) কৃষি — ২,০০,০০০ টাকা

(খ) জলসেচন কাজ — ১,০০,০০০ টাকা

(গ) জমি সংরক্ষন কন্টওয়ার বাঁধ — ১,০০,০০০ টাকা

(ঘ) জল সরবরাহ— ২,০০,০০০ টাকা

(ঙ) শিক্ষা বিষয়ক সামাজিক শিক্ষা পরিকল্পনা— ১,০০,০০০ টাকা

(চ) পরিবহন — ২,০০,০০০ টাকা

(ছ) বন — ১,০০,০০০ টাকা

উপরোক্ত উন্নয়নমূলক কাজ ছাড়াও নিম্নলিখিত কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

(ক) পশু পালন ও পশু চিকিৎসা পরিকল্পনা — ১,০০,০০০ টাকা

(খ) হাসপাতাল, ডিসপেনসারী ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র — ৫০,০০০ টাকা

(গ) উপজাতি উন্নয়ন পরিকল্পনা — ২০,০০,০০০ টাকা
(Special Assistance to distressed Jhumias)

(ঘ) উপনগরী সংস্থাপন — ১৫,০০,০০০ টাকা

সর্ব্বমোট :—৩৬৫০,০০০ টাকার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

৩। ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য পরিষদ নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছেন।

(১)	কৃষি খাতে —	১,০০,০০,০০০ টাকা
(২)	পশু পালন ও পশু চিকিৎসা —	৩৮,০০,০০০ টাকা
(৩)	জলসেচন পরিকল্পনা —	৫০,০০,০০০ টাকা
(৪)	জমি সংরক্ষণ ও বাঁধ —	১০,০০,০০০ টাকা
(৫)	হাসপাতাল, ডিসপেনসারী ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র —	১০,০০,০০০ টাকা
	পানীয় জল সরবরাহ —	৩০,০০,০০০ টাকা
(৬)	শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা সমাজ শিক্ষা —	৮০,০০,০০০ টাকা
(৭)	গ্রামীণ কলা, কারিগরী এবং শিল্প —	৩৫,০০,০০০ টাকা
(৮)	গ্রামীণ কর্মসূচী —	১০,০০,০০০ টাকা
(৯)	উপজাতি উন্নয়ন পরিকল্পনা	১,০০,০০,০০০ টাকা
(১০)	স্ত্রীলোক ও শিশু মঙ্গল কর্মসূচী —	৫,০০,০০০ টাকা
(১১)	পরিবহন —	১,০০,০০,০০০ টাকা
(১২)	বন —	৫০,০০,০০০ টাকা
(১৩)	সমবায় —	৩৫,০০,০০০ টাকা
(১৪)	জনসংযোগ ও কৃষ্টি সম্পর্কিত —	১০,০০,০০০ টাকা
(১৫)	মৎস্য উন্নয়ন —	৩৫,০০,০০০ টাকা
(১৬)	বাজার উন্নয়ন ইত্যাদি —	৩২,০০,০০০ টাকা
(১৭)	উপনগরী পরিকল্পনা —	১,০০,০০,০০০ টাকা
		৮,২৭,০০,০০০ টাকা

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Wednesday, the 16th February, 1983 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Ministers, 11 Ministers, the Deputy Speaker and 45 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০।

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়; কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০।

প্রশ্ন

১। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার সারা ত্রিপুরায় প্রতিটি ব্লকে যে সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের আদেশ দিয়েছিলেন তারমধ্যে কতটি স্থাপন করা হয়েছে এবং কতটি এখনো স্থাপন করা হয় নাই তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

২) যেগুলি এখনো স্থাপন করা হয় নাই তাহা স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১) প্রথম বামফ্রন্ট সরকার সারা ত্রিপুরায় প্রতিটি ব্লকে যে সমস্ত উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—ইহা কি সত্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা বলেছেন যে ১৯টি সাব-সেন্টার খোলা হয়েছে, তার মধ্যে কিছু সংখ্যক নাকি গো-শালার মতো গড়ে উঠেছে ?

শ্রীখগেন দাস—এটা আমার জানা নাই। তবে মাননীয় সদস্য যদি তথ্য দেন, তাহলে আমি তা দেখব।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্রোতাখোলা এবং পাই-খোরায় সাইট সিলেক্শন হয়ে গেছে এবং এগুলির কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে আর যশমুড়া ও গৌরাঙ্গ বাজারের সাইট সিলেক্শন এখনও বাকী আছে, কারণ সাইট সিলেক্শন করতে হলে পি, ডবলিউ, ডি এবং হেল্থ এই দুটো ডিপার্টমেন্টকে এক সঙ্গে বসে করতে হয়, কিন্তু তাদের সময় করে সেটা করতে পারছে না বলে করা যাচ্ছে না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মশাই এ বিষয়ে কতটা অগ্রসর হওয়া গেছে জানতে পারি কি ?

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন, তার প্রথমটা সম্পর্কে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব আর দ্বিতীয়টার সম্পর্কে সাইট সিলেক্শনের ব্যাপারে যাতে ডিপার্টমেন্টাল কো-অর্ডিনেশান হয় এবং যাতে তাড়াতাড়ি সাইট সিলেক্শন হয় তার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে কয়েকটা সাব-সেন্টারের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং কন্‌ট্রাকটনের একটা প্রবলেম আছে, সেটা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান রিজার্ভ ফরেন্ট এ্যাক্ট যেটা আছে, তার ফলে রিজার্ভ ফরেন্ট এলাকা থেকে এরজন্য প্রয়োজনীয় জায়গা বের করা যাচ্ছে না এবং সেজন্য সরকারী সিদ্ধান্তও কার্য্যকরী করা যাচ্ছে না অথবা সাইট সিলেক্‌শনের ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করতে বিলম্বিত হচ্ছে, তাই এই অসুবিধাটা হচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাইর জানা আছে কি?

শ্রীখগেন দাস—এটা আমার জানা নাই। তবে মাননীয় সদস্য নির্দিষ্ট তথ্য দিলে আমি সেটা ইন্‌কোয়েরী করে দেখব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তেলিয়ামুড়া ব্লকে বিভিন্ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন সেখানে ঐ ব্লক এলাকাধীন ৩৭ মাইলে একটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র হওয়ার কথা, কিন্তু ব্লক থেকে সাইট সিলেকশন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ফরেন্ট থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আলাপ আলোচনার পর সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার জায়গা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আজ অবধি সেটার কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। কাজেই এই সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থাপনা কতটুকু কি হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস—এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা আমি খোঁজ করে দেখব।

শ্রীনকুল দাস—এই সেন্টারগুলি খোলার সময়ে সরকারী সিদ্ধান্ত ছিল যে এগুলির সঙ্গে বিভিন্ন এলাকাতে হোমিওপ্যাথ ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হবে। কাজেই আজ পর্য্যন্ত কতগুলি হোমিওপ্যাথ এবং আয়ুর্বেদীয় সেন্টার খোলা হয়েছে এবং আর কতগুলি এখন পর্য্যন্ত খোলা হয় নি, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদিও এই প্রশ্নটা একটা আলাদা প্রশ্ন তবুও আমি জানাচ্ছি যে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা এখন পর্য্যন্ত কুমারঘাট, কাঞ্চনপুর, মোহরছড়া ইত্যাদি এলাকাতে কয়েকটা হোমিওপ্যাথ সেন্টার খুলেছি, এবং আরও কয়েকটা খোলার জন্য চেষ্টা চলছে।

শ্রীনকুল দাস—বিলোনীয়ার দেবীপুরে একটা হোমিওপ্যাথ সেন্টার খোলার কথা ছিল, সেটার কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন। আপনি জানতে চান তো আলাদা করে প্রশ্ন দেবেন, তারপর জানানো যাবে।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা—কৈলাশহর থেকে খুব একটা দূরে নয় জগন্নাথপুরে একটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কেহ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের যাতায়াত করা খুবই অসুবিধা। তাছাড়া ঐ কেন্দ্রের জন্য যে ঘরটি তৈরী করা হয়েছে, সেটার চাম্পাকাম্পা বেড়া, যে কোন মুহূর্তে সেটা ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা আছে, এই রকমই একটা অবস্থা। কাজেই জগন্নাথপুরে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি যাতে নতুন বিল্ডিং করা যায়, তার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস—স্যার, এই প্রশ্নটাও আলাদা, তবুও আমি বলছি যে এটা আমাদের দপ্তরের উপরই সব কিছু নির্ভর করে না। আমরা প্রথমে বি, ডি, সিকে বলে

সেই, বি, ডি, সি সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদেরকে জানায়। সাইট সিলেকশনের ব্যাপারে যেমন বি, ডি, সি আছে তেমনি সিভিল এস. ডি, ও, পি, ডব্লিউ, ডির এস, ডি ও জড়িত আছে। কাজেই সবটা দায়িত্ব আমাদের উপর নেই। কাজেই মাননীয় সদস্য যেটা বললেন, সেই সম্পর্কে আমি বি, ডি, সির কাছে রেফার করে এরজন্য নতুন করে কিছু করা যায় কিনা, তা আমি দেখব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী---এই সব উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী করার জন্য সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া আছে যে কমপক্ষে ৫ কাণি জায়গা দিতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই জায়গা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করে, আরও কম জায়গার মধ্যে সেটা করা যায় কিনা, তা সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা, জানতে পারি কি?

শ্রীখগেন দাস ঃ---সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এই সব উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা দিয়েছেন এবং তাদের দেওয়া সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের সেই সব করতে হয়। যেহেতু আমাদের জায়গার অভাব, সেহেতু যাতে আরও কম জায়গার মধ্যে সেটা করা যায় তার চেষ্টা আমরা করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার---মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন এগুলি স্বাস্থ্য কেন্দ্র নয়, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র। কাজেই এই সব উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির নমুনা কি, কি ধরনের স্টাফ থাকবে এবং জনসাধারণ এগুলির থেকে কি ধরণের সাহায্য পাবে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কয়েক দিন আগে এই সেশানেই মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় বলেছিলেন যে ট্রাইবেল এলাকাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেড়ে গিয়েছে। এই ম্যালেরিয়া ছাড়াও আরও অনেকগুলি রোগ আছে, যেগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য এই সব উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি তৈরী করার কথা। এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির প্রধান লক্ষ্য হল প্রিভেন্টিভ, প্রমোটিভ এ্যাণ্ড টু সাম এ্যাক্সটেন্ট কিউরেটিভ। এই কেন্দ্রগুলিতে আমাদের মাল্টিপার্পাস ওয়াকার্স থাকবে মেইল এ্যাণ্ড ফিমেইল দুইজন। এখন অবশ্য আমাদের ফিমেইল ওয়ার্কার নাই, কিন্তু মেইল ওয়ার্কার আছে। তারা ঐ সব সেন্টারগুলিতে বসবেন, তার সংগে প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র থাকবে, এছাড়া প্রমোটিভ এর জন্য তারা মুখ্যত জনসাধারণকে সাজেশান দেবেন। সেই সংগে কিউরেটিভ মেজার নেওয়ার জন্যও তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি থাকবে।

শ্রীকেশব মজুমদার---মাননীয় মন্ত্রী মশাই মাল্টিপার্পাস ওয়ার্কারের কথা এখানে বলেছেন। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে ডিপার্টমেন্টে কাদের মাল্টিপার্পাস ওয়ার্কার্স বলা হয়। ওরা যদি আলাদা হয়, তাহলে তারা ট্রেন্ড কিনা অথবা ট্রেণ্ড না হয়ে থাকলে, তাদের কি ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং কত দিনের মধ্যে তাদের ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ হয়, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস---আমাদের মেইল মাল্টিপার্পাস ওয়ার্কার ট্রেইণ্ড আছে, ফিমেইল নাই। তবে ট্রেনিংএর কাজ চলছে। কাজেই আমরা আশা করছি যে আমাদের প্রয়োজনীয় মাল্টিপার্পাস ট্রেইণ্ড ওয়ার্কার্স করে নিতে পারব।

শ্রীরসিকলাল রায়---মাননীয় মন্ত্রী মশাই মেলাঘর ব্লকের যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির কথা বললেন, সেগুলির সব চালু আছে কি ? চালু না থাকলে কবে নাগাদ চালু হবে এবং আরও নূতন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীখগেন দাস---১৯৮১--৮২ এবং ১৯৮২--৮৩ সালে যেগুলি করার কথা, সেগুলির মধ্যে কয়েকটা করা হয়েছে, বাকীগুলির কাজ আরম্ভ করা হবে। এছাড়া নূতন কিছুর পরিকল্পনা নিলে, তখন চিন্তা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, শ্রীপরিমল সাহা।

শ্রীপরিমল সাহা---কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২।

শ্রীবীরেন দত্ত---স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২

প্রশ্ন

১) বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তার বিবরণ ?

২) ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত রেজিস্ট্রিকৃত সমস্ত বেকারদের কবে নাগাদ চাকুরী দেওয়া সম্ভব হবে ?

উত্তর

১) বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ত্রিপুরা সরকার মূলতঃ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-গুলি গ্রহণ করেছেন ঃ---

প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত এস, আর, ই, পি এবং এন, আর,ই, পি প্রকল্পে গ্রামের বেকার-দের কর্মসংস্থান, সরকারী শিল্প কর্পোরেশনের অধীনে ১৪টি ইট ভাট্টা, ১টি চা বাগান ও সমবায় ভিত্তিতে ২টি চা বাগান, সরকারী রাবার প্লেন্টেশান কর্পোরেশন গঠন ও এর অধীনে ২৪টি রাবার বাগান, সব্জী উৎপাদকদের কো-অপারেটিভ গঠন, সমবায় ভিত্তিতে মোটর পরিবহন সংস্থা, হস্ততাঁত শিল্পীদের জন্য সহজ ঋণ ও কাঁচা মালের বন্দোবস্ত এবং উৎপাদিত মালের বিপণনের ব্যবস্থা, বেকারদের ব্যবসার জন্য আগরতলাতে ৪৮৯টি দোকান ঘর ও অন্যান্য নোটিফাইড এরিয়াতে ৪৪৯টি দোকান ঘর সুলভ ভাড়ায় দেওয়ার বন্দোবস্ত, বেকার যুবকদের সমবায় ভিত্তিতে সরকারী নির্মাণ কাজের কন্ট্রাক্ট দেওয়া, উৎসাহী যুবকদের সরকারী খরচে হাঁস মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রকল্পে শিক্ষাদান ও বিনা সুদে এবং স্বল্প সুদে মূলধন সরবরাহ, উপজাতিদের জন্য উপযুক্ত মজুরীতে পাহাড়া পরিকল্পনা, সরকারী শিল্পনগরীসমূহে ফ্যাক্টরী সেডের বন্দোবস্ত ইত্যাদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

তাছাড়া, একটি কাগজ কল এবং দ্বিতীয় পাটকল স্থাপনের জন্য সরকার সঙ্কল্পবদ্ধ। তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মূলধনী অর্থের জন্য জরুরী দাবী জানানো হইয়াছে।

কুমারঘাট পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহা শীঘ্রই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই লাইনটি সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী রাখিয়াছেন।

এ ছাড়া, সরকারী দপ্তরসমূহে আগামী কিছুদিনের মধ্যে আনুমানিক ৫০০০ বেকারকে শূন্যপদে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২) বেকারীর পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। সতরাং কোন রাজ্য সরকারেরও নিদিল্ট সময় সীমার মধ্যে সকলকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এই সঙ্গে আমি আরও উল্লেখ করতে চাই যে বর্ত্তমানে সরকারী শিল্প কর্পোরেশনের অধীনে ১৪টি ইট ভাট্টায় ৩,০০০ শ্রমিক নিয়োজিত আছে। আগামী বছরে আরও ২টি ভাট্টা খোলার প্রস্তাব আছে। সেখানেও আরও ১০০০ কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া আরও ১টি সেমি-মেকানাইজড ব্রিক ফিল্ডস খোলা হবে যাতে আরও প্রায় ১০০ শ্রমিকের কাজ দেওয়া হইবে।

পাছড়া পরিকল্পনা ঃ—

২,৮২৫ জন উপজাতি মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হইয়াছে। প্রতিটি পাছড়া বাবদ ১০·২০ টাকা হারে মজুরী দেওয়া হইতেছে।

চা বাগান ঃ---

মাছমারা চা বাগানে আগামী ৫ বছরের মধ্যে আরও ১২০০ একর জমি চা প্লেন্টেশান কর্পোরেশনের আওতায় আনা হবে এবং ইতিমধ্যে ২০ একর জমি চা চাষের আওতায় আনা হইয়াছে।

রাবার চাষ

বর্ত্তমানে সরকার অধিকৃত ২৪টি বাগান ছাড়া আরও ১৩২৪.৫৯ হেক্টর জমি রাবার চাষের আওতায় আনার পরিকল্পনা আছে। এছাড়া ১৯৭৬-৭৭ হইতে ১৯৮৫-৮৬ সাল, এই দশ বৎসরের এক পরিকল্পনায় আরও ৫০০০ হেক্টর জমি রাবার চাষের আওতায় আনা হবে এবং ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৩,৩৩৭ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা হইয়াছে।

গত ৫/৭ বছর-এ গড় দিন মজুর নিযুক্তির হিসাব নিম্নরূপ ঃ---

৭৬-৭৭	...	১২.৫৫৫ জন
৭৭-৭৮	...	১,৬৪,৬২৭ ,,
৭৮-৭৯	...	২,২৭,২১৩ ,,
৭৯-৮০	...	৩,৮৪,৮৩১ ,,
৮০-৮১	...	৪,৪২,৮৮৯ ,,
৮১-৮২	...	৪,৪৭,৮৬৮ ,,
৮২-৮৩	...	৩,৫০০ ,,

(ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)

মৎস্য চাষ ঃ---

৮৯টি সমিতি, সদস্য—১,৩৬০ ঃ সরকার অংশীদারকৃত মূলধন—২,৯২,০০০/ টাকা।

মোটর পরিবহন ঃ---

৩২টি সমিতি সদস্য---৫৬২, সরকার অংশীদারকৃত মূলধন---৯৫,৫৫০/- টাকা। (বাসের সংখ্যা ২০, ১৮টি সমিতির জন্য)।

শিল্পনগরীতে (ফ্যাক্টরী শেড) ঃ---

অরুন্ধতীনগরে---২৬, বাধারঘাটে ১৫, ধ্বজনগরে ৯, কুমারঘাটে ৬ ও ধর্মনগরে ৪টি।

কাগজ কল ঃ---

প্রস্তাবিত কাগজকলে ১,৫০০ জন বেকার প্রত্যক্ষভাবে এবং ২০,০০০ জন বেকার পরোক্ষভাবে কাজ পাইবে।

বেকার শেড ঃ---

ধর্মনগর ১৮, সাব্রুম ১০, বিলোণীয়া ৩১, সোনামুড়া ২২, কৈলাসহর ১৪১, উদয়পুর ২০৬, অমরপুর ১০, খোয়াই ৫ এবং কমলপুর ৬।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ত্রিপুরার বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় ৫ হাজার বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাদের চাকুরী দেওয়ার ভিত্তিটা কি---সিনিয়রিটি-কাম-মেরিট এই নীতি অনুসরন করেই কি দেওয়া হয়েছে এবং যদি এই নীতি অনুসরণ করা না হয়ে থাকে তাহলে তার কারন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত---মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ কি ভাবে করা হয় সেটা এমপ্লয়মেন্ট এণ্ড সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার এটা আমার ডিপার্টমেন্টের নয়।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ত্রিপুরার কতজন বেকার আছে ?

শ্রীবীরেন দত্ত---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দেব।

শ্রীনকুল দাস---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়নের কি কি কর্মসূচীকে তালিকাভুক্ত আছে এবং সেই অনুযায়ী ২০ দফা কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কত টাকা দিয়েছেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অর্থ মন্ত্রী বলতে পারবেন।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তরে কতগুলি পদ খালি পড়ে আছে এবং সেগুলি কবে নাগাদ পূরণ করা হবে ?

শ্রীবীরেন দত্ত---মাননীয় স্পীকার স্যার এটাও এস, এ, ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার--- মাননীয় সদস্য এটা মূল প্রশ্নের সংগে সংশ্লিষ্ট নয়।

শ্রী নকুল দাস--- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

মিঃ স্পীকার--- মাননীয় সদস্য এটা মূল প্রশ্নের সংগে সংশ্লিষ্ট নয়।

শ্রী ভানুলাল সাহা।

শ্রী ভানুলাল সাহা--- কোয়েশ্চান নং ১১৮

শ্রী খগেন দাস--- কোয়েশ্চান নং ১১৮

(প্রশ্নের জবাব হাউসের টেবিলে লে করা হইয়াছে)

শ্রী ভানুলাল সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে ৮১-৮৩ এবং ৮২-৮৩ আর্থিক বছরে কোন নূতন ডিসপেন্সারী খোলার সিদ্ধান্ত ছিল না—ভবিষ্যতে নূতন ডিসপেন্সারী খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি ?

শ্রী খগেন দাস--- মাননীয় স্পীকার স্যার, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের প্যাটার্ণ সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে ঠিক করা এবং সেই অনুসারেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শ্রীভানুলাল সাহা--- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি এই সাবসেন্টারগুলি ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত করা হবে কি না

শ্রী খগেন দাস--- মাননীয় স্পীকার স্যার, ফেজ বাই ফেজ এটা করা হবে।

শ্রী কেশব মজুমদার--- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ডিসপেন্সারী, পি, এইচ, সি, এবং হাসপাতালগুলির সেন্ট্রাল প্যাটার্ণ কি এবং সেটা ত্রিপুরায় কি ভাবে কার্যকপী করা হবে ?

শ্রীখগেন দাস ঃ--- মাননী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা যখন টোরে যান তখন দেখতে পাবেন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার এবং আর আছে সেন্টার কিন্তু গ্রামের লোকেরা সব কয়টিকেই হাসপাতাল চলে চালিয়ে যাচ্ছেন সেইজন্য এই মিস-আনডাস্ট্যানডিংটা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে ডিসপেন্সারীগুলি আছে সেখানে একটা বিরাট অব্যবস্থা রয়েছে। কোথাও ঘরের ছাল নেই, ডাকতার নেই, ঔষধ নেই এরকম একটা ইররেগুলার অবস্থায় রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছে না। ত'র জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীখগেন দাস ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, যদিও এই ব্যাপারে সেপারেট কোয়েশ্চন করা দরকার তবুও মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে সমস্ত সাব সেন্টার আছে সেখানে কিছু কিছু ডিসপেন্সারীর জন্য ঘর নেই এবং দীর্ঘদিন ভাড়া করে চলে আসছে। কিন্তু সরকার ফেজ বাই ফেজ নূতন কনস্ট্রাকশন করার জন্য চেষ্টা করছেন। আর ঔষধের ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনীয় টাকা কেন্দ্র থেকে পাচ্ছি না তারাও প্রদন্ত অনচলের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে যাতে নিয়মিত ঔষধ সরবরাহ করা হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু ডিসপেন্সারী একটা হেল্থ সেন্টারের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন কোন এলাকায় ডিসপেন্সারীই একমাত্র চিকিতসার ব্যবস্থা হিসাবে রয়েছে কিন্তু সেখানেও ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না। তৈদু ডিসপেন্সারীর আজ দুই বৎসর যাবত ঘরের ছাদ নেই, জল পড়ে। ঔষধ রাখাও সেখানে নিরাপদ নয়। কিন্তু দুই বৎসর যাবত সেটা রিপেয়ার হচ্ছে না কেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীখগেন দাস ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এটা দেখব কোন ভাড়াটিয়া ঘরে দেয়া যায় কি না এবং এটার সংস্কারের ব্যবস্থা করা যায় কি না। অনেক জায়গায় আমরা ডাক্তার, সিসটারদের জন্য কোয়ার্টার করতে পারছি না কিন্তু তারা কাজ করে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে তারা যে কাজ করছেন সেই জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- প্রশ্নোত্তর শেষ হয়েছে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্ত্‌ক জানীত নিম্নউক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত ১৭ই জানুয়ারী উদয়পুর বিভাগের গকুলপুরে জহরব্রিজের সংহগ্ন কংগ্রেস (ই)র অফিসের সামনে বেলা প্রায় ১টার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে বামফ্রন্টটের কর্মী আশুতোষ সরকারকে কং (ই) সমর্থক ও গুন্ডাবাহিনী কর্ত্তৃক কুপিয়ে হত্যা করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন এই সম্পর্কে বক্তব্য হল, গত ১৭ই জানুয়ারী উদয়পুর বিভাগের গকুলপুরে জহর ব্রিজ সংলগ্ন কংগ্রেস (ই) অফিসের সামনে বেলা প্রায় ১টার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে বামফ্রন্টের কর্মী আশুতোষ সরকারকে কং (ই) সমর্থক ও গুণ্ডাবাহিনী কর্ত্তৃক কুপিয়ে হত্যা করা সম্পর্কে। পুলিশী রিপোর্ট প্রকাশ যে গত ১৭-১-৮৩ইং তারিখ বেলা প্রায় ১ ঘটিকার সময় রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গকুলপুর নিবাসী শ্রীসুখু ভৌমিক, শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী ওরফে দীলু, শ্রীদীপক চক্রবর্তী শ্রীতপন দেবনাথ ওরফে থাপাপা আরও ১-৩ জন শ্রীআশুতোষ সরকারকে সুভাষ ব্রিজের নিকট গকুলপুর যাওয়ার পথে লাঠি, বললম ও দা সহ আক্রমন করেও তাহাকে মারাত্মক ভাবে আহত করে। আহত আশুতোষ সরকারকে উদয়পুর হাসপাতালে নিয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তাহাকে মৃত বলিয়া জানানো হয়। এই ঘটনাটি রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩৪১/৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ২২(১) ৮৩ নথীভুক্ত করা হয়। এখন পযন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। আসামীগণ কংগ্রেস (ই) সমর্থক বলিয়া জানা যায়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কমরেড আশুতোষ সরকারকে যারা অমানুবিভাবে হত্যা করল তারা এখন পর্য্যন্ত এরেস্ট হয় নি এবং পুলিশ অফিসারের আশ্রয়েতারা এলাকাতে সন্ত্রাশমূলক কাজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্য যা বললেন সেটা আমরা তদন্তের কাজে ব্যবহার করব।

শ্রীপবিমল চন্দ্র সাহা ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, কিছু দিন আগে পত্রিকায় দেখেছি তপন দেবনাথকে কে বা কাহারা হত্যা করেছে। সেই তপন দেবনাথই এই তপন দেবনাথ যার নাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করলেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—-এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এই খুনে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আসামীরা কংগ্রেস (ই) এর সমর্থক এটা তিনি কি করে বুঝতে পারলেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার স্ট্যাটমেন্টে বলেছি যে, এইটা পুলিশ রিপোর্ট।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই আশুতোষ সরকার আক্রান্ত হওয়ার আগে কংগ্রেস (ই) অফিসে দুবৃত্তরা সংগঠিত হয়েছিল লাঠি বল্লম নিয়ে এবং যে পুলিশ অফিসার খবর পেয়ে সেখানে যায় সে তাদেরকে সেখানে দেখেও ধরেনি। নিখিল শর্মা কংগ্রেস (ই) এর লোক এবং আশপাশের লোক বলেছে যে তারাই সরকারকে খুন করেছে। তবু পুলিশ অফিসার তাদেরকে ধরে নি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় সদস্য যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ—আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত নিম্নলিখিত দৃষ্টি আকষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত ২০/১/৮৩ ইং রাত্রি প্রায় ১০-৩০ মিঃ এ কতিপয় অপরিচিত দুষ্কৃতকারী উদয়পুরের মির্জা বাজারে আগুন লাগাইয়া দেওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন সেই সম্পর্কে বক্তব্য হলো, গত ২০-১-৮৩ ইং রাত্রি প্রায় ১০-৩০ মিঃ এ কতিপয় অপরিচিত দুস্কৃতকারী উদয়পুরের মির্জা বজারে আগুন লাগাইয়া দেয়। উদয়পুরের অগ্নি নির্ব্বাপক সংস্থা প্রায় চার ঘন্টা চেষ্টার আগুন নিবাইতে সক্ষম হয়। এই আগুনে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২,৪০,০০০ টাকা। ইহাতে ১৩৪টি দোকান ও বাড়ী পুড়ে যায় এবং ১৫১টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের মধ্যে ১৭টি পরিবার ভাড়াটিয়া হিসাবে বাড়ীর মালিকের সঙ্গে একই বাড়ীতে থাকিতেন। সরকার এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরিবারকে প্রয়োজন ভিত্তিক ৫০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত মোট ১৫,৫৭৫ টাকা খয়রাতি সাহায্য দিয়াছেন। প্রত্যেক পরিবার যাহাতে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পাইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

জীতেন্দ্রনগর নিবাসী শ্রীরবীন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী, পিতা মৃত—চন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অভিযোগ ক্রমে উদয়পুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ২৭(১)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, যখন এই বাজারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তারপরে ঐখানকার মানুষরা ছুটে আসছিলেন বাজারের আগুন নেভাতে। তখন ঐখানকার কংগ্রেস সমর্থক শ্রীশীতল চন্দ্র ঘোষ ও ভাষাণ চন্দ্র দেব তাদের নেতৃত্ব আগুন নেভাতে যারা ছুটে গিয়েছিলেন তাদের বাধা দেওয়া হয় বলা হয়, আগুন ধরে গেছে সুতরাং গিয়ে কি হবে? যাবেন না। এ কথার পরও যখন আগুন নেভানোর জন্য ছুটে আসছে তখন নজর সরিয়ে আনার জন্য এক কংগ্রেস সমর্থক ভারত চন্দ্র মজুমদারের বাড়ীর কাছাকাছি আর একটি বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীনপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, এইসব তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ-- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর ----

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ছিল। আপনি আমায় জানিয়েছিলেন ১৬ তারিখে বিবৃতি দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে আমার সেই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন। আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ----

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সেই ----

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- আলোচনার সময় এভাবে বাধা দেওয়া যায় না।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ-

'সম্প্রতি ২৯শে জানুয়ারীতে কাকুলিয়া ফরেষ্ট রিজার্ভ অফিসে উগ্রপন্থী হামলা এবং দুইটি রাইফেল ছিনাইয়া নেওয়া সম্পর্কে।'

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে বক্তব্য হলো, গত ২৯-১-৮৩ ইং আনুমানিক প্রায় সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ এ ১০/১২ জন উগ্রপন্থী জলপাই রং এর পোষাক পরিহিত ও রাইফেল, ষ্টেনগানে সজ্জিত হইয়া কাকুলিয়া ফরেষ্ট পেট্রোল অফিসে আক্রমণ করে ও দুইটি রাইফেল, ২৫টি গোলাবারুদ নগদ ও কাপড় চোপর মিলিয়া আনুমানিক ৩৫০০ টাকার মূল্যের জিনিষ নিয়া যায়। নগদ টাকা ও কাপড় চোপর অভিযোগকারী শ্রীপ্রিয়ব্রত চক্রবর্তী, পেট্রোল অফিসার এবং শ্রীফণীভূষণ দাস ফরেষ্টার এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। দুস্কৃতিকারীরা শ্রীপ্রিয়ব্রত চক্রবর্তীকে পেট্রোল অফিস হইতে দক্ষিণ পূর্ব দিকে নিয়া উদয়পুর সাব্রুম রাস্তায় ছাড়িয়া দেয় ও পুলিশকে না জানানোর জন্য শাসায়। এই ঘটনাটি বাইকোরা থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির৩৯৫/৩৯৮ ধারামতে মোকদ্দমা নং ৭(১)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় পুলিশ ৩তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ১) শ্রীমুক্ত রিয়াং, পিতা মৃত গঙ্গা প্রসাদ রিয়াং লক্ষীছড়া, ২) শ্রীবুদ্ধুরাম রিয়াং, পিতা লালুজিগা রিয়াং, কালমা, ৩) শ্রীমাচা মগ, পিতা থাইবাই মগ, ডলুছড়া। ইহারা সকলেই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক বলে জানা যায়। সকলকেই আদালতে চালান দেওয়া হয়। বর্তমানে তাহারা জেল হাজতে আছে।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার :- - আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ-

'গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ ইং বিলোনীয়া মহকুমার মুহুরীপুর বাজার হইতে আসার পথে কালমার শ্রীবিকাশ দত্ত কতিপয় দুস্কৃতিকারীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।'

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :--- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে বক্তব্য হলো, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং কালমার শ্রীবিকাশ দত্ত-এর উপর হামলার ঘটনা পুলিশের জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :--- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো,

গত ৪-১-৮৩ ইং রাত্রে উদয়পুর কং (ই) সমর্থক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নির্বাচনী অফিস আক্রমণ করা এবং মিহির আইচ ও দুলাল মজুমদার নামে দুইজন সি, পি, আই (এম) কর্মীকে খুন করা সম্পর্কে।'

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :--- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে পুলিশের রিপোর্টে প্রকাশ গত ৪-১-৮৩ ইং তারিখ রাত প্রায় ১১টা ৩০ মিঃ এ প্রায় ২৫/৩০ জন দুস্কৃতিকারী চন্দ্রপুর সি, পি, আই (এম) অফিসের সামনে বোমা ইত্যাদি অস্ত্র নিয়া শ্রীদুলাল মজুমদারের উপর আক্রমণ করে তাহার উপর বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে শ্রীদুলাল মজুমদারের ডান হাতে মারাত্মকভাবে আঘাত লাগে এবং পরে এই আঘাত জনিত কারণে তিনি মারা যান।

এই ব্যাপারে রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪০/১৪৯/৩০৬ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫ (১) ৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ফুলকুমারীর শ্রীস্বপন দে, পিতা শ্রীগোবিন্দ দে নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্ত কারী শ্রীস্বপন দে বর্তমানে জেল হাজতে আছে।

গত ৪/৫-১-৮৩ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১টার সময় কিছু কংগ্রেস (আই) সমর্থক দুস্কৃতিকারী লাঠি, রামদাও ইত্যাদি অস্ত্র নিয়া চন্দ্রপুর কলোনী বাজারস্থিত সি, পি, আই (এম) অফিসের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং ৭/৮ জন সি, পি, আই (এম) সমর্থকের উপর হামলা করে। ফলে ৭/৮ জন সি, পি, আই (এম সমর্থক মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং ৩-৪ জনের খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না।

পরে ৩।৪ জন নিরুদ্দেশ ব্যাক্তিগণের মধ্যে মিহির আইচের মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং অপর ৩ জনকে খুঁজিয়া বাহির করা হয়।

এই ঘটনায় রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৪৫৭।৩০৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৮(১)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় নিম্নলিখিত ৩ ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় : ১) শ্রীভবেশ দাস--- পিতা--কুঞ্জমোহন দাস--ফুলকুমারী, ২) শ্রীমিহির চক্রবর্তী--পিতামৃত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী-- ফুলকুমারী, ৩) শ্রীস্বপন দে---পিতা শ্রীগোবিন্দ দে---ফুলকুমারী। কেবল মাত্র শ্রীস্বপন দে (উভয় ঘটনার সঙ্গে জড়িত) এখন জেল হাজতে আছে। আসামীরা সকলেই কংগ্রেস (ই) সমর্থক।

উভয় ঘটনাগুলিই তদন্ত কার্য চলিতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান, এই ৪, ১, ৮৩ ইং তারিখে রাত্রে যখন ওখানে সি, পি, আই (এম) কর্মীরা কাজ করছিল সে সময় টি, আর, টি ২৪৯, টি, আর, টি—৩৫৯. টি, আর, টি—৬৮৩, ডি, ই, ডি—৮৩৮২ এবং এম, এল, এম-এর ২টা গাড়ী, টি, আর, এর—২টা গাড়ী, এ, এম, কের—একটা গাড়ী এই গাড়ীগুলির নাম্বার সংগ্রহ করা যায় নি, এই ৯টি গাড়ীকরে উদয়পুরে ডাকাত এবং গুণ্ডারা সেখানে তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য সংঘটিত হয় ও পরিকল্পনা করে, এবং এই পরিকল্পনার নেতা ছিলেন বিরোধী দলের কংগ্রেস (আই) এর সদস্য—শ্রীমতি বিভু কুমারী দেবী ও শ্রীঅনিল সরকার। এই আক্রমণের মাত্র ৫ মিনিট আগে সেই ঘটনাস্থল থেকে পেরাতিয়া ফরেন্ট রিজার্ভ অফিসে এর ডাক বাংলোতে যান। তারা এই স্থান ত্যাগ করার মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আক্রমণ সংঘটিত হয় এবং মিহির আইচ নিহত হন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- স্যার এই সব তথ্য আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্য যে গুরুতর তথ্য দিলেন আমি পুলিশকে বলব তারা যাতে সেগুলি সংগ্রহ ক'রে তদন্ত কার্য্যকে আরও শক্তিশালী করেন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, প্রথম বোমার আক্রমণে দুলাল মজুমদার মাথায় এবং হাতে আঘাত পান এবং মাটিতে পড়ে যান। তখন তার সঙ্গীরা তাকে কাঁধে নিয়ে জংগলের মধ্য দিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে পেরাতিয়া ফরেন্ট রিজার্ভ অফিসে গেলেন, তখন শ্রীমতি বিভু কুমারী দেবী ও শ্রীঅনিল সরকার বেড়িয়ে এলেন। বেড়িয়ে এসে বললেন, 'তোমাদের আমরা নিয়ে যাচ্ছি, চল'। তারা শেষ পর্যন্ত এখানকার সি, আর, পি, কমাণ্ডেন্ট আছেন, তার কাছে গিয়ে আশ্রয় চান এবং দুলাল মজুমদারকে বাঁচাবার জন্য সি, আর, পি, কমাণ্ডেন্টের গাড়ী করে উদয়পুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। উদয়পুর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর, ওখান থেকে বিভু দেবীর গাড়ীতে করে মিহির চক্রবর্তী, ভবেশ দাস, স্বপন দে, সুনীল দাস, পরিমল দাস সহ শ্রীঅনিল সরকার সহ হাসপাতালে আসেন এবং ডাক্তারদের ধমকাতে থাকেন যে দুলাল মজুমদারকে বের করে দেবার জন্য। ডাক্তার পুলিশকে টেলিফোন করার জন্য যখন টেলিফোন ধরেন তখন শ্রীঅনিল সরকার ও শ্রীমিহির চক্রবর্তী ডাক্তারের হাত থেকে টেলিফোন ছিনিয়ে নেয় এবং ডাক্তারের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্য যে সব তথ্য দিলেন আমি পুলিশকে বলব এগুলি সংগ্রহ করে তারা যাতে তদন্ত করেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমার দুইটি কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল- - -

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান হয় না। আপনি বসুন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যখন ওখানে আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা গেল যে গাড়ীতে করে গুণ্ডাবাহিনী ওখানে সংঘটিত হচ্ছে

আক্রমণের জন্য তখন মাতাবাড়ী অঞ্চল থেকে পুলিশকে টেলিফোন করা হল যে, এখানে গাড়ী করে সমস্ত গুণ্ডাবাহিনী সংঘটিত হচ্ছে, যে কোন মহূর্তে আক্রমণ হতে পারে। তখন পুলিশ তরফে বলা হলো যে, আমাদের লোক নেই, । কাজেই ওখানে যাওয়া যাবে না। তারপর ডি, এম, এর কাছে টেলিফোন করা হলো যে, ওখানে যে কোন মুহূর্তে আক্রমন হতে পারে, আপনি ব্যবস্থা নিন। ডি, এম, তখন পুলিশকে টেলিফোন করে বললেন, তখন একজন কনষ্টেবল একটি লাঠি হাতে করে ওখানে গেলেন। কিন্তু দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপার যিনি সেখানকার পুরো দায়িত্বে ছিলেন তার কাছেও টেলিফোন করা হলো, (পরবর্তী কালে আমরা জানতে পারলাম যে তিনি সমস্ত পুলিশ অফিসারদের ইলেকশানের কাজে বাইরে পাঠিয়েছিলেন,) এরপর ঘটনা জানানো হলো। জানানোর পর একজন পুলিশ কনষ্টেবল লাঠি হাতে করে সেখানে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন যে, সেখানে কোন ঘটনা ঘটেনি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা? পরের দিন ডি, আই, জি যিনি আগরতলা থেকে উদয়পুর গেলেন breach of the peach এর জন্য, তখনও সেখানকার এস, পি,, আই, জি, পির কাছে রিপোর্ট পাঠালেন যে, সেখানে কোন ঘটনা ঘটেনি। কাজেই পুলিশ অফিসাররা কংগ্রেসীদের সংগে মিলে চক্রান্ত করে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি? .

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- স্যার, আমি আগেই বলেছি একই জায়গাতে দুটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কাজেই সরকার এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। কোন অফিসারের যদি কোন গাফিলতি থাকে, তাহলে সে সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি নিশ্চয়ই পড়বে। আমি হাউসকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সব রকমের তদন্ত আমরা করব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দুলাল মজুমদার ও মিহির আইচ যে সব আসামীদের নাম বলে গেছেন, সেই ব্যাক্তিরা এখনও প্রকাশ্যে বাজারে ঘোরাফেরা করছে এবং থানায় আড্ডা দিচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- স্যার, এ সম্পর্কে আমার জানা নাই। তবে এ সম্পর্কে তদন্ত করার সময় পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনার পরের দিন এই ফুলকুমারী এলাকার মধ্যে কংগ্রেস (আই) এর গুণ্ডারা প্রকাশ্যে রামদা, বোমা, লাঠি, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে পুলিশ পিকেটের উপর আক্রমন করে এবং ওখানকার সি, আর, পি, আর, ই, সি খুনীদের ধরে এবং ৭ জনকে এরেষ্ট করা হয়। এই এরেষ্টেড ৭ জনের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক চার্জ ছিল, এই খুনের সঙ্গে তারা জড়িত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে খুনের চার্জ থাকা সত্বেও এদের কোর্টে আনার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা এবং পরবর্তী কালে আরও একটা কেস হওয়া সত্বেও দুলাল মজুমদারের কেস থাকা সত্বেও এই সব গুণ্ডারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে এই হুমকী দিচ্ছে সি, পি, আই (এম) এর কর্মীরা এখানে থাকতে পারবে না, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা এখানে থাকতে

পারবে না। এই ভাবে তারা ফুলকুমারী, মান্তারবাড়ী, ও চন্দ্রপুর পর্য্যন্ত সন্ত্রাস চালাচ্ছে, তা সত্বেও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই দুটি ঘটনা দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সে সব তথ্য পবিবেশিত হয়েছে. আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি প্রয়োজন হলে আরও উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কোন অপরাধী ছাড়া পেতে না পারে সে দিকে আমরা দৃষ্টি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ও শ্রীনকুল দাস মহাশয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"গত ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৮৩ ইং বিলোনীয়া থানা অন্তর্গত মনু নিবাসী শাহ আলম কতিপয় দুস্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ও শ্রীনকুল দাস যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন সে সম্বন্ধে বক্তব্য হলো---গত ২০।১।৮৩ ইং রাত্রি আনুমানিক ১২-৩০ মিঃ সময় প্রায় ২০।২৫ জনের একটি দুস্কৃতকারী দল অভিযোগকারী পশ্চিম মনুর শ্রীইউনুছ মিয়ার বাড়ীতে আসিয়া তাহার পুত্র শ্রীআলমকে ডাকে এবং ৫০ টাকা চাদা দিতে বলে। ভয় পাইয়া শ্রীআলম বাড়ীর পেছন দিকে পালাইয়া যায়। তখন দুস্কৃতকারীরা বাড়ীতে আগুন লাগায়। শ্রীশাহ আলম নামে ১৫ বৎসরের শ্রীইউনুছ মিয়ার অপর ছেলে পার্শ্ববর্তী ঘরে ঘুমাইতেছিল। চিৎকার শুনিয়া সে ঘটনাস্থলে আসার পথে দুস্কৃতকারীরা দেশী বন্দুক হইতে গুলী করে ফলে শ্রীশাহ আলমের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে। এই সময় ৫০ বৎসর বয়স্ক শ্রীকাদির মিয়া নামে অপর এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসার পথে দুস্কৃতকারীদের ধারাল অস্ত্রের এবং গুলির আঘাতে মারাত্মক-ভাবে আহত হন। তাহাকেও চিকিৎসার জন্য জি বি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এই ঘটনাটি বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩০২।৩২৬।৪৩৬ ও অস্ত্র আইনের ২৫(এ) ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ১১(১) ৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগকারী ৩ ব্যক্তিকে চিনিতে পারেন। যথা (১) শ্রীনেতাইফা, (২) শ্রীতারিন্দ্র ওরফে মাষ্টার রিয়াং এবং (৩?) শ্রীরবীন্দ্র রিয়াং।

শ্রীথাইযারায় রিয়াং ও শ্রীহাকীমজয় রিয়াং বর্তমানে জেল হাজতে আছে। শ্রীতারিন্দ্র ওরফে মাষ্টার রিয়াং ও শ্রীডেপা রিয়াং আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পাইয়াছে।

ঘটনাটির তদন্ত--কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ইউনুছ মিয়া এবং শাহ আলম ওরা আগে উপজাতি যুব সমিতিতে ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে ওরা উপজাতি যুব সমিতি ছেড়ে দিয়ে এই নির্বাচনের সময় বিশেষ করে আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীতে কাজ করেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীনকুল দাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এর কয়েক দিন আগে উপজাতি যুব সমিতির নেতা শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা সেখানে যান এবং এই গ্রামের এক বাড়ীতে মিটিং করেন এবং সেখানে পরিকল্পনা নেওয়া হয় যে তাদের বাড়ীতে আগুন ধরানো হবে এবং খুন করা হবে, এ সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই তথ্য আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---"গত ২২শে জানুয়ারী জিরানীয়া থানা অন্তর্গত মান্দাই অঞ্চলের মানীকুং গ্রামের শ্রীপরশুরাম দেববর্মা কতিপয় দুষ্কৃতকারীদের হাতে গুলীবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন সে সম্বন্ধে মন্তব্য হলো---২১।১।৮৩ ইং তারিখে মধ্য রাতে শ্রীপরশুরাম দেববর্মা পিতা মৃত বুদ্রাই দেববর্মা গ্রাম মানিকুং জিরানীয়া তাহার জীর্ণ কুড়ে ঘরে নেপাল বাড়ীর শ্রীবিখী দেববর্মা এবং রবি দেববর্মার সহিত (জুয়া) খেলিতেছিল। সে সময় কতিপয় অচেনা লোক দেশে তৈরী একটি বন্দুক দ্বারা গুলি করে যায় ফলে ঘরের মালিক আহত হন। অন্য ২জন আসামী সত্বর বাহিরে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আহত ব্যক্তিকে ২২।১।৮৩ ইং তারিখ সকালে মান্দাই পুলিশ আউট পোষ্টে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে জিরানীয়া হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখান থেকে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়। আহত ব্যক্তিকে ৫টি গুলির দ্বারা বিদ্ধ করা হয়। আহত ব্যক্তি শান্ত প্রকৃতির লোক এবং আরোগ্যের পথে। আহত ব্যক্তি এবং তাহার সাথীগণ, দুষ্কৃতকারীগণ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারেন নাই।

এ ব্যাপারে জিরানীয়া থানায় মোকদ্দমা নং ২(১)৮৩ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারা এবং অস্ত্র আইনর ২৫(এ) ধারায় নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

তদন্তের সময় জানা যায় যে, শ্রীপরশুরাম দেববর্মা ত্রিপুরা সেনার (টি, ইউ, জে, এস প্রতিষ্ঠানের) একজন কমাণ্ডার ছিলেন এবং গত ইলেকশনে পার্টির হয়ে কোন কাজ করেন নাই। তাছাড়া আহত ব্যক্তি গ্রাম্য বিচার এমন কি ছোট খাট চুরির ব্যাপারে বিচার করিতেন যাহা দলের চরম রাগের কারণ হইতে পারে। সম্ভবত এই কারণেই উক্ত দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়। সঠিক তথ্য না পাওয়ায় এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

এ ব্যাপারে তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা পরশুরাম দেববর্মাকে গুলি করেছেন, সেই সমস্ত সি, পি, আই, এম কর্মী মাণিক দেববর্মার নেতৃত্বে গুণ্ডাবাহিনী সমগ্র অঞ্চলে যুব সমিতির বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং ভয় দেখাচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না।

মুখ্যমন্ত্রী ঃ---সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মান্দাই অঞ্চলে বহু লোক প্রত্যক্ষ করেছে এই সমস্ত গুণ্ডাবাহিনী যারা পরশু দেববর্মাকে খুন করেছে, শুধু পরশুরাম দেববর্মাকেই নয় যুব সমিতির প্রত্যেকটা নেতাকে হত্যা করবে বলে বন্দুক, রাইফেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কাকুলিয়া ফরেস্ট রিজার্ভ এলাকা থেকে দুটো রাইফেল ছিনিয়ে এনে পর্য্যন্ত হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এই সকল তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

মুখ্যমন্ত্রী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এইসব তথ্য যদি মাননীয় সদস্যের কাছে থাকে তাহলে পুলিশের কাছে দিতে পারেন। তখন তদন্ত করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, পদ্ম দেববর্মাকে খুন করার পরে এই সমস্ত যারা রাইফেল, বন্দুক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালাচ্ছে তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না এই ঘটনার পরেও কেন তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছেনা, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এই সমস্ত গুণ্ডারা আগরতলায় এম, এল, এ'দের আশ্রয়ে আছেন, এই তথ্য আছে কিনা ?

মুখ্যমন্ত্রী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি আমার কাছে এইসব তথ্য নেই। মাননীয় সদস্য যদি পুলিশকে সাহায্য করেন তাহলে সেইসব তদন্ত করে দেখা হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক একটি ঘোষণা

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ--হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধানসভার পরিচালনা কার্য্যবিধির ১১(১) ধারা বলে আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়দের নিয়ে একটি প্যানেল অব্ চেয়ারম্যান গঠন করেছি। মাননীয় সদস্যদের নাম হলো ঃ---

১। সর্বশ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা

২। " কেশব মজুমদার

৩। " রুদ্রেশ্বর দাস

৪। " অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই কলিং...............

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---মাননীয় সদস্য গত ১৪।২।৮৩ ইং তারিখে আপনার কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ অ্যাডমিটেড স্টারড কোয়েশ্চান নং ১৯ হিসাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর জবাব দিয়েছিলেন।, যার ফলে কলিং অ্যাটেনশান অ্যাডমিটেড হওয়া সত্ত্বেও, সি, এম, অ্যাগ্রি করা সত্ত্বেও লিস্ট অব্ বিজনেসে এটা আসেনি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি গত ১১ তারিখে দুটি কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ দিয়েছিলাম। একটি হল ১৭ তারিখে উদয়পুর মাতারিয়া গ্রামের মীরা মজুমদার হত্যা সম্পর্কে, আর একটা হল গত ৪ঠা জানুয়ারী প্রেস সম্পর্কে এবং একজন অ্যামপ্লয়ীকে গ্রেফতার করা সম্পর্কে। আমার কলিং অ্যাটেনশানগুলি কেন আনা হল না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি আপনার কলিং অ্যাটেনশান যেদিন দিয়েছিলেন ১১টা ৫৫ মিনিটে সেদিন এর আগেও আগেও অনেকগুলি নোটিশ ছিল। কিন্তু যেহেতু একদিনে ৩টার বেশী নোটিশ ডিস্ট্রিবিউট করা যায় না, যার জন্য আপনারটা আসেনি। তাছাড়া সুযোগ ছিল বিধানসভায় আলোচনা করার জন্য। সেই সুযোগ আপনি অন্যান্য ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারতেন।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল ঃ---"The Salaries, and Allowances of Ministers (Tripura) (Second Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 4 of 1983)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Second Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 4 of 1983). বিবেচনা করা হউক।"

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---এখন সভার প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি কেউ যদি আলোচনা করতে চান আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্য একটি ছোট রাজ্য। জনগণের অনুপাতে আয়তন খুব কম। ত্রিপুরা রাজ্য একটি গরীব রাজ্য এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন ত্রিপুরা রাজ্য একটি গরীব রাজ্য ৮০ শতাংশের উপরে দারিদ্র সীমায় আছে সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের জন্য এইসব ভাতা এবং মন্ত্রীদের যে কলেবর বৃদ্ধি করে তার জন্য এক্সট্রা খরচ করা আমি এটাকে বিরোধীতা করি। উনারা বলেন উনারা নাকি গরীব দরদী। এই বিলের মাধ্যমে ত তা আমরা কিছুই দেখতে পাইনা। উনারা বলেন বুর্জোয়াদের উনারা হটিয়ে দেবেন। কিন্তু দেখা যায় উনারা বুর্জোয়াদের সুবিধাই করছেন। কাজেই এই বিলটিকে সমর্থন না করে এই বিলকে প্রত্যাহার করার জন্য হাউসের নিকট আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজহর সাহা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলীর বেতন ভাতা ইত্যাদি নিয়ে যে বিল এসেছে তা আমি বিরোধীতা করে এইটুকু চাই আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণ অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে কাটাচ্ছেন। কারণ ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় শুধু কম্যুনিষ্ট নয়, প্রগতিশীল গভর্ণমেন্ট যেখানে রয়েছে তারা তাদের ভাতা দিয়ে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে, তাদের দুর্দশার কথা চিন্তা করে, যেখানে কর্মচারী বন্ধুদের আমরা মহার্ঘভাতা নগদে দিতে পারছিনা তাদের কথা চিন্তা করে, ভূমিহীনদের সমস্যার কথা চিন্তা করে, কৃষকদের কথা চিন্তা করে, আমি আবেদন করবো এই বিল এখানে যে পেশ করা হয়েছে মন্ত্রীদের সুযোগ সুবিধার জন্য, ভাতা পূরণের জন্য রাজ্য সরকার যাতে তা প্রত্যাহার করে নেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব এবং হাউসের কাছে এই বলে আবেদন করবো যাতে সব সদস্য এই বিলের বিরোধীতা করে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের ৮০ শতাংশ মানুষ যেখানে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে সেখানে এই বিলটি যাতে হাউস বিবেচনা করে এবং সংগে সংগে এই বিলটির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---শ্রীপরিমল সাহা।

শ্রীপরিমলচন্দ্র সাহা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য অত্যন্ত ছোট রাজ্য। লোকসংখ্যা সেই অনুপাতে বেশী নয়। আমরা দেখতে পারলাম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মন্ত্রীসংখ্যা গতবারের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই সরকার গরীবের জন্য কথা বলেন, গরীবের প্রতি দরদ দেখান। আমি বলতে চাই যদি সত্যি তাই হত তাহলে তারা কেন দেখলেন না যে তাদের প্রধানরা প্রতি বছর কত টাকা গরীবের নামে লুটছেন। যদি সত্যিই গরীবের দরদী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা এম; এল, এরা যে বেতন-ভাতা পাই তাই আপনাদের মন্ত্রীরা নেন না কেন? তা না করে মন্ত্রীদের ও সদস্যদের বেতন ভাতা বাড়িয়ে টাকার জন্য কেন্দ্রের দোষ দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি নির্ধারিত কার্যসূচীতে আসন।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ---যদি এই সকল বেতন-ভাতা বাচিয়ে জনগণের জন্য খরচ করা হয় তাহলে জনগণ বুঝবেন যে বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা সত্যি কথা বলতে জানেন আর তাতে তারা আশ্বস্ত হবেন। কিন্তু না তারা শুধু মিথ্যা কথাই বলেন আর দিন দিন মিথ্যা কথার বহরই বাড়ছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউজে যে বিল এসেছে সে বিলকে আমি সমর্থন করতে পারিনা। তার কারণ হল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্য একটা ক্ষুদ্র রাজ্য, এখানে শতকরা ৮০ জন লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে তা সত্ত্বেও এখানে কয় ডজন মন্ত্রী নেওয়া হয়েছে। আগামী বছরে এর সংখ্যা আরও বাড়বে। ওদের দলের মধ্যে যে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে সেটা আরও বাড়বে আর তার জন্যই এভাবে আরও মন্ত্রী নিতে হবে। গরীবের সরকার বলে পরিচয় দিচ্ছেন আর মন্ত্রী থেকে শুরু করে এম, এল, এ পর্যন্ত সকলে কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধীকে দোষারোপ করছেন নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য। সব সময় কেবল বলছেন ইন্দিরা গান্ধী দিচ্ছে না। কিন্তু তারা একদিনও চিন্তা করলেন না যে কিভাবে তারা গরীব মানুষকে ঠকিয়ে বিল পাশ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই আজকে হাউজে যারা উপস্থিত আছেন তারা যাতে এই বিলকে সমর্থন না করেন তারজন্য আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা বিল নং ৪-এ মন্ত্রীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে চাওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম আমরা একজন উপমুখ্যমন্ত্রী পেলাম। তাই এর আগে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আলাদা কোন বেতন বা ভাতা ছিল না। কাজেই এখন আমরা যদি এই বিলটি পাশ না করি তাহলে শুধু তিনি নন অন্যান্য মন্ত্রীরাও কোন বেতন বা ভাতা পাবেন না, তাই এটি-ত পাশ করতে হয়। আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার হল একটা স্বয়ংসিদ্ধ দল। কাজেই এত মন্ত্রীর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমরা আগে নাগাল্যাণ্ডে, মণিপুরে অর্থাৎ যেখানে পার্টির মধ্যে কোন্দল আছে সেখানে দেখেছি এভাবে অনেককে মন্ত্রী করা হয়। সেখানে মন্ত্রী হওয়ার জন্য মারামারি চলে। কিন্তু আমরা জানি মার্কসবাদী দলের মধ্যে-ত এমন কোন মারামারি নাই। এরকম উপ-প্রধানমন্ত্রী উপ-মুখ্যমন্ত্রীর-ত কোন প্রভিশন ভারতের সংবিধানে নাই। আমরা জানি ভারতের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর কথা আছে। ওনাদের শুধু সামনে পেছনে এসকর্ট হয়, ওনারাই-ত ক্ষমতা ভোগ করেন। এছাড়া-ত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক

কোন রকম পরিবর্তন নাই। সিমপ্লি কেবিনেট মিনিস্টার যারা আছেন তাদের বেলায় কিছু ক্ষমতা আছে। এখানে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বেতন নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে ১৪০০/- টাকা। বর্তমানে প্রাইস রাইজিং যেভাবে হচ্ছে, তাতে একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীও ৫০০ টাকার উপরে পান। ৩য় শ্রেনীর কর্মচারীরা ১০০০ টাকাও পান। সেখানে ১ জন মন্ত্রী ১৪০০ টাকা নিয়েও চলতে পারবেন না। উড়িষ্যা, বিহার, নাগাল্যাণ্ডে একজন এম, এল, এর বেতন ১৫০০ টাকা করা হয়েছে। নাগাল্যাণ্ড, বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এক একজন এম, এল, এর এরিয়া তাই সেখানে তাদেরকে কোন কোন জায়গায় ২টা করে জীপ দেওয়া হয়েছে। আমার মনে আছে নাগাল্যাণ্ডে মিস রামা সাইজার বাড়ীতে কয়টা গাড়ী আছে আমি গুনে ঠিক করতে পারি নাই। তাই আমি মনে করি এখানে যেটা বাড়তে চাওয়া হয়েছে সেটা বাড়া দরকার এবং সে সঙ্গে এম, এল, এদেরও বাড়া দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে বিলটি এসেছে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রী ত্রিপুরা একজনের সম্পর্কে বলেছেন। তিনি হলেন মাননীয় নুতন ডেপুটি চীফ মিনিস্টার। ডেপুটি চীফ মিনিস্টারের পদটা কেন করা হয় সে সম্পর্কে বলছি যে বামফ্রন্ট সরকার সকলের স্বার্থ সুরক্ষিত করে রাখতে বদ্ধ পরিকর। তাই যেখানে গোটা রাজ্যের মধ্যে একটা বিরাট অংশের লোক রয়েছে উপজাতি সেই উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষিত করে রাখার জন্যই এই ডেপুটি চীফ মিনিস্টারের পদটা সৃষ্টি করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রী ত্রিপুরা ঠিকই বলেছেন যেখানে দলীয় কোন্দল রয়েছে সেখানেই শুধু মন্ত্রী বাড়ানোর কাজ চলছে। বিরোধীরা যত চীৎকারই করুন না কেন আজকে ভারতবর্ষের কোথায় ত্রিপুরার মত এমন স্থায়ী সরকার রয়েছে? কোথাও নাই। কাজেই ওনারা যেটা বলছেন সেটা বড় দুঃখের কথা। ওনারা বলছেন মন্ত্রীদের সংখ্যা বাড়ান হল কেন? মন্ত্রীদের সংখ্যা বাড়ান হয়েছে কাজের সুবিধার জন্য। আমি বলব এত কম মন্ত্রী এতদ্ অঞ্চলের আর কোন রাজ্যে নাই। যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হচ্ছে সেটা মাননীয় সদস্যদের জানা আছে কিনা জানি না তবে এত কম টাকায় ভারতবর্ষের কোন মন্ত্রীসভা চলে না। একমাত্র এখানেই সবচেয়ে কম টাকা খরচ করা হয় মন্ত্রীসভা চালানোর জন্য। এ সম্পর্কে একটি তথ্য মাননীয় সদস্য শ্রী ত্রিপুরা এই বিধানসভায় দিয়েছেন। আমরা শতকরা ১০ পার্সেন্ট টাকা কম নিয়েছি এবং সে টাকাটা সরকারকে দিয়ে দিয়েছি। এমন নজির ভারতবর্ষের কোথায়ও নেই। যে বেতন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীর সমান সে বেতন থেকে শতকরা ১০ পার্সেন্ট টাকা আমরা সরকারকে দিয়ে দিয়েছি। কাজেই এসব দিক থেকে ওনাদের কোন বক্তব্য ঠিক নয়। আমি মনে করি এটা কোন দরকারী বিষয় নয়। বেতন এবং ভাতা যেটা ডেপুটি চীফ মিনিস্টারের জন্য ধরা হয়েছে সেটা খুবই কম। আর মাননীয় সদস্য শ্রী ত্রিপুরা এম. এল. এদের সম্পর্কে যেটা বলেছেন সেটা আপাততঃ আমাদের নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ--- আলোচনা এখানেই শেষ হল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত বিলটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ--- "The Salaries and

Allowances of Ministers (Tripura) (Second Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 4 of 1983). বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি "বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৩ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।"

(ধ্বনি ভোটে ধারাগুলি গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ "বিলের শিরেণামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ--- "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Sceond Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 4 of 1983)"

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উথ্যাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উথ্যাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, I beg to move the "Salaries and Allownaces of Ministers (Tripura) (Sceond Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 4 1983)" পাশ করা হউক।"

মিঃ স্পীকার ঃ এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উথ্যাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ "Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Second Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 4 of 1983) পাশ করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে পাশ করা হয়)

মিঃ স্পীকার ঃ হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধানসভা পরিচালন কার্য্যবিধির ২০০(১) ধারা বলে আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়দের নিয়ে নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করেছি। কমিটি-গুলির নাম এবং সদস্যদের নাম পড়ে শুনাচ্ছি—

COMMITTEE ON DELEGATED LEGISLATION

No.	Name	
1.	Shri Matilal Sarkar,	Chairman,
2.	Shri Rudreswar Das,	Member
3.	,, Subodh Ch. Das,	,,
4.	,, Tarani Mohan Singha,	,,
5.	,, Rashiram Deb Barma,	,,
6.	,, Len Prasad Malsai,	,,
7.	,, Sukhamay Sen Gupta,	,,
8.	Smt. Maharani Bibhu Kumari Debi,	,,
9.	Shri Buddha Deb Barma,	,,

RULES COMMITTEE.

1. Shri Amarendra Sharma, Speaker, Ex-Officio, Chairman,
2. ,, Bimal Singha, Deputy Speaker. Ex-Officio, Member,
3. ,, Keshab Majumder, Member,
4. Srimati. Gauri Bhattacharjee, ,,
5. Shri Jadab Majumder, ,,
6. ,, Ashok Kumar Bhattacharjee, ,,
7. ,, Sukhamay Sen Gupta, ,,
8. ,, Nagendra Jamatia, ,,
9. ,, Manoranjan Majumder, ,,

LIBRARY COMMITTEE.

1. Shri Subodh Ch. Das, Chairman,
2. ,, Len Prasad Malsai, Member,
3. ,, Samir Kumar Nath, ,,
4. ,, Bidhu Bhushan Malakar. ,,
5. Smt. Gouri Bhattacharjee, ,,
6. Shri Fayzur Rahaman, ,,
7. Shri Narayan Das, ,,
8. Rabindra Deb Barma, ,,
9. Smt. Ratna Prava Das, ,,

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

1. Shri Amarandra Sharma, Speaker, Ex-Officio, Chairman,
2. Shri Bimal Singha, Deputy Speaker, Ex-Officio, Member,
3. ,, Anil Sarkar, Minister, Ex-Officio, ,,
4. ,, Samar Choudhury, ,,
5. ,, Manik Sarkar, ,,
6. ,, Bhanulal Saha, ,,
7. ,, Sudhir Ranjan Majumder, ,,
8. ,, Angju Mog, ,,
9. ,, Nagendra Jamatia, ,,

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES.

1. Shri Sunil Choudhury, Chairman,
2. Shri Gopal Chandra Das. Member,
3. ,, Fayzur Rahaman, ,,
4. ,, Samir Deb Sarkar, ,,
5. ,, Makhan Lal Chakraborty, ,,
6. ,, Bidya Ch. Deb Barma, ,,
7. ,, Dhirendra Deb Nath, ,,
8. ,, Parimal Chandra Saha, ,,
9. ,, Ratimohan Jamatia, ,,

HOUSE COMMITTEE

1	Shri Rashiram Deb Barma,	Chairman,
2.	,, Samir Deb Sarkar,	Member,
3.	Smt. Gouri Bhattacharjee,	,,
4.	Shri Nakul Das,	,,
5.	,, Samir Kumar Nath,	,,
6.	,, Matilal Sarkar,	,,
7.	Smt. Gita Choudhury,	,,
8.	Shri Budha Deb Barma,	,,
9.	Maharani Bibhu Kumari Devi,	,,

COMMITTEE ON PETITIONS

1.	Shri Tarani Mohan Singha,	Chairman,
2.	,, Makhan Lal Chakraborty,	Member,
3.	,, Sunil Chaudhuri,	,,
4.	,, Samir Deb Sarkar,	,,
5.	,, Kali Kumar Deb Barma,	,,
6.	,, Bidhu Bhushan Malakar,	,,
7.	,, Narayan Das	,,
8.	,, Rasik Lal Roy	,,
9.	,, Diba Chandra Hrangkhal,	,,

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE.

1.	Shri Gopal Chandra Das,	Chairman,
2.	,, Purnamohan Tripura,	Member
3.	,, Jadab Majumder,	,,
4.	Smt. Gouri Bhattacharjee,	,,
5.	Shri Rasiram Deb Barma,	,,
6.	,, Jawhar Saha.	,,
7.	,, Basit Ali,	,,
8.	,, Parimal Chandra Saha,	,,
9.	,, Diba Chandra Hrangkhal,	,,

COMMITTEE ON PRIVILEGES.

1.	Shri Keshab Majumder,	Chairman.
2.	,, Rudreswar Das,	Member,
3.	,, Matilal Sarkar,	,,
4.	,, Bhanulal Saha,	,,
5.	,, Bidya Ch. Deb Barma,	,,
6.	,, Haricharan Sarkar,	,,
7.	,, Dhirendra Deb Nath,	,,
8.	,, Shyama Charan Tripura,	,,
9.	,, Monoranjan Majumder,	,,

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার কার্যসূচী হলো ঃ—

"The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1983 (Tripura Bill 2 of 1983.)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 2 of 1983). বিবেচনা করা হউক।"

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন কোন সদস্য উহার উপর আলোচনা করতে চান কি না ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেও ভোট অন একাউন্টের উপর বক্তব্য রেখেছিলাম যে এখানে ৬ মাসের জন্য "ভোট অন একাউন্টস আনা হয়েছে—

মিঃ স্পীকার ঃ—এ আলোচনা সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস্ এর উপর হবে। এটা এপ্রোপ্রিয়েশন বিল।. এর উপর ঐ আলোচনা হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে আলোচনা আর নেই। সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ—

"The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 2 of 1983). বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত (১) নং হইতে (৩) নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(ধ্বনিভোটে বিলের ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের অনুসূচীগুলি বিলের অংশরূপে গৃহীত হয় ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে)

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ—"বিলের শিরোণামাটি বিল এর একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গৃহীত হয় ধ্বনিভোটের মাধ্যমে।)

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো—'দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ২) বিল, ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ২ অব ১৯৮৩)' পাশ করার জন্য প্রস্তাব উথাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উথাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker. Sir, I beg to move that' the Tripura Appropriation (No. 2) Bill 1983 (Tripura Bill No. 2 of 1983) be passed."

(The Bill was put and passed by voice vote)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—'দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) বিল, ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১ অব ১৯৮৩), উথাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce "the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 1 of 1983) be now inttoduced".

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

(মোশানটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল)

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো---'দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) বিল, ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১ অব ১৯৮৩)' এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Sreaker, Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 1 of 1983) be now taken into consideration.

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, সার, এই সভায় ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) বিল যেটা আনা হয়েছে, এটা আনা হয়েছে ৬ মাসের জন্য। কিন্তু এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের সংগে লক্ষ করছি যে, "ভোট অন অ্যাকাউন্ট" যেটা আনা হয় নরম্যাল প্রসিডিউর বা কনভেনশান হচ্ছে সাধারণত ২ মাস বা ম্যাকসিমাম পিরিয়ড হচ্ছে ৪ মাসের জন্য আনা হয়। আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়কে অনুরোধ করব শাসকদের এবং কাউলের প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রসিডিউর অব পার্লামেন্ট---পেজ নাম্বার ৬১২ দয়া করে পড়তে। সেখানে লেখা আছে---"Normality the vote on account is taken for two months only. But during an election year or when it is anticipated that the main demands and the Appropriation Bill will take longer than two months to be passed by the House, the vote on account may be for a period exceeding two months and may extend to 3 to 4 monts". কিন্তু কোথায়ও এমন কোন নজীর আমরা দেখিনি যে ভোট অন অ্যাকাউন্ট ৬ মাসের জন্য আনা হয়েছে। কিন্তু আজকে এখানে আমরা দেখলাম যে, ৬ মাসের জন্য আনা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এটার মধ্যে একটা মটিভ দেখতে পাচ্ছি সেই মটিভটা হচ্ছে, সাধারণত বাজেট অধিবেশন মার্চ মাসে হয়, এখন ফেব্রুয়ারী মাস। এমন কি পরিস্থিতি দেখা গেল যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ৬ মাসের জন্য এই ভোট অন অ্যাকাউন্ট এনেছেন। হাউসকে ডার্কে রেখে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ৬০ পারসেন্ট অব দি বাজেট এখানে আলোচনা না করেই পাশ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে যে সুযোগ হাউসের সামনে ছিল আলোচনা করার সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, এই হাউসকে ডার্ক রেখেই এই সরকার বিরাট একটা অংশ ব্যয় করার একটা কৌশল হিসাবেই এটাকে এনেছেন। সুতরাং ত্রিপুরার ভোট অন অ্যাকাউন্ট বিল ১৯৮৩---এর আমি বিরোধীতা করছি। কারণ, আইনগত দিক থেকেও ৬ মাসের জন্য এটা আনা যায় না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী দেখাতে পারেন কিনা যে পৃথিবীর কোথাও ৬ মাসের জন্য "ভোট অন অ্যাকাউন্ট বিল' আনা হয়েছে? সাধারণতঃ দেখা যায় পার্লামেন্টে ভোট অন অ্যাকাউন্ট আনা হয়, কারণ সেখানে দীর্ঘ সময় লাগে বাজেট পাশ করার জন্য। সেজন্য ৩১শে মার্চের মধ্যে বাজেট পাশ করা যায় না। সেজন্য ম্যাক্সিমাম তিন মাসের জন্য পাশ করা হয়। কিন্তু এখানে ৬ মাসের জন্য আনা হয়েছে। সেজন্য ডিটেলস আলোচনা করার জন্য যে অধিকার হাউসের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমজুমদার যে পয়েন্টটা এখানে তুলেছেন, সেটা আশংকা করার কোন কারণ নাই। কারণ আমরা আগামী চার মাসের মধ্যে পুরো বাজেট আনার চেষ্টা করব। আর এই কারণেই আমরা এখন ভোট অন অ্যাকাউন্টটা এনেছি। মাননীয় সদস্যদের এটা জানা আছে যে, যদি পুরো বাজেটটা এক্ষুণি এনে সেটার উপর অনেক আলোচনা করতে হয়, ফলে বাজেট পাশ করতে কিছুটা বিলম্বিত হয়। তাছাড়া আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে, সেন্ট্রাল থেকে প্লেন সিলিং-এ আমরা কোন অতিরিক্ত বরাদ্দ পাচ্ছি কিনা। প্লেন সিলিং-এর বরাদ্দটা পেয়ে গেলে আমাদের রাজ্যের যেসব বিভিন্ন সমস্যা আছে, সেগুলি বিচার বিবেচনা করে বাজেটটা করতে কিছুটা সুবিধা হয়। কাজেই এই জিনিষটাও আমাদের সবার বঝতে হবে। আর সেজন্যই এই সমস্ত জিনিষগুলি মনে রেখে, আমরা কিছু অতিরিক্ত সময় নিচ্ছি এবং তাতে কোন বাধাও নেই। তবে আমরা চেষ্টা করব যাতে আগামী 8 মাসের মধ্যে পরবর্তী ডিটেলস্ বাজেট এই হাউসের সামনে উপস্থিত করতে পারি। এর পেছনে অন্য কোন মতলব আছে বলে মাননীয় সদস্য সেটা আশঙ্কা করছেন, তা মোটেই ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ--এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ঃ "The Tripura Aprropriation (Vote on Account) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 1 of 1983) বিবেচনা করা হউক।"

ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১ হইতে ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(ধ্বনি ভোটে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউলডটি) ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউলডটি) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ধ্বনি ভোটে উক্ত অনুসূচিটি (সিডিউলডটি) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল,---"এই বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল --"The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 1 of 1983) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন।" আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 1 of 1983) be passed."

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ঃ— "The Tripura

A·propriation (Vote on Account) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 1 of 1983) পাশ করা হউক।"

(ধ্বনি ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল---সর্ট ডিস্কাশন অন মেটার্স অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পোর্টেন্স। আজকের কার্যসূচীতে দুইটি সর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার এবং দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়।

প্রথমটির বিষয়বস্তু হল---"গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমষ্যা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকারকে তাঁর নোটিশটির উপর আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের যে সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যা সম্পর্কে স্বল্পকালীন আলোচনার জন্য এই বিষয়টা সভার সামনে উপস্থিত করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই পানীয় জলের সমস্যা, এটা কোন নূতন বিষয় নয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যে আরও আগে থেকে পানীয় জলের একটা দুরূহ সমস্যা ছিল, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, এই সমস্যাটা সারা ভারতবর্ষেই রয়েছে। আজকে পানীয় জলের চাহিদা মানুষের মধ্যে ভীষণভাবে বাড়ছে কারণ পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা এবং তার মুল্যায়ন সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখা দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে, এই বিষয়টা নিয়ে সাধারণ মানুষ খুব একটা চিন্তা করত না বলে বলা চলে। পানীয় জলের সত্যি কোন উপকার আছে কি নাই, তা কখনও কেউ চিন্তা পর্য্যন্ত করতেন না। তখন সেই পুকুরের জলই হউক আর জলাশয়ের জলই হউক, একটু জল হলেই হত, তারমধ্যে পানীয় জলেরও যে বিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা আছে, তা খুব কম লোকই জানত। পানীয় জল সরবরাহ করার দুইটি ব্যবস্থা আছে, সেটা হচ্ছে টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলের মাধ্যমে। কিন্তু পানীয় জল সম্পকে সাধারণ মানুষের ধারণা পরিবর্তনের সংগে সংগে গ্রামাঞ্চলে এর চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ৪ ভাগের ৩ ভাগই হচ্ছে টিলা বা পাহাড় যেখানে মানুষ থাকে। সেখানে জলের ব্যবস্থা না থাকলেও, মানুষকে তারজন্য ব্যবস্থা করতে হয়। বিশেষ করে আদিবাসী অঞ্চলে জলের অবস্থাটা বেশী করে লক্ষ্য করা যায়, অথচ সেখানেও মানুষকে বসবাস করতে হয়। আর রাজ্যের চার ভাগের এক ভাগ যেটা সমতল, তাতে জলের কিছুটা সুবিধা থাকলেও সেটাকে পুরোপুরি পানীয় জল বলা যায় না। সেই জলকে মানুষের খাবার উপযোগী করে নিতে হয়, অর্থাৎ মানুষ যাতে পানীয় জল হিসাবে সেটাকে গ্রহণ করতে পারে, তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হয়। কাজেই সমতলেও পানীয় জলের যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে এবং চাহিদা রয়েছে। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে পর পর দুই বার খরা হয়ে যাওয়ার পর পুকুরের জল সুকিয়ে যাচ্ছে, এমন কি রিংওয়ের যেগুলি আছে, সেগুলির জলও শুকিয়ে যাচ্ছে, অনেক গভীরতায় গিয়েও জল পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এও দেখেছি সেই কংগ্রেস আমলে কি শচীন বাবুর সময়, কি সুখময় বাবুর সময় টিউবওয়েলের যে ব্যবস্থা ছিল, সেটা হল দুটো পাইপ লাগিয়ে ৫টা পাইপের বিল করে কন্ট্রাকটার পোষা। কাজেই টিউবওয়েল যা কিছু করা ছিল, তাতে আর জল পাওয়া গেল না। মাননীয় স্পীকার,

স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে পাইপ দিয়ে কারা বে-আইনী বন্দুক তৈরী করছে, তাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে। কাজেই আমি যেটা বলতে চাইছি, যে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলের পানীয় জলের চাহিদা বেড়েছে। টিউবওয়েল যদি করা যায়, কিন্তু রিংওয়েল করাটা খুবই ব্যয় সাধ্য। এক একটা ব্লকে যে পরিমাণ রিংওয়েল দরকার, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পানীয় জলের ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও নানাভাবে জলকে ধরে রাখা যায় যেমন বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জলকে ধরে রাখা যায় অথবা কোথাও টেঙ্ক তৈরী করে জলকে আটকে রাখা যায়। কিন্তু পানীয় জলের চাহিদা বাড়ার সংগে সংগে এর যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেই সমস্যার দূরীকরণের জন্য আরও বেশী করে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এমন অনেক জায়গা আছে, সেখানে পানীয় জল কেন, সেচের জলেরও সমস্যা আছে। সেটা পুকুর খনন করে হউক আর জলাশয় খনন করে হউক অথবা নলকূপ বসিয়ে হউক, তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু এই নলকূপ বা ডিপ টিউবওয়েল বসাতে হলে অনেক বেশী খরচ পড়ে যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর যে বিশ দফা আছে, তার মধ্যেও পানীয় জলের একটা দফা আছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এই পানীয় জলের ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছে অনেক আগে থেকে দাবী জানিয়ে এসেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, এখন আমাদের রিসেসের সময় হয়ে গেছে। কাজেই রিসেসের পরে আপনি আরও ৪।৫ মিনিট আপনার বক্তব্য রাখতে পারবেন।

এই সভা বেলা দুইটো পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ ডেঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার--- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বিগত ৫ বছর যাবত ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে আমরা দেখেছি যে রিংওয়েল এবং টিউব ওয়েলের সংখ্যা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৩০ বছরের তুলনায় দেড়গুণ দুইগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমরা যদি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচীর দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে পানীয় জলের সমস্যা দূর করার কথা ২০ দফাতেও আছে। কিন্তু সেটা শুধু কাগজে কলমেই লিখা আছে সেই কথাটি কার্যকরী করার জন্য রাজ্য সরকারের হাতে যে টাকা দেওয়া দরকার সেটা দিতে তিনি কার্পণ্য করছেন। ত্রিপুরার গ্রামের মানুষের পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য টাকা দিতে তিনি কার্পণ্য করছেন কিন্তু অপর দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি এশিয়াডের জন্য টাকা খরচা করতে কোনরূপ কার্পণ্য দেখাচ্ছেন না। সেজন্য আমি আশা করছি যে বামফ্রন্ট সরকার পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য আরও গুরুত্ব দেবেন। স্যার আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে বামফ্রন্ট সরকার রিং ওয়েল এবং টিউব ওয়েল বসানোর স্থান নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রেখেছে। সেখানে আমরা দেখছি যে এই স্থান নির্বাচনের অধিকার বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের হাতে অধিকার ছেড়ে দিয়েছে সাইট সিলেকশানের

জন্য। আমরা অতীতে দেখেছি যে এইসব টিউব ওয়েল রিং ওয়েলগুলি বসানোর ক্ষেত্রে ঐ কংগ্রেসী প্রধান এবং মেম্বারদের বাড়ীতেই বসানো হত আর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে সেইসব জিনিষগুলির জন্য সাইট সিলেকশানের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকারের নীতি হচ্ছে পঞ্চায়েতই ঠিক করে দেবে অন্য কেউ নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটি কথা বলব যে গ্রামাঞ্চলে যে সব রিংওয়েল এবং টিউব ওয়েল অকেজো হয়ে আছে সেগুলিকে মেরামত করার জন্য আরও তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য আমি বলতে চাই যে কিছু আমলাতান্ত্রিক গাফিলতি আছে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে প্রশাসনিক স্তরে কিছুটা গতিশীলতা এনেছিলেন এবং সেই গতিশীলতাকে বজায় রাখার জন্য সরকার সচেষ্ট হবেন আমি আশা করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় পানীয় জলের সমস্যা এখনও গুরুতর আকার ধারণ করে নাই তবু সেটা গুরুতর আকার ধারণ করা সম্ভাবনা রয়েছে এবং ত্রিপুরার পাহাড় এলাকার দুর্গম অঞ্চলে বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ যেখানে বেশী আছে সেইসব এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা যাতে দূর করা হয় এবং ২০ দফা কর্মসূচীর বাস্তব রূপ দানের জন্য রাজ্য সরকারের হাতে আরও অধিক অর্থ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে ত্রিপুরার এই সমস্যা দূর করার জন্য সহযোগিতা করেন এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :--- শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতী গীতা চৌধরী :--- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে বলেছেন যে বিগত ৩০ বছরে ত্রিপুরায় পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না---৩০ বছর আগে কি ত্রিপুরার মানুষ পানীয় জলের জন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকত? বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে এই ৫ বছরে ত্রিপুরার জন্য অনেক রিং ওয়েল টিওব ওয়েল করেছে---সাইট সিলেকশানের জন্য বি, ডি, সি,র হাতে দায়িত্ব না দিয়ে পঞ্চায়েতের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এইসব কথা বলেছেন এবং তিনি আরও বলেছেন যে কংগ্রেস আমলে এইসব রিং ওয়েল টিওব ওয়েল কংগ্রেস (আই) প্রধান এবং মেম্বারদের বাড়ীতে বসান হত। কিন্তু আমি প্রতিবাদ করে বলছি যে খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়া ব্লকে আপনারা তদন্ত করে দেখুন যে সেখানকার প্রধান এবং মেম্বার---তারা সবাই সি, পি, এম এর লোক সমস্ত টিওব ওয়েল এবং রিং ওয়েল তাদের বাড়ীতে বসান হয়েছে। অবশ্য মানুষ মাত্রই পানীয় জলের দরকার আছে এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা এখানে না বলে পারছি না সেটি হচ্ছে হাওয়াইবাড়ী এলাকায় একটি মহিলা সমিতি একটা স্কুল পরিচালনা করছেন সেই স্কুলটিতে ৫০।৬০ জন ছাত্র ছাত্রী আছে সেই স্কুলটিতে পানীয় জলের খুবই অসুবিধা কাজেই সেই স্কুলটিতে যাতে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ রাখছি। এবং আমি আরও অনুরোধ রাখছি যে ত্রিপুরায় যাতে পানীয় জলের বন্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে করা হয় এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :---শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধদেববর্মা :---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বর্তমানে যে খরা চলছে সেই খরায় ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে জলের অত্যন্ত অভাব বিশেষ করে গ্রাম পাহাড়ের উপজাতি

এলাকাগুলিতে যারা বসবাস করছে তাদের পানীয় জলের সমস্যা অত্যন্ত করুন। আমি গত রবিবার দেখেছি যে ক'টি পানীয় জলের জন্য ঝগড়া করছে---তারা ভোর ৩টায় উঠে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভয় কখন জল আসবে এবং কখন জল চলে যাবে। জল চলে গেলে আর জল পাবে না।

এই যে প্রধানরা রিংওয়েল টিউবওয়েল স্থাপন করছে তাদের বাড়ী পাশে সেটা থেকে অন্যদেরকে জল নেওয়ার জন্য দিচ্ছে না। গ্রামে গঞ্জে এইভাবে তারা পার্টির লোক ছাড়া অন্যদের সঙ্গে বৈমাতৃসুলভ ব্যবহার করছে। সেখানে প্রধানদের মেয়েছেলেরা বাধা দিচ্ছে। অন্যদেরকে জল নিতে দিচ্ছে না। কাজেই পানীয় জল নিয়ে পার্টি না করার জন্য এই সরকারকে অনুরোধ করছি। জলের জন্য মানুষ রেশনসোপের চেয়ে বড় লাইন দিতে হচ্ছে। এই অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করছি তারা যেন সুষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এই সমস্যা সমাধানের জন্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে যে স্বল্পকালীন আলোচনা এখানে উত্থাপন করেছেন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আমি বলছি যে এটা একটা জটিল সমস্যা। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে যে সমস্ত কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন তারমধ্যে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করাও অন্যতম কর্মসূচী। গত পাঁচ বছরে বামফ্রন্ট সরকার এই ব্যপারে অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন। তবু আমরা দেখি বি, ডি, সির মিটিং-এ রিংওয়েল ও টিউবওয়েলের জন্য প্রচণ্ড দাবী উঠে। এবং আমরা যখন গ্রামাঞ্চলে যাই তখন আমরাও দেখি জলের প্রচণ্ড অভাব। আরও বেশী রিংওয়েল ও টিউবওয়েলের প্রয়োজন আছে। এই ব্যাপারে আমাদের আরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং সরকারকে অনুরোধ করব তারা যেন এই ব্যাপারে আরও গুরুত্ব দেন। এই কাজ করতে গিয়ে কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ঠিকমত টিউবওয়েলগুলি মেরামত হয় না, এবং অনেক সময় দেখা যায় ভাল যন্ত্রপাতি থাকে না। এর পশ্চাতে আমরা চক্রও সক্রিয়। কারণ গ্রামে গঞ্জে টিউবগুলি মেরামত করতে তাদের অনীহা। যার জন্য এই সমস্যা দেখা যায়। মাননীয়া সদস্যা গীতা চৌধুরী বলেছেন যে কংগ্রেস আমলে প্রচুর রিংওয়েল ও টিউবওয়েল হয়েছে। একথা আমরা অস্বীকার করছি না। কংগ্রেস আমলে ত্রিশ বৎসরে টিউবওয়েল করেছে ৬৯২৬টি এবং বামফ্রন্ট সরকার গত পাঁচ বছরে করেছে ৩৫৭৪টি। কাজেই বামফ্রন্ট যা করেছে তার সঙ্গে তুলনা হয় না। এই বার সাপ্লিমেন্টারী বাজেটেও এই ব্যাপারে ১৮ মক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের দাবীকে গুরুত্ব দেন। আমরা দেখেছি এই জলের সমসাা সমাধান করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। উপজাতি অধ্যুসিত এলাকায় যেখানে পানীয় জলের তীব্র সংকট সেখানে রিংওয়েল করতে গিয়ে বাঁধা প্রাপ্ত হচ্ছে। অনেক কর্মীকে এই উপজাতী যুব সমিতির গুণ্ডাদের দ্বারা নির্মমভাবে খুন হয়েছে। আজকে যারা উপজাতীদের জন্য রাস্তা করতে গিয়ে, টিউবওয়েল, রিং ওয়েল করতে গিয়ে যেখানে অনবরত এই সরকার

উপজাতি যুব সমিতি কর্তৃক বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে এটাকে কি তারের উপজাতি দরদ বলা যায়? আবার এই উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গেই কংগ্রেস (ই) নির্বাচনী আর্তাত করেছিল বামফ্রন্ট সরকারকে পরাজিত করার জন্য। কাজেই আমরা যেটা লক্ষ করছি এই পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে প্রশাসনের আরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বিশেষ করে যে সব অঞ্চলে তার দিয়ে মানুষ জল আনে সেখানে নতুন করে রিংওয়েল টিউবওয়েল বসানো দরকার এবং সেগুলি সময়মত মেরামত করা দরকার। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ---শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ---মাননীয় সদস্য জলের সমস্যা সম্পর্কে যে স্বল্পকালীন আলোচনা এখানে এনেছেন সেই সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রোলিং পার্টির কোন কোন সদস্য বলছেন যে কংগ্রেস আমলের কথা। তখন নাকি গাঁও প্রধানদের বাড়ী বাড়ী টিউবওয়েল ও রিংওয়েল দেওয়া হয়েছিল। এই ধরণের অভিযোগ এনে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।
বামফ্রন্ট তাই চিন্তা করছেন সমস্যা সমাধান নয়, অভিযোগ এবং বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা। এই কথা তারা আজকে শুধু বিধান সভায়ই নয় ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে শহরতলীতে সর্বত্রই বলছেন। এতে করে মূল সমস্যার সমাধান হবে না। উনারা বলেছেন, দেড় গুণ জল ব্যবস্থার বৃদ্ধি নাকি উনারা করেছেন। উনারা আরো বলেছেন, কংগ্রেস আমলে প্রধানদের বাড়ীতে নাকি জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হত। আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, বামফ্রন্টের আমলে কি হচ্ছে? কংগ্রেস সরকার যে ওয়াটার সাপ্লাই সৃষ্টি করে গেছে সেই ওয়াটার সাপ্লাইয়ের একটি টেপ প্রথমেই এক বিধায়কের বাড়ীতে দেওয়া হয়। সেই বিধায়ক জনসাধারণকে বঞ্চিত করে সেখানে যে আধ ঘন্টা জল পাওয়ার ব্যবস্থা আছে সেটা বন্ধ করে দিতেন। যার ফলে জনসাধারণ ঘন্টার পর ঘন্টা কষ্ট ভোগ করতেন। যোগেন্দ্রনগরে এক সি, পি, এম কর্মীর বাড়ীতে রিংওয়েল বসানো হয়েছে। সেখানে কংগ্রেস কর্মী কিম্বা অন্য দলভুক্ত লোক গেলে মার খাচ্ছে সেটাব কি করছেন আপনারা? এটা কি সত্য নয়? আমার প্রশ্ন তা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য উদার মন নিয়ে এগিয়ে আসুন। বিধান সভায় বড় বড় কথা বলে সমস্যা দূর হবে না। এর জন্য সুন্দর পরিকল্পনা করে জলের ব্যবস্থা করতে হবে। কংগ্রেস আমলের যে সব টিউবওয়েল ছিল সেগুলি ম্যানটেনেন্সের কথা চিন্তা না করে নূতন নূতন কল বসানোর কথা চিন্তা করে লাভ নেই। আজকে যদি সেই সব টিউবওয়েলগুলি ম্যানটেনেন্সের কথা চিন্তা করতেন, তাহলে অর্দ্ধেক জলের সমস্যা দূর করা যেত। আমরা জানি, অফিসে অফিসে দলীয় সংগঠন চলছে। যদি কোন কংগ্রেস কর্মী অভিযোগ করতে যায়, তাহলে কর্ণপাত করা হয় না। কিন্তু আপনাদের পার্টির কোন সমর্থক গেলে অফিসার মহল থেকে কর্মী মহল দৌড়ে যাবেন সেটা করে দেবার জন্য। এই ভাবে চললে কি করে সমস্যা দূর হবে? জনসাধারণের কল্যাণের জন্য, জলের সমস্যা দূর করবার জন্য আসুন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাক। কেন না, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই আহ্বান রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে এখানে যে স্বল্পকালীন মোশন এনেছেক এটা সত্যি সমর্থনযোগ্য। এটা ত্রিপুরার একটি বিরাট সমস্যা। আমি প্রায় ২৫ বছর আগে ১৯৫৭ সালে যখন ছাত্র অবস্থায় মালিধরে গেলাম, সেখানে সি. পি. এম প্রধান আছেন---শক্তিধর রিয়াং। তখন ফাল্গুন মাস ছিল। সেখানে জল খাওয়ার কি ব্যবস্থা দেখলাম জানেন? ছড়াগুলি সব শুকিয়ে গেছে, পাতা ফাঁক করে জমে থাকা জল যাতে কীট-পতঙ্গ প্রচুর পরিমাণ আছে সেই জল তাদের পান করতে হয়। আজকে ২৫ বছর পরেও সেই পরিস্থিতির যে পরিবর্তন হয়েছে তা কিন্তু নয়। গতকালও সেখানকার লোক আমার কাছে এসেছে। তাদের একমাত্র আবেদন পানীয় জলের অভাবে তাদের কষ্ট হচ্ছে সেই কষ্ট থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে। এটা বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে তীব্র। রাইমা-ভ্যালীতে গেলে দেখা যায়, চতুর্দিকে জল আর জল। ড্যাম সাইড থেকে গণ্ডাছড়া পর্যন্ত পাঁচ ঘন্টা রাস্তা শুধু জল। কিন্তু তা পানীয় জল নয়। সমুদ্রের জল যেমন খাওয়া যায় না ঠিক সেই রকম। গত বছর ড্যামের জল খেয়ে প্রচুর লোক পেটের খারাপে অসুস্থ হয়েছিল। গোয়ালখালি গাওসভার প্রধান (সি পি এম) পুষ্পধন রওয়াজা আমাকে পানীয় জলের অভাবের কথা বলেছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম, ওখানে জলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এটা করে দিলেন। এই যে জলের সমস্যা সেটা আমাদের ২/১ জনের নজরে পরেছে এটা সত্যি কথা। জম্পুই জলার এক মাইলের মধ্যে কোথাও জল পাওয়া যায় না। ভোর বেলায় উঠে সেখানকার মেয়েদের জল সংগ্রহে যেতে হয়। আমি অবশ্য স্বীকার করব, বামফ্রন্ট সরকার এসে জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং আরো কয়েকটি জায়গায় করবেন বলে পরিকল্পনা নিয়েছেন। এটা আমি সমথন করি। কিন্তু এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র জম্পুইজলা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। মিজোরা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর এবং অনেক স্বচেতন সুতরাং তাদের স্বার্থ আগে দেখতে হবে অন্যাদের নয় এটা কমিউনিস্ট সরকারের কাছে আশা করতে পারি না। সংখ্যা লঘু মিজো সংখ্যায় ৬ হাজারের মত কিন্তু তাদের মধ্যে নিরক্ষর নেই, তাদের মধ্যেই বেশী আছে আই এ এস অফিসার, আই সি এস অফিসার। রাজধন, রামধন, রাইমাভ্যালিতে জলের কষ্ট পাচ্ছন তাদের স্বার্থ দেখে যদি করা হয়, তাহলে ভাল হবে। শান্তির বাজারের বেতাগাতে কংগ্রেস আমলে রিংওয়েল ছিল একটি। কিন্তু সংস্কারের অভাবে তা অকেজো হয়ে গেছে। গতবার যে জল পাওয়া গেছে তা কাদা জল। সেই কাদা জল নিয়ে সেখানকার বি ডি ও-কে ঘেরাও করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার সংস্কার করা হয় নি। আমি এখানে আমার গ্রামের কথা বলতে পারি। ময়নামা-মনুঘাটে ওয়াটার সাপ্লাই হবে। সেখানে করা হয়েছে। কিন্তু কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আমার বাড়ীর উঠান পর্যন্ত পাইপ টেনে নিলেও ময়নামা হাই স্কুল পর্যন্ত জল সরবরাহ করা হয় এর পরে আর যায় না। আমার বাড়ীর কথা নয়। ফলে ময়নামা বাজারে যারা আছেন তারা জল পাচ্ছেন না। কংগ্রেস আমলের ১৯৬৩ সালের পুরানো রিংওয়েল দিয়েই বাজারে যারা আছে তাদের জল পান করতে হচ্ছে। কাজেই সমগ্র বিষয়টাকে আমাদের জন-স্বার্থে চিন্তা করতে হবে। আমি এখানে ময়নামা অঞ্চলের কয়েকটি মজার কথা বলছি।

সেখানে ১৮।১৯টি রিংওয়েল হবে কথা ছিল। কিন্তু হয়েছে মাত্র ৬টি। এখনও ১২। ১৩টির কিছুই করা হয় নি। আমি অবশ্য জানতাম না। সেখানকার প্রধান যিনি তিনি সি পি এম-এর লোক এবং জেলা পরিষদের সদস্য। কিন্তু তাদেরই ডি ওয়াই এফ কর্মীরা এর প্রতিবাদ করলেন।

তারা একটা টিউবওয়েল আবেদন করে প্রধানের কাছে, মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন। আমি জানিনা তাদের এই আবেদন কতটুকু কার্য্যকরী হয়েছে। ডি, ওয়াই, এফ এর সদস্যরা যে উদ্যোগ নিয়ে কাজ করেছেন সেটা সত্যি প্রশংসনীয়। জলের প্রয়োজন সব দলেরই আছে, জল ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। স্যার, বিলোনীয়া ও অমরপুরের সংযোগ স্থল চেলাগাং বাজার থেকে দেবীপুর আসার পথে দাবান্দ্রাইয়ের জলের কোন ব্যবস্থা নাই। এক মাইল দূরে একটা বাঁধ আছে। আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে সেখানে জল চাইতে গেলে তারা বলল এখানে জল পাব কোথায়, এক মাইল দূরে একটা বাঁধ আছে সেখান থেকে জল খেয়ে আসুন। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম বাঁশ পড়ে আছে, পাতা পড়ে আছে এবং এই কাদা জলই মহিলারা সংগ্রহ করছেন। কাজেই এই যে অবস্থা, সেটাকে পরিসংখ্যান দিয়ে উন্নত করা যাবে না। কংগ্রেস আমলে ৬ হাজার হয়েছে, বামফ্রন্ট আমলে ১৪ হাজার হয়েছে, কিন্তু এই কথা বললে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না। যে সমস্ত জায়গায় জল-ব্যবস্থা অপ্রতুল সেখানে জরুরী ভিত্তিতে জলের ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি এবং এতে পানীয় জলের সংকট কিছুটা লাঘব হবে বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় পানীয় জলের সংকট সম্পর্কে যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, তাতে অংশগ্রহণ করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই বিধান সভায় এর আগেও পানীয় জলের সংকট সম্পর্কে আমি একটা প্রস্তাব এনেছিলাম, সভায় সেটা আলোচিতও হয়েছিল এবং মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী সেই প্রস্তাবের উপর তাঁর ভাষণও রেখেছিলেন। সমস্যাটা যে একটা তীব্র সমস্যা সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত নাই। আমরা জানি জলের আরেক নাম জীবন। এই জীবন নিয়ে সারা ভারতবর্ষে আজকে কি ছিনি-মিনি খেলা চলছে সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আমরা রেডিওতে, পত্রিকায় দেখি যে জলের জন্য হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি পাত্র নিয়ে বিরাট লাইন পড়ে। এমন কি গাড়ী করে যে জল দেওয়া হয়, সে জল যখন ফুরিয়ে যায় তখন গরীব লোক গুলিকে দেখা যায় অসহায়ের মত বসে থাকে। গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান প্রভৃতি জায়গায় আমরা এই চিত্র দেখি। এবং ত্রিপুরাও এ থেকে বাদ যায় নি। একদিকে যেমন জল নেই, খাদ্য নেই, শীতে মানুষ মারা যায়, তখন অন্য আমরা লক্ষ্য করেছি মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য এসমা, নাসা, মিশা প্রভৃতি আইনের প্রবর্ত্তন। ভারতবর্ষের মানুষ যেখানে জল পাচ্ছে না, খাদ্য পাচ্ছে না, তখন নাসা, এসমা দিয়ে বা বিধানসভায় এসে নানা রকমের কথা বলে ভারতবর্ষের জনগণকে আর ভোলানো যাবে না। আজকে ভারতবর্ষের দিকে দিকে আন্দোলন গড়ে

উঠছে এবং ত্রিপুরাও এ থেকে বাদ নেই। স্যার, আজকে বিভিন্ন রাজ্যে ২০ দফা কর্মসূচীতে পানীয় জলের সংকটের জন্য শত শত কোটি টাকার বাজেট হয়েছে। কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যের পানীয় জলের সংকট নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা বাজেটে দিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই এটা বলবেন। বামফ্রন্ট সরকার এই খাতে পাঁচ বৎসরে দেড় গুন বাড়িয়েছে সেটা ঠিক এবং সেটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও স্বীকার করেছেন। ১৯৭৭ ইং সনের নির্বাচনের পরে আমরা বিধান সভায় এসেছি। তারপরই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে এবং পরে বি, ডি, সির, সৃষ্টি করেছি। এর আগে কোন দিন বি, ডি, সি ছিল না। আমি তেলিয়ামুড়া ব্লকের চেয়ারম্যান হিসাবে পাঁচ বৎসর কাজ করেছি। আমার ব্লকে ৪০টি গাঁওসভা আছে এবং তাতে নির্দ্দল. কংগ্রেস (ই), সি, পি, আই (এম), উপজাতি প্রভৃতি দলের গাঁওপ্রধান আছে। বি, ডি, সিতে বলে ঠিক করলাম পানীয় জলের সংকট নিরসনের জন্য বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত কি হবে? ৪০টি গাঁওসভার পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা বি, ডি, সিই করবে। তখন আমি বললাম এর আগে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস কি নীতি গ্রহন করেছিল তার একটা রিপোর্ট দেন। তখন কংগ্রেস (ই) গাঁওপ্রধান বিধু সাহা বললেন শুধু তেলিয়ামুড়াতে টিউবওয়েলের সংখ্যা ২৫০টি। আর তার পাশ্ববর্ত্তী এলাকা মোহর ছড়া বা অন্যান্য জায়গাতে টিউব ওয়েলের সংখ্যা ৩৫ টা করে। কিসাংঘাতিক দৃষ্টিভংগী। তখন সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, যেসব জায়গায় পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জলের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে রিংওয়েল নেই সেখানে রিংওয়েল বেশী সংখ্যক দিতে হবে, আর যেখানে ডিপ টিউব ওয়েল নেই সেখানে বেশী পরিমানে টিউবওয়েল খনন করতে হবে। আজকে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতি গীতা চৌধুরী মহোদয়াকে বলছি তেলিয়ামুড়া থেকে ঘুরে আসবার জন্য। দেখবেন তেলিয়ামুড়া বি, ডি, সির প্রতিটি গাঁওসভাতে আজকে ৮০।৯০টা করে টিউবওয়েল ও রিংওয়েলের ব্যবস্থা করেছি। কংগ্রেসের দীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল রাজত্বকালে বাদলাবাড়ী, আঠারমুড়া, ষড়যন্ত্রপুরী, আকরাবাড়ী, বিভিন্ন ভূমিহীন কলোনীতে কোনদিন জলের ব্যবস্থা হয় নি, সেই সমস্ত জায়গাতে বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বকালে আজকে জলের ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রেনীহীন দৃষ্টিভংগীর জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। তাদেরও জল পাওয়ার দরকার আছে। আজকে পানীয় জলের যে ব্যাপক সমস্যা তার সমাধান একদিনে হবে না এটা ঠিক, কিন্তু সেই সমস্যার নিরসনে বামফ্রন্ট সরকার যে ব্যাপক কর্মোদ্যোগ গ্রহন করেছেন তাকে আমি স্বাগত জানাই। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়নে বাধা আসে সেটা আমি অস্বীকার করছি না, বিশেষ করে প্রশাসনিক চক্র সেখানে কাজ করছে, সেই চক্রকে নস্যাৎ করতে হবে এবং যেখানে পানীয় জলের সমস্যা ব্যাপক সেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ডিপ টিউবওয়েল, রিং ওয়েল বসিয়ে পানীয় জলের সংকট নিরসন করতে হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার গ্রামাঞ্চলে জলের সমস্যা সম্পর্কে যে আলোচনা এনেছেন সেটা

সত্যিই। কারণ গ্রামাঞ্চলে একদিকে যেমন জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে, অপর দিকে তেমনি খাদ্যের সমস্যাও দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে জায়গায় আজকে সরকার শাসন ক্ষমতায় থেকেও ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচী এবং ইন্দিরা গান্ধীর কাজের সমালোচনা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তাঁরা এই চিন্তা করলেন না কেন? ইন্দিরা গান্ধীর দোষারূপ করে আপনারা কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছেন? ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ লোকের সমস্যা সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখেছেন কি? গত ৩০ বছর ধরে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে জলের সুবিধা ছিল তাঁরা আজকে সেটা অস্বীকার করেছেন কিন্তু আমরা জানি সে সময় জলের সমস্যা ছিল না। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা গত ৩০ বছরের সমালোচনা করে চলছেন সত্যি কিন্তু আসল কথা অথবা কাজ কিছুই করছেন না। কিন্তু আজকে জিজ্ঞাসার বিষয় কংগ্রেসী শাসনে যেখানে টিউব-ওয়েল ছিল, রিং ওয়েল ছিল আজকে সেগুলি কোথায় গেল? অনেক জায়গায় টিউব ওয়েল করে দিয়েছেন যেখানে তাঁর কমরেড ভাইরা আছেন। কতগুলি জায়গায় টিউব-ওয়েল করেছেন সত্যি কিন্তু সেটা দিয়ে আর জল পড়ে না। এইভাবে যদি আগামী পাঁচ বছর চলে তাহলে আমর মনে হয় না বিধানসভায় এই সুযোগ আপনারা পাবেন। আপনারা শুধু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করতে পারেন, আপনাদের যে নৈতিক চরিত্র সেটা শুধু দোষারূপ করারই চরিত্র। আমি একটা কথা বলতে চাই আজকে ২১ লক্ষ লোকের প্রতিনিধি হয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু আপনারা জানেন না ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারনকে কি ভাবে বাচানো যায় সেই চিন্তা ধারা আপনারা করেন না, শুধু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা নিয়েই আপনারা ব্যস্ত। আপনারা জানেন আগরতলা শহরে বটতলায় জহর ব্রীজের নিকটে ওয়াটার সাপ্লাই চালু করেছেন কিন্তু সে জল মানুষ খাওয়ার যোগ্য নয় কারন সেটা ভট্টপুকুরের মানুষ জানে। আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন দেখেছিলাম জহর ব্রীজের একটু দূরে স্লুইজ গেট করা হয়েছে সেটা দিয়ে কোন কাজই হয় না। ভট্টপুকুরের মানুষকে জিজ্ঞাস করলে জানতে পারবেন। এক কথায় আমাদের বাংলা ভাষায় বলতে গেলে বৈশাখ মাসের জলে যখন বন্যার সৃষ্টি হয় তখন মানুষ জল খেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ--- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে না বলে শহরের পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে বলছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :--- মাননীয় সদস্য, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ--- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মোহনপুর ব্লকের কথা বলছি, এখানে অবশ্য আরও একজন সদস্য আছেন। কিছুদিন আগে আমি সীমনা, কাঠালিয়া, জগৎপুর, গামছাখুবড়া, কলাগাছিয়া, জগৎপুর, ডাইলমারা, সাতডিম্বা এবং বড়কাঠালিয়া ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে গিয়েছি এবং দেখেছি একটা টিওবওয়েলও নেই। সে সমস্ত অঞ্চলে টিওবওয়েল দিয়েছেন সত্যি কিন্তু জল পড়ে না। তখন আমি গিয়ে বললাম টিওব-ওয়েলের এই ব্যবস্থা হয়েছে এবং এগুলি মেরামতের কোন ব্যবস্থা আছে কি অর্থাৎ মেকানিক্স আছে কি না? তখন আমাকে বলা হলো দুই একজন আছেন খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। আমি যখন খোঁজ নিতে গেলাম তখন জানতে পারলাম

মেকানিক্স আগরতলা থেকে ডেলী আসেন এবং উনার আসেতে ১২টা বেজে যায় তারপর চায়ের দোকানে বসে চা খেয়ে উনি আগরতলায় চলে আসেন কারণ উনি হচ্ছে সমন্বয়ের কেডারভুক্ত একজন লোক। সাধারণ মানুষের খাদ্য নিয়ে আপনারা যে রাজনীতি আরম্ভ করেছেন সেটা বর্জন করে জনসাধারণের বাচার পথ আপনারা তৈরী করুন এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ--- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার আমাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য যে সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য আমি প্রথমেই তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জলের নাম যে জীবন আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি দণ্ডকারণ্যে একফোটা জলের জন্য মানুষকে কত কষ্ট করতে হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিম বাংবায় যে জনসাধারণ আছেন তাদেরও ঠিকভাবে জল দিতে পারছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে সার্বিক সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই সঙ্গে জলের সমস্যাও জড়িত হয়েছে। আমার পূর্বে বামফ্রন্টের মাননীয় সদস্যরা যারা বক্তব্য রেখেছেন তারা বলেছেন আগের আমলে অর্থাৎ কংগ্রেষ রাজত্বে তাদের দলের লোক দেখে দেখে সেইসব বাড়ীর সামনে টিওবওয়েল বসানো হতো, রিংওয়েল বসানো হতো। কোন জিনিষ নিয়ে সমালোচনা করতে গেলে তার দুটি দিক আমরা সমালোচনা করতে পারি। এর আগে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখতে পেয়েছি রিংওয়েলগুলি দীর্ঘদিন ধরে উন্মোক্ত ময়দানে পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে। গাছের পাতা পড়ে দীর্ঘদিন ধরে জলগুলি নষ্ট হচ্ছে। দূষিত জলগুলি একটা নির্দিষ্ট সময়ন্তে পরিষ্কার করা বা নিয়মিত সংস্কার করা হচ্ছে না। ত্রিপুরায় এমন লোক নিশ্চয়ই আছেন গ্রামে হোক বা শহরে হোক সবত্রই, যারা সংখ্যায় কম হলেও অন্ততঃ এই জিনিসগুলি লক্ষ্য করে থাকেন, নিজেও জল খান এবং অপরকেও জল খাইয়ে বাঁচাবার উদ্যোগ নেন। এমন লোক আছে। সুতরাং সেই সকল লোকের উদ্যোগে যদি যে টিউব ওয়েলগুলি বা রিং ওয়েলগুলি হয়ে থাকে সেগুলি যদি নিজেদের উদ্যোগে সংস্কার করা বা মেরামত করা হয়ে থাকে তাহলে দোষের কিছু আছে বলে মনে করি না। এই ধরনের প্রচেষ্টা যদি থাকে তাহলে সেটা সহজেই গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে নীচুমানের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। সরবরাহ সম্পর্কে আমরা যতটুকু তথ্য পেয়েছি, বর্তমানে অতি নিকৃষ্ট মানের ফিল্টার দেওয়া হচ্ছে এগুলি গৌহাটির একটি কোম্পানী। তারা নিজেরা বলছে ত্রিপুরায় তাদের প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু ত্রিপুরায় তাদের কোন প্রতিষ্ঠান নেই। কারন ত্রিপুরার সুযোগটা নিলে পরে তারা শতকরা ১৫ পারসেন্ট বেশী পায়। সেই সুযোগটা তারা নিচ্ছে। সেই সরবরাহ দপ্তরের সংগে তার যোগাযোগ আছে। তার মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়ও জড়িত আছেন বলে আমরা জানি। যার ফলে নিকৃষ্ট মানের জিনিসটা ত্রিপুরাতে দীর্ঘ-দিন ধরে চলেছে। তার জন্য টিউব ওয়েল বসাবার দুদিন পরেই দেখা যায় জল নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বগাফাতে একটি মিটিং করেছিলেন। সেখানে বি, ডি, সির মেম্বাররা ছিল, গাঁওসভার প্রধানরা ছিল অন্যান্য অফিসাররা ও ছিলেন। পত্রিকায় দেখেছি। লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে কতটা রিং-ওয়েল হয়েছে, টিউবওয়েল হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন জিজ্ঞাসা করলেন এর মধ্যে কতটা চালু আছে ? উত্তর নেই। আমি পত্রিকায় দেখেছিলাম। লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করলেই পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না। বর্ষাকালে বাইরের জল ভিতরে ঢুকে রিং-ওয়েলের ভিতর দিয়ে জলগুলিকে অপরিস্কার করে দিচ্ছে। ঔষধ দিয়ে জলগুলি পরি-শোধিত করার ব্যবস্থা করার কথা আমার আজ পর্য্যন্ত জানা নেই। সুতরার এই সকল দিক যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে পরে কিছুটা পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে পারব। গজারিয়া একটা জায়গা সেখানে আমি দেখেছি আদিবাসী রমনীরা কোয়ার্টার মাইল নীচে থেকে জল তুলে আনে। তার জন্য বিকল্প আমাদের বিকল্প চিন্তার প্রয়োজন আছে। তার জন্য আমি মনে করি সমীক্ষার প্রয়োজন। যেভাবে টিউবওয়েলগুলি নষ্ট হচ্ছে তার জন্য সরকারী, বেসরকারী পঞ্চায়েত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি করে সমীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ—শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার এখানে গ্রামাঞ্চলের পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সংক্ষিপ্তভাবে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। সারা ত্রিপুরায় পানীয় জলের যে সমস্যা তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারন শাসক দলের বিধায়করা বলেছেন, যে জলের অপর নাম জীবন। এই জীবনকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলছে। জীবনকে নিয়ে রাজনীতি খেলছে। বামফ্রন্ট সরকারের বিধায়কদের কাছে আবেদন জানাই এই জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে তারা যাতে এই মানসিকতাকে শুদ্ধ করেন। কারন আমরা দেখেছি বিশেষ করে সি, পি, এম কর্মীরা নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের পরে এমনকি এখনও ওরা বিভিন্ন জায়গায় প্রচার চালাতে শুরু করেছে তোমরা যদি বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত না কর তাহলে তোমাদের জলের সংকট সৃষ্টি করব আমরা। এইভাবে কিল্লা এলাকায় ধীরেন্দ্র জমাতিয়া, রূপেন্দ্র জমাতিয়া এরা ভয় দেখাচ্ছে। বাগমা এলাকায় কৃষ্ণমনি জমাতিয়া, পরেশ ঘোষ এরা একত্র হয়ে ভয় দেখাচ্ছে তোমরা যে হেতু জোড়া পাতাকে ভোট দিয়েছ তোমাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে না। এইভাবে জীবনকে নিয়ে রাজনীতি না করা হয়, জীবনকে নিয়ে রাজনীতি থেকে বিরত থাকার জন্য সরকার পক্ষকে আহবান জানাচ্ছি। ১৯৭১ সনে শাখাং পাহাড়ে আমি গিয়েছিলাম। শাখাং পাহাড়ে, লালডিংগা, তুইচন্দ থাইকাবাড়ী, যতীন্দ্রবাজার ইত্যাদি এইসব এলাকাতে একটি পর্য্যন্ত টিউবওয়েল নেই। ওরা বলছে কংগ্রেস আমলে ৩০ বৎসরে তারা যা করেনি বামফ্রন্ট সরকার তা করেছে। কংগ্রেস আমলে ৬ হাজার থেকে তারা ১৪ হাজার টিউব ওয়েল তারা করেছে। গর্ব করে বলেছেন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এইখানে ঘোষনা করেছেন কংগ্রেস আমলে যেখানে ৬ হাজার ছিল বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ১৪ হাজার হয়েছে। তা এই সমস্তগুলি হয়ত টাউন এরিয়াতে থাকবে নতুবা গ্রাম প্রধানদের বাড়ীতে থাকবে। অথবা তাদের সমর্থকদের বাড়ীতে থাকতে পারে। যতটুকু আমরা হিসাব করেছি সারা গ্রামে হয় শতকরা ৫টা

কি ৬টা। কাজেই এইভাবে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হবেনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি নির্বাচনের পরে অনেক জায়গায় টিউবওয়েলগুলি অকেজো হয়ে রয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার গত ৫ বৎসর গেল ঐ শাখাং পাহাড়ে জলের কোন ব্যবস্থা করা হলনা, ঐ লালডিংগায়, তুইচন্দুতে ইত্যাদি জায়গায় জলের এখন পর্য্যন্ত কোন বাবস্থা করা হলনা। কাজেই আমি মনে করি পানীয় জলের সুষ্ঠ সমাধানের জন্য একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটিই সমীক্ষা করে দেখবে কি করে এর সমাধান করা যায় এবং সংস্কার সাধন করা যায়। এই কমিটি গঠন হলে পরেই সমস্যার সমাধান হতে পা'র বলে আমি মনে করি এবং আমি এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ---শ্রীপরিমল সাহা।

শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার যে আলোচনা উপস্থাপনা করেছেন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমি বলতে চাই, গ্রামাঞ্চলের মানুষ আজ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আজও তারা পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছে। বামফ্রন্ট সরকার বলছেন যে কংগ্রেস আমলের ৭০০ থেকে তারা এখন ১৪ হাজার করেছেন। কিন্তু কতটা রিংওয়েল এবং টিউব-ওয়েল চালু আছে সে বিষয়ে আমরা সন্দিহান। এটা হচ্ছে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি। এতে জনসাধারণের কোন উপকার হচ্ছে না। আমি এরকম একটা নজির এখানে উল্লেখ করতে পারি। হরিপুর গাঁওসভার প্রধানের জলের অসুবিধা ছিল তাই হাজার হাজার টাকা খরচ করে তার বাড়ীর কাছে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেটা ১০০ মিটার দূরে যদি বসান হত তাহলে পরে মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকারে আসত। আমি যখন ওখানকার মানুষের অনুরোধে কনট্রাকটারকে বললাম যে আপনি এখানে না বসিয়ে ঐ ১০০ মিটার দূরে বসান তখন সে কনট্রাকটার আমাকে বলল যে বাবু আমি যদি আপনার কথা মত ওখানে বসাই তাহলে পরে আমার বিল আটকিয়ে দেওয়া হবে। তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই কথাই বলতে চাই যে যদি সত্যিকারে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে পরে সত্যিকারের যাতে সে সমস্যার সমাধান হতে পারে তার প্রতি যেন লক্ষ্য সরকার দেন। ইন্দিরা গান্ধীকে দোষারোপ করে হয়ত রাজনৈতিক উপকার হতে পারে কিন্তু মানুষের কোন উপকার হবে না। আপনারা বলেছেন ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফার মাধ্যমে জনগণের কোন কাজ হবে না কিন্তু সেখানে যে কর্মসূচী আছে সে অনুযায়ী ত আপনাদেরকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। যদি কেন্দ্র থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য টাকা দেওয়া না হত তাহলেপরে আপনারা কোথা থেকে টাকা পেতেন? আপনাদা কি চীন থেকে টাকা আনছেন? নাকি জ্যোতিবাবু আপনাদের দিচ্ছেন? যদি সত্যিকারে জনদরদী কাজ করতে চান তাহলে যেভাবে মানুষের উপকার হবে সে চেষ্টা করেন আর যদি মনে করেন আপনাদের প্রধানরা লক্ষ লক্ষ টাকা কামাবে আর তাতে গরীবের উপকার হবে তাহলে আমি বলব আপনারা মূর্খের সাথে বসবাস করছেন। কিন্তু আপনাদের মনে রাখা দরকার যে ত্রিপুরার জনগণ এজন্যে আপনাদেরকে ক্ষমতায়

বসায়নি। আপনারা ত রিগিং করে ক্ষমতায় এসেছেন তাই জনগণের কথা কি ভাববেন। অতএব আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ জনগণের কথা ভাবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয়া সদস্য শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার পানীয় জলের যে প্রস্তাব এখানে আলোচনার জন্য উথাপন করেছেন তাতে অংশগ্রহণ করে আমি কিছু আলোচনা করছি। ত্রিপুরা রাজ্যের পানীয় জলের যে সংকট সে সংকট দীর্ঘদিনের। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যখন আমরা গ্রামে যেতাম আজ থেকে ৫ বছর আগে, যে কিভাবে গ্রামের লোকেরা জলের জন্য চীৎকার করত। গ্রামের মায়েরা অন্যের কূয়ো থেকে জল চুরি করে তবে পরিবারে জলের ব্যবস্থা করত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই ৫ বছরে তার সুরাহা করতে চলেছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের দীর্ঘদিনের যে সংকট সে সংকট এখনও পুরোপুরিভাবে সমাধা হয় নাই। যেখানে উঁচু পাহাড় সেখানে রিং-ওয়েল বা টিউব-ওয়েল বসান যাচ্ছে না আবার উগ্রপন্থীদের জন্যও এসকল কাজের লোকেরা যেতে পারছেন না। সেই সংকট থেকে যদি আমরা কূল পেতে চাই তাহলে ইন্দিরা গান্ধীর যে ২০ দফা কার্য্যসূচী আছে সে কার্য্যসূচী অনুযায়ী আরও বেশী বেশী করে যেন কেন্দ্র টাকা দেন তারজন্য বিরোধীপক্ষও এই বিধানসভা থেকে কেন্দ্রের কাছে আবেদন রাখবেন। যাতে ঐ উঁচু পাহাড়েও রিং-ওয়েল, ডীপ টিউব-ওয়েল বসান যায়। আমি দেখেছি যে গ্রামের মায়েরা টিলা বেয়ে ২ মাইল গিয়ে পর্য্যন্ত জল আনে। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের এই সমস্যার সমাধানের জন্য, সুষ্ঠু জল সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ার জন্য যাতে কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও বেশী করে টাকা পাওয়া যায় তারজন্য সকল সদস্য ও মন্ত্রীরা আবেদন রাখবেন বলে আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ঃ---অনারেবল ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউজে পানীয় জল সম্পর্কে যে আলোচনা হচ্ছে সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এক্ষুনি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে পানীয় জল সম্পর্কে এই হাউসে রুলিং দলের বিধায়কগণ স্বীকার করেছেন যে, জলের আরেক নাম জীবন। এটা সারা দুনিয়ার মানুষ কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জলের সরবরাহ ব্যাপারে একটা বড় প্রব্লেম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত এক বছর আগে জম্পুই-এর বামপুং গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে জল সরবরাহ করা হয়নি। কাজেই সেখানকার মানুষকে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই পায়ে হেটে দু তিন মাইল পথ অতিক্রম করে তবে জল আনতে হচ্ছে।

শুধু পাহাড় অঞ্চলে নয়, সমতল অঞ্চলেও, যেমন---ধূমাছড়ায়, করাতীছড়ায় পানীয় জলের অভাব রয়েছে। সেখানে রিং-ওয়েল দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেদিন থেকে রিং-ওয়েল-

এর কাজ শেষ হয়েছে সেদিন থেকে রিং-ওয়েল-এর জল ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এই ব্যাপারে আমরা বিগত ৪ তারিখে ছামনু বি, ডি, ও,-এর অফিসে ডেপুটেশান দিয়েছিলাম, কিন্তু বি, ডি, ও, অফিস থেকে এখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার এনকুইয়ারীর ব্যবস্থা করা হয়নি। আমবাসাতেও ওয়াটার সাপ্লাই রয়েছে অথচ তার নিকটবর্তী ডলুবাড়ীতে পানীয় জলের অভাব রয়েছে। ডলুবাড়ী থেকে সামান্য পশ্চিমে কক-সাইমা গ্রামে ওয়াটার সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে আরো হাফ কিলোমিটার দূরে পানীয় জলের অভাব রয়েছে। আমি এখানে আরো বলতে চাই যে, এই পানীয় জলের সুষ্ঠ সরবরাহ করবার জন্য আমি নিজেই যখন ব্লক অফিসে গিয়ে আবেদন রাখি তারা আমাদের সেই আবেদন নাকচ করে দেন। কারন, সেখানকার লোক্যাল সি, পি, এম,---এর নেতারা সেই ব্লক অফিসে গিয়ে বাঁধা দেন। কারন, নাকি ঐ এলাকার জনগণ সি, পি, এম করেন না। সুতরাং ঐ এলাকায় পানীয় জল সম্পর্কে একটা প্রব্লেম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এই সকল এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার যাতে সমাধান করেন তার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। কারন, এই পানীয় জলের সমস্যার সমাধান না করলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ আরো হৈ চৈ করবেন। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান যেন সরকার অবিলম্বে করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ---অনারেবল মেম্বার শ্রীনারায়ণ দাস।

শ্রীনারায়ণ দাস ঃ---মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

বিগত ত্রিশ বছরে কংগ্রেসী আমলে সরকার গ্রামে গ্রামে ঘোরা ফিরা করে এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রিং ওয়েল, এবং ডিপ ওয়েল ইত্যাদি বসিয়েছেন। কিন্তু বহু দিন হয়ে যাওয়ায় সে রিং ওয়েল এবং ডিপ ওয়েলগুলি আজকে অকেজো হয়ে গেছে। বিগত পাঁচ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর নাকি ১৪ হাজার টিউব ওয়েল বসিয়েছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন যে এই ১৪ হাজার টিউব ওয়েল বসিয়েছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন যে এই ১৪ হাজার টিউব ওয়েল নামে না কামে। কারন আমরা বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে দেখেছি কোন টিউব ওয়েল বসানো হয়নি। আর যেগুলো পুরোনো আছে সেগুলিও মেরামত করা হচ্ছে না। তার কারন নাকি সেই পাড়া বা গ্রামগুলি কংগ্রেসী করেন। আবার এখানে মাননীয় সদস্য একটা কথা বলেছেন যে, 'জলের আরেক নাম জীবন।' এটা "ভূতের মুখে রাম নাম" শোনার মতই মনে হলো। তিনি আরো বললেন যে ১৪ হাজার রিং-ওয়েল দিয়েছি, টিউব-ওয়েল দিয়েছি। কিন্তু কংগ্রেস আমলে কিছুই দেয় নাই।

শ্রীনারায়ণ দাস ঃ---আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই যে, আজকে সোনামুড়া নলছর কেন্দ্রে প্রত্যেকটি গ্রামে বিভিন্ন গাঁও সভাগুলিতে যেখানে কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা নির্দলীয় হয়ে পাশ করেছেন তারা যখন বি, ডি, সি, মিটিংএ গিয়ে বসেন এবং আলাপ আলোচনা করেন, মাননীয় বিধায়ক যারা বি, ডি, সির চেয়ারম্যান আছেন তাঁরা তাদের কথা কার্যকরী করেন না। তাদের কাজকে অগ্রাধিকার না দিয়ে নিজের দলের বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রধান যারা রয়েছে তাদের সমস্ত জিনিষ সাপ্লাই করেন।

যারা বি, ডি, সি কমিটিতে আছেন তারা যে সমস্ত কাজ স্যাংশান করান, সেই স্যাংশান টাকা দিয়ে দলবাজী করেন। হয়ত প্রধানেরা যদি কংগ্রেস হয়, সেই প্রধানের কারচুপি করার কোন উপায় নেই। কারণ, তার কথাটা তো কাযকরী হচ্ছে না। কিন্তু সি পি এম প্রধানরা যদি ৫০টা কল স্যাংশান পায় ২৫টা হবে, আর বাকী ২৫টা হাত বিক্রি করে ফেলবে। বি ডি ও সাহেবকে কিছু দিলে চেয়ারম্যানের কথা মতই চলেন। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার পানীয় জলের জন্য যে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে সেই টাকা বাম সমর্থিত কর্মচারীদের দিয়ে বি ডি ও চেয়ারম্যানদের কথামত কাজ করে চলছেন। কিন্তু নির্দলীয় প্রধানদের কথা মত কাজ হচ্ছে না। বি ডি ও-এর কাছে বললে তিনি বলেন আমার তো কিছু করার নেই। বি ডি সি যে ডিসিশান নেবে সেই মত আমি কাজ করব। তারপর দেখা গেল গ্রামে যে ৫০টা কলের মধ্যে ২৫টা কল বসানো হয়েছে সেগুলিতেও পুরনো পার্টস দেওয়া হচ্ছে। আর নতুন পার্টসগুলি মেকানিকের ব্যাগের মধ্যে রেখে দেয়। কারণ সে বামফ্রণ্ট সমর্থক। তার যোগ্যতা কম। সামান্য লেখাপড়া করেছে। সেই দিয়ে সে চাকরী পেয়েছে। যদি সে শিক্ষিত মেকানিক হত তাহলে সে পার্টসের মর্মটা বুঝতে পারত। কোন জায়গায় কোন পার্টস লাগালে কি কাজ হবে। সুতরাং এই যে অশিক্ষিত লোক নিয়োগ করা হচ্ছে তারজন্য তারা পার্টস বিক্রি করে দিচ্ছে এবং তাতে বি ডি সি-এর চেয়ারম্যান এবং বি ডি ও সাহেবের মদত রয়েছে।

কাজেই আমি অনুরোধ করব মাননীয় স্পীকার, স্যার, বামফ্রণ্ট সরকার যেন এইভাবে রাজনীতি না চালিয়ে সাধারণের জন্য কাজ করেন। যদি গ্রামে গ্রামে অতি সত্বর টিউবওয়েল না বসানো হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। এই বলে আমি বিদায় নিচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য অঞ্জু মগ।

শ্রীঅঞ্জু মগ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকারের গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার মধ্যে কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই। আমি শুনেছি যে কংগ্রেস সরকার নাকি ৩০ বছর পানীয় জলের জন্য কিছুই করে নাই। একথা মতিলাল সরকার বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পানীয় জলের কোন সমস্যা তাঁদের আমলে হয় নাই। দেখতে পাচ্ছি কল আসছে। কিন্তু জল নাই। আমাদের সাতচাঁদ ব্লকের বহু টিউবওয়েল রিংওয়েল অচল অবস্থায় আছে। শতকরা ৭০ ভাগ কল অকেজো। বিডিও সাহেবের কাছে বলে তিনি বলেন আমি তো কিছু জানি না। আমি মেকানিকস পাঠাব। কিন্তু বছরের পর বছর যায় মেকানিকস আর আসে না। সুতরাং সাতচাঁদ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে আমরা দেখতে পাই ১৯৮১ সাল শিলাছড়িতে যে টিউবওয়েল হয়েছে সেটা অকেজো গজেন্দ্র রোয়াজা পাড়তেই একই অবস্থা। সুতরাং আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ করছি যাতে এই অবস্থার তাড়াতাড়ি শেষ হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে যে স্বল্পকালীন

আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, আমি সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে মাননীয় সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি তাঁকে আরও অভিনন্দন জানাই এই কারণে যে তিনি বলেছেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কার্য্যসূচীতে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের যে সমস্যা রয়েছে, তার উপর গুরুত্ব দিয়ে এই সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়েছে এবং সেই অনুসারে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও সেই ২০ দফা কার্য্য সূচী অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের যে সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। আমিও তাঁর সংগে এক মত। আমি তাঁকে আরও অভিনন্দন জানাই এই কারণে যে কিছুদিন আগে যখন দিল্লীতে উন্নয়ন কাউন্সিলের সভা বসেছিল, তখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে সারা ভারতের যে কোন স্থানে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা চালু হউক না কেন, আমার ত্রিপুরা রাজ্যে এই ২০ দফা চালু হবে না। শুধু পানীয় জলের সম্পর্কেই নয়, এই ২০ দফা কর্মসূচীকে কার্যে রূপ দানের জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হউক, এই দাবী আমি জানাচ্ছি। কারণ এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলে এবং এই ২০ দফা কর্মসূচীকে কার্য্যে রূপ দেওয়া হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আরও যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই সমাধান হবে, এই বিশ্বাস আমার আছে। আর সেজন্যই আমি দাবী রাখছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যেও সেই ২০ দফা কর্মসূচীকে রূপ দেওয়া হউক।

শ্রীদশরথ দেব—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। এই প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের যে সমস্যা রয়েছে, সেটা দূর করতে হলে আরও বেশী পরীমাণ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয় টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে দিচ্ছেন না। কাজেই কোন কর্মসূচী কার্য্যকরী করা হবে, না হবে তা নির্ভর করছে কেন্দ্র থেকে কত টাকা পাবো তার উপর।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রীর নিশ্চয় বক্তব্য রাখার সুযোগ আছে এবং তিনি সময় মত নিশ্চয় তাঁর বক্তব্য রাখবেন, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমার বক্তব্যের মধ্যে উনি যে ভাবে বাঁধার সৃষ্টি করলেন, তাতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন না, একথা তারা বলছেন না, তারা বলছেন টাকা কম দিচ্ছেন। আবার অন্যদিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বেড়েছে। তারাই স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী দল মত নির্বিশেষে যে সরকারই থাকুক না কেন, তাদের বেলায় একটু বিশেষ নজর দিচ্ছেন, আর এটাই হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি একটা শ্রদ্ধা। সেজন্য আমি বলছি বিশেষ করে পানীয় জল সম্পর্কে যে বরাদ্দ রয়েছে, অন্ততঃ আমার কনষ্টিটিউনসীর বিভিন্ন জায়গাতে পানীয় জলের অভাব রয়েছে। গত নির্বাচনের সময়ে আমরা যেখানেই গিয়েছি সেখানকার জনসাধারণ আমাদের কাছে অভিযোগ করেছে যে বিগত ৫ বছর ধরে তারা তখনকার মাননীয় সদস্য অখিলবাবুর কাছে একটু পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য অনেক আবেদন নিবেদন করেছেন কিন্তু তাদের সেই আবেদন নিবেদন পুরণ করা হয়নি। সেই জায়গাগুলি হল ধুপছড়া, নাড়াচড়া, পশ্চিম নোয়াবাদী, রাধাকিশোরপুর, তোলাকোপা ইত্যাদি। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে কিছু টিউবওয়েল গ্রাম প্রধান অথবা পার্টি

ক্যাডারদের বাড়ীতে বাড়ীতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলিও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আসলে যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার, সেখানে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। তাই আমি সরকারের কাছে এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আমি আরও প্রস্তাব রাখছি, এই যে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য এই হাউসের সব দলের সদস্যদের নিয়ে একটা কমিটি করা হউক। এই কমিটি করে যেখানে টিলাভূমি কারণ প্লেইন ল্যাণ্ডে জলের ততটা সংকট নাই, সেই টিলাভূমিতে জল সংকট এর সমাধান করার জন্য টিউবওয়েল, রিংওয়েল ছাড়াও ডিপ টিউবওয়েল করা যায় কিনা, তা বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার এবং এটা করার যে দরকার আছে, তা নিশ্চয় সবাই স্বীকার করবেন, আমি নিজেও তা স্বীকার করছি। কাজেই যে যে এলাকায় পানীয় জলের অভাব, মানুষ পানীয় জলের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের সেই অভাব দূর করা হউক। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে যে স্বল্পকালীন আলোচনা হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমরা এই কথা কখনও বলি না যে গত ৫ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামীণ জনগণের পানীয় জলের যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান আমরা করে ফেলেছি। মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থা সব জায়গাতে এক নয়, তবু কোন কোন জায়গাতে আমরা পানীয় জল দেওয়ার চেষ্টা করছি। এই অল্প সময় এবং আমাদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে ৫ বছর তো কিছুই নয়। কারণ যেখানে দীর্ঘ ৪/৫টা বার্ষিক পরিকল্পনা চলে গেছে এবং আমরা ৬ষ্ট পরিকল্পনায় এসেছি. আমরা এমন কথা বলব না যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি। কিন্তু এই অল্প সময় এবং সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে গত ৫ বছরে বামফ্রন্ট সরকার পানীয় জলের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এটা বিরোধী মাননীয় সদস্যরা যারা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন, তারাও স্বীকার করেছেন। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আমি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হল ত্রিপুরাতে কয়টা টিউবওয়েল হবে, কয়টা রিং-ওয়েল হবে, এটা ত্রিপুরা সরকারের উপর নির্ভর করেনা। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্লেনিং বোর্ডের উপর নির্ভর করে। তারা কতটা টিউব-ওয়েল এবং কতটা রিং-ওয়েল করা হবে, তা ঠিক করে, সেই অনুয়ারী টাকা বরাদ্দ করেন। গ্রাম্য জনসাধারণের পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে যে সংকট, তাকে এখানে যে ভাবে উপস্থিত করা উচিত ছিল, সেই ভাবে না করে, বিরোধী দলের সদস্যরা তাকে বিকৃত ভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। তারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেছেন যে এর মাধ্যমে নাকি ক্যাডার পোষণ এবং স্বজন পোষণ করা হয়েছে। আমার কাছে যে তথ্য আছে, তা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরে বলতে পারি এবং আপনারা সেটা নোট করে নিতে পারেন, আর এটাই হবে জনগণকে সহযোগিতা করার একটা দৃষ্টিভঙ্গি। সমালোচনা যা করার তা নিশ্চয় করবেন এবং আপনাদের সেই অধিকার আছে। একটা টিউব-ওয়েল বিভিন্ন যন্ত্রের সমন্বয়ে করা হয়, তার যদি একটা যন্ত্রও নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে সেটা খারাপ হবেই। এই অবস্থাটা দূর

করার জন্য আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছি। (অনেক বিরোধী সদস্য কিন্তু কাজের কাজ কিছু কি হচ্ছে?) এখন যদি কোন কংগ্রেসী প্রধান সেটা পালন না করেন, তা আলাদা কথা, আবার যদি কোন উপজাতি যুব সমিতির প্রধান সেটা পালন না করেন, তাও আলাদা কথা। তাই বলে যে ব্যবস্থার কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেটাকে কি অস্বীকার করা যায়? সেই ব্যবস্থাটা হল আমরা প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে এই জন্য একটা কমপ্লেইন বুক রাখা নির্দেশ দিয়েছি। যেখানে পঞ্চায়েত অফিস আছে, সেখানে এই কমপ্লইন বুক থাকবে, আর যেখানে পঞ্চায়েত অফিস নাই, সেখানে হয় গ্রাম প্রধানের বাড়ীতে না হয় উপ-গ্রাম প্রধানের বাড়ীতে থাকবে। যে কেউ ইচ্ছা করলে, টিউব-ওয়েল সম্পর্কে সেখানে গিয়ে ঐ কম্প্লেইন বুকে কম্প্লেইন করতে পারেন। এবং সেই কম্প্লেইন অনুসারে গ্রাম প্রধান মেকানিক্সকে জানাবে, মেকানিক্স ওভার-সিয়ার যিনি থাকবেন, তাকে জানাবেন। তার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বি, ডি, ও অথবা ডি, এমের কাছে দেওয়া আছে। মাননীয় সদস্যরা টিলা ভূমিতে জলের অভাবের কথা বলেছেন, কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমতল বলুন আর টিলা বলুন, সবই চিনি এবং জানি।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে জল চাইলেই জল পাওয়া যায় না। জল যেভাবে আমরা সরবরাহ করার চেষ্টা করছি, যদি আপনারা ধর্মনগর যান তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে এ' ১৮ মুড়াতে যেখানে পাহাড়ের গায়ে বাঁশের চোং দিয়ে রাখা হত এবং বাঁশের চোং দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে জল পরত সেখানে আমরা পাকা করে জনসাধারণের জন্য পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছি। আপনারা যান গেলে দেখতে পাবেন যে এ' ৪৩ মাইলের ছড়া—সেখানে সেই ছড়াতে পাকা ট্যাংক করে সেই ট্যাংকের সঙ্গে পাইপ লাগিয়ে পাহাড়ের উপর পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছি। এখন সেখানে তারা সহজেই জল পাচ্ছে। কাজেই এই ব্যবস্থাগুলি যদি আমরা না করতাম তাহলে নিশ্চই আপনারা বলতে পারতেন যে জলের উতস আছে কেন পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হল না। কেউ কেউ জম্পুই হিলের কথা বলেছেন সেখানে এই ধরণের ট্যাংক করার সুবিধা নাই কাজেই সেখানে বৃষ্টির জল আটক করে ধরে রাখার জন্য ট্যাংক করে সেই ট্যাংক থেকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাইপ লাইন করে পাহাড়ের উপর ৪টি টেপ বসিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য সেখানে বৃষ্টি যদি কম হয় তাহলে জল পাওয়া যাবে না এবং বৃষ্টি বেশী হলে জল পাওয়া যাবে। সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি সেখানে রিংওয়েল দেওয়ার জন্য এবং যদি রিংওয়েল করা না যায় তাহলে সেখানে ডিপ টিউব ওয়েল করার জন্যও আমরা স্কীম রাখব। কাজেই এই সমস্ত অসুবিধা আছে। কিন্তু আমি এই কথা বলব যে ভৌগোলিক অবস্থার সংগে সংগতি রেখে আমরা পানীয় জলের ব্যবস্থা করছি। এবং যে সব জায়গায় রিংওয়েল, টিউব ওয়েল ম্যাসনারী ওয়েল ইত্যাদি করা যাবে না সেই সব জায়গায় জরুরী ভিত্তিতে কাঁচা কুয়া করছি এই সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই সমস্যা দূর করার জন্য এই সরকারের হাতে যত টাকার দরকার শ্রীমতি গান্ধী তত টাকা দিচ্ছেন না। অথচ ২০ দফার একটা দফা হচ্ছে পানীয় জলের সমস্যা দূর করা কিন্তু সেই সমস্যা দূর করার জন্য উপযুক্ত টাকা দিচ্ছেন না। হ্যাঁ, হিসাব আমি দিতে পারব যদি হিসাব দিতে না পারি তাহলে এখানে পত্রিকার রিপোর্টারগণ আছেন. তারা কাজেই আমি হিসাব দেব শুনে নিন। আমরা টিউবওয়েল, রিংওয়েল ম্যাসনারী ওয়েল,

রিজার্ভোয়ার এবং রেন ওয়াটার স্টোর করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি। সেই অনযায়ী আমরা টিউব ওয়েলের মঞ্জুর করেছি ২০,১৬৩টি, রিং ওয়েল ৭,০৪৩টি, ম্যাসনারী ওয়েল ২,০৮৫টি। তারপর রিজার্ভয়েল---বিভিন্ন ভাবে জল আটক করে রাখার ব্যবস্থা করেছি ১১টি---স্প্রীং ওয়াটার, জম্পুই পাহাড়ে গত ৫ বছরে আমরা একটি করেছি। এবং তারজন্য আমরা টাকা মঞ্জুর করেছি। এইভাবে ব্লক ভিত্তিক আমরা মঞ্জুর করেছি ঃ- বিশালগড় ব্লকের জন্য টিউবওয়েল এর জন্য ৬৬,৩০০ টাকা, আর, সি, সি. ওয়েলের জন্য ৫,৩৭,৫০০ টাকা ম্যাসনারী ওয়েলের জন্য ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। জিরানীয়া ঃ- টিউব ওয়েলের জন্য ৪৪,২০০ টাকা রিংওয়েলের জন্য ৩ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ম্যাসনারী ওয়েলের জন্য ২,৪০ হাজার টাকা। মোহনপুর ঃ- টিউব ওয়েলের জন্য ৪৪,২০০ টাকা আর, সি, সি. ওয়েলের জন্য ৩,৬২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ম্যাসনারী ওয়েলের জন্য ২,৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। মেলাঘর ঃ--- টিউব ওয়েলের জন্য ৪৪,২০০ টাকা আর. সি, সি ওয়েলের জন্য ৩,৮৪ হাজার টাকা ম্যাসনারী ওয়েলের জন্য ২,৪০ হাজার টাকা। অমরপুর ঃ-- টিউবওয়েলের জন্য ৪৪,২০০ টাকা আর, সি, সি, ওয়েলের জন্য ৪ লাখ টাকা ম্যাশনারী ওয়েলের জন্য ২,৪০ হাজার টাকা। সাতচাঁদ ঃ-- টিউব-ওয়েল ৪৪,২০০ টাকা আর, সি, সি, ওয়েল ৩,৬২,৫০০ টাকা ম্যাসনারী ওয়েল ২,৭০ হাজার টাকা। বগাফা ঃ-- টিউবওয়েল ২,৪৪,০০ টাকা রিং ওয়েল ৩,৬২,৫০০ টাকা ম্যাসনারী রয়েল ২,৪০ হাজার টাকা। পানিসাগর ঃ-- টিউব রয়েল ৪৮,৬২০ টাকা রিংওয়েল ৫,৫০৭ টাকা ম্যাসনারী ওয়েল ৫৫ হাজার টাকা। কুমারঘাট ঃ-- টিউবওয়েল ৪৪,২০০ টাকা ও রিং ওয়েল ৫,৫০ হাজার টাকা ম্যাসনারী ওয়েল ৭৫ হাজার টাকা। ছামনু ঃ-- টিউবওয়েল ১৭,৬৮০ টাকা আর, সি, সি, ৪,৭৫ হাজার টাকা ম্যাসনারী ওয়েল ৪৫ হাজার টাকা। কাঞ্চনপুর ঃ-- আর, সি, সি, ৫,৫০ হাজার টাকা ম্যাসনারী ওয়েল ৪৫ হাজার টাকা। ডম্বুর :-- রিংওয়েল ১,৭৫ হাজার টাকা ম্যাসনারী ওয়েল ১৫ হাজার টাকা। এইভাবে আমরা টাকা সেংশান করেছি। এবং যেসব অভিযোগ এখানে উঠেছে যে ভাঙ্গা টিউবওয়েল মেরামত করা হচ্ছে না। এই অভিযোগ ঠিক নয়, কারণ আমরা ডি, এম, এর নিকট এবং বিভিন্ন ব্লকে টাকা সেংশান করে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেই হিসাব আমি এখানে দিচ্ছি।

সিনকিং অব টিউবওয়েল বিশালগড়ে ১৫০টি, রিপ্ল্যাচমেন্ট ২৭৫টি, কন্সট্রাকশন অব আর, সি, সি, ওয়েল ৪৫টি দেওয়া হয়েছে। জিরাণীয়ায় ১০০ সিনকিং নিউ টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই যে টাকাগুলি দিয়ে থাকি সেই টাকা সঠিকভাবে কাজে লাগছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা একটা সেল গঠন করেছি। এই সেলের মেম্বার-দের নাম হচ্ছে এবং সেটাকে বলা হয় ইংসপেকশন কমিটি। এতে আছেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আর, ইউ, এস নর্থ, ওয়েস্ট এবং সাউথ এবং ওয়ার্ক ম্যানেজার আর, ইউ, এস। তারা ত্রিপুরা রাজ্যে তদন্ত করে দেখবেন সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে কি না। এই যে কাজগুলি আমরা করছি সেটা গরীব মানুষের স্বার্থেই করছি। এই তথ্যগুলি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যগণ, সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল শর্ট নোটিশের উপর ডিসকাশন। এই নোটিশটা এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"কৃষিজমিতে জলসেচের জন্য সরকারের উদ্যোগসমূহকে কার্যকরী করা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় বিধায়ককে তার আলোচনা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি। সময় অল্প তারমধ্যে শেষ করতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হল কৃষি জমিতে জলসেচের জন্য উদ্যোগ সমূহকে কার্য্যকরী করা সম্পর্কে। কতগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে যে বিভিন্ন সমস্যা আছে সেগুলি এই বিধান সভায় আলোচনা করা দরকার। স্যার, আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ত্রিপুরা রাজ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী জমিতে জলসেচের কোন সুষ্ট পরিকল্পনা ছিলনা। কিছু কিছু সিজন্যাল বাঁধ এবং কোথাও কোথাও কিছু টিউবওয়েল হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, প্রায়রিটি দিয়েছেন এই ব্যাপারে। বামফ্রন্ট সরকার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন। এই কাজে ইঞ্জিনিয়ার দপ্তর মাইনর ইরিগেশন কাজ করছে একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে। মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট এই ব্যাপারে উদ্যোগ ব্যাপক নিয়েছে, বিগত পাঁচ বছরে কম অগ্রগতি হয় নাই। তারা রাজ্যে নূতন প্রজেক্টের মাধ্যমে সদর মহকুমা থেকে আরম্ভ করে কাঞ্চনপুর প্রত্যেকটা সাবডিভিশনেই উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। ডিপটিউবওয়েল স্কীম, ডাইডা স্কীম, আর্টিজেন টিউবওয়েল এগুলি তো আছেই তা'ছাড়া, বড় বড় পুকুর, বাঁধ দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করা হচ্ছে। এর মধ্যে কোনটা মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট জমিতে জল সেচের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা যায় নরম্যাল ওয়েদারের মধ্যে ড্রুট হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে উচুনীচু জমি। সেই জন্য কৃষি উৎপাদনের জন্য ত্রিপুরার কৃষি জমি সম্পূর্ণ জলসেচের উপর নির্ভরশীল। ত্রিপুরার অধিকাংশ জমিতেই এক ফসল হয়ে থাকে এবং সামান্য পরিমাণ জমিতেই তিন ফসল হয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে কংগ্রেস সরকার এই ব্যাপারে অবহেলা করে গেছেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে কৃষির উপর বিশেষ জোর দেন। যার ফলে আজকে ত্রিপুরার প্রায় সমস্ত কৃষি জমিই উৎপাদনমুখী হয়েছে। কিন্তু আরও উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উপজাতি এলাকায়ও আমরা কি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। স্যার, এই ব্যাপারে আমাদের টাকার দরকার। বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিগত ৩০।৩৫ বৎসর যাবত এই রাজ্যকে অবহেলিত করে রেখেছে। সামান্যতম দৃষ্টিও নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই বামফ্রন্ট সরকার কাজ করছে। সেই অনুযায়ী কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্‌বাস্তুরা এখানে এসেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় নি। তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছে না। নর্ম্যাল বরাদ্দের বাহিরে এক ইঞ্চি পরিমাণ টাকাও বেশী দেওয়া হচ্ছে না। বলা হচ্ছে কি, ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে ড্রুট এবং ফ্লাড তার জন্য রাজ্য সরকারকে তার বাজেট থেকে টাকা দিতে হবে। এই হচ্ছে পরিস্থিতি।

কি সমস্যা এবং অসুবিধার মধ্যে এই রাজ্য সরকারকে চলতে হচ্ছে। তথাপিও তার মধ্যে থেকে রাজ্য সরকার এই জল সেচের অগ্রগতি এবং উন্নতির জন্য চেষ্টা করে

চলেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের ব্যাপক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই সমস্যা সম্পর্কেও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং সমাধান করা উচিত। সমস্যা গুলি কি? স্যার, এই জল সেচের সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তর যুক্ত রয়েছেন। বিদ্যুৎ দপ্তর এই রকম একটি দপ্তর। তার আবার ইন্টারন্যাল, কন্সট্রাকসন এবং ম্যনটেনেন্স এই ৩টি উইংস আছে। এই তিনটি উইংস যদি পরস্পরের সঙ্গে কো-অর্ডিনেটের কথা চিন্তা না করেন, তাহলে প্রতিটি স্কীমের জন্য কৃষকদের অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এমনও আছে, ১০।১৫ দিনের মধ্যে জমিতে জল সেচ না হলে কৃষকদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় ঠিক সময়ে ঠিকমত বিদ্যুৎ আসলো না। কিংবা আসলেও ঠিক মত পরিবেশিত হলো না। মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো নিবিড় থাকা দরকার। আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, অনেক স্কীম এক, দেড় দুই বছর যাবৎ পড়ে আছে। বিদ্যুতের কনসট্রাকশান হয় নি। কিংবা লাইন যায়নি বলে। কোথাও লাইন টানা হয়েছে কিন্তু কনেকসান দেওয়া হয় নি। কাজেই আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো নিবিড় করে কাজ করতে হবে। শুধু তাই নয়, এখানে আমি আর একটি দপ্তরের কথা বলতে চাই। সেই হচ্ছে কৃষি দপ্তর। এই তিনটি দপ্তরের সঙ্গে কৃষকের মূল সমস্যা এবং মূল প্রশ্ন জড়িত। কাজেই তাদের মধ্যে যদি বিরোধ থাকে, তাহলে সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের চেষ্টা, উৎপাদন বাড়ানোর এবং তিনটি ফসল ফলানোর। যদি জনসাধারণের উদ্যোগের কথা চিন্তা করা হয়, তাহলে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারব। স্যার, এইগুলি সম্পর্কে আমি বিধান সভার এষ্টিমেট কমিটির বিভিন্ন রিপোর্ট প্ল্যাস করেছি। সেইগুলিও আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই রেফারেন্স হিসাবে গত বিধানসভায় এস্টিমেট কমিটির রিকমেন্ডেশান আছে, কি ভাবে কোথায় কি করার দরকার। আমরা লক্ষ্য করেছি, আমলারা প্রশাসনের কাজ সঠিকভাবে করছেন না। এ জন্য সরকারকে দেখতে হবে। স্যার, আমি এই জন্য বলতে চাই বিভিন্ন জায়গায় ডীপ-ইরিগেশান স্কীম গুলির অবস্থা কি? যে গুলি প্রটেনশিয়াল সে গুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন সে গুলিকে প্রটেনশিয়াল করার জন্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, শ্যালো টিউব-ওয়েল সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। নূতন স্কীম চালু করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এর জন্য জনসাধারণ থেকে জমি দান করা হয়েছে শ্যালো টিউবওয়েল বসানোর জন্য। এই শ্যালো টিউব-ওয়েলগুলি বসানোর জন্য ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারাই এ গুলি পরিচালনা করবেন। এর জন্য যে খরচ হবে তা গ্রামের কৃষকরা চালাবেন এই ভাবে চিন্তা ভাবনা করা হয়। কিন্তু সমস্যা রয়েছে। ল্যাম্পস্-এর হাতে প্যাক্স-এর হাতে হস্তান্তরিত করা হয়েছে কিন্তু সেটা কে চালাবে। এগুলি চালাতে আরো বেশী লোকের দরকার। ইলেকট্রিক মোটরগুলি, পাম্প মেসিন গুলি চালাতে যদি উপযুক্ত লোক না থাকে, তাহলে প্যাক্স এবং ল্যাম্পস্ কি করে চালাবে। লোক রাখতে গেলে বেতন দিতে হবে। এক বছরের জন্য হলেও প্রথম দিকে যদি ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে এইগুলি করা সম্ভব হবে না। প্যাক্স এবং ল্যাম্পস্‌কে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে তার মাধ্যমে কি ভাবে প্রকল্প চালু করতে পারেন সেটার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয়

সরকারের ব্যবস্থার ফলে ব্যাঙ্ক থেকে প্যাকস্ এবং ল্যাম্পস্‌কে ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে গ্রামের কৃষকরা সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর একটি কথা আমি এই শ্যালো টিউব-ওয়েল সম্পর্কেই বলতে চাই। যে সমস্ত শ্যালো টিউব-ওয়েল করা হয়েছে সে গুলি দেখতে হবে। বিলোনীয়া মহকুমার মতাই অঞ্চলে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক গুলি শ্যালো টিউব-ওয়েল করা হয়েছে প্রায় ৩০।৩২টি। আমি সেখানে গ্রামের প্রধান, বি, ডি, ও ছাড়াও প্রায় দেড় হাজার লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি। কথা ছিল শ্যালো টিউব-ওয়েল গুলির সেখানে সিংকিং আরম্ভ হলেও জল না আসা পর্য্যন্ত সেখানে থাকবেন। কিন্তু যাদের নিয়ে করান হয়েছে তারা শ্যালো টিউব-ওয়েল গুলি বসিয়ে চলে এসেছেন। আমি দেখেছি, সেখানে জল আসছে না। সমস্ত মাঠ ড্রাই। কোন আমলার জন্য এ সব হচ্ছে তার খোঁজ নিতে হবে। জনসাধারণ এ সমস্ত কাজ সমর্থন করছেন না, ব্লকের মিটিংয়ে এ কাজ সমর্থন করা হচ্ছে না তথাপী সরকারী প্রচেষ্টা নষ্ট করে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত ভেতরে ভেতরে কাজ চলছে। ঠিক এই রকম কাজ চলছে সোনামুড়া মহকুমার ময়নাচক। এগুলি দেখা দরকার। শ্যালো টিউব-ওয়েল গুলিকে আবার মেরামৎ করে কৃষককে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং এই সব শ্যালো টিউব-ওয়েল গুলির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে পঞ্চায়েত, ল্যাম্পস্ ও প্যাকসের হাতে। এই কাজগুলি করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নীতি ঘোষণা করেছেন। এই শ্যালো টিউব-ওয়েল গুলি চালাবার জন্য একজন লোক আছেন। তার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত ডিউটি। কিন্তু কোন কোন সময় দেখা যায় এই সময়টাতে বিদ্যুৎ আসল না। বিদ্যুৎ আসল রাত্রিতে। কৃষকরা সকালে মাঠে গিয়ে জল পাচ্ছে না। বিদ্যুৎ না থাকায় জল আসল না। কিন্তু রাত্রিতে ওয়ার্কার চলে গেলেন। তিনি সরকারী আইন অনুযায়ী ৮ ঘণ্টা কাজ করবেন। এর পরের সময় হলে কাজ করবেন না। এটা হতে পারে না। কৃষকদের জমিতে এই ভাবে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আমি আশা করব, বামফ্রন্ট সরকার-এর যে গঠনমূলক উদ্যোগতার সঙ্গে তারা সহযোগিতা করে যাবেন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরও আমি দৃষ্টি আকর্ষন করছি। তারপর স্যার, পঞ্চায়েতের যে কমিটিগুলি আছে, সেখানে আমি লক্ষ্য করেছি যে দপ্তরের লোকেরা সেখানে উপস্থিত থাকেন না। জনকল্যানে সরকারের যে ব্যাপক উদ্যোগ সেই উদ্যোগ আজকে অবহেলিত হচ্ছে। সেই দিক থেকে আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি বামফ্রন্ট সরকারের নীতিগুলিকে চালু রাখার জন্য চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা যাতে উপস্থিত থাকেন এবং তাদের নিজেদেরকে যাতে সরকারী সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন তারজন্য আবেদন রেখে আমার আলোচনা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় এখানে সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে স্বল্পকালীন নোটিশের অবতারনা করেছেন সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বিগত ৫ বৎসর ধরে সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের

যে কার্য্যকলাপ এবং যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, সে অনুপাতে যে পরিমাণ উৎপাদন হওয়া দরকার ছিল তা হয়নি। আমরা দেখেছি একদিকে বামফ্রন্ট সরকার বলছেন যে আমাদের যথেষ্ট উৎপাদন বেড়েছে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে, অন্য দিকে দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছেন আরও চাউলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য। কাজেই এই যে অধিক চাউলের বরাদ্দের জন্য যে দাবী, এতেই প্রমানিত হচ্ছে যে সেচ ব্যবস্থা আজকে কি পরিমাণ বিপর্যস্ত। যে সমস্ত শ্যালো টিউবওয়েলগুলি বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে সেগুলি দিয়ে জল আসছে না। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি—জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত দুর্গানগর গ্রামে লিফ্ট ইরিগেশান জন্য বহু টাকা খরচ করা হয়েছে এবং এটার কাজ সম্পূর্ণ শেষ হওয়া সত্বেও সেখান থেকে সেচ্ ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে না। কারণ ঐখানে যে জমিগুলি আছে, সেগুলির মালিকরা তাঁদের দলভুক্ত নয়, এবং তাদের উৎপাদন যাতে না বাড়ে সেই দৃষ্টি কোন থেকে এটাকে বন্ধ রাখা হয়েছে। অথচ সেখানে যদি সেচ ব্যবস্থা চালু করা হত তাহলে আরও উৎপাদন বাড়ত। তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে কোন লক্ষ্য নেই, লক্ষ্য আছে কি করে নিজের দলের প্রসার বৃদ্ধি করা যায় এবং ভিন্ন দলের লোকদের কি করে দাবিয়ে রাখা যায়। তাদের এই দৃষ্টি ভঙ্গীর জন্য সেচ্ ব্যবস্থা আজকে বিপর্যস্ত। আমি সরকারকে অনুরোধ করছি যে ২০ দফার কথা বলা হয়েছে, সেই ২০ দফার মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থার কথা যেমন আছে. তেমনি সেচ্ ব্যবস্থার কথাও আছে। আপনারা ২০ দফাকে কার্য্যকরী করুন। এবং তার জন্য যদি অধিক বরাদ্দের প্রয়োজন হয় তার জন্য আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরাও অধিক অর্থের বরাদ্দের জন্য সোচ্চার হব। স্যার, সমতল ভুমিতে ইরিগেশানের একটা সুযোগ আছে, কিন্তু টিলা ভূমিতে ইরিগেশানের যদি একটা উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে ভাং হয়। ডিপটিউব ওয়েলের মাধ্যমে টিলা জমিতে ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তা যদি করা হয় তাহলে একদিকে কৃষকরা যেমন তাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে, অপরদিকে তাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হতে পারে। এবং সেই সঙ্গে পানীয় জল সংকটেরও কিছুটা সুরাহা হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় "কৃষি জমিতে জল সেচের জন্য উদ্যোগসমূহকে কার্য্যকরী করা সম্পর্কে" যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তাতে অংশ গ্রহণ করে আমি বক্তব্য রাখছি। স্যার, যখনই আমরা কোন একটা উদ্যোগ গ্রহন করি বা কোন পরিকল্পনা গ্রহন করি বা করার চিন্তা করি তখনই আমাদের সামনে আসে অর্থনৈতিক সমস্যা। এই আলোচনা শুরু করতে গিয়ে আমি এটাই বলব যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এবং সদস্যদের বেতন ও ভাতার বা আমাদের নিজেদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধারদিকে যদি আমরা লক্ষ্য রাখি তাহলে কৃষি জমিতে জল সরবরাহই হোক, আর পানীয় জলের সমস্যাই হোক তার সমাধান কোন দিনই সম্ভব নয়। স্যার, আমরা শুনেছি ১৯৭২ইং সালে সুখময় বাবুর মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে, যেখানে তাঁর মন্ত্রী সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ১০।১১ জন, তখন এই সভার মধ্যে

তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা ও বর্তমানে যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি এই সংখ্যাগত দিকটির বিরোধীতা করে বিবৃতি দেন। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি উন্নয়নমূলক কার্য্যকলাপ দূরে থাকুক তিনি ক্রমাগত তার মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে যাচ্ছেন। এই যদি চলতে থাকে তাহলে সত্যিকারে কোন সমস্যার সমাধান করা যাবে না। উনারা চক্রান্তের কথা বলছেন। কিন্তু চক্রান্ত তো শুধু আমলাতন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, উনাদের বেলায় তো হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় সদস্য বলেছেন অফিসের মধ্যে যখন জল সেচের ব্যাপারে আমাদের কৃষক ভাইরা যান এবং জল সেচের ব্যাপারে যখন তাদের অসুবিধার কথা বলেন, তখন সরকারী কর্মচারীরা বলেন, এখন আমাদের অফিস ডিউটি নেই। সেই চক্রান্ত আমলা থেকে গড়াতে গড়াতে এখন আমাদের মধ্যেও এসে পড়েছে। আজকে আমাদের সদস্যদের থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্য্যন্ত। তার জবাবও আমি দিচ্ছি যে, আমি একজন নির্ব্বাচিত সদস্য হিসাবে যখন প্রপারটি মিনিষ্টারের কাছে বলতে গেলাম জলসেচ ব্যবস্থার উপর তখন তিনি আমাকে বললেন ১০ থেকে ৫টার মধ্যে কালকে আসতে হবে। আর এক জনের কাছে যখন গেলাম তখন তিনি বললেন এখন লান্স পিরিয়ড এখন হবে না অর্থাৎ এই যে একটা চক্রান্ত চলছে কাজ না করার জন্য সেটা আজকে আমাদের হাউসের মধ্যেও এসেছে। মাননীয় সদস্য সমরবাবু যে প্রস্তাব দিয়েছেন আমি সেই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার আমি প্রস্তাব আনি নি, আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী আলোচনা এনেছি।

শ্রীজওহর সাহা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি ১৯৭৩-৭৪ সালে তখনকার উন্নয়ন কমিশনার শ্রীঅমর সিন্‌হার আমলে পাইপ কেলেঙ্কারী নিয়ে কত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে সেটা আমরা অনেকেই জানি এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এ ব্যাপারে অনেক আন্দোলন করেছেন। কিন্তু আজকে কৃষক ভাইদের জল সেচের ব্যাপারে যে কেলেঙ্কারীর কথা উঠছে আজকে কেন তার প্রতিকার করা হচ্ছে না? ভাবতে অবাক লাগে ১৯৭৮ সালে আমাদের কৃষি জমিতে জল সেচের পরিমাণ ছিল শতকরা ২৮ শতাংশ, আর আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিগত ৫ বছরে ১ শতাংশ জমিতে তারা জল সেচের আওতায় আনতে পারছেন না কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে খরচ করা হচ্ছে। আমি এই ব্যাপারে জানতে চাই এই টাকা কোথায় গেল? মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে বিলোনীয়ায় সেলো টিউব-ওয়েল করা হয়েছে কিন্তু সেটা দিয়ে জল উঠছে না।

শ্রীসমর চৌধুরী---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যেহেতু আমি এখানে উপস্থিত, উনি যেভাবে বলেছেন তাতে সমস্ত বিষয় বস্তু ডেসট্রয় হয়ে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস, আপনি "কৃষিজমিতে জলসেচের জন্য সরকারের উদ্যোগসমূহকে কার্য্যকরী করা সম্পর্কে" আপনার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীজওহর সাহা---এই যে সরকারী পরিকল্পনা সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে না। সরকারের পরিকল্পনা একটাই ছিল সেটা হলো তাদের কেডারদের মধ্যে কিছু দিতে হবে।

কারণ আগে যেখানে সেলো টিউবওয়েল করা হবে সে জায়গাটা পরীক্ষা না করেই কেন সেখানে বসানো হলো? যদি সেলো টিউব-ওয়েল বসানোর আগেই পরীক্ষা করা হতো তাহলে এই রকম অবস্থা হতো না। আপনারা বলছেন ২৮টি টিউব-ওয়েল বসানো হয়েছে, মাইনর ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, রিং-টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি দিয়ে কোন কাজই হচ্ছে না। যদি সেগুলি আপনারা উঁচু জায়গায় না বসিয়ে নীচু জায়গায় বসাতেন তাহলে আজকে এই অবস্থা হতো না? এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজকে বেড়েই চলেছে। আমি আশা করবো যখন আমরা পরিকল্পনার কথা বলবো তখন সেই নিয়ম-নীতি ভেঙ্গে এবং পরিহার করে যাতে কৃষকদের জমিতে জল পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য আমি এই হাউসের কাছে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :---মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় এই হাউসে আজকে যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ কৃষির উপর ত্রিপুরার সামগ্রিক জীবিকা নির্ভর করছে। জলসেচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য উপস্থিত করেছেন তার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু যে বিষয়টা পূর্ত দপ্তর এবং কৃষি দপ্তর যৌথভাবে সংযুক্ত সেখানে এই আলোচনায় মাননীয় কৃষি মন্ত্রী অনুপস্থিত, এটা বড় নিদারুণ এবং অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। এই আলোচনার যে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছেন ট্রেজারী বেঞ্চের দিকে তাকালে নিদারুণ চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যাস, আমরা যারা গ্রামাঞ্চলের মানুষ আমরা সবাই জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে সেচ ব্যবস্থার যে প্রয়োজন আছে সে তুলনায় কিছুই ব্যবস্থা নেই। তাই জলের যে অভাব এবং জলে উৎসের যে স্কীম আমরা এখনও সেটা কাজে লাগাতে পারছি না। এই উৎসগুলি আমাদের কৃষকদের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে এবং হাজার হাজার কৃষক এখনও জল সেচের অভাবে চাষ করতে পারছে না ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই কারনেই আমাদের মুখ্যত সরকারের কাছে কৃষকদের এটা আশা হচ্ছে যে হয়তো বামফ্রন্ট সরকার আসার পর তাদের জলসেচের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু গত ৫ বছর আমরা লক্ষ্য করেছি সেই তৈদু এলাকার একটা মাইনর ইরিগেশান সেন্টার সেটা দিয়ে গত বছর শীতের মরশুমে জল সেচের ব্যবস্থা প্রপারলি হয়নি। অম্পিছড়া সেখানে এখনও যদি গিয়ে দেখেন, আজকেও সেখান থেকে অনেকে এসেছে এবং বলেছে সেখানে সেচ প্রপারলি হচ্ছে না। পাইপ কাটা হচ্ছে সেগুলি নাকি বামফ্রন্ট কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ৫০ বর্গ ফুট একটা ট্যাংক করার কথা ছিল, সেটা নাকি করা হয় নাই। ডাইভারসন স্কীম করার কথা ছিল পতিছড়াতে তা করা হয়নি কৃষকরা জলের অভাবে কাজ করতে পারছেনা। উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। যার জন্য কৃষককে সিজনাল ওয়াটারের উপর নির্ভর করতে হয়। সিজন্যাল ওয়াটারের উপর নির্ভর করলে শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থাই খারাপ হয়না, তাতে ত্রিপুরার মানুষকে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হয়। লিফটিং ইরিগেশান স্কীমের জন্য এতগুলি টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু তা কার্যতঃ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এটা অত্যন্ত

দুঃখ জনক। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে জনগণের তরফ থেকে বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে, আমার তেদু অঞ্চলের জনগণেরা বহুবার চেষ্টা করেছেন এই স্কীম চালু রাখার জন্য, কিন্তু তাদেরকে বলে দেওয়া হয়, টি, ইউ, জে, এসকে যতদিন ভোট দেবে ততদিন পর্য্যন্ত লিফটিং ইরিগেশান তোমাদের ঐখানে চালু করা হবে না, এই স্কীম যুবসমিতির সমর্থকদের জন্য আমরা করি না। যেখানে তাদের সমর্থক বেশী সেখানেই তারা স্কীম চালু রাখেন, যেখানে তাদের সমর্থক কম সেখানে তারা এই স্কীম চালু রাখেন না। যার জন্য কৃষককে অসুবিধায় পড়তে হয়। জলসেচ ব্যবস্থাকে এইভাবে তারা রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে, জনসাধারনের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করছে। বার্মাতে ডিপ-টিউব-ওয়েল ছিল। কিন্তু যেহেতু সেখানে তাদের সমর্থক কম ডিপ-টিউব-ওয়েল বন্ধ রাখা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইভাবে যদি সমস্ত দৃষ্টিভংগীকে পাল্টানো যায় তাহলে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সার্বিকভাবে দৃষ্টিভংগীকে পাল্টাতে হবে। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে এই সমস্ত জলসেচ ব্যবস্থায় তারা দলবাজি শুরু করেছে।

* * * * *

মিঃ স্পীকার ঃ—বক্তব্যের সংগে সংগতিহীন বলে বক্তব্যের শেষাংশটুকু বাদ দেওয়া হল।

(At this stage all the opposition members except one staged walk out for the rest of the day)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ- শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তাতে অংশগ্রহণ করে আমি বলতে চাই যে বিগত ৩০ বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যের জমিগুলি উপেক্ষিত অবস্থায় ছিল। জলসেচের ব্যবস্থা ছিল না, যার ফলে সার্বিকভাবে কৃষির কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। কৃষকদের সিজন্যাল ওয়াটারের উপর নির্ভর করতে হত এবং এখনও করতে হচ্ছে, কিন্তু এখন একটা প্রচেষ্টা চলছে যাতে কৃষকদের প্রকৃতির দয়ার উপর বসে থাকতে না হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। এখন প্রযুক্তিবিদ্যায় অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে, কৃষি বিজ্ঞানেও অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সেই জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটা জায়গা যার মধ্যে ৮ম ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে এবং কৃষিক্ষেত্রে গত ৩০ বৎসরে উন্নতির কোন প্রভাব পড়েনি। এবং বিজ্ঞানের কোন প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়না। যার জন্য বৃষ্টি হবে কি হবে না তার উপর নির্ভর করতে হত প্রত্যেকটি কৃষক। বেশী বৃষ্টি হলে কৃষকের সর্বনাশ এবং কম বৃষ্টি হলেও কৃষকের সর্বনাশ। অতিবৃষ্টিতে বন্যা, কম বৃষ্টিতে খরা। এই দুই অবস্থাতেই কৃষকদের সর্বনাশ। এই হল কৃষি ব্যবস্থার চেহারা। কৃষি নিভরশীল ত্রিপুরা। ত্রিপুরার বেশীরভাগ মানুষ কৃষক সেখানে এই হচ্ছে কৃষির ব্যবস্থা। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সরকার চাইছেন যাতে জনগণের আস্থাকে বিশ্বাসকে কাযকরী করার জন্য সর্বোপরি যে কৃষি সমস্যা সেই সমস্যাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সেচ ব্যবস্থা যাতে বাড়ানো যায়, প্রকৃতির দয়ার উপর যাতে নির্ভর করতে না হয় তারজন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমরা দেখেছি,

* * * Expunged as ordered by the Chair.

সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে আরও টাকার জন্য এখনও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। ১টা ব্যারেজের কাজ এগিয়ে চলেছে আরও ২টা ব্যারেজের কাজ নূতন করে স্থাপনের জন্য বামফ্রন্ট সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুলি চালু করা যায় ত্রিপুরার তত তাড়াতাড়ি সর্বক্ষেত্রে মংগল হবে। ত্রিপুরা আর্থিক আয়ের এমন কোন কিছু নাই, এমন কোন শিল্প নাই যা থেকে আয় হতে পারে। যতদূর হয় তারমধ্যে কৃষিই প্রধান। তাই কৃষির উপর যদি বেশী করে নজর না দেওয়া হয় তাহলে পরে ত্রিপুরার উন্নতি হবে কি করে। তাই মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। যাতে সেই স্কীম-গুলি চালু হয় তার ব্যবস্থা করাই ভাল হবে। আমি একটা ডাইভারশন স্কীমের কথা বলব যেখানে টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে। সেটা হল ধূপতলি ডাইভারশন স্কীম। সেটার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই সরকারের প্রচেষ্টা থাকলে শুধু চলবে না তারজন্য সঠিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। কাজেই আমি এখানে এ কথাটাই উল্লেখ করতে চাই যে এই পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করার আগে সেখানকার মানুষের মতামতের কিছু মূল্য দেওয়া উচিত ও টেকনিক্যাল ব্যাপারটা খতিয়ে দেওয়া উচিত যাতে এই ধরনের স্কীমগুলি সাকসেসফুল হতে পারে। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে যেখানে ডিপ-টিউব-ওয়েল আছে সেখানে বিদ্যুতের কানেকশন দিতে দেরী হয়ে যায়। অনেক সময় তার যন্ত্রাংশ আনতেও দেরী হয়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পরেও ডিপ-টিউব-ওয়েল বন্ধ হয়ে থাকে তাতে তখন কৃষকের কোন কাজে আসে না। কাজেই এসব দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এসব বলছি যাতে সরকার এধরণের অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারে। আমি আরও বলতে চাই যে সমস্ত দপ্তরের সমন্বয় দরকার এসব অসুবিধা কাটিয়ে উঠার জন্য। কৃষকদের মতামত নেওয়া দরকার যে এসব পরিকল্পনাগুলি সাকসেসফুল হলে কৃষকদের এই উপকারে আসবে। আমি লক্ষ্য করছি যে এই সরকার সত্যিই কৃষকদের কল্যাণের জন্য, দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কাজেই এই প্রস্তাবটিও দেশের কল্যাণের জন্যই আনা হয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই এই প্রস্তাবকে আমার মত সকলেই সমর্থন করবে বলে আমি আশা রাখি এবং এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— সময় কম বলে বিস্তৃত আলোচনার জন্য সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে না। এখন মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী মহোদয়কে আলোচনার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এখানে যে শর্ট ডিসকাশন নোটিশ উত্থাপন করেছেন সেটা হল ঃ— "কৃষি জমিতে জলসেচের জন্য সরকারের উদ্যোগসমূহকে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা সম্পর্কে"। এই বিষয়ের উপর সরকার পক্ষের এম. এল. এরা আলোচনা করেছেন এবং বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যেও কেউ কেউ আলোচনা করেছেন। আমিও এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমরা প্রথম যখন বামফ্রন্ট সরকারে এলাম তখন আমরা এই বিষয়টির উপর প্রথম নজর দিলাম। কারণ ত্রিপুরা রাজ্য একটা কৃষি প্রধান রাজ্য। এখানে

শিল্প, কারখানা বলতে কিছু নাই শুধু কিছু টিলা আর কিছু লুঙ্গা জমি আছে। কিন্তু আমাদের আগে কংগ্রেসের আমলে দীর্ঘ ৩০ বছরে এখানে ইরিগেশানের জন্য ১টা ডিভিশন আর ইনভেস্টিগেশনের জন্য আরেকটা ডিভিশন ছিল। আমরা ক্ষমতায় আসার ৭ মাসের মধ্যে ১ জন চীফ ইঞ্জিনিয়ার আনলাম এবং এনে ত্রিপুরায় প্রথম ইরিগেশান এণ্ড ফ্লাড কন্ট্রোল নামে আলাদা একটা দপ্তর খুললাম। তারপর আগের ২টা ডিভিশনকে বাড়িয়ে ৮টা ডিভিশন করলাম। ৪ জন সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তর খুললাম এবং সে সঙ্গে যতটা সাব-ডিভিশন দরকার ততটা সাব-ডিভিশনও খুললাম। যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের সবচাইতে বেশী জরুরী তাই আমরা এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বেশী বেশী টাকার ব্যয়বরাদ্দ চেয়েছিলাম। ১৯৭৯-৮০ ইং থেকে এই অবধি মাইনর ইরিগেশনের জন্য অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পের জন্য যে টাকা আমরা চেয়েছিলাম সে টাকা আমরা পাই নাই। তবুও যে টাকা আমরা পেয়েছি তার চাইতে বেশী টাকা আমরা খরচ করেছি। এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কংগ্রেসের আমলে ত্রিপুরায় ২৮ পার্সেন্টের বেশী জমি জলসেচের আওতায় ছিল কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে নাকি ১ পার্সেন্টও বাড়ে নাই। আমি জানি না মাননীয় সদস্যরা এ ব্যাপারে কোন খবর রাখেন কিনা। এই হাউজেই আমি এ সম্পর্কে তথ্য পেশ করেছিলাম। তখন কংগ্রেসের আমলে ১০৩ টা স্কীম ছিল তাতে ৩০৩১ হেকটর জমিতে জলসেচ হয়েছিল। ১৩টা ডিপ-টিউব-ওয়েল, ১৮টা লিফট্-টিউব-ওয়েল ও ১২টা ডাইভারশান ছিল। ২টা পুরান রিগ মেশিন ছিল মাত্র আর আমরা ১৯৭৯-৮০ সনে ১টা নূতন রিগ কিনলাম, ১৯৮০-৮১তে আরেকটা নূতন রিগ কিনলাম এবং ১৯৮১-৮২তে আরেকটা নূতন রিগ কিনলাম যাতে করে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে পর্য্যন্ত আরও বেশী করে পানীয় জলের ও জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। সামনের বছরেও আমরা আরেকটা নূতন রিগ কিনব।

এইটা সামনে রেখে আমরা আমাদের কাজে অগ্রসর হচ্ছি। বিগত পাঁচ বছরে এই বামফ্রন্ট সরকারের আগের বামফ্রন্ট সরকার এর আমলে চারটা ডিপ টিউবওয়েল করেছি শুধু ইরিগেসনের জন্য ১৪৪টি লিফট ইরিগেশন করেছি, চারটি ডাইভার-সিফাইড স্কীম এবং ১৩৪টি সেলো টিউবওয়েল করেছি। সেচের জন্য শুধু যে এলাকা বাড়ছে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজও বাড়ছে—তাই আমাদের এই কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে আরো বেশী টাকা দরকার, দরকার এইগুলি করবার জন্যে নির্মাণ সামগ্রী। এইসব সমস্যা রয়েছে। একটা টিউব-ওয়েল করতে হলে ২৫০০টি গ্রেগলের দরকার হয় সেগুলি আনতে হয় দুর্গাপুর থেকে অথবা বিহার থেকে আর যে পাইপের দরকার সেটা আনতে হয় রাউরকেল্লা থেকে। তারপর সমস্যা হলো—দু বছর আগে, তিন বছর আগে অর্ডার দিয়েও সেই সকল সামগ্রীগুলি পাওয়া যায় না। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের বার বার পাঠিয়ে তারপর সামগ্রীগুলি আনতে হয়। এইভাবে আমাদের কাজগুলি সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

আরেকটি আমরা করতে পেরেছি যেটি হলো আমরা মিডিয়াম ইরিগেশনকে হাতে নিয়েছি। আমাদের সারপ্লাস ওয়াটার যা আছে সেই ওয়াটার কিভাবে কত বেশী কাজে লাগাতে পারি সেজন্য আমাদের ত্রিপুরার প্রধান চারটি নদীর যে জল যাতে আমাদের কাজে

আরো বেশী করে লাগাতে পারি তারজন্য আমরা মিডিয়াম ইরিগেশনের জন্য স্কীম 'তরী করেছি। এবং ভবিষ্যতে আমরা আরো বেশী কাজ করতে পারব বলে আশা করি।

মাইনর ইরিগেশন এবং লিফট ইরিগেশন আছে সেগুলিকে পরিচালনা করবার জন্য আমরা কতকগুলি মেজারস্ নিয়েছি। যেখানে স্কীম আছে সেখানে আমরা স্কীম কমিটি গঠন করেছি। এই স্কীম কমিটিতে রয়েছেন প্রধান চেয়ারম্যান হিসেবে, ডি, এল, ডবলিউ, রয়েছেন মেমবার হয়ে, আর রয়েছেন পাম্প অপারেটর এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের এবং দুজন প্রগ্রেসিভ কালটিভেটার রয়েছেন মেমবার হিসেবে। তারা প্রত্যেকটা স্কীমের কাজ কিভাবে করা হবে তা পরিচালনা করবেন।

তারপর সাব-ডিবিসন লেবেলে কমিটি করা হয়েছে তাতে রয়েছেন বি, ডি, ও, রয়েছেন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটেণ্ডেন্ট, আছেন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, মাইনর ইরিগেসন, ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিকস্ আর রয়েছেন এস, ডি, ও, ।

ডিস্ট্রিক্ট্ লেবেলেও একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাতে রয়েছেন ডি, এম, ডেপুটি ডাইরেকটার, এগ্রিকালচার, এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিক এবং ইরিগেশন। এরপর স্টেট লেবেলে একটি কমিটি করা হয়েছে। তাতে আছেন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কমিশনার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ইরিগেশব, চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক, রেজিস্ট্রার কো-অপারেটিভ, এবং রয়েছেন ব্যাংকের রিপ্রেজেন্টেটিভ। যাতে করে এই স্কীমগুলিকে তারা ভাল ভাবে পরিচালনা করেন এবং চেক আপ করেন তারজন্য মাসে মাসেই তাদের মিটিং হয় এবং তার মাইনুটস্ বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়। এইভাবে তারা কাজ করছেন। তবে সমস্যা দেখা দেয়, যখন প্লেনের কোন কাজ কমপ্লিট হয়ে গেলে তা নন্ প্লেনে চলে যায়। তখন দু তিন জন লোকের দরকার হয়। কিন্তু এই লোক বেতন দিয়ে আমরা দিতে পারি না। আমরা মেসিন চালানোর জন্য একজন পাম্প অপারেটর রেখেছি। কিন্তু তাতেও নানা ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ অনেক সময় কাজ করা সম্ভব হয় না। তারপরে রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার এর সমস্যা।

এই হাউসে আমরা বার বার বলেছি যে প্রতিদিন আমাদের ১৬ থেকে ১৭ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ লাগে। আমাদের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ৯ মেঘাওয়াট। বাকী বিদ্যুৎ আমাদের আসাম থেকে কিনতে হয়। তাও সেটা সব সময় পাওয়া যায় না। লিফ্ট ইরিগেশান বসানোর পরে একটা প্রশ্ন এসে যায় আমরা যে টাকা আর, এ, এস, সি, থেকে পাই সেটা ভিলেজ ইলেকট্রিফিকেশানের জন্য দরকার হয়। যখন লিফ্ট ইরিগেশান এবং ভিলেজ ইলেকট্রিফিকেশান কম হয়ে যায় তখন আর আমাদের কোন সমস্যা থাকে না। কারণ লিফ্ট ইরিগেশনে টাকার টান পড়লে আমরা ভিলেজ ইলেকট্রিফিকেশন থেকে টাকা আনতে পারি।

এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন এসেছে যে কিছু কিছু সেলো টিউব ওয়েল কাজ করছে না। কিন্তু সেখানেও অনেক অসুবিধা রয়েছে। একটা সেলো টিউবওয়েল যদি ভালভাবে কাজ করে তবে সেটার দ্বারা ৫ থেকে ১০ একর জায়গায় জলসেচ করা যায় এবং তার জন্য খরচ পড়ে ২০.০০০ টাকা। সুতরাং আমরা এই সেলো টিউবওয়েলগুলি

যে কো-অপারেটিভ বা ইনডিভিডুয়েল এর নিকট থাকে তাকে আমরা সাবসিডি দিই। সুতরাং তাদের অন্যান্য সব খরচ নিজস্ব খরচায় করতে হবে। উহার জন্য গভর্ণমেন্ট কোন কর্মচারী দিতে পারবেন না। সুতরাং এইগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যা রয়ে গেছে।

আমরা ১৯৮০-৮১ বছরে মাইনর ইরিগেশনের জন্য ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম, খরচ হয়েছে ২ কোটি ২৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। ১৯৮১-৮২ বছরে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম সেখানে আমাদের খরচ হয়েছে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। ১৯৮২-৮৩ সালে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম, আর গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমাদের খরচ হয়েছে ২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। সুতরাং আমাদের কাজ বাড়ছে, ফলে আমাদের সেই কাজ সম্পন্ন করবার জন্য আরো টাকার দরকার। আমরা এই উদ্দেশ্যে ৮৬ কোটি টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে আমাদের বরাদ্দকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আগামী বছরে আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী টাকা পাচ্ছি না। আমরা বলতে চাই না যে আমরা অনেক কিছুই করে ফেলেছি। কিন্তু এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তো অনেক কিছুই বলেন। তারা তো ত্রিপুরার জন্য কিছুই করেন না। তারা বার বার শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী করেন কিন্তু ত্রিপুরায় যে এত খরা গেলো সেখানে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তো তারা কখন বলেন নি যে ত্রিপুরার খরাক্লিষ্ট মানুষের জন্য আরো বেশী করে অর্থ বরাদ্দ করুন।

আর সময় নেই, তাই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ আলোচনা শেষ হলো।

এই সভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী রইলো।